পবিত্র কোর্‌আন

দ্বিতীয় ভাগ

(১৫ থেকে ৩০ খণ্ড পর্যন্ত)

কাজী আবদুল ওদুদ অনূদিত

ভারতী লাইব্রেরী
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
কার্তিক, ১৩৭১

প্রকাশক
কে, এ, ওদুদ
৮ বি, তারক দত্ত রোড
কলিকাতা-১৯

মুদ্রাকর
১—১৩ ফর্মা
শ্রীমোহনলাল নন্দী
টৌয়েন প্রিন্ট এণ্ড সাপ্লাই এজেন্সী
১০, ডাঃ কার্তিক বোস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯
শেষ অংশ
শ্রীঅনিলকুমার চন্দ্র
জগদ্ধাত্রী প্রেস
৮।১, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন
কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদশিল্পী
গৌরাঙ্গ পণ্ডিত
মূল্য বারো টাকা

Pabitra Quran (2nd vol)
by Kazi Abdul Wadud
Price—Rs. 12·00

বিজ্ঞপ্তি

পবিত্র কোর্‌আন দ্বিতীয় ভাগ, অর্থাৎ অবশিষ্ট ১৬ খণ্ড (১৫ থেকে ৩০ খণ্ড পর্যন্ত) প্রকাশিত হল। এর পূর্বেই এটি প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু নানা গণ্ডগোলে তা সম্ভবপর হয় নি।

চেষ্টা সত্ত্বেও ছাপার ভুলের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় নি ; সে জন্য আমরা দুঃখিত। একটি শুদ্ধিপত্র দেওয়া গেল। গ্রন্থ পাঠ আরম্ভ করার পূর্বে সংশোধনের কাজটি সেরে নেওয়া ভালো।

হয়ত আরো ছাপার ভুল হয়েছে যা আমাদের চোখে পড়ে নি। সহৃদয় পাঠকরা যদি সেসব আমাদের গোচরে আনেন তবে একান্ত বাধিত হব।

পবিত্র কোর্‌আন প্রথম ভাগে যে ভূমিকা যোগ করা হয়েছে সেটি সমগ্র পবিত্র কোর্‌আনেরই ভূমিকা। দ্বিতীয় ভাগের সূরাগুলোর পাঠ আরম্ভ করার পূর্বে পাঠকরা প্রয়োজন বোধ করলে সেই ভূমিকাটি পড়ে নিতে পারেন।

ভারতী লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত অবিনাশ সাহা নিজে আগ্রহ করে পবিত্র কোর্‌আন্‌ প্রথম সংস্করণ প্রকাশের ভার নিয়েছেন। তাঁর সহৃদয়তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

পবিত্র কোর্‌আনের প্রেস্‌কপি তৈরি করেছেন আমার কন্যাস্থানীয়া কল্যাণীয়া সন্ধ্যা। এই শ্রমসাধ্য কাজের জন্য তাঁকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

পবিত্র কোর্‌আনের প্রুফ দেখার মত কষ্টকর কাজের ভার নিয়ে শ্রীযুক্ত তুলসী দাস আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

কাজী আবদুল ওদুদ

সূচীপত্র

১৭	বনি-ইস্রাইল	...	১—১৬
১৮	আল্-কাহ্ ফ	...	১৭—৩২
১৯	মরিয়ম	...	৩৩—৪৩
২০	তা হা	...	৪৪—৫৮
২১	আল্-আম্বিয়া	...	৫৯—৭১
২২	আল্ হজ্জ	...	৭২—৮৪
২৩	আল্-মু'মিনূন	...	৮৫—৯৬
২৪	আন্-নূর	...	৯৭—১০৯
২৫	আল্ ফোর্কান	...	১১০—১১৮
২৬	আশ্-শুয়ারা	...	১১৯—১৩৪
২৭	আন্-নম্ল্	...	১৩৫—১৪৬
২৮	আল্-কাসাস	...	১৪৭—১৬০
২৯	আল্-আন্কাবুত	..	১৬১—১৭০
৩০	আর্-রূম	...	১৭১—১৭৯
৩১	লোকমান	...	১৮০—১৮৫
৩২	আস্-সজ্দাহ্	...	১৮৬—১৮৯
৩৩	আল্—আহ্যাব	..	১৯০—২০৩
৩৪	সাবা	...	২০৪—২১২
৩৫	আল্-ফাতির	...	২১৩—২২০
৩৬	ইয়াসিন	...	২২১—২২৯
৩৭	আস্-সাআফ্ফাত	...	২৩০—২৪১
৩৮	স'াদ	..	২৪২—২৫০
৩৯	আয্-যুমার	...	২৫১—২৬১
৪০	আল্ মু'মিন	..	২৬২—২৭৩

৪১	হা মীম্	...	২৭৪—২৮১
৪২	আশ্-শূরা	...	২৮২—২৮৯
৪৩	আয্-যুখ্রুফ	...	২৯০—২৯৯
৪৪	আদ্-দুখান	...	৩০০—৩০৪
৪৫	আল্-জাসিয়াহ্	...	৩০৫—৩০৯
৪৬	আল্-আহ্কাফ	...	৩১০—৩১৫
৪৭	মোহম্মদ	...	৩১৬—৩২১
৪৮	আল্-ফত্হ্	....	৩২২—৩২৭
৪৯	আল্-হুজরাত	...	৩২৮—৩৩১
৫০	কাফ	....	৩৩২—৩৩৫
৫১	আয্-যারিয়াত্	...	৩৩৬—৩৪০
৫২	আত্-তূর	...	৩৪১—৩৪৪
৫৩	আন্-নজ্ম্	....	৩৪৫ - ৩৪৮
৫৪	আল্-কমর্	...	৩৪৯—৩৫৩
৫৫	আর্-রহ্মান	...	৩৫৪—৩৫৮
৫৬	আল্-ওয়াকিয়াহ্	...	৩৫৯—৩৬৩
৫৭	আল্-হাদীদ	...	৩৬৪—৩৬৯
৫৮	আল্-মুজাদিলাহ্	...	৩৭০—৩৭৪
৫৯	আল-হাশ্র্	...	৩৭৫--৩৭৯
৬০	আল্-মুম্তাহানাহ্	...	৩৮০—৩৮৩
৬১	আস্-সফ্	...	৩৮৪—৩৮৬
৬২	আল্-জুম্' আহ্	...	৩৮৭—৩৮৮
৩	আল্-মুনাফিকূন	...	৩৮৯—৩৯০
৬৪	আত্-তাগাবুন	...	৩৯ —৩৯৩
৬৫	আত্তালাক	...	৩৯৪—৩৯৬
৬৬	আত্-তাহ্রিম	....	৩৯৭—৩৯৯
৬৭	আল্-মুল্ক	...	৩০০—৪০৩
৬৮	আল্-কলম	...	৪০৪—৪০৭
৬৯	আল্-হাককাহ্	...	৪০৮—৪১১

৭০	আল্-মা' আরিজ	....	৪১২—৪১৪
৭১	নূহ্	...	৪১৫—৪১৭
৭২	আল্-জিন্ন	....	৪১৮—৪২১
৭৩	আল্-মুয্‌যাম্মিল	...	৪২২—৪২৪
	আল্-মুদ্দাসসির	...	৪২৫—৪২৮
৭৫	আল্-কিয়ামাহ্	...	৪২৯—৪৩১
৭৬	আল্-ইন্সান অথবা আদ্-দহ্‌র	...	৪৩২—৪৩৪
৭৭	আল্-মুরসালাত	...	৪৩৫—৪৩৭
৭৮	আন্-নবা	...	৪৩৮—৪৪০
৭৯	আন্-নাযিয়াত	...	৪৪১—৪৪৩
৮০	'আবাসা	...	৪৪৪—৪৪৬
৮১	আত্-তক্‌বির	...	৪৪৭—৪৪৮
৮২	আল্-ইন্‌ফিতার	...	৪৪৯—৪৫০
৮৩	আত্ তৎফিফ	...	৪৫ —৪৫২
৮৪	আল্-ইন্‌শিকাক	...	৪৫৩—৪৫৪
৮৫	আল্-বুরুজ	...	৪৫৫—৪৫৬
৮৬	আত্-তারিক	...	৪৫৭
৮৭	আল্-আ' লা	...	৪৫৮
৮৮	আল্-গাশিয়াহ্	...	৪৫৯—৪৬০
৮৯	আল্-ফজ্‌র	...	৪৬১—৪৬২
৯০	আল্-বলদ	...	৪৬৩—৪৬৪
৯১	আশ্ শাম্‌স্	....	৪৬৫
৯২	আল্-লয়ল	...	৪৬৬—৪৬৭
৯৩	আদ্-দুহা	...	৪৬৮
৯৪	আল্-ইন্‌শিরাহ্	...	৪৬৯
৯৫	আত্-তীন	...	৪৭০
৯৬	আল্-অলক	...	৪৭১—৪৭২
৯৭	আল্-কদর্	...	৪৭৩
৯৮	আল্-বাইয়ানাহ্	...	৪৭৪

সূচীপত্র

৯৯	আয্-যিল্যাল	...	৪৭৫
১০০	আল্-আ'দিয়াত	...	৪৭৬
১০১	আল্-কারিয়াহ্	...	৪৭৭
১০২	আত্তাকাসুর	...	৪৭৮
১০৩	আল্আস্র্	....	৪৭৯
১০৪	আল্-হুমাযাহ্	...	৪৮০
১০৫	আল্-ফীল	...	৪৮১
১০৬	আল্ কোরায়শ	...	৪৮২
১০৭	আল্-মাউন	...	৪৮৩
১০৮	আল্-কাওসর	...	৪৮৪
১০৯	আল্-কাফিরুন	...	৪৮৫
১১০	আন্-নসর্	...	৪৮৬
১১১	আল্-লহব	...	৪৮৭
১১২	আল্-ইখ্লাস	...	৪৮৮
১১৩	আল্-ফলক্	...	৪৮৯
১১৪	আন্-নাস	...	৪৯০
	নির্দেশিকা	...	৪৯১—৪৯৪
	শুদ্ধিপত্র	...	৪৯৫—৪৯৬

পবিত্র কোর্‌আন

[দ্বিতীয় ভাগ]

পঞ্চদশ খণ্ড

বনি-ইসরাইল

[কোর্‌আন শরিফের সপ্তদশ সূরা বনি-ইসরাইল—ইসরাইল-বংশীয়গণ। এর প্রথম আয়াতে যে ভ্রমণের উল্লেখ আছে তা হযরতের এক দিব্য ভ্রমণ—মে'রাজ নামে খ্যাত—এই ভ্রমণকালে তিনি বহু অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছিলেন আর আল্লাহ্‌র সমক্ষে নীত হয়েছিলেন। এই ভ্রমণ সশরীরে ভ্রমণ ছিল, না, এটি ছিল একটি আত্মিক ভ্রমণ, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। যাঁদের ধারণা এটি ছিল হযরতের আত্মিক ভ্রমণ তাঁদের মধ্যে আছেন হযরতের পত্নী হযরত আয়েশা।

এটি মধ্য মক্কীয়; তবে এর শেষের দিকের কয়েকটি আয়াত মদিনীয় এই মত কেউ কেউ দিয়েছেন।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ মহিমা তাঁর যিনি তাঁর দাসকে এক রাত্রে নিয়ে গিয়েছিলেন পবিত্র মসজিদ (মক্কার) থেকে দূরবর্তী মসজিদে (জেরুজালেমে) যার পরিমণ্ডল আমি পুণ্যময় করেছি, যেন আমি তাঁকে দেখাতে পারি আমার কিছু নিদর্শন। নিঃসন্দেহ তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা।

২ আর আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম আর তা এক পথ-
প্রদর্শক করেছিলাম ইসরাইল-বংশীয়দের (এই বলে') : আমাকে
বাদ দিয়ে কোনো কর্ম-সম্পাদক নিয়ো না ;—

৩ (তারা ছিল) তাদের সন্ততি যাদের আমি নূহ্-এর সঙ্গে বহন
করেছিলাম ; নিঃসন্দেহ তিনি ছিলেন এক কৃতজ্ঞ দাস।

৪ আর আমি ইসরাইল-বংশীয়দের সম্বন্ধে গ্রন্থে বিধান দিয়ে-
ছিলাম : তোমরা দুইবার পৃথিবীতে অহিতকারী হবে, আর
নিঃসন্দেহ তোমরা ঘোর অত্যাচারী হবে।

৫ সেজন্য যখন এই দুয়ের প্রথমটির প্রতিশ্রুতির কাল এল আমি
তোমাদের উপরে পাঠালাম আমার শক্তিমান দাসদের, তাঁরা
তোমাদের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরলেন ; আর এই প্রতিশ্রুতি
পূর্ণ হয়েছিল।

৬ তার পর আমি পুনরায় তোমাদের দিই তাঁদের বিরুদ্ধে প্রবল
হতে আর তোমাদের সাহায্য করি সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে,
আর তোমাদের করি এক বড় দল।

৭ যদি ভালো করো তবে ভালো করবে তোমাদের নিজেদের
অন্তরাত্মার প্রতি, আর যদি মন্দ করো তবে তা করবে নিজেদের
প্রতি। সেজন্য যখন দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতির কাল এল (আমি অন্য
জাতিকে আনলাম) যেন তারা তোমাদের অনুশোচনা আনে,
আর যেন তারা মসজিদে প্রবেশ করতে পারে, যেমন তারা
প্রথমবার করেছিল আর যেন তারা ধ্বংস করতে পারে সম্পূর্ণ-
ভাবে যা কিছুর উপরে তাদের ক্ষমতা লাভ হয়।

৮ হতে পারে যে তোমাদের পালয়িতা তোমাদের প্রতি করুণা
করবেন ; আর যদি পুনরায় ফেরো (অবাধ্যতায়) তবে আমিও
ফিরব (শাস্তিদানে) ; আর আমি জাহান্নামকে করেছি
অবিশ্বাসীদের জন্য কারাগার।

৯ নিঃসন্দেহ কোরআন সেই দিকে চালায় যা ঋজুতম, আর

সুসংবাদ দেয় বিশ্বাসীদের যারা ভালো করে যে তাদের জন্য
আছে একটি শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য ;
১০ আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের জন্য আমি তৈরি
করেছি কঠিন শাস্তি।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ আর মানুষ মন্দের জন্য প্রার্থনা করে যেমন সে ভালোর
জন্য প্রার্থনা করে ; আর মানুষ চিরদিন ব্যস্ত-সমস্ত।
১২ আর আমি রাত্রিকে ও দিনকে দুই নিদর্শন করেছি, তার পর
রাত্রির নিদর্শনকে অন্ধকার করি আর আমি দিনের নিদর্শনকে
প্রকাশক করি, যেন তোমরা তোমাদের পালয়িতার প্রাচুর্যের
অন্বেষণ করতে পার, আর যেন তোমরা জানতে পার
বৎসরের সংখ্যা, আর হিসাব ; প্রত্যেক বিষয় আমি বিবৃত
করেছি স্পষ্টভাবে।
১৩ আর আমি প্রত্যেক লোকের (ভালো ও মন্দ) কাজগুলোকে
করেছি তার কণ্ঠলগ্ন, আর কেয়ামতের দিনে আমি তাব জন্য
আনব এক বই যা সে দেখবে পুরো খোলা :
১৪ পড় তোমার বই—আজকের দিনে তোমার অন্তরাত্মা তোমার
বিরুদ্ধে হিসাব-তলবকারীরূপে যথেষ্ট।
১৫ যে কেউ ঠিক পথে চলে সে ঠিক পথে চলে তার নিজের
(ভালোর) জন্য, আর যে কেউ বিপথে যায় সে বিপথে যায়
তার ক্ষতি করতে। বোঝার এক বাহক অন্যের বোঝা বহন
করতে পারে না ; আর আমি শাস্তি দিই না যে পর্যন্ত না এক
জন বাণীবাহক উত্থিত করি।
১৬ আর যখন আমি ইচ্ছা করি কোনো বসতিকে ধ্বংস করতে আমি
আমার নির্দেশ পাঠাই তার লোকদের কাছে যারা আরাম-
আয়েসের জীবন যাপন করছে, তার পব তারা সেখানে অনর্থ

করে, সেজন্য (শাস্তির) বাণী তার জন্য সত্য হয়, ফলে তা
আমি ধ্বংস করি সম্পূর্ণভাবে।

১৭ আর নূহ্‌-এর পরে কত পুরুষ আমি ধ্বংস করেছি! আর
তোমার পালয়িতা (একাই) যথেষ্ট তাঁর দাসদের দোষ জানা
ও দেখা সম্বন্ধে।

১৮ যে কেউ চায় এই (জীবন) যা শীগ্‌গীর চলে যায়, আমি তার
জন্য সে-ক্ষেত্রে ত্বরান্বিত করি যা ইচ্ছা করি—যার জন্য আমি
চাই; তার পর তাকে আমি দিই জাহান্নাম—সে তাতে প্রবেশ
করবে ঘৃণিত ও তাড়িত হয়ে।

১৯ আর যে কেউ পরকাল চায় আর তার জন্য চেষ্টা করে যেমন
চেষ্টা করা উচিত, আর সে বিশ্বাসী,—এরাই তারা যাদের চেষ্টা
কৃতজ্ঞ স্বীকৃতি পাবে।

২০ প্রত্যেককে আমি দিই—এদের আর ওদের—তোমার পাল-
য়িতার অনুগ্রহ থেকে, আর তোমার পালয়িতার অনুগ্রহ
সীমাবদ্ধ নয়।

২১ দেখ কেমন ক'রে আমি তাদের কাউকে প্রাধান্য দিয়েছি
অন্যের উপরে, আর নিঃসন্দেহ পরকাল অনেক ভালো স্তরের
দিক দিয়ে আর অনেক ভালো মহিমার দিক দিয়ে।

২২ আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য উপাস্য খাড়া ক'রো না পাছে বসে
থাক ঘৃণিত ও অনাদৃত হয়ে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২৩ আর তোমার পালয়িতা বিধান করেছেন যে তোমরা তাঁকে
ভিন্ন আর (কারো) বন্দনা করবে না; আর তোমাদের পিতা-
মাতার প্রতি সদয় ব্যবহার করবে। যদি তাদের একজন
বা উভয়ে তোমাদের সামনে বার্ধক্যে পৌঁছোয় তাদের ব'লো
না: "আঃ", আর তাদের তিরস্কার ক'রো না, আর
তাদের বল সম্ভ্রমপূর্ণ কথা।

২৪ আর তাদের প্রতি আনত করো আনুগত্যের ডানা করুণার
সঙ্গে, আর বলো: হে আমার পালয়িতা, তাদের উভয়ের
প্রতি করুণা করো যেহেতু তারা আমার যত্ন নিয়েছিল যখন
আমি ছিলাম ছোট।

২৫ তোমাদের পালয়িতা ভালো জানেন কি আছে তোমাদের
অন্তরে। যদি তোমরা সাধু হও—তবে নিঃসন্দেহ তিনি
ক্ষমাশীল তাদের প্রতি যারা তাঁর দিকে বার বার ফেরে।

২৬ আর নিকট-আত্মীয়কে দাও যা তার প্রাপ্য, আর নিঃস্বকে,
আর পথচারীকে, আর অপব্যয় ক'রো না দায়িত্বহীন হয়ে।

২৭ নিঃসন্দেহ অপব্যয়ীরা শয়তানের ভাই, আর শয়তান তার
পালয়িতার প্রতি চির-অকৃতজ্ঞ।

২৮ আর তুমি যদি তাদের থেকে ফেরো তোমার পালয়িতার
থেকে করুণা প্রার্থনা করতে* যা পাবার আশা তুমি করো, তবে
তাদের সঙ্গে সদয়ভাবে কথা বলো।

২৯ আর তোমার হাত তোমার গলার সঙ্গে বাঁধা রেখো না, আর
তাকে যতদূর প্রসারিত করা যায় তাও ক'রো না, পাছে শেষে
তুমি নিন্দিত ও সর্বস্বান্ত হয়ে বসে থাক।

৩০ নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা জীবিকা বাড়ান যার জন্য খুশী,
আর তিনি কমিয়েও দেন; নিঃসন্দেহ তিনি তাঁর দাসদের
সম্বন্ধে চিরওয়াকিফহাল, চিরদ্রষ্টা।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৩১ আর তোমাদের সন্তানদের হত্যা ক'রো না দারিদ্র্যে পড়ার
ভয়ে; আমি তাদের জীবিকা দিই, আর তোমাদেরও;
নিঃসন্দেহ তাদের হত্যা করা এক বড় অন্যায়।

৩২ আর ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না; নিঃসন্দেহ এটি
একটি অশ্লীলতা ও পাপ-পথ।

---

* অর্থাৎ যদি দেবার মতো কিছু তোমার না থাকে।

৩৩ আর কোনো প্রাণ হত্যা ক'রো না আল্লাহ্ যা নিষিদ্ধ
করেছেন—বৈধভাবে ভিন্ন; আর যে কেউ নিহত হয়
অন্যায়ভাবে (তার সম্বন্ধে) আমি তার উত্তরাধিকারীকে
ক্ষমতা দিয়েছি; কিন্তু হত্যার ব্যাপারে কেউ বৈধতার সীমা
লঙ্ঘন না করুক; নিঃসন্দেহ তাকে (উত্তরাধিকারীকে)
সাহায্য করা হবে।

৩৪ আর অনাথের সম্পত্তির নিকটে যেও না ভালোভাবে ভিন্ন
যে পর্যন্ত না সে সাবালগ হয়; আর প্রতিশ্রুতি পালন
করো; নিঃসন্দেহ প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে।

৩৫ আর পুরো মাপ দাও যখন মাপো আর সই পাল্লায় মাপো;
এই সঙ্গত, আর শেষে ভালো।

৩৬ আর যার জ্ঞান তোমাদের নেই তার অনুসরণ ক'রো না;
নিঃসন্দেহ শোনা, দেখা, আর হৃদয়, এর প্রত্যেকটি সম্বন্ধে
প্রশ্ন করা হবে।

৩৭ আর পৃথিবীতে গর্বিত হয়ে বেড়িয়ো না, কেননা তুমি পৃথিবীকে
ছিঁড়ে ফেলতে পার না; পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত উঁচু হতেও
পার না।

৩৮ এই সব—এই সবের যা মন্দ—তোমাদের পালয়িতার দৃষ্টিতে
তা ঘৃণ্য।

৩৯ জ্ঞানের বিষয়ে এই সব তোমার পালয়িতা তোমাকে প্রত্যাদেশ
করেছেন। আর আল্লাহ্‌র সঙ্গে আর কোনো উপাস্য দাঁড়
ক'রো না পাছে তুমি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হও নিন্দিত ও
পরিত্যক্ত হয়ে।

৪০ তবে তোমাদের পালয়িতা কি তোমাদের মর্যাদা দিয়েছেন
তোমাদের পুত্র দিয়ে আর (নিজের জন্য) নিয়েছেন কন্যা—
ফেরেশ্‌তাদের মধ্যে থেকে? নিঃসন্দেহ তোমরা বলছ এক
ভয়ঙ্কর কথা।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৪১ আর আমি এই কোর্‌আনে বার বার (সাবধান বাণী) বলেছি যেন তারা স্মরণ করতে পারে, কিন্তু তাতে তাদের বিতৃষ্ণা ভিন্ন আর কিছু বাড়ে না।

৪২ বলো: যদি তাঁর সঙ্গে থাকতেন আরো উপাস্য যেমন তারা বলে তবে নিঃসন্দেহ তাঁরা সিংহাসনের অধীশ্বরের বিরুদ্ধে একটি উপায় বার করতে পারতেন।

৪৩ তাঁরই মহিমা, আর বহু উচ্চে অবস্থিত তিনি তারা যা বলে তা থেকে।

৪৪ সাত আকাশ তাঁর মহিমা ঘোষণা করে, আর পৃথিবী, আর যারা সে সবে আছে; আর এমন কিছু নেই যা তাঁর মহিমা ঘোষণা করে না তাঁর প্রশংসার সঙ্গে; কিন্তু তোমরা তাদের মহিমা ঘোষণা বোঝ না; নিঃসন্দেহ তিনি সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল।

৪৫ আর তুমি যখন কোর্‌আন পাঠ করো আমি তোমার আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে স্থাপন করি এক অদৃশ্য বেড়া।

৪৬ আর আমি তাদের হৃদয়ের উপরে আবরণ স্থাপন করেছি পাছে তারা বুঝতে পারে, আর তাদের কানে বধিরতা, আর যখন তুমি কোর্‌আনে কেবল তোমার পালয়িতার উল্লেখ করো তারা তাদের পিঠ ফেরায় বিতৃষ্ণায়।

৪৭ আর আমি ভালো জানি কি তারা শুনতে চায় যখন তারা তোমার কথা শোনে আর যখন তারা গোপনে পরামর্শ করে, যখন যারা অন্যায়কারী তারা বলে: তুমি অনুসরণ করো এক জাদু-করা লোককে।

৪৮ দেখ, কিরূপ দৃষ্টান্ত তারা তোমার জন্য তৈরি করে, আর তারা সবাই বিপথে গেছে, আর তারা পথ খুঁজে পায় না।

৪৯ আর তারা বলে: কি, যখন আমরা হয়েছি হাড় আর জীর্ণ

টুকরো তখন সত্যই কি আমাদের তোলা হবে নতুন সৃষ্টি রূপে।

৫০ বলো : হাড় হও অথবা লোহা হও ;

৫১ অথবা আর কোনো সৃষ্টি বস্তু হও যা তোমাদের মনে হয় খুব কঠিন। কিন্তু তারা বলবে : কে আমাদের ফিরিয়ে আনবে? বলো : যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছিলেন। তবু তারা তোমার প্রতি মাথা নেড়ে বলবে : এ কখন হবে। বলো : হতে পারে তা নিকটবর্তী।

৫২ একদিন—যখন তিনি তোমাদের ডাকবেন আর তোমরা তাঁর উত্তর দেবে তাঁকে প্রশংসা জানিয়ে আর তোমরা ভাববে যে তোমরা অপেক্ষা করেছ সামান্য সময়।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৫৩ আর আমার দাসদের বলো : তারা বলুক যা সবচাইতে ভালো। নিঃসন্দেহ শয়তান তাদের মধ্যে বিরোধ বাধায় ; নিঃসন্দেহ শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

৫৪ তোমার পালয়িতা তোমাকে ভালোরূপে জানেন। তিনি তোমাকে করুণা করবেন যদি ইচ্ছা করেন অথবা তিনি তোমাকে শাস্তি দেবেন যদি ইচ্ছা করেন ; আর আমি তোমাকে পাঠাই নি তাদের অধ্যক্ষ করে।

৫৫ তোমার পালয়িতা ভালো জানেন তাদের যারা আছে আকাশে আর পৃথিবীতে। আর নিঃসন্দেহ আমি কোনো কোনো বাণীবাহককে প্রাধান্য দিয়েছে অন্যদের উপরে। আর দাউদকে আমি দিয়েছিলাম এক গ্রন্থ।

৫৬ বলো : তাদের (পয়গাম্বর, গুরু, পুরোহিত প্রভৃতিকে) ডাকো যাদের কথা তোমরা বলো তিনি ভিন্ন, কিন্তু তারা ক্ষমতা রাখে না তোমাদের থেকে বিপদ-আপদ দূর করার, না, তা বদলাবার।

৫৭ যাদের তারা ডাকে, তারা নিজেরা উপায় খোঁজে তাদের পালয়িতার সান্নিধ্য পাবার—তাদের কে হবে নিকটতম—আর

তারা তাঁর করুণার আশা রাখে, আর তাঁর শাস্তির ভয় করে। নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতার শাস্তি থেকে সাবধান হতে হবে।

৫৮ আর এমন বসতি নেই যা আমি ধ্বংস করবো না কেয়ামতের দিনের আগে, অথবা তাকে শাস্তি দেব না কঠিন ভাবে। এটি বিবৃত আছে গ্রন্থে (বিশ্ববিধানে)।

৫৯ কিছুই আমাকে নিদর্শন পাঠাতে বাধা দেয় না এ ভিন্ন যে প্রাচীনকালের লোকেরা সেসব প্রত্যাখ্যান করেছিল। আর আমি সামূদ জাতিকে দিয়েছিলাম উষ্ট্রী—এক স্পষ্ট নিদর্শন—কিন্তু তারা তার সম্বন্ধে অন্যায় করেছিল। আমি নিদর্শন পাঠাই না সাবধান করার জন্য ভিন্ন।

৬০ আর যখন আমি তোমাকে বলেছিলাম : নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা মানুষদের ঘেরাও করছেন, আর যে স্বপ্ন (মে'রাজের) তোমাকে দেখিয়েছিলাম তা আমি সৃষ্টি করি নি লোকদের পরীক্ষার জন্য ভিন্ন, আর কোর্‌আনে বর্ণিত অভিশপ্ত বৃক্ষও (যাক্কুম বৃক্ষ)। আমি তাদের ভয় দেখাই, কিন্তু তা তাদের প্রবল ঔদ্ধত্য বাড়ানো ভিন্ন আর কিছু করে না।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৬১ আর যখন আমি ফেরেশ্‌তাদের বললাম : আদমকে সেজদা করো ; তারা সেজদা করলে ইব্‌লিস ব্যতীত। সে বললে : আমি কি তাকে সেজদা করবো যাকে তুমি তৈরি করেছ কাদা থেকে ?

৬২ সে বললে : দেখ তাকিয়ে তাকে যাকে তুমি সম্মান দিয়েছ আমার উপরে ? যদি তুমি আমাকে বিরাম দাও কেয়ামতের দিন পর্যন্ত আমি তার বংশধরদের নিঃসন্দেহ পাকড়াও করবো কিছু সংখ্যক বাদে।

৬৩ তিনি বললেন : চলে যাও ; আর তাদের যে কেউ তোমার

অনুসরণ করবে, নিঃসন্দেহ জাহান্নাম হবে তোমাদের প্রতিফল
—এক পূর্ণ প্রতিফল।

৬৪ আর তাদের যাকে পারো উত্তেজিত করো তোমার কণ্ঠের দ্বারা, আর তাদের জন্য জড়ো করো তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের, আর তাদের ধনসম্পত্তিতে ও সন্তান-সন্ততিতে অংশী হও। আর তাদের প্রতিশ্রুতি দাও; আর শয়তান তাদের প্রতিশ্রুতি দেয় না তাদের প্রতারণা করার জন্য ভিন্ন।

৬৫ নিঃসন্দেহ আমার দাসদের সম্বন্ধে—তাদের উপরে তোমার কোনো অধিকার নেই, রক্ষণাবেক্ষণকারীরূপে তোমার পালয়িতা তাদের জন্য যথেষ্ট।

৬৬ তোমাদের পালয়িতা তিনি যিনি তোমাদের জন্য জাহাজ চালিত করেন সমুদ্রে যেন তোমরা তাঁর প্রাচুর্য অন্বেষণ করতে পারো; নিঃসন্দেহ তিনি চিরকরুণাময় তোমাদের প্রতি।

৬৭ আর যখন সমুদ্রে বিপদ তোমাদের আঘাত করে, তখন যাদের তোমরা ডাকো সবাই চলে যায় তিনি ভিন্ন, কিন্তু যখন তিনি তোমাদের স্থলে আনেন নিরাপদে তোমরা ফিরে দাঁড়াও; আর নিঃসন্দেহ মানুষ চির অকৃতজ্ঞ।

৬৮ তবে কি তোমরা (নিজেদের) নিরাপদ মনে করো যে তিনি কোনো জমির ঢালু দিয়ে তোমাদের ঢেকে দেবেন না, অথবা তোমাদের উপরে কোনো কঙ্করবর্ষী ঝড় আনবেন না? তখন তোমরা নিজেদের জন্য পাবে না কোনো রক্ষণাবেক্ষণকারী।

৬৯ অথবা তোমরা কি (নিজেদের) নিরাপদ মনে করো যে তিনি এই দশায় তোমাদের পুনরায় আনবেন না আর তোমাদের উপরে পাঠাবেন না এক ভয়ঙ্কর ঝড়? আর তোমাদের

ডুবিয়ে দেবেন না তোমাদের অকৃতজ্ঞতার জন্য? তখন সে ব্যাপারে আমার বিরুদ্ধে পাবে না কোনো সাহায্যকারী।

৭০ আর নিঃসন্দেহ আমি আদমের সন্তানদের সম্মান দিয়েছি; আর তাদের আমি বহন করি স্থলে ও সমুদ্রে, আর আমি তাদের জীবিকা দিয়েছি যা উৎকৃষ্ট সেসব থেকে, আর আমি তাদের প্রাধান্য দিয়েছি পর্যাপ্ত পরিমাণে যাদের আমি সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের থেকে।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৭১ যেদিন আমি সব মানুষকে ডাকবো তাদের বিবরণসহ; তখন যাকে তার বই দেওয়া হবে তার ডান হাতে—তারা তাদের বই* পড়বে, আর তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না কণা পরিমাণেও।

৭২ আর যে কেউ অন্ধ হয়েছে এখানে সে অন্ধ হবে পরকালেও, আর পথ থেকে আরও দূরে যাওয়া।

৭৩ আর নিঃসন্দেহ তারা মতলব করেছিল তোমাকে যে প্রত্যাদেশ দিয়েছি তা থেকে তোমাকে ফেরাতে যেন তুমি তা থেকে আমার সম্বন্ধে আর কিছু তৈরি করো, আর তখন তারা নিঃসন্দেহ তোমাকে গ্রহণ করতো বন্ধুরূপে।

৭৪ আর আমি যদি তোমাকে পূর্ণভাবে দৃঢ় না করতাম তবে নিঃসন্দেহ তুমি তাদের দিকে ঝোঁকার নিকটবর্তী হতে কিছু পরিমাণে।

৭৫ সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আমি তোমাকে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদ করাতাম এই জীবনে আর দ্বিগুণ (শাস্তি) মৃত্যুর পরে, আর তখন আমার বিরুদ্ধে কোনো সাহায্যকারী পেতে না তুমি।

৭৬ আর নিঃসন্দেহ তারা মতলব করছিল দেশ থেকে তোমাকে ভড়কাতে যেন তারা তোমাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে পাবে। আর সেক্ষেত্রে তারা (সেখানে) তোমার পরে

থাকতো না সামান্য কাল ভিন্ন।

৭৭ (এই আমার) ধারা তোমার পূর্বে আমার যেসব রসুল পাঠিয়েছি তাঁদের সম্বন্ধে আর তুমি কোনো পরিবর্তন পাবে না আমার ধারায়।

নবম অনুচ্ছেদ

৭৮ নামায প্রতিষ্ঠিত রাখো সূর্যের হেলে পড়া থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত। আর প্রাতঃকালের পাঠ (পর্যন্ত); নিঃসন্দেহ প্রাতঃকালের পাঠের সাক্ষী থাকে।

৭৯ আর এর জন্য নিদ্রা ত্যাগ করো রাত্রির একটি অংশে* যা তোমাদের জন্য আবশ্যিক তাব অতিরিক্তরূপে, হতে পারে তোমাব পালয়িতা তোমাকে উন্নীত করবেন একটি প্রশংসিত স্তরে।

৮০ আর বলো : হে আমার পালয়িতা, আমাকে প্রবেশ করতে দাও ভালোভাবে, আর আমাকে যেতে দাও ভালোভাবে, আর তোমার কাছ থেকে আমাকে দাও একটি সহায়ক শক্তি।

৮১ আর বলো : সত্য এসেছে আর মিথ্যা অন্তর্হিত হয়েছে, নিঃসন্দেহ মিথ্যা অন্তর্ধানশীল।

৮২ আর আমি কোর্‌আনে তাই অবতীর্ণ করেছি যা বিশ্বাসীদেব জন্য আরোগ্য ও করুণা, আর অন্যায়কারীদের ধ্বংস ভিন্ন আর কিছু বাড়ায় না।

৮৩ আর যখন আমি মানুষকে অনুগ্রহ করি সে ঘুরে দাঁড়ায় আর অহঙ্কার দেখায়; আর যখন মন্দ তাকে আঘাত করে সে তখন হতাশ হয়।

৮৪ বলো : প্রত্যেকে কাজ করে তার ধরনে, কিন্তু তোমার পালয়িতা ভালো জানেন কে পথে চালিত।

---

*এটিকে তাহাজ্জুদের নামায বলে। এটি আবশ্যিক নয়, তবে প্রশস্ত।

দশম অনুচ্ছেদ

৮৫ আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে রূহ্ (আত্মা বা প্রেরণা) সম্বন্ধে। বলো: আত্মা বা প্রেরণা (আসে) আমার পালয়িতার আদেশে, আর তোমাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে সামান্য বৈ নয়।

৮৬ আর যদি আমি ইচ্ছা করি তবে আমি নিঃসন্দেহ নিয়ে নেব যা তোমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছি; তখন তুমি তার জন্য পাবে না আমার বিরুদ্ধে কোনো কর্মাধ্যক্ষ।

৮৭ (এটি আর কিছু নয়) তোমার পালয়িতার কাছ থেকে করুণা ব্যতীত—নিঃসন্দেহ তোমার প্রতি তাঁর কৃপা সুমহৎ।

৮৮ বলো: যদি মানুষ ও জিন সম্মিলিত হোতো এই কোর্‌আনের মতো কিছু আনতে তারা তার মতো কিছু আনতে পারতো না যদিও তাদের কেউ কেউ অন্যদের সহায় হোতো।

৮৯ আর নিঃসন্দেহ আমি এই কোর্‌আনে মানুষদের জন্য বিবৃত করেছি সবরকমের দৃষ্টান্ত, কিন্তু অনেক লোকই আর কিছুতে রাজী নয় প্রত্যাখ্যান করায় ভিন্ন।

৯০ আর তারা বলে: আমরা কিছুতেই তোমাতে বিশ্বাস করবো না যে পর্যন্ত না তুমি আমাদের জন্য মাটি থেকে তোলো এক উৎস;

৯১ অথবা তোমার থাকবে একটি খেজুরের ও আঙুরের বাগান যার মধ্যে তুমি বইয়ে দেবে নদী প্রচুর সংখ্যায়;

৯২ অথবা তুমি আকাশ আমাদের উপরে আনবে খান খান ক'রে যেমন তুমি ভাব, অথবা আল্লাহ্‌কে ও ফেরেশ্‌তাদের আনবে (আমাদের সামনে);

৯৩ অথবা তোমার থাকবে একটি সোনা দিয়ে তৈরি ঘর, অথবা তুমি আকাশে উঠবে আর তোমার ওঠায় আমরা বিশ্বাস করবো না যে পর্যন্ত না তুমি আনো একটি বই—যা আমরা পড়তে পারি। বলো: আমার পালয়িতার মহিমা ঘোষিত

হোক —আমি কি আর কিছু একজন মানুষ বাণীবাহক ভিন্ন ?

একাদশ অনুচ্ছেদ

৯৪ আর কিছুই মানুষদের বাধা দেয় নি যখন পথনির্দেশ তাদের
কাছে এসেছিল এই ভিন্ন যে তারা বলেছিল : আল্লাহ্ কি
একজন মানুষকে দাঁড় করিয়েছেন পয়গাম্বর ?

৯৫ বলো : যদি পৃথিবীতে ফেরেশ্‌তারা বেড়াতো স্থায়ী বাসিন্দা
হয়ে আমি নিশ্চয়ই একজন ফেরেশ্‌তাকে আকাশ থেকে
পাঠাতাম তাদের কাছে পয়গাম্বর-রূপে।

৯৬ বলো : সাক্ষীরূপে আল্লাহ্ যথেষ্ট আমার ও তোমাদের মধ্যে ;
নিঃসন্দেহ তিনি তাঁর দাসদের সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল—দ্রষ্টা।

৯৭ আর যাকে আল্লাহ্ পথ দেখান সে পথে চালিত, আর যাকে
তিনি পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য তুমি পাবে না তাঁকে ভিন্ন
বন্ধু ; আর আমি তাদের একত্র করবো কেয়ামতের দিনে
তাদের মুখের উপরে—অন্ধ আর বোবা আর বধির ; তাদের
আবাস জাহান্নাম ; যখনই তা মন্দীভূত হবে আমি বাড়িয়ে
দেব তাদের জন্য দহনশক্তি।

৯৮ এই তাদের প্রতিদান কেননা তারা অবিশ্বাস করেছিল
আমার নির্দেশাবলী আর বলেছিল : যখন আমরা হয়েছি হাড়
আর জীর্ণ কণা তখন সত্যই কি আমাদের তোলা হবে নতুন
সৃষ্টিরূপে ?

৯৯ তারা কি দেখে নি আল্লাহ্ যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও
পৃথিবী তিনি সক্ষম তাদের তুল্য কিছু সৃষ্টি করতে, তিনি
তাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন একটি শেষ যার সম্বন্ধে
কোনো সন্দেহ নেই ? কিন্তু অন্যায়কারীরা আর কিছুতে
রাজী নয় প্রত্যাখ্যান করায় ভিন্ন।

১০০ বলো : যদি তোমরা আমার পালয়িতার করুণার ভাণ্ডারের
উপরে কর্তৃত্ব করতে তোমরা নিশ্চয়ই (তা) আটকে রাখতে

খরচ করার ভয়ে ; আর মানুষ কৃপণ।

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ

১০১ আর নিঃসন্দেহ আমি মূসাকে দিয়েছিলেন নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন ; সেজন্য ইসরাইল-বংশীয়দের জিজ্ঞাসা করো কেমন ক'রে তিনি তাদের কাছে এসেছিলেন, তার পর ফেরাউন তাঁকে বলেছিল : হে মূসা, আমি তোমাকে মনে করি জাদুর বশীভূত।

১০২ তিনি বললেন : নিশ্চয় তুমি জানো যে আর কেউ নন আকাশ ও পৃথিবীর পালয়িতা এইসব স্পষ্ট প্রমাণ পাঠিয়েছেন, আর নিঃসন্দেহ হে ফেরাউন, আমি তোমাকে জ্ঞান করি বিনাশ-প্রাপ্ত।

১০৩ এইভাবে সে চেয়েছিল তাদের দেশ থেকে উৎখাত করতে, কিন্তু আমি তাকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম আর তার সঙ্গের যারা সবাইকে।

১০৪ আর তার পরে আমি ইসরাইল-বংশীয়দের বলেছিলাম : দেশে বাস করো, কিন্তু যখন শেষের প্রতিশ্রুতি আসবে আমি তোমাদের আনবো বহু জাতি থেকে সংগৃহীত জনতারূপে।

১০৫ আর সত্যের সঙ্গে আমি এটি অবতীর্ণ করেছি আর সত্যের সঙ্গে এটি এসেছে ; আর আমি তোমাকে পাঠাই নি সুসংবাদ-দাতারূপে ও সাবধানকারীরূপে ভিন্ন।

১০৬ আর (এটি) একটি কোর্‌আন (ভাষণ) যা আমি বিভক্ত করেছি যেন তুমি তা মানুষদের কাছে সময় সময় পড়তে পারো, আর আমি এটি অবতীর্ণ করেছি খণ্ড খণ্ড ভাবে।

১০৭ বলো : এতে বিশ্বাস করো অথবা বিশ্বাস না করো নিঃসন্দেহ যাদের এর পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা তাদের মুখের উপরে উপুড় হয়ে পড়ে সেজদা করে যখন এটি তাদের কাছে

* টীকাকাররা বলেছেন, ইহুদিরা পরবর্তীকালে যে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে তার ইঙ্গিত এখানে রয়েছে।

পঠিত হয় ;

১০৮ আর তারা বলে : মহিমা ঘোষিত হোক আমাদের পালয়িতার,
নিঃসন্দেহ আমাদের পালয়িতার অঙ্গীকার পূর্ণ হবে।

১০৯ আর তারা তাদেব মুখের উপরে পতিত হয় কাঁদতে কাঁদতে,
আর এতে তাদের বিনতি বেড়ে যায়।

১১০ বলো : আল্লাহ্‌কে ডাকো অথবা করুণাময়কে * ডাকো ;
যাঁকেই তোমবা ডাকো তাঁব ভালো ভালো নাম। আর
তোমার উপাসনা উচ্চারণ ক'রো না খুব উঁচু গলায়, আবার
সে-সম্পর্কে নিঃশব্দও হ'য়ো না, আর এই দুইয়ের মধ্যে
একটি পথ খোঁজো।

১১১ আর বলো : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌ব যিনি নিজেব জন্য একটি
পুত্র গ্রহণ কবেন নি, আর যাঁর বাজত্বের শবিক নেই, আর
তাঁর সাহায্যকারী নেই তাঁকে অসম্মান থেকে রক্ষা করতে।
আব তাঁর গৌরব ঘোষণা কবো পরম গৌরবে।

* আরবরা আল্লাহ্‌কে আর রহমান 'করুণাময়' বলতো না।

আল্‌-কাহ্‌ফ্‌

[আল্‌-কাহ্‌ফ কোর্‌আন শরীফের অষ্টাদশ সূরা, এর অর্থ গুহা। প্রাচীনকালে কয়েকজন যুবক ধর্মের জন্য উৎপীড়িত হ'য়ে এক গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল আর সেখানে কয়েক শত বৎসর তাদের নিদ্রিত অবস্থায় কেটেছিল এই কাহিনী থেকে এর নামকরণ হয়েছে।

এতে আরো কিছু কিছু অলৌকিক কাহিনী আছে। মৌলবী মোহম্মদ আলী সেসব সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। কোর্‌আনের অলৌকিক কাহিনী সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য আমরা ভূমিকায় নিবেদন করেছি।

এটিকে মধ্যমক্কীয় জ্ঞান করা হয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি তাঁর দাসের কাছে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন আর তাতে দেন নি কোনো বক্রতা।

২ (তা) ঋজু—যেন তিনি তাঁর (আল্লাহ্‌র) তরফ থেকে কঠোর শাস্তি সম্বন্ধে সাবধান করতে পারেন আর সুসংবাদ দিতে পারেন বিশ্বাসীদের, যারা ভালো কাজ করে, যে, তাদের লাভ হবে উত্তম প্রাপ্য—

৩ তাতে থাকবে তারা চিরকাল ;

৪ আর তাদের সাবধান করতে যারা বলে : আল্লাহ্‌ একটি পুত্র গ্রহণ করেছেন।

৫ তাদের এ বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই, তাদের পিতাপিতামহদেরও ছিল না ; একটি ভয়ঙ্কর কথা এটি যা বেরোয় তাদের মুখ থেকে, তারা একটি মিথ্যা কথা ভিন্ন আর কিছুই বলে না।

৬ তবে হতে পারে তারা যদি এই বাণীতে বিশ্বাস না করে তবে তাদের পদক্ষেপের জন্য তুমি তোমার অন্তরাত্মাকে দুঃখের দ্বারা পীড়িত করবে।

৭ নিঃসন্দেহ পৃথিবীতে যা আছে সব আমি স্থাপন করেছি অলঙ্কাররূপে যেন আমি তাদের পরীক্ষা করতে পারি তাদের কে আচরণে শ্রেষ্ঠ।

৮ আর নিঃসন্দেহ তাতে যা আছে সব আমি করবো তৃণগুল্মহীন মাটির স্তূপ।

৯ অথবা, তুমি কি মনে করো যে গুহার বাসিন্দারা আর লেখ-ফলক আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি বিস্ময়?

১০ যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় চাইল তারা বললে: হে আমাদের পালয়িতা, তোমার কাছ থেকে আমাদের করুণা দাও আর আমাদের ব্যাপারে দাও সঠিক নির্দেশ।

১১ সেজন্য গুহায় আমি তাদের শোনা বন্ধ করেছিলাম বহু বৎসরের জন্য।

১২ তার পর আমি তাদের তুলেছিলাম যেন আমি জানতে পারি দুই দলের কারা ভালো ক'রে গণনা করতে পারে কত সময় তারা ছিল।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১৩ তাদের কাহিনী আমি তোমার কাছে বিবৃত করছি সত্যের সঙ্গে, নিঃসন্দেহ এই যুবকরা ছিল তাদের পালয়িতায় বিশ্বাসী আর আমি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম তাদের সুগতি।

১৪ আর আমি দৃঢ় করেছিলাম তাদের হৃদয় যখন তারা দাঁড়িয়েছিল আর বলেছিল: আমাদের পালয়িতা আকাশ ও পৃথিবীর পালয়িতা, আমরা অন্য কোনো উপাস্যকে ডাকবো না তাঁকে ভিন্ন, কেন না সেক্ষেত্রে আমরা উচ্চারণ করবো এক মিথ্যা।

১৫ এই আমাদের লোকেরা উপাস্যদের গ্রহণ করেছে তাঁকে ভিন্ন,

কেন তারা তাদের কোনো স্পষ্ট বিধান দেখায় না ? আর কে বেশি অন্যায়কারী তার চাইতে যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা তৈরি করে ?

১৬ আর যখন তোমরা তাদের পরিত্যাগ করেছ আর আল্লাহ্ ভিন্ন তারা যার উপাসনা করে সেসব, তখন গুহায় আশ্রয় নাও * ; তোমাদের পালয়িতা তোমাদের জন্য বিছাবেন তাঁর করুণা থেকে আর তোমাদেব জন্য তৈরি করবেন একটি তাকিয়া তোমাদের এই অবস্থায়।

১৭ আর যখন সূর্য উঠতো তুমি দেখতে পেতে তা তাদের গুহা থেকে সরে যাচ্ছে ডাইনে আর যখন তা অস্ত যেত তখন তাদের রেখে যাচ্ছে বাঁয়ে, আর তারা তার এক বিস্তৃত জায়গায়। এটি ছিল আল্লাহ্‌ব একটি নিদর্শন। যাকে আল্লাহ্ পথ দেখান সে-ই পথে চালিত, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য পাবে না কোনো পথপ্রদর্শক বন্ধু।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১৮ আর তুমি তাদের মনে করতে জেগে আছে যদিও তারা ছিল নিদ্রিত, আর তাদের পাশ ফিরিয়ে দিতাম ডাইনে ও বাঁয়ে, আর তাদের কুকুর থাবা মেলে ছিল প্রবেশ-দ্বারে ; যদি তাদের দেখতে তবে নিশ্চয়ই পালিয়ে আসতে, আর নিশ্চয়ই তুমি ভয়বিহ্বল হতে তাদের কারণে।

১৯ আর এইভাবে আমি তাদের জাগিয়েছিলাম যেন তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতে পারে। তাদের একজন বক্তা বললে : কতক্ষণ তোমরা অপেক্ষা করেছ ? তারা বললে : আমরা

* মৌলবী মোহম্মদ আলী আল্-কাহ্ফ্-এব ব্যাখ্যায় বলেছেন আদি খৃষ্টানদের মঠাশ্রয়ী হবার ইঙ্গিত এতে আছে। কিন্তু বলা যায়, ধর্মমত মাত্রই বাইরের জগতে উৎপীড়নেব সম্মুখীন হয়ে অন্তর্জগতেব বা গোপন সাধনাব পথ খুঁজেছে।

একদিন অপেক্ষা করেছি অথবা একদিনের অংশ; অন্যেরা বললে: তোমাদের পালয়িতা ভালো জানেন কতক্ষণ তোমরা অপেক্ষা করেছ। এখন তোমাদের কাউকে তোমাদের এই রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে বাইরে পাঠাও, সে গিয়ে দেখুক কার কাছে ভালো খাবার আছে, আর সে তার থেকে খাবার আনুক, আর সে ভদ্র ব্যবহার করুক, আর তোমাদের অবস্থার কথা কিছুতেই রাষ্ট্র করবে না,

২০ কেন না যদি তারা তোমাদের বিষয় জানতে পারে তবে তোমাদেব পাথব মারবে, অথবা তোমাদের তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে, তারপর তোমবা সফল হবে না।

২১ আর এইভাবে আমি (লোকদের) জানিয়েছিলাম তাদের খবর যেন তাবা জানতে পারে যে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, আর সেই সময় (কেয়ামত) সম্বন্ধে—কোনো সন্দেহ নেই সে সম্বন্ধে। যখন শহবেব লোকেরা তাদের সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করেছিল তাবা বলেছিল: তাদের উপরে এক দালান তোলো, তাদেব সম্বন্ধে ভালো জানেন তাদেব পালয়িতা। যারা (তর্কে) জিতল তাবা বললে: নিশ্চয় তাদের উপরে আমরা এক মসজিদ্‌ (ধর্ম-মন্দিব) তুলবো।

২২ কেউ কেউ বলে: (তারা) তিনজন, তাদের চতুর্থ হচ্ছে তাদের কুকুর; আর (অপরে) বলে: পাঁচজন, ষষ্ঠ হচ্ছে তাদের কুকুর—অনুমান করা যা অজানা সে-সম্বন্ধে; আর (অন্যেরা) বলে সাতজন, তাদের অষ্টম হচ্ছে তাদের কুকুর। বলো: আমার পালয়িতা ভালো জানেন তাদের সংখ্যা—কেউ জানে না কয়েকজন ভিন্ন, সেজন্য, এ বিষয়ে বিতর্ক ক'রো না মুখের কথায় ভিন্ন, আর তাদের সম্বন্ধে তাদের কাউকে মত দিতে ব'লো না।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৩ আর কিছু সম্বন্ধে ব'লো না : নিশ্চয় আমি এটি কাল করবো—

২৪ যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। আর যখন ভুলে যাও তখন তোমার পালয়িতাকে স্মরণ করো আর বলো : হতে পারে আমার পালয়িতা এর থেকে সত্যের নিকটতর ধারায় আমাকে চালিত করবেন।

২৫ আর তারা তাদের গুহায় ছিল তিন শত বৎসর, আর কেউ যোগ করে (আরো) নয়।

২৬ বলো : আল্লাহ্ ভালো জানেন কত সময় তারা ছিল। আকাশের ও পৃথিবীর যা অদৃশ্য (সব) তাঁর ; কত তীক্ষ্ণ তাঁর দৃষ্টি আর কত সজাগ তাঁর কান! তাদের কোনো রক্ষাকারী বন্ধু নেই তিনি ভিন্ন। আর তাঁর বিধানদানে কাউকে তিনি অংশী করেন না।

২৭ আর তা পাঠ করো যা তোমার কাছে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে তোমার পালয়িতার গ্রন্থ থেকে। কেউ নেই যে তাঁর বাণী বদল করতে পারে। আর তাঁকে ভিন্ন তুমি পাবে না কোনো আশ্রয়।

২৮ আর নিজেকে সংযত করো তাদের সঙ্গে যারা তাদের পালয়িতাকে ডাকে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর আনন (প্রসন্নতা) কামনা ক'রে, আর তোমাদের চোখ তাদের থেকে সরে না যাক এই সংসারের জীবনের শোভা-সৌন্দর্য কামনা ক'রে, আর তার অনুসরণ ক'রো না যার হৃদয়কে আমি বেখেয়াল করেছি আমার স্মরণ সম্বন্ধে, আর সে তার কামনার অনুবর্তী হয়, আর তার ব্যাপার পরিত্যক্ত হয়েছে।

২৯ আর বলো : (এটি) সত্য তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে, সেজন্য যার খুশী সে বিশ্বাস করুক, আর যার খুশী সে অবিশ্বাস করুক, নিঃসন্দেহ আমি অন্যায়কারীদের জন্য তৈরি

করেছি এক আগুন, আর তার তাঁবু তাদের ঘিরবে; আর যদি তারা জলের ধারা চায় তাদের জল দেওয়া হবে গলানো সীসার মতো যা মুখ পুড়িয়ে দেয়, মন্দ সেই পানীয় আর মন্দ সেই বিশ্রাম-স্থান।

৩০ নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে—আমি তার প্রাপ্য নষ্ট করি না যে ভালো কাজ করে।

৩১ এরাই তারা যাদের জন্য সর্বোচ্চ বেহেশ্‌ত, যার নিচে দিয়ে বহু নদী প্রবাহিত; তাদের সেখানে দেওয়া হবে অলঙ্কার—সোনার কঙ্কন—আর তারা পরবে সূক্ষ্ম রেশমের পোষাক আর পুরু রেশমের কিংখাব সোনায় বোনা—তাতে বসে' উঁচু আসনে; উত্তম পুরস্কার, আর মনোহর বিশ্রাম-স্থান।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৩২ আর তাদের দৃষ্টান্ত দাও দুই জন লোকের, তাদের একজনের জন্য আমি তৈরি করেছিলাম আঙুরলতার দুটি বাগান আর দুটিই আমি ঘিরেছিলাম খেজুরের গাছ দিয়ে, আর সে-সবের মধ্যে করেছিলাম শস্যের ক্ষেত।

৩৩ আর দুই বাগানেই ফল দিত; আর সেসবে কমতি করতো না, আর সেসবের মধ্যে দিয়ে আমি বইয়েছিলাম নহর।

৩৪ আর তার ছিল বহু ধন। সে তাই তার সঙ্গীকে বললে যখন সে তার সঙ্গে কথা বলছিল: আমি ধনে তোমার চাইতে বড় আর আমার লোকবলও বেশি।

৩৫ আর সে তার বাগানের ভিতরে গেল যখন সে (এইভাবে) নিজের প্রতি অন্যায় করেছিল; সে বললে: আমি মনে করি না এসব কখনো নষ্ট হবে;

৩৬ আর আমি মনে করি না যে সেই সময় আসবে; আর যদি আমার পালয়িতার কাছে আমাকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়

নিঃসন্দেহ আমি পাবো এর চাইতে ভালো ফিরে যাবার জায়গা।

৩৭ তার সঙ্গী তার সঙ্গে কথা বলার সময় বলেছিল: তুমি কি তাঁতে অবিশ্বাস করো যিনি তোমাকে তৈরি করেছেন ধুলো থেকে, তারপর এক বিন্দু (বীজ) থেকে ; তার পর তোমাকে তৈরি করেছেন একজন মানুষ ?

৩৮ কিন্তু তিনি আল্লাহ্, আমার পালয়িতা, আর আমি আমার পালয়িতার কোনো অংশী দাঁড় করাই না।

৩৯ আর সে যখন বাগানে প্রবেশ করেছিল তখন যদি বলতো: আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন (তাই হবে) ! আল্লাহ্ ভিন্ন কারো শক্তি নেই—যদিও তুমি আমাকে দেখো ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে তোমার চাইতে কম—

৪০ কিন্তু হতে পারে আমার পালয়িতা আমাকে দেবেন তোমার বাগানের চাইতে যা ভালো; আর তার উপরে আকাশ থেকে পাঠাবেন এক বজ্র, আর এক প্রভাতে এটি হবে এক গাছপালাহীন পর্বতপার্শ্ব.

৪১ অথবা এর পানী তলিয়ে যাবে মাটিতে ; তার ফলে তোমরা তা খুঁজে পেতে অপারগ হবে।

৪২ আর তার ধন নষ্ট হয়েছিল। তার পর সে আরম্ভ করলে তার হাত মোচড়াতে যা সে তার (বাগানের) উপরে খরচ করেছিল তার জন্য যখন সব ভেঙে পড়েছিল বাউনির উপরে, আর বলতে: যদি আমি আমার পালয়িতার কোনো অংশী খাড়া না করতাম।

৪৩ আর তার কোনো সৈন্য ছিল না আল্লাহ্ ভিন্ন তাকে সাহায্য করবার জন্য, নিজেকে সে রক্ষা করতেও পারলে না।

৪৪ এই ক্ষেত্রে আশ্রয় শুধু আল্লাহ্র যিনি সত্য ; তিনি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দানে আর শ্রেষ্ঠ পরিণামে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৪৫ আর তাদের কাছে বলো এই সংসারের জীবনের দৃষ্টান্তের কথা—(তা) জলেব মতো যা আমি পাঠাই আকাশ থেকে ; পৃথিবীর উদ্ভিদ তাব দ্বারা নিবিড হয় ; তার পব তা শুকিয়ে যায়, ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয় যা বাতাস ছড়িয়ে দেয়। আর আল্লাহ্ সব কিছুব উপবে ক্ষমতাশালী।

৪৬ ধনসম্পদ আব সন্তানসন্ততি এই সংসারের জীবনের অলঙ্কার আব যা স্থায়ী যা ভালো তা তোমাব পালয়িতার কাছে বেশি ভালো পুবস্কাবেব জন্য আর বেশি ভালো আশার জন্য।

আর যেদিন আমি পাহাড়গুলো সরিয়ে দেবো, আর তোমরা পৃথিবীকে দেখবে অনাবৃত, আর আমি তাদের একত্রিত করবো, আর কাউকে পেছনে ফেলে রাখবো না,

৪৮ আর তাদের তোমার পালয়িতার সামনে আনা হবে সারবন্দী-ভাবে : এখন নিঃসন্দেহ তোমবা আমার কাছে এসেছ যেমন তোমাদের প্রথম সৃষ্টি করেছিলাম ; না, তোমরা ভেবেছিলে তোমাদের জন্য ওয়াদাব কাল নির্ধারিত করি নি।

৪৯ আর বই (খুলে) ধবা হবে, আর তুমি দেখবে অপবাধীরা বইতে যা আছে সেজন্য ভীত, আর তাবা বলবে : হায় আমাদের দুর্ভাগ্য, কী বই এটি—ছোট যা তাও বাদ দেয় নি বড় যা তাও না, কিন্তু সব হিসাব করেছে। আর যা তাবা কবেছে সব তাতে দেখবে উল্লিখিত। আর তোমার পালয়িতা কাবো প্রতি অন্যায় করেন না।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৫০ আব যখন আমি ফেরেশ্‌তাদের বলেছিলাম : আদমকে সেজদা করো ; তারা সেজদা করেছিল ইবলিস ব্যতীত, সে ছিল 'জিন' জাতির। সেজন্য সে বিদ্রোহী হয়েছিল তার

পালয়িতার আদেশের বিরুদ্ধে। কী—তবে তোমরা তাকে ও তার সন্ততিদের গ্রহণ করবে বন্ধুরূপে আমার পরিবর্তে আর তারা তোমাদের শত্রু? মন্দ এই বিনিময় অন্যায়কারীদের জন্য।

৫১ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির সাক্ষী আমি তাদের করি নি, তাদের অন্তরাত্মার সৃষ্টিরও না; যারা (লোকদের) বিপথে চালিত করে তাদের আমি নিই না সহায়রূপে।

৫২ আর (ভাবো সেই দিনের কথা) যখন আমি বলবো: তাদের আনো যাদের তোমরা আমার অংশী ভেবেছিলে। তখন তারা তাদের ডাকবে কিন্তু তারা তাদের উত্তর দেবে না। আর আমি তাদের জন্য এক ব্যবধান দাঁড় করাবো।

৫৩ আর অপরাধীরা আগুন দেখবে, তার পর তারা জানবে যে তার মধ্যে তারা পড়তে যাচ্ছে; আর এর থেকে ফেরবার জায়গা তারা পাবে না।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৫৪ আর নিঃসন্দেহ এই কোর্‌আনে আমি স্পষ্ট করেছি মানুষদের জন্য সব রকমের দৃষ্টান্ত; আর মানুষ সব চাইতে বেশি তার্কিক।

৫৫ যখন পথনির্দেশ লোকদের কাছে আসে তখন তাদের বিশ্বাসী হতে আর তাদের পালয়িতার ক্ষমা প্রার্থনা করতে কিছুই বাধা দেয় না এ ভিন্ন যে প্রাচীনদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল তা তাদের উপরে বর্তাবে অথবা শাস্তি তাদের সামনে এসে পড়বে।

৫৬ আর আমি বাণীবাহকদের পাঠাই না সুসংবাদদাতা অথবা সাবধানকারীরূপে ভিন্ন, আর যারা অবিশ্বাস করে তারা মিথ্যার সাহায্যে তর্ক করে যেন তার দ্বারা তারা সত্যকে মিথ্যা করতে পারে; আর তারা আমার নির্দেশাবলী আর যে সম্বন্ধে তাদের সাবধান করা হয় (সে সব) বিদ্রূপ ব'লে ভাবে।

৫৭ আর কে বেশি অন্যায়কারী তার চাইতে যাকে স্মরণ করিয়ে

দেওয়া হয় তার পালয়িতার নির্দেশাবলী, তার পর সে তা
থেকে ফিরে যায়, আর ভুলে যায় তার দুই হাত পূর্বে কি
পাঠিয়েছে ? নিঃসন্দেহ আমি তাদের হৃদয়ের উপরে দিয়েছি
আবরণ সেজন্য তারা বোঝে না, আর তাদের কানে (দিয়েছি)
বধিরতা। আর যদি তুমি তাদের ডাকো (সত্য) পথে তারা
কখনো সেক্ষেত্রে (সত্য) পথ অনুসরণ করবে না।

৫৮ আর তোমার পালয়িতা ক্ষমাশীল, করুণার অধিস্বামী, তিনি
যদি তাদের শাস্তি দিতেন তারা যা অর্জন করেছে সে জন্য
তবে তিনি নিশ্চয়ই শাস্তি তাদের জন্য ত্বরান্বিত করতেন ;
কিন্তু তাদের জন্য আছে একটি নির্ধারিত কাল যার থেকে
তারা কোনো আশ্রয় খুঁজে পাবে না।

৫৯ আর ঐ শহরগুলো—ওসব আমি ধ্বংস করেছি—যখন তারা
অন্যায় করেছিল, আর আমি তাদের ধ্বংসের একটি সময়
নির্ধারিত করেছিলাম।

নবম অনুচ্ছেদ

৬০ আর যখন মূসা তাঁর ভৃত্যকে বললেন : আমি থামবো না যে
পর্যন্ত না পৌঁছই দুই নদীর সঙ্গমে, অথবা আমি চলবো বহু
বৎসর ধরে।

৬১ এর পর যখন তাঁরা দুইয়ের সঙ্গম স্থানে পৌঁছলেন তাঁরা
তাঁদের মাছের কথা ভুলে গেলেন, আর তা সমুদ্রে পথ নিলো
মুক্ত হ'য়ে।

৬২ যখন তাঁরা আরো কিছু দূরে গেছেন তখন তিনি তাঁর ভৃত্যকে
বললেন : আমাদের সকালের খাবার নিয়ে এসো, আমাদের
এই সফর থেকে নিঃসন্দেহ আমাদের পরিশ্রম হয়েছে।

৬৩ সে বললে : আপনি কি দেখেছিলেন, যখন আমরা পাহাড়ের
উপরে আশ্রয় নিয়েছিলাম ? আর আমি মাছের কথা ভুলে
গিয়েছিলাম—আর অন্য কেউ নয় শয়তান আমাকে সে কথা

ভুলিয়ে দিয়েছিল—আর সেটি তার পথ নিয়েছে সমুদ্রে ; আশ্চর্য ব্যাপার।

৬৪ তিনি বললেন : এই আমরা চেয়েছিলাম। সেজন্য তাঁরা আবার ফিরে এলেন।

৬৫ তার পর তাঁরা আমার দাসদের একজনকে পেলেন যাঁকে আমি করুণা দিয়েছি আমার কাছ থেকে, আর যাঁকে আমি জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি আমার তরফ থেকে।

৬৬ মূসা তাঁকে বললেন : আমি কি আপনার অনুসরণ করবো এই শর্তে যে আপনি আমাকে যথার্থ জ্ঞান শিক্ষা দেবেন যা আপনাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে ?

৬৭ তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ তুমি আমার সম্বন্ধে ধৈর্য ধারণ কবতে পারবে না।

৬৮ আর কেমন করে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারবে সেই বিষয়ে যে সম্বন্ধে তোমার ব্যাপক জ্ঞান নেই।

৬৯ তিনি বলেলন : আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে আপনি আমাকে পাবেন ধৈর্যবান আর আমি কোনো বিষয়ে আপনার অবাধ্য হবো না।

৭০ তিনি বললেন : তুমি যদি আমার অনুসরণ কবতে চাও তবে কোনও বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন ক'রো না যে পর্যন্ত না আমি নিজে তোমাকে সে বিষয়ে বলি।

দশম অনুচ্ছেদ

৭১ এর পর তাঁরা দুইজন চললেন যে পর্যন্ত না তাঁরা এক নৌকোয় আরোহণ করলেন, আর তিনি তাতে একটি ছিদ্র করলেন। (মূসা) বললেন : আপনি কি এতে ছিদ্র করলেন এর লোকদের ডুবিয়ে দেবার জন্য ? নিশ্চয় এক ভয়ঙ্কর কাজ আপনি করেছেন !

৭২ তিনি বললেন : আমি কি বলি নি যে তুমি আমার সম্বন্ধে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না ?

৭৩ তিনি বললেন : আমার দোষ ধরবেন না আমি যে ভুলে গিয়েছি
সেজন্য, আর আমার অপরাধের জন্য আমার উপরে কঠোর
হবেন না।

৭৪ এর পর তাঁরা চললেন যে পর্যন্ত না তাঁরা পেলেন একটি বালক
—তাকে তিনি মেবে ফেল্‌লেন। (মূসা) বললেন : সে কি
—আপনি একজন নির্দোষ মানুষকে হত্যা কবলেন যে কোনো
লোককে হত্যা কবে নি! নিশ্চয় এক ভীষণ কাজ আপনি
কবেছেন।

ষোড়শ খণ্ড

৭৫ তিনি বললেন : তোমাকে কি বলি নি যে আমার সম্বন্ধে তুমি
ধৈর্য ধাবণ করতে পারবে না?

৭৬ তিনি বললেন : যদি এব পব আপনাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন
করি তবে আমাকে আপনাব সঙ্গে রাখবেন না, নিঃসন্দেহ
(তাহলে) আপনি আমাব সম্বন্ধে একটি অজুহাত পাবেন।

৭৭ এর পর তাঁরা দুইজন চললেন যে পর্যন্ত না তাঁরা এসে পৌঁছলেন
এক শহরেব লোকদের কাছে; তাঁরা এর লোকদের কাছে
খাবাব চাইলেন, কিন্তু অতিথিরূপে তাঁদেব গ্রহণ করতে তারা
অস্বীকাব করল। তার পর তাঁরা তাতে পেলেন একটি
দেয়াল যা পড়ো পড়ো হয়েছিল, তিনি তা মেরামত করলেন।
(মূসা) বললেন : আপনি ইচ্ছা করলে এর জন্য মজুরি নিতে
পারতেন।

৭৮ তিনি বললেন : এইবার আমার ও তোমার মধ্যে ছাড়াছাড়ি।
এখন তোমাকে বলবো তার অর্থ যে সম্বন্ধে তুমি ধৈর্য রক্ষা
করতে পারো নি।

৭৯ নৌকো সম্বন্ধে—ওটি ছিল কয়েকজন গরীব লোকের যারা নদীর উপরে খাটতো, আর আমি তাদের লোকসান করতে চেয়েছিলাম কেন না তাদের পেছনে ছিল এক রাজা যে প্রত্যেক নৌকো জোর করে নিচ্ছিল।

৮০ আর বালকটি সম্বন্ধে—তার পিতামাতা ছিল বিশ্বাসী আর আমরা আশঙ্কা করেছিলাম সে পাছে অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতা তাদের উপরে নিয়ে আসে ;

৮১ সেজন্য আমরা চেয়েছিলাম যে তাদের পালয়িতা তার পরিবর্তে দিতে পারেন (এমন) একজনকে যে তার চাইতে ভালো পবিত্রতায় আর করুণা লাভের নিকটতর।

৮২ আর দেয়াল সম্বন্ধে—তা ছিল শহরের দুইজন অনাথ বালকের আর তার তলায় ছিল তাদেরই ধন, আর তাদের পিতা ছিল এক-জন সাধু-আত্মা, সেজন্য তোমার পালয়িতা চেয়েছিলেন যে তারা সাবালগ হবে ও তাদের ধন পাবে—তোমার পালয়িতার তরফ থেকে একটি করুণা—আর আমি এটি করি নি আমার নিজের ইচ্ছায়। এই তার অর্থ যে সম্বন্ধে তুমি ধৈর্য রক্ষা করতে পারো নি।

একাদশ অনুচ্ছেদ

৮৩ আর তারা তোমাকে যুলকারনায়েন* সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বলো : আমি তার কাহিনী তোমাদের কাছে বিবৃত করবো।

৮৪ নিঃসন্দেহ তাকে আমি দেশে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম আর তাকে দিয়েছিলাম সবকিছুর ভিতরে প্রবেশের পথ।

৮৫ আর সে এক পথ অনুসরণ করেছিল—

৮৬ যে পর্যন্ত না সে পৌঁছেছিল সূর্য অস্ত যাবার স্থানে ; আর সে তাকে অস্ত যেতে দেখলো এক কালো জলখণ্ডে, আর তার

* এ সম্বন্ধে মৌলবী মোহম্মদ আলীর মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

কাছে পেলো একটি জাতি। আমি বলেছিলাম : হে যুলকার-
নায়েন, এদের শাস্তি দাও অথবা এদের উপকার করো।
৮৭ সে বললে : যে অন্যায়কারী তাকে আমরা দেবো কঠোর শাস্তি,
৮৮ আর যে বিশ্বাসী ও ভালো কাজ করে সে পাবে উত্তম প্রতি-
দান, আর আমরা তাকে বলবো সহজসাধ্য নির্দেশের কথা।
৮৯ তার পর সে অনুসরণ করলো (অন্য) এক পথ—
৯০ যে পর্যন্ত না সে পৌঁছেছিল সূর্যের উদয়ের দেশ, সে তাকে
উদিত হতে দেখল এক জাতির উপরে যাদের আমি তার
থেকে কোনো আশ্রয় দিই নি।
৯১ এইভাবে সে চলেছিল। আর তার বিষয়ে আমি সব জানতাম।
৯২ এর পর সে অনুসরণ করলে (আর) এক পথ—
৯৩ যে পর্যন্ত না পৌঁছেছিল দুই পাহাড়ের মধ্যে, তার কাছের
দিকে সে একটি জাতিকে পেয়েছিল যারা প্রায় কিছুই বুঝতে
পারতো না।
৯৪ তারা বললে : হে যুলকারনায়েন, নিশ্চয় ইয়াজুজ মাজুজ* দেশে
বড় অনর্থ করে, আমরা কি তবে তোমাকে কর দেবো এই
শর্তে যে তুমি আমাদের ও তাদের মধ্যে এক বেড়া তৈরি
করবে ?
৯৫ সে বললে : আমার পালয়িতা যাতে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন
তাই ভালো, সেজন্য তোমরা আমাকে সাহায্য করো কেবল
বল দিয়ে, আমি এক মজবুত বেড়া তৈরি করবো তাদের ও
তোমাদের মধ্যে।
৯৬ আমাকে লোহার টুক্রো দাও।—যে পর্যন্ত না সে দুই
পাহাড়ের পার্শ্বের স্থান পূর্ণ করেছিল সে বলেছিল : বাতাস
দাও—যে পর্যন্ত না তারা তাকে করেছিল আগুনের মতো সে

* বাইবেলে উক্ত Gog ও Magog।

বললে : আমার কাছে গালানো পিতল আনো এর উপরে ঢালবার জন্য।

৯৭ সুতরাং তারা তাকে আর ডিঙোতে পারল না তাতে গর্তও করতে পারল না।

৯৮ সে বললে : এ আমার পালয়িতার থেকে এক করুণা, কিন্তু যখন আমার পালয়িতার ওয়াদা পূর্ণ হবে তিনি একে মাটির সঙ্গে সমতল করবেন, আর আমার পালয়িতার ওয়াদা চিরসত্য।

৯৯ আর সেইদিন আমি তাদের এক অংশকে ছেড়ে দেবো অন্য অংশের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায়, আর শিঙা বাজবে, তার পর আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করবো এক সমাবেশে।

১০০ আর সেইদিন আমি জাহান্নামকে আনবো অবিশ্বাসীদের সামনে দেখা যায় এমনভাবে—

১০১ যাদের চোখ ছিল আবরণের আড়ালে আমার স্মারক থেকে, আর তারা শুনতে পারতো না।

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ

১০২ যারা অবিশ্বাসী তারা কি ভাবে যে তারা আমার দাসদের রক্ষাকারী বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারে আমার সঙ্গে? নিঃসন্দেহ আমি জাহান্নাম তৈরি করেছি অবিশ্বাসীদের স্বাগত জানাবার জন্য।

১০৩ বলো : তোমাকে কি জানাবো কারা তাদের কাজের দ্বারা সব চাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে?

১০৪ তারা যাদের শ্রম নষ্ট হয় এই সংসারের জীবনে, আর তারা ভাবে যে তারা হাতের কাজে সবিশেষ দক্ষ ;

১০৫ এরা তারা যারা অবিশ্বাস করে তাদের পালয়িতার নির্দেশাবলীতে, আর তাঁর সঙ্গে যে দেখা হবে তাতে ; ফলে তাদের কাজ অর্থহীন হয়, আর সেজন্য তাদের জন্য আমি দাঁড়িপাল্লা

খাড়া করবো না পুনরুত্থানের দিনে।
১০৬ এইভাবে—তাদের প্রাপ্য হচ্ছে জাহান্নাম কেন না তারা
অবিশ্বাস করেছিল, আর আমার নির্দেশাবলী আর আমার
বাণীবাহকদের তামাশা ভেবেছিল।
১০৭ নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে—তাদের
স্বাগত জানাবার স্থান হবে বেহেশ্‌তের বাগান—
১০৮ থাকবে সেখানে স্থায়ীভাবে—সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে
চাইবে না তারা।
১০৯ বলো : যদি সমুদ্র হতো কালি আমাব পালয়িতার বাণীব জন্য
তবে নিঃসন্দেহ সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যেতো আমার পালয়িতার
বাণী নিঃশেষিত হবার পূর্বে যদিও আমি (আল্লাহ্‌) তার মতো
(সমুদ্র) আনতাম তাতে যোগ করতে।
১১০ বলো : আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ, আমার কাছে
প্রত্যাদিষ্ট হয় যে তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য ; সেজন্য যে
কেউ আশা করে তার পালয়িতার সঙ্গে তার দেখা হবে, সে
ভালো কাজ করুক, আর তার পালয়িতার (প্রাপ্য) বন্দনার
অংশী কাউকে না করুক।

———

মরিয়ম

[মরিয়ম কোর্‌আন শরীফের উনবিংশ স্থরা।

এটিকে প্রাথমিক মক্কীয় জ্ঞান করা হয়, কেন না হযরতের প্রচারক জীবনের পঞ্চম বৎসরে যেসব মুসলমান মক্কা ত্যাগ করে আবিসিনিয়ায় গিয়েছিল তাদের নেতা জাফর এটির কিছু অংশ আবিসিনিয়ার খ্রীষ্টান রাজার সামনে পাঠ করেছিলেন।

ইস্‌লাম যে একই সঙ্গে হযরত ঈসার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত আর খ্রীষ্টানদের ঈসা-পূজার প্রবল বিরোধী, এই সময়েই তা প্রকাশ পেয়েছিল।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ কাফ—হা—ইয়া—আ'ইন—সাদ—যথেষ্ট (তুমি) পরিচালক (রূপে) হে জ্ঞানী সত্যপরায়ণ।

২ তোমার পালয়িতার করুণার স্মরণ তাঁর দাস যাকারিয়ার প্রতি।

৩ যখন তিনি তাঁর পালয়িতাকে আহ্বান করেছিলেন অনুচ্চ কণ্ঠে—

৪ বলেছিলেন: হে আমার পালয়িতা, নিঃসন্দেহ আমার হাড় দুর্বল হয়ে গেছে আর আমার মাথায় সাদা চুল চক্‌চক্‌ করছে, আর হে আমার পালয়িতা, আমি কখনো নিরাশ হই নি তোমার কাছে আমার প্রার্থনায়;

৫ আর নিঃসন্দেহ আমি আমার জ্ঞাতিদের ভয় করি আমার পরে, আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, সেজন্য তোমার কাছ থেকে আমাকে দাও একজন উত্তরাধিকারী—

৬ যে আমার উত্তরাধিকারী হবে আর ইয়াকুবের পরিজনেরও

উত্তরাধিকারী হবে, আর হে আমার পালয়িতা, তাকে এমন করো যার প্রতি তুমি প্রসন্ন।

৭ হে যাকারিয়া, নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে একটি বালকের সুসংবাদ দিচ্ছি যার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া (জন): এর পূর্বে কাউকে আমি তার তুল্য করি নি।

৮ তিনি বললেন: হে আমার পালয়িতা, কেমন ক'রে আমার ছেলে হতে পারে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা আর আমি পৌঁছেছি বার্ধক্যের চরম দশায়?

৯ তিনি বললেন: তাই হবে; তোমার পালয়িতা বলেন: এ আমার জন্য সহজ, আর নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না।

১০ তিনি বললেন: হে আমার পালয়িতা, আমাকে একটি নিদর্শন দাও। তিনি বললেন: এই তোমার (জন্য) নিদর্শন যে তুমি লোকদের সঙ্গে কথা বলবে না তিন রাত্রি (তিন দিন) ভালো স্বাস্থ্যে।

১১ এর পর তিনি তাঁর উপাসনা স্থান থেকে তাঁর লোকদের কাছে গেলেন, তার পর তিনি তাদের ইঙ্গিতে বললেন: তোমাদের পালয়িতার মহিমা কীর্তন করো প্রাতে ও সন্ধ্যায়।

১২ হে ইয়াহ্ইয়া, গ্রন্থ ধারণ করো সবলে; আর আমি তাঁকে জ্ঞান দিয়েছিলাম যখন (তিনি ছিলেন) বালক;

১৩ আর আমার তরফ থেকে সদয়তা আর পবিত্রতা, আর তিনি ছিলেন একজন সীমারক্ষাকারী;

১৪ আর তাঁর পিতামাতার প্রতি কর্তব্যপরায়ণ, আর তিনি ছিলেন না উদ্ধত, দুর্বিনীত।

১৫ আর শান্তি তাঁর উপরে যেদিন তিনি জন্মেছিলেন আর যেদিন তাঁর মৃত্যু হবে, আর যেদিন তাঁকে তোলা হবে জীবিত।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১৬ আর গ্রন্থে মরিয়মের নাম উল্লেখ করো—যখন তিনি তাঁর পরিজন থেকে সরে গিয়েছিলেন পুবের দিকের এক জায়গায় ;

১৭ তিনি অবলম্বন করেছিলেন পর্দা তাদের থেকে, তার পর আমি তাঁকে পাঠাই আমার প্রেরণা, আর তাঁর সামনে দেখা দিয়েছিল এক পূর্ণাঙ্গ মানুষ।

১৮ তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ আমি তোমার থেকে আশ্রয় খুঁজি করুণাময়ের কাছে যদি তুমি একজন সীমারক্ষাকারী হও।

১৯ সে বললে : আমি তোমার পালয়িতার বাণীবাহক মাত্র যেন আমি তোমাকে দান করতে পারি এক অনিন্দ্য পুত্র।

২০ তিনি বললেন : আমার কেমন করে ছেলে হতে পারে যখন কোনো মানুষ আমাকে স্পর্শ করে নি, আমি শাসনও লঙ্ঘন করি নি ?

২১ সে বললে : এইভাবেই ; তোমার পালয়িতা বলেন : এ আমার জন্য সহজ আর যেন আমি তাঁকে মানুষদের কাছে এক নিদর্শন করতে পারি, আর আমার থেকে এক করুণা ; আর এ একটি ব্যাপার যার বিধান করা হয়েছে।

২২ সুতরাং তিনি তাঁকে গর্ভে ধারণ করলেন, তার পর নিজেকে সরিয়ে নিলেন এক দূরবর্তী স্থানে।

২৩ আর (প্রসব) বেদনা তাঁকে বাধ্য করলো এক খেজুর গাছের গুঁড়িতে আশ্রয় নিতে। তিনি বললেন : হায়, যদি এর পূর্বে আমার মৃত্যু হোতো—যেতাম মিলিয়ে—সবার ভুলে-যাওয়া।

২৪ এর পর তাঁকে ডেকে বললে তাঁর নিচে থেকে : দুঃখ ক'রো না, নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা তোমার নিচে দিয়ে একটি জল-ধারা বইয়ে দিয়েছেন ;

২৫ আর খেজুর গাছের গুঁড়ি তোমার দিকে নাড়ো, তবে তোমার
উপরে ফেলবে টাট্‌কা পাকা খেজুর।
২৬ অতএব খাও আর পান করো আর চোখ তৃপ্ত করো; তার
পর যদি কোনো মানুষকে দেখো, বলো: নিঃসন্দেহ আমি
রোযা মানত করেছি করুণাময়ের কাছে সেজন্য কোনো লোকের
সঙ্গে আজ আমি কথা বলবো না।
২৭ আর তিনি তাঁকে নিয়ে তাঁর লোকদের কাছে এলেন, তাঁকে
বহন ক'রে। তারা বললে: হে মরিয়ম, নিশ্চয় তুমি অদ্ভুত
কিছু নিয়ে এসেছ।
২৮ হে হারুণের ভগিনী, তোমার বাপ বদলোক ছিল না, তোমার
মা'ও অসতী স্ত্রীলোক ছিল না।
২৯ কিন্তু তিনি তাঁর দিকে নির্দেশ করলেন। তারা বললে: কেমন
ক'রে আমরা কথা বলবো তার সঙ্গে যে দোলনায়—এক শিশু?
৩০ তিনি বললেন: নিঃসন্দেহ আমি আল্লাহ্‌র একজন দাস, তিনি
আমাকে গ্রন্থ দিয়েছেন আর আমাকে নবী করেছেন,
৩১ আর তিনি আমাকে পুণ্যময় করেছেন যেখানেই আমি থাকি,
আর তিনি আমার উপরে বিধান করেছেন উপাসনা ও যাকাত
যতদিন আমি বাঁচি—
৩২ আর (আমাকে করেছেন) আমার জননীর প্রতি কর্তব্যপরায়ণ,
আর তিনি আমাকে করেন নি অহঙ্কারী করুণাবঞ্চিত;
৩৩ আর শান্তি আমার উপরে যেদিন আমি জন্মেছিলাম, আর
যেদিন আমি মরবো আর যেদিন আমাকে তোলা হবে জীবিত।
৩৪ এই হচ্ছেন ঈসা, মরিয়ম-পুত্র, (এই-ই) সত্য বাণী, যে
সম্বন্ধে তারা বিতর্ক করে।
৩৫ এ আল্লাহ্‌র জন্য (সঙ্গত) নয় যে তিনি একটি পুত্র গ্রহণ
করবেন। তাঁরই মহিমা। তিনি যখন কিছু বিধান করেন,

তিনি শুধু বলেন : হও, আর তা হয়।

৩৬ আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ আমার পালয়িতা আর তোমাদের পালয়িতা ; সেজন্য তাঁর উপাসনা করো—এই সরল পথ।

৩৭ কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে বিভিন্ন দল পরস্পরের সঙ্গে মতভেদ করেছিল, সেজন্য আফসোস তাদের জন্য যারা অবিশ্বাস করে, এক ভয়ঙ্কর দিনে যে একত্রিত হতে হবে সেই কারণে।

৩৮ কত স্পষ্টভাবে তারা শুনবে আর কত স্পষ্টভাবে তারা দেখবে সেইদিন যেদিন তারা আমার কাছে আসবে ; কিন্তু অন্যায়-কারীরা আজ স্পষ্ট ভুলের মধ্যে।

৩৯ আর তাদের সাবধান করো সেই মহা আফসোসের দিন সম্বন্ধে যখন ব্যাপারের মীমাংসা হয়ে যাবে ; এখন তারা অবহেলায় (পূর্ণ) আর তারা বিশ্বাস করে না।

৪০ নিঃসন্দেহ আমি পৃথিবীর উত্তরাধিকারী, আর যারা এর উপরে আছে, আর আমার কাছে তাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৪১ আর ইব্রাহিমের নাম উল্লেখ করো গ্রন্থে ; নিঃসন্দেহ তিনি ছিলেন একজন সত্যপরায়ণ—একজন নবী।

৪২ যখন তিনি তাঁর পিতাকে বললেন : হে আমার পিতা, কেন তুমি তার উপাসনা করো যা শোনে না, দেখে না, তোমাকে কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারে না ?

৪৩ হে আমার পিতা, নিঃসন্দেহ জ্ঞান আমার কাছে এসেছে যা তোমার কাছে আসে নি, সে জন্য আমার অনুসরণ করো, আমি তোমাকে চালাবো ঠিক পথে।

৪৪ হে আমার পিতা, শয়তানের উপাসনা ক'রো না, নিঃসন্দেহ শয়তান করুণাময়ের অবাধ্য।

৪৫ হে আমার পিতা, নিঃসন্দেহ আমি ভয় করি পাছে করুণাময়ের

তরফ থেকে এক শাস্তি তোমার উপরে এসে পড়ে তার
ফলে তুমি হয়ে পড়ো শয়তানের সঙ্গী।

৪৬ সে বললে : হে ইব্রাহিম, তুমি কি আমার উপাস্যদের অপছন্দ
করো? তুমি যদি না থামো তবে আমি তোমাকে পাথর
মারবো, আমার থেকে দূরে চলে যাও।

৪৭ তিনি বললেন : তোমার উপরে শান্তি (কামনা করি), আমি
আমার পালয়িতার কাছে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো,
নিঃসন্দেহ তিনি আমার প্রতি চিরস্নেহময়।

৪৮ আর আমি সরে যাবো তোমাদের থেকে আর আল্লাহ্‌ ভিন্ন
তোমরা যাকে ডাকো (তার থেকে), আর আমি ডাকবো
আমার পালয়িতাকে, হতে পারে আমার পালয়িতাকে ডেকে
আমি করুণাবঞ্চিত থাকবো না।

৪৯ সেজন্য যখন তিনি সরে গেলেন তাদের থেকে আর তারা
যার উপাসনা করতো আল্লাহ্‌ ভিন্ন (তার থেকে), আমি
তাঁকে দিয়েছিলাম ইস্‌হাককে ও ইয়াকুবকে, আর তাদের
প্রত্যেককে আমি নবী করেছিলাম।

৫০ আব আমি তাদের দিয়েছিলাম আমার করুণা থেকে আর
তাদের জন্য নির্ধারিত করেছিলাম উঁচু আর অকৃত্রিম খ্যাতি।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৫১ আর গ্রন্থে মূসার উল্লেখ কবো; নিঃসন্দেহ তিনি ছিলেন
পবিত্রহৃদয়, আর তিনি ছিলেন একজন রসূল (বাণীবাহক),
একজন নবী (সংবাদদাতা)।

৫২ আর আমি তাঁকে ডেকেছিলাম পাহাড়ের দক্ষিণ ঢাল
থেকে, আর আমি তাঁকে নিকটে এনেছিলাম (আমার
সঙ্গে) যোগে।

৫৩ আর আমার করুণা থেকে তাঁকে দিয়েছিলাম তাঁর ভাই
হারুণকে—(তিনিও) একজন নবী।

৫৪ আর গ্রন্থে ইসমাইলের উল্লেখ করো, নিঃসন্দেহ তিনি ছিলেন
সত্যপরায়ণ (তাঁর) অঙ্গীকারে, আর তিনি ছিলেন একজন
রসুল, একজন নবী।
৫৫ আর তাঁর পরিজনের উপরে বিধান করেছিলেন উপাসনা
আর যাকাত, আর তাঁর পালয়িতার সমীপে তিনি ছিলেন
প্রীতিভাজন।
৫৬ আর গ্রন্থে ইদরিসের উল্লেখ করো, নিঃসন্দেহ তিনি ছিলেন
একজন সত্যপরায়ণ মানুষ, একজন নবী।
৫৭ আর আমি তাঁকে উন্নীত করেছিলাম এক উন্নত গ্রামে।
৫৮ এরাই তাঁরা যাঁদের উপরে আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন
আদমের বংশধরদের নবীদের মধ্যে থেকে, আর যাদের
আমি নূহ্-এর সঙ্গে বহন করেছিলাম তাদের থেকে আর
ইব্রাহিম ও ইসরাইলের বংশধরদের থেকে, আর যাদের
আমি পথ দেখিয়েছিলাম তাদের থেকে, যখন করুণাময়ের
নির্দেশাবলী তাদের কাছে পড়া হোতো তারা পতিত হোতো
সেজদারত হয়ে ও অশ্রুমোচন করতে করতে।
৫৯ আর তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এক পরবর্তী পুরুষ যারা
উপাসনা বিফল করেছে আর অনুসরণ করেছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির
পথ, সেজন্য তারা পাবে বঞ্চনা—
৬০ তারা ব্যতীত যারা অনুশোচনা করে আর বিশ্বাস করে আর
ভালো কাজ করে; এরা বেহেশ্তে প্রবেশ করবে আর এদের
প্রতি অন্যায় করা হবে না কিছুমাত্র—
৬১ সর্বোচ্চ বেহেশ্তে—যার প্রতিশ্রুতি করুণাময় তাঁর দাসদের
দিয়েছেন অজানা জগতে; নিশ্চয় তাঁর প্রতিশ্রুতি চিরসফল।
৬২ সেখানে তারা শুনবে না কোনো বৃথা কথা 'শান্তি' এই
ভিন্ন, আর সেখানে তারা তাদের জীবিকা পাবে প্রাতে ও
সন্ধ্যায়।

৬৩ এই সেই বেহেশ্‌ত যার উত্তরাধিকারী আমি আমার দাসদের
করি যারা সীমারক্ষা করে।

৬৪ আর আমরা (ফেরেশ্‌তারা) অবতরণ করি না তোমার পাল-
য়িতার নির্দেশে ভিন্ন ; তাঁরই যা আছে আমাদের সামনে আর
যা আছে আমাদের পিছনে, আর যা এই দুইয়ের মধ্যে, আর
তোমার পালয়িতা বিস্মরণশীল নন ;

৬৫ পালয়িতা তিনি আকাশের ও পৃথিবীর আর তাদের মধ্যে যা
আছে, অতএব তাঁর উপাসনা করো, আর তাঁর উপাসনায়
ধৈর্যশীল হও। জানো কি কাউকে যে তাঁর সমকক্ষ ?

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৬৬ আর মানুষ বলে : যখন ম'রে গেছি (তার পর) সত্যই কি
আমাকে ফিরিয়ে আনা হবে জীবন্ত করে ?

৬৭ মানুষের কি খবর নেই যে তাকে আমি পূর্বে সৃষ্টি করে-
ছিলাম যখন সে কিছুই ছিল না ?

৬৮ সেজন্য তোমার পালয়িতার শপথ, আমি নিশ্চয় তাদের সবাইকে
একত্রিত করবো, আর শয়তানদেরও, তার পর নিশ্চয় তাদের
হাজির করবো জাহান্নামের চারধারে নতজানু অবস্থায়।

৬৯ তার পর নিশ্চয় আমি তাদের প্রত্যেক দল থেকে বার করবো
তাকে যে ছিল বিদ্রোহে সব চাইতে অনমনীয় করুণাময়ের
বিরুদ্ধে।

৭০ পুনরায়—নিশ্চয় আমি জানি ভালো তাদের যারা সেখানে দগ্ধ
হবার জন্য সব চাইতে যোগ্য পাত্র।

৭১ আর তোমাদের একজনও নেই যে সেখানে না আসবে ; এটি
তোমার পালয়িতার এক স্থির বিধান।

৭২ তার পর আমি তাদের উদ্ধার করবো যারা সীমারক্ষা করেছিল,
আর অন্যায়কারীদের আমি রেখে দেবো তাদের নতজানুর
উপরে।

৭৩ আর যখন আমার স্পষ্ট নির্দেশাবলী তাদের কাছে পড়া হয় তখন যারা অবিশ্বাসী তারা বলে বিশ্বাসীদের : দুই দলের (তোমাদের ও আমাদের) কোন্‌টি বেশি ভালো অবস্থানে আর বেশি সুন্দর সৈন্যদলরূপে ?

৭৪ আর কত পুরুষ আমি ধ্বংস করেছি তাদের পূর্বে যারা বেশি ভালো ছিল দ্রব্যসম্ভারে আর বাইরের সাজসজ্জায়।

৭৫ বলো : যে ভুলে থাকে করুণাময় নিশ্চয় বাড়িয়ে দেবেন তার দিবসের দৈর্ঘ্য যে পর্যন্ত না তারা দেখে যার কথা তাদের বলা হয়েছিল—হয় শাস্তি নয় সেই সময় ; তখন তারা জানবে কে বেশি মন্দ অবস্থানে আর বেশি দুর্বল সৈন্যদলরূপে।

৭৬ আর আল্লাহ্ বাড়িয়ে দেন তাদের সুগতি যারা ঠিক পথে চলে ; আর চিরস্থায়ী ভালো কাজ তোমার পালয়িতার কাছে সব চাইতে ভালো পুরস্কার দানের জন্য আর সুফল প্রসবের জন্য।

৭৭ তাকে কি তুমি দেখেছ যে আমার নির্দেশাবলীতে অবিশ্বাস করে আর বলে : নিঃসন্দেহ আমাকে ধন ও সন্তানসন্ততি দেওয়া হবে।

৭৮ সে কি অদৃশ্যকে পাঠ করেছে, অথবা সে কি করুণাময়ের সঙ্গে এক সন্ধি করেছে ?

৭৯ কখনোই না! আমি লিখি যা সে বলে, আর আমি বাড়িয়ে দেবো তার জন্য শাস্তির দৈর্ঘ্য।

৮০ আর আমি সে-সবের উত্তরাধিকারী হবো যার কথা সে বলছে, আর আমার কাছে সে আসবে একলা (তার ধন ও সন্তান-সন্ততি সঙ্গে না নিয়ে)।

৮১ আর তারা আল্লাহ্ ভিন্ন উপাস্যদের গ্রহণ করেছে যেন তারা তাদের জন্য হতে পারে এক শক্তি।

৮২ নিশ্চয়ই না। তারা তাদের প্রতি তাদের বন্দনা অস্বীকার করবে, আর তারা হবে তাদের বিপক্ষ।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৮৩ তুমি কি দেখো না আমি শয়তানদের পাঠিয়েছি অবিশ্বাসীদের উপরে তাদের ক্রমাগত উত্তেজিত করতে?

৮৪ সেজন্য তাদের সম্বন্ধে ব্যস্ত হ'য়ো না; আমি শুধু তাদের জন্য দিনের সংখ্যা বাড়াচ্ছি।

৮৫ যেদিন আমি তাদের একত্রিত করবো যারা করুণাময়ের সীমারক্ষা করে—একটি প্রশংসিত দল;

৮৬ আর আমি অপরাধীদের তাড়িয়ে দেবো জাহান্নামে—পিপাসার্ত—

৮৭ তাদের সুপারিশের কোনো ক্ষমতা থাকবে না—সে ভিন্ন যে করুণাময়ের সঙ্গে একটি সন্ধি করেছে।

৮৮ আর তারা বলে: করুণাময় একটি পুত্র গ্রহণ করেছেন।

৮৯ নিঃসন্দেহ তোমরা অবতারণা করেছ এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার—

৯০ এর দ্বারা আকাশ প্রায় বিদীর্ণ হয়েছে আর পৃথিবী ছিন্নভিন্ন হয়েছে, আর পাহাড়গুলো খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়েছে—

৯১ তারা যে করুণাময়কে একটি পুত্র আরোপ করে।

৯২ আর এটি করুণাময়ের যোগ্য নয় যে তিনি একটি পুত্র গ্রহণ কবেন।

৯৩ কেউ নেই আকাশে ও পৃথিবীতে যে করুণাময়ের কাছে আসবে দাসরূপে ভিন্ন।

৯৪ নিঃসন্দেহ তিনি তাদের জানেন আর তাদের সংখ্যা করেন যথাযথভাবে।

৯৫ আর পুনরুত্থানের দিনে তাদের প্রত্যেকে তাঁর কাছে আসবে একলা।

৯৬ নিঃসন্দেহ, যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে, তাদের জন্য করুণাময় আনবেন প্রেম।

৯৭ সেজন্য আমি এটিকে (এই গ্রন্থকে) তোমার জিহ্বায় সহজ করেছি যেন তুমি এর দ্বারা সুসংবাদ দিতে পারো সীমারক্ষা-কারীদের, আর এর দ্বারা সাবধান করতে পারো একটি প্রবল তার্কিক জাতিকে।

৯৮ আর কত পুরুষ আমি ধ্বংস করেছি তাদের পূর্বে! তাদের একজনকেও কি তুমি দেখো, অথবা তাদের থেকে কোনো শব্দ কি তুমি শোনো?

তা হা

[কোর্‌আন শরীফের বিংশ সূরা তা হা। এই সাংকেতিক অক্ষর দুটির অর্থ হে মানব—এই অনেকে বলেছেন। এটি এর পূর্ববর্তী সূরা মরিয়মের মতো প্রাথমিক মক্কীয়, কেন না এরই কিছু অংশ পাঠ করে হযরত ওমর ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হন ও ইসলাম গ্রহণ করেন হযরতের প্রচারক জীবনের ষষ্ঠ বৎসরে।

এই যুগের অন্যান্য সূরার মতো এতেও প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে হযরতের ভবিষ্যৎ সাফল্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ তা হা—হে মানব,

২ আমি তোমার কাছে কোর্‌আন অবতীর্ণ করি নি যে তুমি বিপন্ন বোধ করবে—

৩ (অবতীর্ণ করি নি) স্মারকরূপে ভিন্ন তার কাছে যে ভয় করে,—

৪ একটি অবতরণ তাঁর কাছ থেকে যিনি সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী আর উঁচু আকাশ।

৫ করুণাময় সুপ্রতিষ্ঠিত সিংহাসনের উপরে।

৬ তাঁরই যা আছে আকাশে, আর যা আছে পৃথিবীতে, আর যা আছে দুয়ের মধ্যে, আর যা আছে ভিজে মাটির নিচে।

৭ আর যদি কথা জোরে বলো, তবে নিঃসন্দেহ তিনি গোপনের জ্ঞাতা আর তার চাইতেও যা লুকোনো।

৮ আল্লাহ্‌—নেই কোনো উপাস্য তিনি ভিন্ন, তাঁরই শ্রেষ্ঠ নামসমূহ।

৯ আর মূসার কাহিনী কি তোমার কাছে এসেছে?

১০ তিনি যখন আগুন দেখলেন তিনি তাঁর পরিজনদের বললেন: থামো, নিঃসন্দেহ আমি একটি আগুন দেখছি, সম্ভবতঃ তার থেকে তোমাদের জন্য আনতে পারবো একটি জ্বলন্ত অঙ্গার অথবা আগুনের কাছে একটি পথনির্দেশ পাবো।

১১ আর যখন তিনি তার কাছে এলেন তাঁকে নাম ধরে ডাকা হোলো: হে মূসা,

১২ নিঃসন্দেহ আমি তোমার পালয়িতা, সেজন্য তোমার জুতো খুলে ফেলো, যেহেতু নিঃসন্দেহ তুমি তুওয়া-র পবিত্র উপত্যকায়;

১৩ আর আমি তোমাকে নির্বাচিত করেছি, সেজন্য শোনো যা তোমাকে প্রত্যাদিষ্ট করা হয়;

১৪ নিঃসন্দেহ আমি আল্লাহ্, কোনো উপাস্য নেই আমি ভিন্ন, সেজন্য আমার বন্দনা করো, আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো আমার স্মরণে,

১৫ নিঃসন্দেহ সেই সময় আসছে, কিন্তু আমি চাই তা গোপন রাখতে যেন প্রত্যেক প্রাণ পুরস্কৃত হতে পারে যার জন্য সে চেষ্টা করে;

১৬ সেজন্য যে এতে বিশ্বাস করে না, আর তার কামনার অনুবর্তী হয়, সে তোমাকে এ থেকে না ফেরাক, তাহলে তুমি বিনষ্ট হবে।

১৭ আর হে মূসা, তোমার ডান হাতে ওটি কি?

১৮ তিনি বললেন: এ আমার লাঠি, আমি এর উপরে ভর দিই, আর এই দিয়ে ডালে মারি আমার ভেড়াদের জন্য; আর এ দিয়ে আমি অন্য কাজও করি।

১৯ তিনি বললেন: ওটি মাটিতে ফেলো হে মূসা।

২০ সুতরাং তিনি তা মাটিতে ফেললেন, আর নিঃসন্দেহ তা হোলো এক সাপ—গড়িয়ে যাচ্ছে।

২১ তিনি বললেন : ওটা ধরো, আর ভয় পেয়ো না, আমি ওটি ওর পূর্বের অবস্থায় নেবো।

২২ আর তোমার হাত তোমার বগলের মধ্যে দাও ; তা সাদা হয়ে বেরিয়ে আসবে কোনো দোষত্রুটি বিনা ; (এটি) অন্য নিদর্শন।

২৩ যেন আমি তোমাকে দেখাতে পারি আমার আরো বড় নিদর্শন,

২৪ (সেজন্য) ফেরাউনের কাছে যাও, নিঃসন্দেহ সে বিদ্রোহী হয়েছে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২৫ তিনি বললেন : হে আমার পালয়িতা ; আমার বক্ষ আমার জন্য প্রসারিত করো,

২৬ আর আমার কাজ আমার জন্য সহজ করো,

২৭ আর আমার জিহ্বা থেকে গ্রন্থি (জড়তা) খুলে দাও—

২৮ যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে ;

২৯ আর আমার পরিজন থেকে আমাকে এক সাহায্যকারী দাও—

৩০ আমার ভাই হারুণকে ;

৩১ আমার পৃষ্ঠদেশ সবল করো তাকে দিয়ে।

৩২ আর তাকে যুক্ত করো আমার কাজে,

৩৩ যেন আমরা তোমার মহিমা কীর্তন করতে পারি প্রচুরভাবে,

৩৪ আর তোমাকে স্মরণ করতে পারি বহুভাবে ;

৩৫ নিঃসন্দেহ তুমি আমাদের দেখছ।

৩৬ তিনি বললেন : হে মূসা, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হোলো ;

৩৭ আর নিঃসন্দেহ আমি অন্য সময় তোমার উপরে অনুগ্রহ করেছিলাম—

৩৮ যখন আমি তোমার মাতাকে প্রত্যাদেশ (প্রেরণা) দিয়েছিলাম যে-প্রেরণা দেবার,

৩৯ এই বলে : তাকে একটি সিন্দুকে রাখো, তার পর তা নদীতে ফেলে দাও, তার পর নদী তাকে তীরে ফেলবে, সেখানে তাকে তুলে নেবে একজন যে আমার শত্রু আর তারও শত্রু, আর আমি তোমার উপরে নিক্ষেপ করেছিলাম মমতা আমার থেকে যেন তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হতে পারো।

৪০ আর যখন তোমার ভগিনী গিয়ে বলেছিল : তোমাদের কি তাকে দেখিয়ে দেবো যে তাকে পালন করবে ? আর আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম তোমার মাতাকে যেন তার চোখ তৃপ্ত হতে পারে আর সে দুঃখ না করে। আর তুমি একটি লোককে মেরে ফেলেছিলে, তার পর আমি তোমাকে সেই দুঃখ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, আর আমি তোমাকে পরীক্ষা করেছিলাম এক কঠিন পরীক্ষায়। তার পর তুমি বহু বৎসর ছিলে মাদিয়ানের লোকদের মধ্যে, তার পর হে মূসা, তুমি এখানে এসেছিলে যেমন বিধান করা হয়েছে।

৪১ আর আমি তোমাকে নির্বাচিত করেছি আমার জন্য ;

৪২ তুমি আর তোমার ভাই যাও আমার নির্দেশাবলী নিয়ে, আর আমার স্মরণে শিথিল হ'য়ো না।

৪৩ যাও ফেরাউনের কাছে, নিঃসন্দেহ সে বিদ্রোহী হয়েছে,

৪৪ তার পর তাকে বলো কোমল কথা, হতে পারে সে মনোযোগ দেবে অথবা ভয় করতে পারে।

৪৫ দুইজনেই বললেন : হে আমাদের পালয়িতা, নিঃসন্দেহ আমরা ভয় করি যে সে তাড়াতাড়ি আমাদের প্রতি মন্দ-কিছু করে অথবা সে কোনো কথাই না শোনে।

৪৬ তিনি বললেন : ভয় ক'রো না, নিশ্চয় আমি তোমাদের
দুইজনের সঙ্গে, আমি শুনি ও দেখি।

৪৭ সেজন্য তোমরা দুইজনই যাও তার কাছে আর বলো :
নিঃসন্দেহ আমবা তোমার পালয়িতার থেকে দুই বাণী-
বাহক, সেজন্য ইসরাইলবংশীয়দের আমাদের সঙ্গে পাঠাও
আর তাদের নির্যাতন ক'রো না। নিঃসন্দেহ আমরা
তোমার পালয়িতার কাছ থেকে এক নির্দেশ এনেছি, আর
শান্তি তার উপরে যে পথনির্দেশ অনুসরণ করে ;

৪৮ নিঃসন্দেহ আমাদের কাছে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে যে নিশ্চয়
শাস্তি তার উপরে এসে পড়বে যে প্রত্যাখ্যান করে ও
ফিরে যায়।

৪৯ (ফেরাউন) বললে : কে তোমাদের পালয়িতা, হে মূসা ?

৫০ তিনি বললেন : আমাদের পালয়িতা তিনি যিনি সব-কিছুকে
দিয়েছেন তার স্বভাব তার পর চালিত করেছেন তাকে
তার লক্ষ্যে।

৫১ সে বললে : তবে পূর্বের পুরুষদের লোকদের অবস্থা কি ?

৫২ তিনি বললেন : তার জ্ঞান আমার পালয়িতার কাছে একটি
গ্রন্থে ; আমার পালয়িতা ভুল করেন না, ভুলেও যান না—

৫৩ যিনি পৃথিবীকে কবেছেন একটি বিছানা, আর তাতে তোমাদের
জন্য ছড়িয়ে দিয়েছেন পথ, আর আকাশ থেকে পাঠিয়েছেন
পানী তার দ্বারা আমি উৎপন্ন করি বহু ধরনের গাছপালা ;

৫৪ খাও আর তোমাদের গৃহপালিত পশুদের চরাও ; নিঃসন্দেহ
এতে আছে নির্দেশাবলী যারা জ্ঞানী তাদের জন্য।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৫৫ এই থেকে তোমাদের আমি সৃষ্টি করেছি, আর এতেই

তোমাদের ফিরে পাঠাবো আর এর থেকেই আমি তোমাদের দ্বিতীয় বার তুলবো।

৫৬ আর নিঃসন্দেহ আমি তাকে দেখিয়েছিলাম আমার নিদর্শন-সমূহ, সবগুলো, কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান করেছিল আর অস্বীকার করেছিল।

৫৭ সে বলেছিল : হে মূসা, তুমি কি আমাদের কাছে এসেছ যে আমাদের দেশ থেকে বার ক'রে দেবে তোমার জাদুর দ্বারা ?

৫৮ কিন্তু নিঃসন্দেহ আমরাও তোমাদের সামনে এর মতো জাদু দেখাবো, সে জন্য আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একটি অঙ্গীকার হোক যা আমরা ভাঙবো না, আমরাও না তোমরাও না— সুবিধাজনক একটি জায়গায়।

৫৯ (মূসা) বললেন : তোমাদের অঙ্গীকারের দিন উৎসবের দিন, আর লোকেরা জড়ো হোক সকালের দিকে।

৬০ তার পর ফেরাউন ফিরে গেল, আর তার ফন্দি ঠিক করলো, তার পর ফিরে এলো।

৬১ মূসা তাদের বললেন : আফসোস তোমাদের জন্য ! আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা তৈরি ক'রো না পাছে তিনি তোমাদের ধ্বংস করেন এক শাস্তির দ্বারা, আর যে (মিথ্যা) তৈরি করে নিঃসন্দেহ সে ব্যর্থ হয়।

৬২ তার পর তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলো তাদের ব্যাপার সম্বন্ধে, আর তাদের সেই আলোচনা গোপন রাখল।

৬৩ তারা বললে : এরা দুইজন নিশ্চয় দুই জাদুকর যারা তাদের জাদু দিয়ে তোমাদের বার করে দিতে চায় তোমাদের দেশ থেকে, আর নষ্ট করতে চায় তোমাদের শ্রেষ্ঠ আচার-ধারা।

৬৪ সেজন্য তোমাদের করণীয় ঠিক করে ফেলো, তার পর

সার বেঁধে এসো; আর সেই আজ বিজয়ী হবে যে উপরহাত
হতে পারবে।

৬৫ তারা বললে: হে মূসা, তুমি ফেলবে, না আমরা আগে
ফেলবো?

৬৬ তিনি বললেন: না, তোমরা ফেলো। তার পর তাদের
দড়ি ও লাঠি তাদের জাদুর গুণে নিঃসন্দেহ তাঁর মনে
হয়েছিল যেন তারা দৌড়চ্ছে!

৬৭ আর মূসার মনে ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল।

৬৮ আমি বলেছিলাম: ভয় ক'রো না—নিঃসন্দেহ তুমি হবে
উপরহাত।

৬৯ ফেলো তোমার ডান হাতে যা আছে, তা খেয়ে ফেলবে
তারা যা তৈরি করেছে; নিঃসন্দেহ তারা যা তৈরি করেছে
তা জাদুকরের ফন্দি, আর জাদুকর কখনো সফল হবে না
যত কৃতিত্বই তার লাভ হোক।

৭০ আর জাদুকররা পড়লো সেজদারত হয়ে, তারা বললে: আমরা
বিশ্বাস করি মূসা ও হারুণের পালয়িতায়।

৭১ (ফেরাউন) বললে: তোমরা তাতে বিশ্বাস করো আমি তোমাদের
অনুমতি দেবার পূর্বে? নিঃসন্দেহ সে-ই তোমাদের প্রধান যে
তোমাদের জাদু শিখিয়েছে, সেজন্য নিশ্চয় আমি তোমাদের
হাত পা কাটবো রিপরীত দিকে, আর নিশ্চয় আমি তোমাদের
শূলে দেবো খেজুর গাছের গুঁড়ির উপরে, আর নিশ্চয় তোমরা
জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার দেওয়া শাস্তি বেশী
কঠোর আর বেশী স্থায়ী।

৭২ তারা বললে: আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ যা এসেছে, আর
যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, সেসবের উপরে আমরা
তোমাকে স্থান দিই না; সেজন্য বিধান করো যা তোমার

বিধান হয়; তুমি কেবল বিধান করতে পারো এই দুনিয়ার জীবন সম্বন্ধে।

৭৩ নিঃসন্দেহ আমরা আমাদের পালয়িতায় বিশ্বাস করি যেন তিনি ক্ষমা করেন আমাদের পাপ আর জাদু যাতে তুমি আমাদের বাধ্য করেছিলে; আর আল্লাহ্ বেশী ভালো আর বেশী স্থায়ী।

৭৪ যে কেউ তার পালয়িতার কাছে আসে অপরাধী হ'য়ে, তার জন্য নিঃসন্দেহ জাহান্নাম, সে তাতে মরবে না আর বাঁচবেও না

৭৫ আর যে কেউ তাঁর কাছে আসে বিশ্বাসী হয়ে, (আর) সে ভালো কাজ করেছে, নিঃসন্দেহ এরাই তারা যাদের জন্য উঁচু স্তরসমূহ—

৭৬ সর্বোচ্চ বেহেশ্ত—যাদের নিচ দিয়ে প্রবাহিত বহু নদী—স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য, আর এই প্রাপ্য তার যে নিজেকে পবিত্র করেছে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৭৭ আর নিঃসন্দেহ আমি মূসাকে প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম এই বলে : আমার দাসদের নিয়ে যাও রাত্রে, আর তাদের জন্য সমুদ্রে একটি শুকনো পথ তৈরি করো ধরা পড়বার ভয় না করে ভীত না হয়ে।

৭৮ আর ফেরাউন তাদের অনুসরণ করেছিল তার সৈন্যদল নিয়ে, তার পর সমুদ্র থেকে তাদের উপরে এসে পড়েছিল যা এসে পড়েছিল।

৭৯ আর ফেরাউন তার লোকদের পথভ্রান্ত করেছিল, আর সে (তাদের) পথে চালিত করে নি।

৮০ হে ইসরাইল-সন্তানগণ, নিঃসন্দেহ তোমাদের আমি উদ্ধার করেছিলাম তোমাদের শত্রু থেকে আর আমি তোমাদের

সঙ্গে একটি ওয়াদা করেছিলাম পবিত্র পর্বতের পার্শ্বে আর
তোমাদের উপরে অবতীর্ণ করেছিলাম মান্না ও সালওয়া :
৮১ আমি তোমাদের যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে ভালো যা
তাই খাও, আর সীমালঙ্ঘনকারী হ'য়ো না সেসব সম্বন্ধে
পাছে তোমাদের সম্বন্ধে আমার রোষ বৈধ হয়, আর যার
জন্য আমার রোষ বৈধ্য হয় সে নিঃসন্দেহ বিনষ্ট হবে।
৮২ আর নিঃসন্দেহ আমি ক্ষমাশীল তার প্রতি যে ফেরে, আর
বিশ্বাস করে, আব ভালো কাজ করে, তার পরে ঠিক পথে
চলে।
৮৩ আর কি তোমাকে তাড়াতাড়ি এনেছে তোমার লোকদের
থেকে হে মূসা ?
৮৪ তিনি বললেন : তারা আমার পিছনে পিছনে এখানে
এসেছে, আর আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এসেছি
হে আমার পালয়িতা, যেন তুমি প্রসন্ন হও।
৮৫ তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ আমি তোমার পরে তোমার
লোকদের পবীক্ষা করেছি, আর সমিবি* তাদের বিপথে
নিয়েছে।
৮৬ এর পর মূসা তাঁর লোকদের কাছে ফিরে এলেন ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত
হয়ে। তিনি বললেন : হে আমার জাতি, তোমাদের
পালয়িতা কি তোমাদের দেন নি উৎকৃষ্ট প্রতিশ্রুতি ? তবে
কি প্রতিশ্রুতির সময় তোমাদের দীর্ঘ মনে হয়েছিল ? অথবা
তোমরা কি চেয়েছিলে যে তোমাদের পালয়িতার রোষ
তোমাদের জন্য বৈধ হোক যার জন্য তোমরা আমাকে
দেওয়া কথাব খেলাপ করেছ ?
৮৭ তারা বললে : আমরা নিজেদের ইচ্ছায় তোমাকে দেওয়া

* যে সোনাব গাভী তৈরি করেছিল।

কথার খেলাপ করি নি, কিন্তু লোকদের গহনার বোঝা আমাদের উপরে চাপানো হয়েছিল, তার পর আমরা সেসব ফেলে দিই (আগুনে), আর এইই সমিরি করতে বলেছিল।

৮৮ তার পর সে তাদের জন্য তৈরি করেছিল একটি গোবৎস্য, জাফরানী রঙের, যা অনুচ্চ শব্দ করতো, আর তারা বলেছিল : এই তোমাদের উপাস্য আর মূসার উপাস্য ; কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল।

৮৯ তবে কি তারা দেখে নি যে তা তাদের বক্তব্যের কোন উত্তর দিত না, আর তার কোন কর্তৃত্ব ছিল না তাদের সম্পর্কে অপকারের বা উপকারের উপরে ?

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৯০ আর নিঃসন্দেহ হারুণ তাদের পূর্বেই বলেছিলেন : হে আমার জাতি, তোমরা এর দ্বারা শুধু পরীক্ষিত হচ্ছ, আর নিঃসন্দেহ তোমাদের পালয়িতা হচ্ছেন করুণাময়, সেজন্য আমার অনুসরণ করো আর আমার নির্দেশ পালন করো।

৯১ তারা বলেছিল : আমরা কিছুতেই এর পূজা থেকে বিরত হবো না যে পর্যন্ত না মূসা আমাদের কাছে ফিরে আসেন।

৯২ (মূসা) বললেন : হে হারুণ কিসে তোমাকে নিষেধ করেছিল যখন দেখলে তারা বিপথে গেছে—

৯৩ তার ফলে তোমরা আমার অনুসরণ করো নি ? তবে কি তুমি আমার আদেশের বিরুদ্ধাচারী হয়েছিলে ?

৯৪ তিনি বললেন : হে আমার মাতার পুত্র, আমার দাড়ি ধরো না মাথাও না ; নিঃসন্দেহ আমি ভয় করেছিলাম পাছে তুমি বলো : তুমি ইসরাইল বংশীয়দের মধ্যে বিভেদ ঘটিয়েছ আর আমার বক্তব্যের অপেক্ষা করো নি।

৯৫ তিনি বললেন : তবে তোমার কি বক্তব্য হে সমিরি ?

৯৬ সে বললে: আমি দেখেছিলাম যা তারা দেখে নি, সেজন্য আমি আংশিকভাবেই পয়গাম্বরের পথের অনুসরণ করেছিলাম, তার পর তা বিসর্জন দিয়েছিলাম, আমার অন্তরাত্মা এই আমার জন্য ভালো বলেছিল।

৯৭ তিনি বললেন: তবে দূর হও, নিঃসন্দেহ তোমাকে এই সংসারের জীবনে বলতে হবে—ছুঁয়ো না আমাকে। আর নিঃসন্দেহ তোমার জন্য আছে একটি ওয়াদা যা তুমি খেলাপ করতে পারবে না, আর তোমার উপাস্যের দিকে তাকাও যার উপাসনায় তুমি এতদিন রত ছিলে—আমরা নিশ্চয় তাকে পোড়াব আর নিশ্চয় তার ছাই ছড়িয়ে দেবো সমুদ্রের উপরে।

৯৮ তোমাদের উপাস্য কেবল আল্লাহ্, আর কোনো উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন; তাঁর জ্ঞানে সব-কিছু তিনি ধারণ করেন।

৯৯ এইভাবে আমি তোমার কাছে বিবৃত করি যা আগে ঘটেছে তার (কিছু কিছু) সংবাদ; আর নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে দিয়েছি আমার কাছ থেকে একটি স্মারক।

১০০ যে কেউ এ থেকে ফিরে যায় সে নিঃসন্দেহ কেয়ামতের দিন বহন করবে একটি বোঝা—

১০১ তার তলায় স্থায়ীভাবে থেকে—একটি মন্দ বোঝা তাদের জন্য কেয়ামতের দিনে,—

১০২ যেদিন শৃঙ্গ ধ্বনিত হবে; আর সেদিন আমি অপরাধীদের একত্রিত করবো—তাদের চোখ সাদা (ভয়ে),

১০৩ নিজেদের মধ্যে তারা বলছে: তোমরা অপেক্ষা করেছো কেবল দশ (দিন)।

১০৪ আমি ভালো জানি কি তারা বলে যখন তাদের মধ্যে যারা আচরণে শ্রেষ্ঠ তারা বলে: তোমরা একদিন মাত্র অপেক্ষা করেছ।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

১০৫ আর তারা তোমাকে পাহাড়গুলো সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বলো : আমার পালয়িতা তাদের সেদিন ভেঙে ছড়ানো ধুলি করবেন,

১০৬ আর তাকে পরিণত করবেন শূন্য সমতলে ;

১০৭ তাতে দেখবে না তুমি কোনো বেঁকে-যাওয়া অথবা উঁচুনিচু।

১০৮ সেদিন তারা অনুসরণ করবে আহ্বানকারীর, কোনো বক্রতা নেই তাতে, আর কণ্ঠস্বরগুলো হবে নিচু করুণাময়ের সামনে, তার ফলে তুমি শুনবে না আব কিছু মৃদুস্বর ব্যতীত।

১০৯ সেদিন কোনো সুপারিশে কাজ হবে না তাঁর (সুপারিশ) ব্যতীত যাঁকে করুণাময় অনুমতি দেবেন আর যাঁর কথায় তিনি প্রসন্ন।

১১০ তিনি জানেন কি আছে তাদের সামনে আর কি আছে তাদের পেছনে, আর তারা তা জ্ঞানে ধারণা করতে পারে না।

১১১ আর মুখগুলো হবে অবনত যিনি চিরজীবন্ত শাশ্বত তাঁর সামনে ; আর যে বহন করে অন্যায় করার বোঝা সে (সেদিন) নিঃসন্দেহ ব্যর্থ।

১১২ আর যে কেউ ভালো কাজ করে, আর সে বিশ্বাসী, তার ভয় নেই অবিচারের অথবা তার প্রাপ্য পেতে দেরি হবার।

১১৩ আর এইভাবে আমি অবতীর্ণ করেছি একটি আরবী কোর্‌আন (ভাষণ) আর তাতে বিশদ করেছি প্রতিশ্রুতিসমূহ যেন তারা সীমারক্ষা করে, অথবা তা যেন বিবৃত করতে পারে তাদের জন্য স্মরণ।

১১৪ সেজন্য পরম মহীয়ান আল্লাহ্‌, (যিনি) রাজা, (যিনি) সত্য। আর (হে মোহম্মদ), কোর্‌আন সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি ক'রো না যে পর্যন্ত না তোমার কাছে এর প্রত্যাদেশ পরিপূর্ণ হয়,

আর বলো : হে আমার পালয়িতা, আমাকে বাড়িয়ে দাও জ্ঞানে ।

১১৫ নিঃসন্দেহ এর পূর্বে আমি অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলাম আদমের সঙ্গে, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল ; আর আমি তাতে পাই নি লেগে থাকা ।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

১১৬ আর যখন আমি ফেরেশ্‌তাদের বললাম : আদমকে সেজদা করো, তারা সেজদা করেছিল ইব্‌লিস ব্যতীত ; সে অস্বীকার করেছিল ।

১১৭ সেজন্য আমি আদমকে বলেছিলাম : হে আদম, এ একজন শত্রু তোমার প্রতি আর তোমার স্ত্রীর প্রতি, সে যেন তোমাদের বেহেশ্‌ত থেকে তাড়িয়ে না দেয়, যার ফলে তোমাদের শ্রম করতে হবে ;

১১৮ নিঃসন্দেহ তোমাদের জন্য (বিধান) করা হয়েছে যে তোমরা তাতে ক্ষুধার্ত হবে না, নগ্নও হবে না ;

১১৯ আর তোমরা তাতে পিপাসার্ত হবে না, অথবা সূর্যের তাপ ভোগ করবে না ।

১২০ কিন্তু শয়তান তাকে মন্দ প্ররোচনা দিয়েছিল, সে বলেছিল : হে আদম, তোমাকে কি চালিত করবো অমরতার গাছের দিকে আর (এমন) এক রাজত্বের দিকে যার ক্ষয় হয় না ?

১২১ তার পর তারা দুইজনই তার থেকে খেলো, তার ফলে তাদেব মন্দ প্রবণতাগুলো প্রকাশ পেলো, আর তারা দুজনেই, নিজেদের ঢাকতে লাগলো বাগানের পাতা দিয়ে; আর আদম তার পালয়িতার অবাধ্য হয়েছিল, তাতে সে অজ্ঞের মতো কাজ করেছিল ।

১২২ তার পর তার পালয়িতা তাকে নির্বাচিত করেছিলেন, আর ফিরেছিলেন তার দিকে, আর তাকে চালিত করেছিলেন ।

১২৩ তিনি বললেন : তোমরা চলে যাও এখান থেকে, দুইজনই, তোমাদের একজন অপর জনের শত্রু হয়ে। এর পর নিঃসন্দেহ তোমাদের কাছে আমার থেকে পথনির্দেশ আসবে, তার পর যে আমার পথনির্দেশের অনুসরণ করে সে পথভ্রষ্ট হবে না দুঃখও বোধ করবে না;

১২৪ আর যে কেউ ফিরে যায় আমাব স্মবণ থেকে তার জীবন হবে সংকীর্ণ পরিসরেব, আর কেয়ামতের দিন আমি তাকে তুলবো অন্ধ করে।

১২৫ সে বলবে : হে আমার পালয়িতা, কেন তুমি আমাকে অন্ধ ক'রে তুলেছ, আমি তো নিশ্চয় দেখতাম?

১২৬ তিনি বলবেন : এইভাবেই; আমার নির্দেশাবলী তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি সেসব অবহেলা করেছিলে, আজও সেইভাবে তুমি পরিত্যক্ত হবে।

১২৭ আর এইভাবে আমি প্রতিদান দিই যে সীমালঙ্ঘন ক'রে চলে আর বিশ্বাস কবে না তার পালয়িতার নির্দেশাবলীতে; আর নিঃসন্দেহ পরকালের শাস্তি আরো কঠোর আর আরো স্থায়ী।

১২৮ তবে এটি কি তাদের জন্য যথার্থ এক নির্দেশ দেয় না যে যাদের গৃহে তারা চলাফেরা করছে তাদের কতপুরুষ আমি তাদের পূর্বেধ্বংস করেছি? নিঃসন্দেহ এতে নিদর্শন আছে তাদের জন্য যারা বোঝে।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

১২৯ আর যদি একটি কথা তোমার পালয়িতার তরফ থেকে আগেই না হয়ে থাকতো, আর একটি নির্ধারিত কাল, তবে বিধান অবশ্যম্ভাবী হতো (এই সংসারেই)।

১৩০ তবে ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করো তারা যা বলে, আর তোমার

পালয়িতার মহিমা কীর্তন করো তাঁর প্রশংসার দ্বারা সূর্যের উদয়ের পূর্বে, আর তার অস্ত গমনের পূর্বে, আর রাত্রিরও কিছু সময়ে তাঁর মহিমা কীর্তন করো, আর দিনের দুই প্রান্তে, যেন তুমি প্রসন্নতা পেতে পারো।

১৩১ আর তার দিকে চোখ রেখো না যা তাদের মধ্যেকার কোন কোন দম্পতিকে আমি ভোগ করতে দিয়েছি—দুনিয়ার জীবনের ফুল—যেন তার দ্বারা আমি তাদের পরীক্ষা করতে পারি। তোমার পালয়িতার জীবিকা আরো ভালো আর আরো স্থায়ী।

১৩২ আর নামাযের নির্দেশ দাও তোমার লোকদের আর তাতে লেগে থাকো। আমি তোমাদের কাছে জীবিকা চাই না, আমি তোমাদের জীবিকা দিই; আর পরিণাম সীমারক্ষার জন্য।

১৩৩ আর তারা বলে: কেন সে তার পালয়িতার কাছ থেকে আমাদের জন্য একটি নিদর্শন আনে না? তোমাদের কাছে কি এক স্পষ্ট প্রমাণ আসে নি পূর্বের গ্রন্থগুলোয় কি আছে সে সম্বন্ধে?

১৩৪ আর যদি আমি এর পূর্বে তাদের ধ্বংস করতাম কোনো শাস্তি দিয়ে তবে নিশ্চয় তারা বলতো: হে আমাদের পালয়িতা, কেন তুমি আমাদের কাছে একজন পয়গাম্বর পাঠাও নি, তাহলে আমরা তোমার নির্দেশসমূহের অনুসরণ করতে পারতাম এইভাবে আমাদের অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগের পূর্বে?

১৩৫ বলো: প্রত্যেকে অপেক্ষা করছে, সেজন্য অপেক্ষা করো; তাহলে তোমরা জানতে পারবে কে ঠিক পথের লোক, আর কে ঠিক পথে চলে।

সপ্তদশ খণ্ড

আল্-আম্বিয়া

[আল্-আম্বিয়া—নবীগণ—কোর্‌আন শরীফের ২১ সংখ্যক সূরা। এর শেষের দিকের একটি আয়াতে বলা হয়েছে হযরত মোহম্মদ বিশ্বজগতের জন্য একটি করুণা।

এটিকে মধ্যমক্কীয় ভাবা হয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ মানুষের কাছে এগিয়ে এসেছে তাদের হিসাব, আর তারা ফিরে যাচ্ছে বেখেয়ালিতে।

২ আর তাদের কাছে তাদের পালয়িতার কাছ থেকে কোনো নতুন স্মারক আসে না যা তারা শোনে যখন তারা খেলছে।

৩ তাদের হৃদয় অমনোযোগী; আর যারা অন্যায়কারী তারা গোপনে পরামর্শ করে: সে কি তোমাদের মতো একজন মানুষ ভিন্ন আর কিছু? তবে কি তোমরা জাদুর বশীভূত হবে যখন (তা) দেখছ?

৪ তিনি বললেন: আমার পালয়িতা জানেন কি বলা হয় আকাশে ও পৃথিবীতে আর তিনি শ্রোতা জ্ঞাতা।

৫ তারা বলে: না—তারা বলে: এসব এলোমেলো স্বপ্ন; না—সে তৈরি করেছে এটি; না—সে একজন কবি; সে বরং আমাদের কাছে আসুক একটি নিদর্শন (যা দিয়ে) সেকালে (পয়গাম্বররা) প্রেরিত হয়েছিল।

৬ যেসব শহর আমি ধ্বংস করেছি তাদের একটিও বিশ্বাস করে নি (যদিও তাদের কাছে নিদর্শন এসেছিল); তবে কি তারা বিশ্বাস করবে?

৭ আর আমি তোমার পূর্বে মানুষ ভিন্ন আর কাউকে পাঠাই নি যাদের কাছে আমি প্রত্যাদেশ দিয়েছি, সেজন্য স্মারকের অনুবর্তীদের জিজ্ঞাসা করো যদি তোমরা না জানো।

৮ আমি তাদের এমন দেহ (ধারী) সৃষ্টি করি নি যারা খাবার খায় না, আর তারা চিরবাসিন্দাও ছিল না।

৯ তার পরে তাদের কাছে আমার প্রতিশ্রুতি আমি পূর্ণ করেছিলাম, সুতরাং তাদের আমি উদ্ধার করেছিলাম, আর যাদের আমি ইচ্ছা করেছিলাম, আর ধ্বংস করেছিলাম সীমালঙ্ঘনকারীদের।

১০ নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের কাছে অবতীর্ণ করেছি এক গ্রন্থ যাতে তোমাদের উল্লেখ আছে; তবে কি তোমাদের বুদ্ধি নেই?

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ আর কত বসতি আমি চূর্ণ করেছি যারা অন্যায়কারী হয়েছিল আর তাদের পরে আমি পত্তন করেছিলাম অন্য লোকদের।

১২ আর যখন তারা অনুভব করেছিল আমার শক্তি, নিঃসন্দেহ তারা তা থেকে পালাতে আরম্ভ করেছিল।

১৩ পালিও না, আর ফিরে এসো যাতে তোমরা অভ্যস্ত ছিলে আরাম-আয়েসে জীবনযাপন করতে, আর তোমাদের আবাসে, যেন তোমরা জিজ্ঞাসিত হতে পারো।

১৪ তারা বলেছিল: হায় আমাদের দুর্ভাগ্য। নিঃসন্দেহ আমরা অন্যায়কারী ছিলাম।

১৫ আর তাদের এই কান্না থামে নি যে পর্যন্ত না তাদের করে-
ছিলাম কাটা শস্যের মতো নিশ্চিহ্ন।
১৬ আর আকাশ ও পৃথিবী আর এই দুইয়ের মধ্যে যা আছে আমি
সৃষ্টি করি নি খেলার জন্য।
১৭ আর যদি আমি খেলা চাইতাম তবে আমি তা নিজের থেকেই
করতে পারতাম, নিশ্চয়ই আমি তা করবো না।
১৮ না—যা সত্য তা আমি ছুঁড়ে মারি যা মিথ্যা তার প্রতি, তাতে
এর মাথা ভেঙে যায় আর নিঃসন্দেহ তা অন্তর্হিত হয়;
আর দুর্ভাগ্য তোমাদের যা তোমরা (তাঁতে) আরোপ করো
সেজন্য।
১৯ আর যে কেউ আছে আকাশে ও পৃথিবীতে সবাই তাঁর। আর
যারা তাঁর সামনে আছে তারা গর্বিত নয় তাঁকে বন্দনা করা
সম্বন্ধে, আর তারা ক্লান্ত হয় না।
২০ তারা (তাঁর) মহিমা কীর্তন করে রাত্রি ও দিন—তারা
অশিথিল।
২১ অথবা তারা কি উপাস্যদের গ্রহণ করেছে পৃথিবী থেকে যারা
মৃতদের পুনর্জীবিত করে?
২২ যদি তাদের মধ্যে আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোনো উপাস্য থাকতো
তবে নিঃসন্দেহ দুয়েতেই বিশৃঙ্খলা দেখা দিত; সেজন্য মহিমা
ঘোষিত হোক আল্লাহ্‌র—সিংহাসনের অধীশ্বরের—তারা
তাঁতে যা আরোপ করে তার উর্ধ্বে।
২৩ প্রশ্ন করা যাবে না তিনি কি করেন সে সম্বন্ধে; আর তাদের
প্রশ্ন করা হবে।
২৪ অথবা তারা কি উপাস্যদের গ্রহণ করেছে তাঁকে ভিন্ন?
বলো: তোমাদের প্রমাণ আনো; এটি (কোর্‌আন)
স্মারক তাদের জন্য যারা আমার সঙ্গে আছে আর স্মারক

আমার পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে। না—তারা অনেকেই যা সত্য
তা জানে না, তাই তারা বিমুখ হয়।
২৫ আর তোমার পূর্বে আমি কোনো বাণীবাহক পাঠাই নি
যাঁকে আমি প্রত্যাদেশ না দিয়েছি যে আমি ভিন্ন অন্য
কোনো উপাস্য নেই, সেজন্য আমার উপাসনা করো।
২৬ আর তারা বলে: করুণাময় একটি পুত্র গ্রহণ করেছেন।
তাঁরই মহিমা; না—তাঁরা সম্মানিত দাস।
২৭ তাঁরা কথা বলেন না তাঁর বলার পূর্বে আর তাঁরা কাজ
করেন তাঁরই নির্দেশক্রমে।
২৮ তিনি জানেন কি আছে তাঁদের আগে আর কি আছে তাঁদের
পরে, আর তাঁরা সুপারিশ করেন না তার জন্য ভিন্ন যাকে
তিনি গ্রহণ করেন, আর তাঁর ভয়ে তাঁরা কাঁপেন।
২৯ আর তাদের মধ্যে যে বলবে: নিঃসন্দেহ আমি একজন
উপাস্য তিনি ভিন্ন —তাকে আমি প্রতিদান দিই জাহান্নাম
এই আমি প্রতিদান দিই অন্যায়কারীদের।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৩০ যারা অবিশ্বাস করে তারা কি দেখে না—যে আকাশ ও পৃথিবী
ছিল একত্রিত, কিন্তু আমি তাদের বিচ্ছিন্ন করেছি; আর
আমি জল থেকে করেছি সব প্রাণবন্তের সৃষ্টি*; তারা কি তবে
বিশ্বাস করবে না?
৩১ আর আমি পৃথিবীতে স্থাপন করেছি মজবুত পাহাড় যেন তা
তাদের সঙ্গে আন্দোলিত না হয়; আর আমি তাতে তৈরি
করেছি চওড়া পথ যেন তারা পথ পায়।

---

* জল থেকে প্রাণের সৃষ্টি এই বৈজ্ঞানিকদের মত। প্রথমে বিশ্বজগৎ ছিল একটি ধূমপুঞ্জ, তা থেকে কালে কালে গ্রহনক্ষত্রদের উৎপত্তি হয়েছে, বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধেও এই অনেক বৈজ্ঞানিকের মত।

৩২ আর আকাশকে আমি করেছি এক সুরক্ষিত ছাদ। কিন্তু তারা এর নিদর্শনসমূহ থেকে মুখ ফেরায়।

৩৩ আর তিনি সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন আর সূর্য ও চন্দ্র : প্রত্যেকে ভাসছে এক চক্র-পথে।

৩৪ আর কোনো মানুষের জন্য আমি বিধান করি নি স্থায়ী বাস তোমার পূর্বে। কী তাতে যদি তুমি মারা যাও? তারা কি চিরদিন বাঁচবে?

৩৫ প্রত্যেক জনে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; আর আমি তোমাদের পরীক্ষা করি মন্দ ও ভালো দিয়ে বিপদ ঘটিয়ে; আর আমার কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

৩৬ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা যখন তোমাকে দেখে তারা তোমাকে ভাবে না বিদ্রূপের পাত্র ভিন্ন : এই নাকি সে-ই যে তোমাদের দেবতাদের কথা বলে। আর করুণাময়ের (রহমানের) উল্লেখ মাত্রই তারা প্রত্যাখ্যান করে।

৩৭ মানুষ ব্যস্ততা দিয়ে তৈরি। আমার নিদর্শনাবলী—আমি তোমাকে দেখাবো, সেজন্য আমাকে ব'লো না ত্বরান্বিত করতে।

৩৮ আর তারা বলে : কখন এই ওয়াদা ফলবে—যদি সত্যবাদী হও?

৩৯ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা যদি জানতো সেই সময় (সম্বন্ধে) যখন তারা আগুন সরিয়ে দিতে পারবে না তাদের মুখ থেকে আর তাদের পিঠ থেকে। আর তাদের সাহায্যও করা হবে না।

৪০ না—তা তাদের উপর এসে পড়বে অতর্কিতে, তার ফলে তারা দিশাহারা হবে, সেজন্য তা এড়াবার শক্তি তাদের থাকবে না, তাদের বিরামও দেওয়া হবে না।

৪১ নিশ্চয় তোমার পূর্বে বাণীবাহকদের বিদ্রূপ করা হয়েছিল, তার পর যে সম্বন্ধে তারা বিদ্রূপ করেছিল তা ঘেরাও করেছিল তাদের যারা বিদ্রূপ করেছিল।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৪২ বলো : কে তোমাদের রক্ষা করেন করুণাময় থেকে রাত্রে ও দিনে ? না—তারা মুখ ফেরায় তাদের পালয়িতার উল্লেখ মাত্রে।

৪৩ অথবা তাদের কি উপাস্য আছে যারা তাদের রক্ষা করতে পারে আমার বিরুদ্ধে ? তারা নিজেদের সাহায্য করতে পারবে না, আমার থেকে রক্ষাও পাবে না।

৪৪ না—আমি তাদের ও তাদের পিতাপিতামহদের জীবন উপভোগ করতে দিয়েছিলাম যে পর্যন্ত না জীবন তাদের জন্য দীর্ঘ হয়েছিল। তারা কি তবে দেখে না যে আমি দেশকে শাস্তি দিচ্ছি তার পার্শ্বের হ্রাস ঘটিয়ে ? তবে কি তারা জিৎতে পারবে ?

৪৫ বলো : আমি তোমাদের সতর্ক করি প্রত্যাদেশের দ্বারা, আর বধির আহ্বান শোনে না যখন তাকে সতর্ক করা হয়।

৪৬ আর যদি তোমার পালয়িতার শাস্তির বাতাস তাদের স্পর্শ করতো তবে তারা নিঃসন্দেহ বলতো : হায় দুর্ভাগ্য, নিঃসন্দেহ আমরা অন্যায়কারী ছিলাম।

৪৭ আর কেয়ামতের দিনে আমি স্থাপন করবো নির্ভুল মানদণ্ড, সেজন্য কারো প্রতি অন্যায় করা হবে না আদৌ, আর যদি শর্ষে পরিমাণ ওজনও হয় তাও ধরা পড়বে, আর হিসাবে আমি (একা) যথেষ্ট।

৪৮ আর নিঃসন্দেহ আমি মূসাকে ও হারুণকে দিয়েছিলাম (ন্যায়-অন্যায়ের) বিভেদকারী শক্তি, আর একটি আলোক, আর একটি স্মারক, তাদের জন্য যারা সীমারক্ষাকারী—

৪৯ যারা তাদের পলেয়িতাকে ভয় করে গোপনে, আর তারা ভীত সেই সময় সম্বন্ধে।

৫০ আর এটি এক পুণ্য স্মারক যা আমি অবতীর্ণ করেছি ; তোমরা কি তবে এটি প্রত্যাখ্যান করবে ?

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৫১ আর নিঃসন্দেহ আমি পূর্বকালের ইব্রাহিমকে তাঁর ঋজুতা দিয়েছিলাম, আর তাঁকে আমি পুরোপুরি জানতাম।

৫২ যখন তিনি তাঁর পিতাকে আর তাঁর লোকদের বললেন : কি এইসব প্রতিমা যাদের বন্দনায় তোমরা লেগে আছ ?

৫৩ তারা বললে : আমাদের পিতাপিতামহদের এদের বন্দনা করতে আমরা দেখেছি।

৫৪ তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ তোমরা—তোমরা আর তোমাদের পিতাপিতামহরা—স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে।

৫৫ তারা বললে : তুমি কি আমাদের কাছে সত্য এনেছ, না, তুমি একজন বিদ্রূপকারী ?

৫৬ তিনি বললেন : না—তোমাদের পালয়িতা হচ্ছেন আকাশ ও পৃথিবীর পালয়িতা যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, আর আমি তাদের একজন যারা তার সাক্ষ্য দেয় ;

৫৭ আর আল্লাহ্‌র শপথ, আমি তোমাদের প্রতিমাদের হারিয়ে দেবো তোমরা যখন চলে গেছ ও পিঠ ফিরিয়েছ।

৫৮ সেজন্য তিনি তাদের টুক্‌রো টুক্‌রো করে ভাঙলেন তাদের বড়টি ভিন্ন যেন তারা তার কাছে ফিরে আসতে পারে।

৫৯ তারা বললে : আমাদের উপাস্যদের এ দশা কে করেছে ? নিশ্চয় সে একজন অন্যায়কারী।

৬০ তারা বললে : আমরা ইব্রাহিম্‌ নামে এক যুবককে এদের কথা বলতে শুনেছি।

৬১ তারা বললে : তবে তাকে লোকদের চোখের সামনে নিয়ে এসো যেন তারা সাক্ষী দিতে পারে।

৬২ তারা বললে : হে ইব্রাহিম, তুমি এই করেছ আমাদের
উপাস্যদের প্রতি ?

৬৩ তিনি বললেন : তবে কেউ করেছে ; এই তাদের প্রধান ;
সেজন্য তাদের জিজ্ঞাসা করো, যদি তারা বলতে পারে।

৬৪ তারা তখন নিজেদের দিকে ফিরলো আর বললে : নিঃসন্দেহ
তোমরা নিজেরা অন্যায়কারী।

৬৫ আর তারা সম্পূর্ণ দিশাহারা হোলো ; আর তারা বললে : তুমি
ভালোই জানো এরা কথা বলে না।

৬৬ তিনি বললেন : তবে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা তার
উপাসনা করো যা তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে
না আর তোমাদের কোনো অপকারও করতে পারে না ?

৬৭ ধিক্‌ তোমাদের প্রতি ; আর আল্লাহ্‌ ভিন্ন যার উপাসনা করো
তার প্রতি। তবে কি তোমরা বোঝো না ?

৬৮ তারা বললে : তাকে পোড়াও, আর তোমাদের প্রতিমাদের
সাহায্য করো যদি কিছু করো।

৬৯ আমি বললাম : হে আগুন, ইব্রাহিমের জন্য শীতল হও আর
শান্ত হও।

৭০ আর তারা চেয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে ফন্দি করতে, কিন্তু আমি
তাদের বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছিলাম।

৭১ আর আমি উদ্ধার করেছিলাম তাঁকে ও লূতকে (আর তাঁদের
এনেছিলাম) সেই দেশে যা আমি পুণ্যময় করেছি মানুষদের
জন্য।

৭২ আর আমি তাঁকে দিয়েছিলাম ইস্‌হাককে, ও ইয়াকুবকে
পৌত্ররূপে, আর আমি তাঁদের সবাইকে সাধু-আত্মা
করেছিলাম।

৭৩ আর আমি তাঁদের নেতা করেছিলাম যাঁরা আমার নির্দেশে

পথ দেখান তাঁদের, আর আমি তাঁদের প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম যা ভালো তা করতে, আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখতে, আর যাকাত দিতে, আর কেবল আমার বন্দনা করতে।

৭৪ আর লূতকে—আমি তাঁকে দিয়েছিলাম বিচারক্ষমতা ও জ্ঞান, আর আমি তাঁকে উদ্ধার করেছিলাম সেই বসতি থেকে যা জঘন্য কাজ করতো, নিঃসন্দেহ তারা ছিল মন্দ লোক—দুর্বৃত্ত।

৭৫ আর তাঁকে আমি গ্রহণ করেছিলাম আমার করুণার মধ্যে; নিঃসন্দেহ তিনি ছিলেন সাধু-আত্মাদের অন্তর্গত।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৭৬ আর নূহ্‌কে—তিনি যখন ডেকেছিলেন পূর্বকালে আমি তার উত্তর দিয়েছিলাম, আর তাঁকে আর তাঁর অনুবর্তীদের উদ্ধার করেছিলাম এক মহা বিপত্তি থেকে।

৭৭ আর আমি তাঁকে সাহায্য করেছিলাম সেই লোকদের বিরুদ্ধে যারা আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করেছিল। নিঃসন্দেহ তারা ছিল বদলোক—সুতরাং তাদের সবাইকে আমি ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।

৭৮ আর দাউদ ও সোলায়মান—যখন তাঁরা বিচার করেছিলেন ক্ষেত সম্বন্ধে যাতে লোকদের ভেড়া চরেছিল রাত্রিকালে আর আমি ছিলাম তাঁদের বিচারের সাক্ষী।

৭৯ আর আমি সোলায়মানকে তা বুঝতে দিয়েছিলাম; আর তাঁদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম বিচার ও জ্ঞান। আর (আমার) কীর্তনরত পাহাড়দের আর পাখিদের আমি দাউদের সেবারত করেছিলাম; আর আমিই করেছিলাম।

৮০ আর আমি তাঁকে তোমাদের জন্য বর্ম তৈরি করতে শিখিয়ে-

ছিলাম যেন সেসব তোমাদের রক্ষা করতে পারে তোমাদের
যুদ্ধে ; তবে কি তোমরা কৃতজ্ঞ হবে ?

৮১ আর আমি সোলায়মানের (সেবারত করেছিলাম) প্রবল
বাতাসকে—তা প্রবাহিত হয়েছিল তাঁর (আল্লাহ্‌র) নির্দেশে
সেই দেশের দিকে যাকে আমি পুণ্যময় করেছি। আর সব
বিষয়ে আমি ওয়াকিফহাল।

৮২ আর (তাঁর অধীন) শয়তানদের* মধ্যে ছিল যারা তাঁর জন্য
সমুদ্রে ডুব দিত (রত্ন তুলতে), আর তা ছাড়া আরো কাজ
করতো, আর আমি ছিলাম তাদের রক্ষক।

৮৩ আর আইয়ূব—যখন তিনি তাঁর পালয়িতাকে জানিয়েছিলেন :
বিপত্তি আমাকে পীড়ন করছে, আর তুমি পরম করুণাময়
করুণাময়দের মধ্যে।

৮৪ তার পর আমি তাঁর উত্তর দিয়েছিলাম আর দূর করেছিলাম
যে বিপত্তি থেকে তিনি ভুগছিলেন, আর তাঁকে দিয়েছিলাম
তাঁর পরিজন আর তার সঙ্গে তার মতো আর সব—আমার
কাছ থেকে একটি করুণা, আর একটি স্মারক বন্দনা-
কারীদের জন্য।

৮৫ আর ইসরাইল আর ইদরিস আর যুল্‌কিফ্‌ল্—সবাই ছিলেন
ধৈর্যশীল।

৮৬ আর আমি তাঁদের প্রবেশ করিয়েছিলাম আমার করুণায় ;
নিঃসন্দেহ তাঁরা ছিলেন সাধু-আত্মাদের অন্তর্গত।

৮৭ আর যুন্নুন (ইউনুস)—যখন তিনি চলে গিয়েছিলেন ক্রোধে
আর ভেবেছিলেন যে তাঁর উপরে আল্লাহ্‌র কোনো ক্ষমতা
নেই, কিন্তু তিনি বলেছিলেন অন্ধকারে : আর কোনো উপাস্য,

* দুর্ধর্ষ জাতির লোকদের যারা সোলায়মানের অধীনতা স্বীকার করেছিল।

নেই তুমি ভিন্ন; তোমারই মহিমা কীর্তিত হোক, নিঃসন্দেহ আমি অন্যায়কারীদের দলের।

৮৮ তার পর আমি তাঁর উত্তর দিয়েছিলাম আর উদ্ধার করেছিলাম তাঁকে দুঃখ থেকে। এইভাবে আমি বিশ্বাসীদের রক্ষা করি।

৮৯ আর যাকারিয়া—যখন তিনি তাঁর পালয়িতাকে বলেছিলেন: হে আমার পালয়িতা, আমাকে একলা রেখো না; আর তুমি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৯০ তার পর আমি তাঁর উত্তর দিয়েছিলাম, আর তাঁকে দিয়েছিলাম ইয়াহ্ইয়াকে, আর তাঁর স্ত্রীকে করেছিলাম তাঁর যোগ্যা (সন্তান-ধারণে); নিঃসন্দেহ তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতেন কল্যাণকর কাজে আর আমাকে ডাকায় আশা নিয়ে আর ভয় নিয়ে; আর তাঁরা আমার সামনে ছিলেন বিনত।

৯১ আর যিনি রক্ষা করেছিলেন তাঁর পবিত্রতা* সেজন্য আমি তাঁতে শ্বাস দিয়েছিলাম আমার প্রেরণা থেকে আর তাঁকে আর তাঁর পুত্রকে করেছিলাম বিশ্বজগতের জন্য এক নিদর্শন।

৯২ নিঃসন্দেহ এই তোমাদের সম্প্রদায়—এক সম্প্রদায়—আর আমি তোমাদের পালয়িতা,‡ সেজন্য আমার আরাধনা করো।

৯৩ আর তারা তাদের নির্দেশ (ধর্ম) ভেঙে ফেলেছে তাদের মধ্যে (খণ্ড খণ্ড ক'রে), তারা সবাই আসবে আমার কাছে।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৯৪ সেজন্য যে কেউ যা ভালো কাজ তাই করে আর সে বিশ্বাস

* ঈসা-জননী মরিয়ম। ‡অর্থাৎ জগতের সব ধার্মিক এক সম্প্রদায়ের—তাঁরা সবাই আল্লাহ্‌তে সমর্পিতচিত্ত।

করে, তবে তার ক্ষেত্রে অস্বীকৃত হবে না তার প্রয়াস, আর
নিঃসন্দেহ তার জন্য আমি লিখে রাখবো।

৯৫ আর যে বসতি আমি ধ্বংস করছি তার জন্য এটি অবশ্য-
পালনীয় যে তারা (তাদের লোকেরা) আর ফিরে আসবে
না—

৯৬ যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ মাজুজকে ছেড়ে দেওয়া হবে, আর তারা
ছুটে আসবে প্রত্যেক স্তূপ থেকে।

৯৭ আর সত্য অঙ্গীকার কাছিয়ে আসবে ; তখন যারা অবিশ্বাস
করেছিল নিঃসন্দেহ তাদের চক্ষু স্থির হবে : হায় দুর্ভাগ্য,
আমরা এ সম্বন্ধে ছিলাম ভুলে, না—আমরা অন্যায়কারী
ছিলাম।

৯৮ নিঃসন্দেহ তোমরা, আর যার তোমরা উপাসনা করো আল্লাহ্‌
ভিন্ন, সব জাহান্নামের ইন্ধন, আর এতেই তোমরা আসবে।

৯৯ যদি তারা উপাস্য হোতো তবে তারা এতে আসতো না ; আর
সবাই তাতে থাকবে স্থায়ীভাবে ।

১০০ তাদের জন্য তাতে দেখা দেবে আর্তস্বর, আর সেখানে তারা
শুনবে না ।

১০১ যাদের জন্য আমার তরফ থেকে কল্যাণ পূর্বেই এগিয়ে গেছে
নিঃসন্দেহ তাদের তা থেকে বহু দূরে রাখা হবে ;

১০২ তারা এর ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না, আর তাতে থাকবে তারা
স্থায়ীভাবে যা তাদের অন্তর কামনা করে।

১০৩ মহাভয়ের ব্যাপার তাদের দুঃখ দেবে না , আর ফেরেশ্‌তারা
তাদের সঙ্গে দেখা করবে : এই তোমাদের দিন যার প্রতিশ্রুতি
তোমাদের দেওয়া হয়েছিল।

১০৪ যেদিন আমি আকাশ গুটিয়ে নেবো যেমন গুটিয়ে নেওয়া হয়
যার উপরে লেখা হয় —যেমন আমি প্রথম সৃষ্টি করেছিলাম

(তেমনি) আমি পুনর্সৃষ্টি করবো—অবশ্যপালনীয় এই প্রতিশ্রুতি আমার জন্য ; নিঃসন্দেহ এটি আমি করবো।

১০৫ আর নিঃসন্দেহ আমি স্মারকের পরে গ্রন্থে লিখেছিলাম : আমার সাধু-আত্মা দাসরা দেশের উত্তরাধিকারী হবে।

১০৬ নিঃসন্দেহ এতে আছে একটি বার্তা (আমার) বন্দনাকারী লোকদের জন্য।

১০৭ আর আমি তোমাকে পাঠাই নি বিশ্বজগতের জন্য একটি করুণারূপে ভিন্ন।

১০৮ বলো : আমার কাছে প্রত্যাদিষ্ট হয় মাত্র এই যে তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য ; তবে কি তোমরা সমর্পিতচিত্ত হবে ?

১০৯ কিন্তু যদি তারা ফিরে যায় তবে বলো : আমি তোমাদের সাবধান করেছি সবাইকে একভাবে, আর আমি জানি না যার কথা তোমাদের বলা হয়েছে তা কাছে না দূরে।

১১০ নিঃসন্দেহ তিনি জানেন যা প্রকাশ্যভাবে বলা হয় আর তিনি জানেন যা তোমরা গোপন করো।

১১১ আর আমি জানি না এ ভিন্ন যে এটি হতে পারে তোমাদের এক পরীক্ষা অথবা কিছু দিনের জন্য উপভোগ।

১১২ তিনি বললেন : হে আমার পালয়িতা, বিচার করো সত্যের সঙ্গে ; আর আমাদের পালয়িতা করুণাময়, যাঁর সাহায্য প্রার্থনীয় যা তোমরা (তাঁতে) আরোপ করো তার বিরুদ্ধে।

আল্-হজ্জ্

[কোর্‌আন শরীফের ২২ সংখ্যক সূরা আল্-হজ্জ্—হজ।
এটি মক্কীয় কি মদিনীয় সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে এর বেশির ভাগ আয়াত মক্কীয় এই মত বেশি নির্ভরযোগ্য মনে হয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ হে মানবজাতি, তোমাদের পালয়িতার সীমা রক্ষা করো; নিঃসন্দেহ সেই সময়ের ভূমিকম্প এক মহাব্যাপার।

২ সেই দিন যখন তোমরা তা দেখবে প্রত্যেক স্তন্যদায়িনী মাতা দিশাহারা হ'য়ে ছেড়ে দেবে যাকে সে স্তন্য দিচ্ছিল, আর প্রত্যেক গর্ভবতী নারী মোচন করবে তার ভার, আর তুমি (হে মোহম্মদ) দেখবে মানুষদের নেশাগ্রস্ত, কিন্তু তারা নেশাগ্রস্ত নয়, আল্লাহ্‌র শাস্তি হবে কঠোর।

৩ আর মানুষদের মধ্যে আছে সে যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতর্ক করে জ্ঞানহীন হ'য়ে আর অনুবর্তী হয় প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের;

৪ তার বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে যে যে-কেউ তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে সে তাকে পথভ্রান্ত করবে আর তাকে চালিত করবে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে।

৫ হে লোকগণ, যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে পুনরুত্থান করা সম্বন্ধে তবে নিঃসন্দেহ তোমাদের আমি সৃষ্টি করেছিলাম ধূলা থেকে, তার পর একবিন্দু বীজ থেকে, তার পর জমাট রক্ত

থেকে, তার পর একটি মাংসের তাল থেকে, গঠনে পূর্ণাঙ্গ
আবার অপূর্ণাঙ্গও যেন আমি তোমাদের কাছে স্পষ্ট করতে
পারি ; আর আমার ইচ্ছাক্রমে আমি জরায়ুতে রাখি একটি
নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত, তার পর তোমাদের আনি শিশুরূপে, তার
পর (তোমাদের বিকশিত করি) যেন তোমরা তোমাদের
পরিণতি লাভ করতে পারো ; আর তোমাদের মধ্যে আছে
সে যাকে মৃত্যু দেওয়া হয় আর তোমাদের মধ্যে আছে সে
যাকে আনা হয় জীবনের অধমতম দশায় তার ফলে জ্ঞান
লাভের পরে সে কিছুই জানে না। আর তুমি মাটিকে দেখো
অনুর্বর ; কিন্তু যখন আমি তার উপরে পাঠাই জল তা কম্পিত
হয় ও স্ফীত হয় আর উৎপন্ন করে প্রত্যেক রকমের সুন্দর
শাকসব্জি।

৬ এ এইজন্য যে আল্লাহ্ হচ্ছেন সত্য, আর এইজন্য যে তিনি
মৃতকে জীবন দেন, আর এইজন্য যে তাঁর ক্ষমতা আছে সব
কিছুর উপরে :

৭ আর এইজন্য যে সেই সময় আসছে, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ
নেই, আর যেহেতু আল্লাহ তাদের তুলবেন যারা আছে
কবরে।

৮ আর লোকদের মধ্যে আছে সে যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতর্ক করে
জ্ঞানহীন পরিচালনাহীন আর একটি উজ্জ্বল গ্রন্থ-হীন হয়ে—

৯ অহঙ্কারে ফিরে দাঁড়িয়ে—যেন সে অন্যদের বিপথে নিতে পারে
আল্লাহ্‌র পথ থেকে। তার জন্য আছে লাঞ্ছনা এই সংসারে,
আর কেয়ামতের দিন আমি তাকে আস্বাদ করাবো পোড়ার
শাস্তি :

১০ এ তার জন্য যা তোমার দুই হাত পূর্বে পাঠিয়েছে আর যেহেতু
আল্লাহ তাঁর দাসদের প্রতি একটুও অন্যায়কারী নন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ আর মানুষদের মধ্যে আছে সে যে আল্লাহ্‌র বন্দনা করে ধারে
দাঁড়িয়ে, ফলে যদি তার জন্য ভালো কিছু ঘটে সে তাতে সন্তুষ্ট
হয়, কিন্তু যদি বিপত্তি তাকে আঘাত করে তবে সে মুখ ফেরায়
পুরোপুরি ; সে এই সংসারকে হারায় আর পরকালও ; এ এক
স্পষ্ট ক্ষতি।

১২ সে আল্লাহ্‌ ভিন্ন তাকে ডাকে যা তার ক্ষতি করে না আর যা
তার উপকারও করে না; এই হচ্ছে বড় রকমের বিপথে
যাওয়া।

১৩ সে তাকে ডাকে যার (থেকে) ক্ষতি তার (থেকে)
উপকারের চাইতে বেশি নিকটবর্তী ; নিঃসন্দেহ মন্দ পৃষ্ঠপোষক
আর মন্দ সহকারী।

১৪ যারা বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌
তাদের প্রবেশ করাবেন উদ্যানসমূহে যার নিচে দিয়ে
বইছে বহু নদী, আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ করেন যা তাঁর
খুশী।

১৫ যে ভাবে আল্লাহ্‌ তাকে সাহায্য না করুন এ জীবনে ও পর-
কালে তবে সে নিজেকে কোনো উপায়ে তুলুক আকাশে, তার
পর সে তা কেটে ফেলুক, আর তার পর সে দেখুক তার চেষ্টা
তা সরিয়ে দিয়েছে কি না যাতে সে ক্রুদ্ধ।

১৬ আর এইভাবে আমি নির্দেশাবলী অবতীর্ণ করি—(সে সব)
স্পষ্ট প্রমাণ—আর যেহেতু আল্লাহ্‌ চালিত করেন যাকে
ইচ্ছা করেন।

১৭ নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাসী, আর যারা ইহুদি, আর সাবেঈন,
আর খ্রীষ্টান, আর মাজুস (Magians), আর যারা
(আল্লাহ্‌র) অংশী দাঁড় করায়, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ তাদের

মধ্যে মীমাংসা করবেন কেয়ামতের দিনে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সবের সাক্ষী ।*

১৮ তুমি কি দেখো না যে আল্লাহ্ তিনি যাঁকে নতি (সেজদা) করে যে কেউ আছে আকাশে আর যে কেউ আছে পৃথিবীতে, আর সূর্য আর চন্দ্র আর নক্ষত্র, আর পর্বত আর বৃক্ষ আর জীবজন্তু আর মানুষরা অনেকে ? আর অনেকে আছে যাদের জন্য শাস্তি প্রয়োজনীয় হয়েছে, আর আল্লাহ্ যাকে লাঞ্ছিত করেন কেউ নেই যে তাকে সম্মানিত করতে পারে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ করেন যা ইচ্ছা করেন ।

১৯ আর এরা হচ্ছে দুই প্রতিপক্ষ যারা তাদের পালয়িতা সম্বন্ধে তর্ক করে ; তার পর যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য আছে আগুনের তৈরি জামা, ফুটন্ত পানী ঢালা হবে তাদের মাথার উপরে ।

২০ তার সঙ্গে গলে যাবে যা আছে তাদের পেটের ভিতরে, আর তাদের চামড়াও ।

২১ আর তাদের জন্য আছে লোহার চাবুক ।

২২ যখনই তারা চাইবে তা থেকে বেরিয়ে যেতে, চাইবে দুঃখার্ত হয়ে, তাদের ফিরিয়ে আনা হবে তাতে, আর (তাদের বলা হবে) : আগুনের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো ।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২৩ যারা বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তাদের প্রবেশ করাবেন উদ্যানসমূহে যার নিচে দিয়ে বহু নদী

* ধর্মমতের বিভিন্নতার জন্য এই সংসারে কোনো শাস্তি হবে না, এই কথা বলা হোলো । এই সংসারে শাস্তি হয় দুষ্কৃতির জন্য ।

প্রবাহিত; সেখানে-তারা পাবে সোনার ও মুক্তার কঙ্কণ আর
তাতে তাদের পোষাক হবে রেশমের।
২৪ আর তারা চালিত উপাদেয় বাক্যে আর তারা চালিত
প্রশংসিতের পথে।
২৫ নিঃসন্দেহ যারা অবিশ্বাস করে আর মানুষদের ঠেকিয়ে রাখে
আল্লাহ্র পথ থেকে ও পবিত্র মসজিদ্ থেকে যা আমি সবার
জন্য তুল্যভাবে করেছি—যে সেখানে বাস করে তার জন্য আর
যে দর্শন করে (তারও জন্য)—আর যে কেউ তাতে মন্দের
দিকে ঝোঁকে অন্যায়ভাবে, আমি তাকে আস্বাদ করাবো
কঠিন শাস্তি।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৬ আর যখন আমি ইব্রাহিমের জন্য প্রস্তুত করেছিলাম (পবিত্র)
গৃহের জন্য স্থান এই বলে: কিছুকে আমার অংশী ক'রো
না; আর আমার গৃহ পবিত্র করো তাদের জন্য যারা প্রদক্ষিণ
করে, আর যারা প্রার্থনার জন্য দাঁড়ায়, আর যারা নত হয়,
আর যারা নতি (সেজদা) করে;
২৭ আর লোকদের মধ্যে হজের কথা ঘোষণা করো; তারা
তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে আর প্রত্যেক শীর্ণ উটের
উপরে; আসবে প্রত্যেক গভীর খদ থেকে—
২৮ যেন তারা দেখতে পায় তাদের জন্য যা লাভের; আর
আল্লাহ্র নাম স্মরণ করতে পারে নির্ধারিত দিনসমূহে
গৃহপালিত চতুষ্পদ তিনি তাদের যা দিয়েছেন তাদের
(কোরবানি) সম্পর্কে, আর যেন তাদের (মাংস) ভক্ষণ
করতে পারে আর খাওয়াতে পারে দুঃস্থ ফকিরদের।
২৯ তার পর তারা সমাধা করুক তাদের প্রয়োজনীয় মুণ্ডন ও

পরিচ্ছন্নতা বিধানের কাজ, আর তারা পূর্ণ করুক তাদের ব্রতগুলো, আর তারা প্রদক্ষিণ করুক এই প্রাচীন গৃহ।

৩০ এই (নির্দেশ)। আর যে কেউ গৌরব দান করে আল্লাহ্‌র বিধানগুলোর—সেইটি তার জন্য ভালো তার পালয়িতার সমীপে, আর গৃহপালিত জন্তুদের তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে সে-সব ব্যতীত যার কথা তোমাদের বলা হয়েছে। সেজন্য প্রতিমাদের কদর্যতা পরিহার করো আর পরিহার করো মিথ্যা বলা—

৩১ আল্লাহ্‌র জন্য ঋজু হয়ে, তাঁতে কোনো অংশী আরোপ না ক'রে। যে কেউ (অন্যদের) আল্লাহ্‌র অংশী দাঁড় করায় সে যেন নিচে পড়েছে আকাশ থেকে, তার পর পাখিরা তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, অথবা বাতাস তাকে নিয়ে যায় দূরান্তে।

৩২ এই (নির্দেশ)। আর যে কেউ গৌরবান্বিত করে আল্লাহ্‌র কাছে যা উৎসর্গ করা হয়—নিশ্চয় তা অন্তরের সীমারক্ষা থেকে।

৩৩ তোমরা সেসব থেকে উপকার পাবে একটি নির্ধারিত সময় পর্য্যন্ত, তার পর তাদের কোরবানির স্থান হচ্ছে প্রাচীন (পবিত্র) গৃহ।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৩৪ আর প্রত্যেক জাতির জন্য আমি বিধান করেছি ধর্মকর্ম যেন তারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করতে পারে চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে তিনি তাদের যা দিয়েছেন সেসবের উপরে, আর তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য, সেজন্য তাঁতে আত্মসমর্পণ করো; আর সুসংবাদ দাও যারা বিনীত তাদের,

৩৫ তাদের—যাদের হৃদয় কাঁপে যখন আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়, আর যারা ধৈর্যশীল যা তাদের পীড়ন করে তাতে, আর

যারা উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে, আর ব্যয় করে (দানে) আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে।

৩৬ আর উট—আমি তাদের তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র ধর্মের (আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের) নিদর্শনস্বরূপ করেছি; তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে আছে বহু কল্যাণ। সেজন্য তাদের উপরে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করো যখন তারা সার বেঁধে দাঁড়ায়, আর যখন তারা পড়ে যায় তাদের থেকে খাও আর খাওয়াও দরিদ্রকে যে তুষ্ট (ভিক্ষা করে না), আর ভিক্ষুককে। এইভাবে আমি তাদের তোমাদের অধীন করেছি যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

৩৭ তাদের মাংস ও তাদের রক্ত আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছয় না, কিন্তু তোমাদের সীমারক্ষা তাঁর কাছে পৌঁছয়। আর এইভাবে তিনি তাদের তোমাদের অধীন করেছেন যেন তোমরা আল্লাহ্‌র গৌরব ঘোষণা করতে পারো কেন না তিনি তোমাদের চালিত করেছেন; আর সুসংবাদ দাও তাদের যারা ভালো করে।

৩৮ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ রক্ষা করবেন (শত্রুদের থেকে) তাদের যারা বিশ্বাস করে; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন না প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতককে, প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৩৯ যারা যুদ্ধ করে তাদের অনুমতি দেওয়া গেল কেন না তাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, আর আল্লাহ্ সক্ষম তাদের সাহায্য করতে—

৪০ যারা তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে অন্যায়ভাবে এইজন্য ভিন্ন নয় যে তারা বলে: আমাদের পালয়িতা আল্লাহ্। আর যদি না থাকতো আল্লাহ্‌র প্রতিরোধ মানুষের একদলের

দ্বারা অন্যদলের, তবে নিঃসন্দেহ ভেঙে ফেলা হোতো মঠ গির্জা ইহুদি-ভজনালয় ও মসজিদ্ যাতে আল্লাহ্‌র নাম প্রচুরভাবে নেওয়া হয়; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করবেন যে তাঁকে সাহায্য করে—নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সবল, মহাশক্তি—

৪১ তাদের, আমি যদি তাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত করি তবে যারা উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখবে, আর যাকাত দেবে, আর ভালো যা তার নির্দেশ দেবে, আর মন্দ যা তা নিষেধ করবে, আর সব ব্যাপারের পরিণাম আল্লাহ্‌র।

৪২ আর যদি তারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে; তবে তাদের পূর্বেও প্রত্যাখ্যান করেছিল নূহ্-এর আর আদের আর সামুদের লোকেরা;

৪৩ আর ইব্রাহিমের লোকেরা, আর লূতের লোকেরা,

৪৪ আর মাদিয়ানের বাসিন্দারা, আর মূসাকেও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, কিন্তু আমি বিরাম দিয়েছিলাম অবিশ্বাসীদের, তার পর তাদের ধরেছিলাম; তবে কেমন হয়েছিল আমার অসন্তোষ?

৪৫ এইভাবে বহু শহর আমি ধ্বংস করেছি যেহেতু তা ছিল অন্যায়কারী, ফলে তা ধ্বংসস্তূপ হয়ে রয়েছে—আর পরিত্যক্ত কূপ, আর উঁচু চূড়ার প্রাসাদ।

৪৬ তারা কি দেশে ভ্রমণ করে নি যার ফলে তাদের লাভ হয়েছে বোঝবার মতো হৃদয় আর শোনবার মতো কান? কেন না নিশ্চয় চোখ অন্ধ নয়, কিন্তু অন্ধ হচ্ছে হৃদয় যা বুকের ভিতরে।

৪৭ আর তারা তোমাকে বলে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে, আর আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা কখনো খেলাপ করবেন না; আর নিঃসন্দেহ তোমাদের পালয়িতার কাছে এক দিন তোমরা যা গণনা করো তার এক হাজার বছর।

৪৮ আর কত শহরকে আমি বিরাম দিয়েছিলাম যখন তা ছিল
অন্যায়কারী। তার পর তাকে ধরেছিলাম। আর আমার
কাছে প্রত্যাবর্তন।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৪৯ বলো: হে জনগণ, আমি তোমাদের কাছে মাত্র একজন স্পষ্ট
সতর্ককারী।
৫০ সেজন্য যারা বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে তাদের জন্য
আছে ক্ষমা আর সম্মানিত জীবিকা।
৫১ আর যারা আমাব নির্দেশাবলী বিফল করতে চেষ্টা পায়, তারা
হবে জ্বলন্ত আগুনের বাসিন্দা।
৫২ আব আমি তোমাব পূর্বে কোনো রসুল (বাণীবাহক) অথবা
নবী (সংবাদদাতা) পাঠাই নি, এ ভিন্ন যে যখন তিনি আকাঙ্ক্ষা
করেছেন তখন শয়তান তাঁব আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে একটি মন্ত্রণা
দিয়েছে; কিন্তু আল্লাহ্ বাতিল করেন শয়তান যে মন্ত্রণা দেয়,
তাব পব আল্লাহ্ প্রতিষ্ঠিত করেন তাঁব নির্দেশাবলী; আর
আল্লাহ্ সুবিজ্ঞ, জ্ঞানী*;
৫৩ যেন, শয়তান যে মন্ত্রণা দেয়, তাকে তিনি করতে পারেন
তাদেব জন্য পবীক্ষাব বিষয় যাদের অন্তরে আছে একটি ব্যাধি,
আব তাদেব (জন্য) যাদের হৃদয় কঠিন, আর নিঃসন্দেহ
অন্যায়কারীরা বিচ্ছিন্নতায় দূরে স্থিত,—
৫৪ আর যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পাবে যে
এটি তোমার পালয়িতার কাছ থেকে (আসা) সত্য, যেন
তাবা এতে বিশ্বাস করতে পারে আর তাদের হৃদয় এর সামনে
বিনত হতে পারে; আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ একটি সরল পথে
চালান তাদের যারা বিশ্বাস করে।

* "হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম" দ্রষ্টব্য

৫৫ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা এ সম্বন্ধে সন্দেহ করা থেকে
বিরত হবে না যে পর্যন্ত না সেই সময় তাদের উপরে এসে
পড়ে অতর্কিতে, অথবা তাদের উপরে এসে পড়ে এক ধ্বংসকর
দিবসের শাস্তি।
৫৬ সে দিন রাজত্ব হবে আল্লাহ্‌র ; তিনি তাদের মধ্যে বিচার করবেন,
তার পর যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে তাবা স্থান
পাবে আনন্দময় উদ্যানে—
৫৭ আর যারা অবিশ্বাস করে ও আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান
করে, এরাই তারা যাদের লাভ হবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৫৮ আর যারা আল্লাহ্‌র পথে দেশত্যাগ করে আর তার পর নিহত
হয় অথবা প্রাণ ত্যাগ করে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ দেবেন তাদের
উত্তম জীবিকা ; আর নিঃসন্দেহ জীবিকাদাতাদের মধ্যে
আল্লাহ্‌ শ্রেষ্ঠ।
৫৯ নিঃসন্দেহ তিনি প্রবেশ করাবেন একটি প্রবেশস্থলে যা তাদের
খুশী করবে, আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ওয়াকিফহাল, ক্ষমাশীল।
৬০ এই ভাবেই। আর যে অন্যায়ের বদলায় ততটা করে যতটা
আঘাত তাকে করা হয়েছিল, আর পুনরায় তার প্রতি অন্যায়
করা হয়, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ তাকে সাহায্য করবেন ; নিঃসন্দেহ
আল্লাহ্‌ ক্ষমাকারী, ক্ষমাশীল।
৬১ এ এই কারণে যে আল্লাহ্‌ রাত্রিকে প্রবিষ্ট করান দিনের মধ্যে
আর দিনকে প্রবিষ্ট করান রাত্রির মধ্যে, আর এই জন্য যে
আল্লাহ্‌ শ্রোতা, দ্রষ্টা।
৬২ আর এই কারণে যে আল্লাহ্‌ হচ্ছেন সত্য আর তাঁকে ভিন্ন
যাকে তারা ডাকে তা হচ্ছে মিথ্যা ; আর এইজন্য যে আল্লাহ্‌
মহীয়ান, মহান!

৬৩ তুমি কি দেখো না যে আল্লাহ্ আকাশ থেকে পাঠান জল আর
ধরণী সবুজ হয় তার পরই? নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সদয়,
ওয়াকিফহাল।
৬৪ তাঁরই যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে,
আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ অনন্যনির্ভর, প্রশংসিত।

নবম অনুচ্ছেদ

৬৫ তুমি কি দেখো না আল্লাহ্ তোমাদের সেবারত করেছেন যা
কিছু আছে পৃথিবীতে, আর জাহাজগুলো চলছে সমুদ্রে তাঁর
নির্দেশে? আর তিনি ঠেকিয়ে রাখেন আকাশকে পৃথিবীর
উপরে পড়া থেকে তাঁর অনুমতি ভিন্ন। নিঃসন্দেহ আল্লাহ
মানুষদের প্রতি পরমস্নেহময়, কৃপাময়।
৬৬ আর তিনিই তোমাদের জীবন দিয়েছেন, পরে তিনি তোমাদের
মৃত্যু ঘটাবেন, তার পর (পুনরায়) তোমাদের জীবন দেবেন;
নিঃসন্দেহ মানুষ অকৃতজ্ঞ।
৬৭ প্রত্যেক জাতির জন্য আমি বিধান করেছি ধর্মকর্ম যা তারা
পালন করে; সেজন্য সেই বিষয়ে তোমার সঙ্গে তারা তর্ক না
করুক; আর তোমার পালয়িতার দিকে তুমি আহ্বান করো;
নিঃসন্দেহ তুমি আছ সরল পথের উপরে।
৬৮ আর যদি তারা তোমার সঙ্গে তর্ক করে, বলো: আল্লাহ্
ভালো জানেন যা তোমরা করো।
৬৯ আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে বিচার করবেন কেয়ামতের দিনে যে
বিষয়ে তোমরা মতভেদ করেছ।
৭০ তুমি কি জানো না যে আল্লাহ্ জানেন যা আছে আকাশে আর
পৃথিবীতে? নিঃসন্দেহ এসব (আছে) এক গ্রন্থে; নিঃসন্দেহ
এ আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।

৭১ আর তারা আল্লাহ্ ভিন্ন তার উপাসনা করে যার জন্য তিনি কোনো বিধান অবতীর্ণ করেন নি, আর যে বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই ; আর অন্যায়কারীদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।

৭২ আর যখন আমার সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী তাদের কাছে পড়া হয়, তখন যারা অবিশ্বাস করে, তাদের মুখের উপরে তুমি পাবে অস্বীকৃতি ; তারা প্রায় লাফিয়ে পড়ে তাদের উপরে যারা তাদের কাছে আমার নির্দেশাবলী পড়ে। বলো : তোমরা কি তা জানবে যা এর চাইতে মন্দ ? আগুন। আল্লাহ্ তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাদের জন্য যারা অবিশ্বাস করে, আর মন্দ সেই গন্তব্য স্থান।

দশম অনুচ্ছেদ

৭৩ হে জনগণ, একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে সেজন্য তা শোনো। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভিন্ন যাদের তোমরা ডাকো তারা একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারে না যদি তারা সবাই একত্রিত হয় তার জন্য, আর যদি সেই মাছি তাদের কাছ থেকে কিছু নিয়ে যায় তারা তা ফিরিয়ে নিতে পারে না—বলহীন আহ্বানকারী আর আহূত।

৭৪ তারা আল্লাহ্‌র পরিমাপ করে নি তাঁর যোগ্য পরিমাপে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ বলবান্, মহাশক্তি।

৭৫ আল্লাহ্ বাণীবাহক নির্বাচিত করেন ফেরেশ্তাদের থেকে আর মানুষদের থেকে, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ শ্রোতা, দ্রষ্টা।

৭৬ তিনি জানেন কি আছে তাদের সামনে আর কি আছে তাদের পেছনে, আর আল্লাহ্‌র কাছে সব ব্যাপার ফিরিয়ে আনা হয়।

৭৭ হে বিশ্বাসীগণ নত হও; আর সেজদা করো,—আর বন্দনা করো

তোমাদের পালয়িতার, আর কল্যাণ করো যেন তোমরা সফল
হতে পারো।

৭৮ আর সংগ্রাম করো আল্লাহ্‌র অভিমুখে যে সংগ্রাম তাঁর
প্রাপ্য ; তিনি তোমাদের নির্বাচিত করেছেন আর ধর্মের ব্যাপারে
তোমাদের উপরে রাখেন নি দুঃসাধ্য কিছু—তোমাদের পিতা
ইব্রাহিমের ধর্ম—তিনি পূর্বেই তোমাদের নাম দিয়েছিলেন
মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) আর এতেও (এই গ্রন্থেও), যেন
রসুল তোমাদের জন্য হতে পারেন একজন সাক্ষী আর তোমরা
সাক্ষী হতে পারো জনগণ সম্বন্ধে। সেজন্য উপাসনা প্রতিষ্ঠিত
রাখো, আর যাকাত দাও, আর দৃঢ়ভাবে ধারণ করো আল্লাহ্‌
সম্পর্কে, তিনি তোমাদের রক্ষাকারী বন্ধু। কী উত্তম বন্ধু,
আর কী উত্তম সহায় !

অষ্টাদশ খণ্ড

আল্-মু'মিনূন

[কোর্আন শরীফের ২৩ সংখ্যক সূরা আল্-মু'মিনূন—বিশ্বাসিগণ। বিশ্বাসিগণের মহাসাফল্যেব কথা বলা হয়েছে এতে।

এটি অন্ত্যমক্কীয়—কারো কারো মতে হ্যরতের মক্কায় বাসকালে প্রাপ্ত শেষ সূরা এটি।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ সফল বিশ্বাসীরাই,

২ যারা তাদের বন্দনায় বিনীত,

৩ আর যারা দূরে থাকে যা বৃথা তা থেকে,

৪ আর যাকাত দেয়,

৫ আর যারা রক্ষা করে তাদের আবরণীয় অঙ্গ—

৬ তাদের স্ত্রীদের ও যাদের তাদের দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করেছে* তাদের সম্বন্ধে ভিন্ন, কেন না সেক্ষেত্রে তারা নিঃসন্দেহ নিন্দার্হ নয়;

৭ কিন্তু যে তার বাইরে যেতে চায়—তবে এরাই তারা যারা সীমা অতিক্রম করে;

৮ আর যারা তাদের আমানত আর তাদের অঙ্গীকার রক্ষা করে;

৯ আর যারা তাদের উপাসনা সম্বন্ধে রক্ষাকারী,

* ক্রীত-দাসীদের।

১০ এরাই তারা যারা উত্তরাধিকারী—

১১ যারা উত্তরাধিকারী হবে বেহেশ্‌তের, তাতে তারা থাকবে স্থায়ীভাবে।

১২ আর নিঃসন্দেহ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি ভিজা মাটি থেকে তৈরি বস্তু থেকে,

১৩ তারপর আমি তাকে স্থাপন করি বিন্দুরূপে এক নিরাপদ স্থানে,

১৪ তার পর সেই বিন্দুকে আমি করি একটি জমাট রক্তখণ্ড, তার পর সেই রক্তখণ্ডকে করি একটি মাংসের তাল, তার পর সেই মাংসের তালে করি হাড়, তার পর সেই হাড়গুলোকে ঢাকি মাংস দিয়ে, তার পর আমি তাকে করি অন্য সৃষ্টি। সেইজন্য আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষিত হোক যিনি স্রষ্টাদের মধ্যে সর্বোত্তম।

১৫ তার পর নিঃসন্দেহ তোমরা মরবে।

১৬ তার পর নিঃসন্দেহ কেয়ামতের দিনে তোমাদের তোলা হবে।

১৭ আর নিঃসন্দেহ তোমাদের উপরে আমি তৈরি করেছি সাত পথ, আর সৃষ্টি সম্বন্ধে আমি কখনো উদাসীন নই।

১৮ আর আকাশ থেকে আমি অবতীর্ণ করি জল একটি পরিমাপ অনুসারে, তার পর আমি তা রক্ষা করি মাটিতে, আর নিঃসন্দেহ আমি সক্ষম তা সরিয়ে নিতে।

১৯ তার পর তার দ্বারা আমি তোমাদের জন্য প্রস্তুত করি খেজুরের ও আঙুরের বাগান; তোমরা সেসবে পাও প্রচুর ফল, আর সেসব থেকে তোমরা খাও;

২০ আর সিনাই পাহাড়ে জন্মে যে গাছ তা থেকে উৎপন্ন হয় তেল আর যারা খায় তাদের জন্য (তা) প্রিয় বস্তু,

২১ আর নিঃসন্দেহ গৃহপালিত জন্তুতে তোমাদের জন্য আছে একটি

শিক্ষার বিষয় ; আমি তোমাদের পান করতে দিই তাদের
পেটের মধ্যে যা আছে তা থেকে। আর তাদের মধ্যে
তোমাদের জন্য আছে অনেক উপকার, আর তাদের থেকে
তোমরা খাও।
২২ আর তাদের উপরে আর জাহাজে তোমাদের বহন করা হয়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২৩ আর নিঃসন্দেহ আমি নূহকে পাঠিয়েছিলাম তাঁর জাতির
কাছে, আর তিনি বলেছিলেন : হে আমার জাতি, আল্লাহ্‌র
উপাসনা করো, তোমাদের জন্য তিনি ভিন্ন অন্য উপাস্য নেই ;
তবে কি তোমরা সীমারক্ষা করবে না ?
২৪ আর তাঁর জাতির যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের প্রধানরা
বলেছিল : সে তো তোমাদের মতো মানুষ ভিন্ন আর কিছু
নয়। সে চাচ্ছে যেন তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব পায়, আর যদি
আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করতেন তিনি নিশ্চয়ই ফেরেশ্‌তাদের পাঠাতে
পারতেন, আমাদের পূর্ববর্তী পিতাপিতামহদের মধ্যে এর
কথা আমরা শুনি নি ;
২৫ সে একজন মানুষ মাত্র যাতে পাগলামি দেখা দিয়েছে, সেজন্য
কিছুকাল তাকে দেখো।
২৬ তিনি বললেন : হে আমার পালয়িতা, আমাকে সাহায্য
করো যেহেতু তারা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।
২৭ এর পর তাঁকে আমি প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম এই বলে : জাহাজ
তৈরি করো আমার চোখের সামনে আর আমার প্রত্যাদেশ
অনুসারে ; তার পর যখন আমার বিধান কার্যকর হয়, আর
চুলো থেকে পানী উথ্‌লে ওঠে, তাতে নাও প্রত্যেক রকমের
এক জোড়া, দুটি, আর তোমার পরিজনদের তাকে ব্যতীত যার

সম্বন্ধে বাণী পূর্বেই ঘোষিত হয়েছে, আর যারা অন্যায়কারী তাদের সম্বন্ধে আমাকে বলো না, নিঃসন্দেহ তাদের ডুবিয়ে দেওয়া হবে।

২৮ আর যখন তুমি জাহাজে স্থান পেয়েছ, তুমি আর যারা তোমার সঙ্গের, তখন বলো : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন অন্যায়কারী লোকদের থেকে।

২৯ আর বলো : হে আমার-পালয়িতা, আমাকে পুণ্যময় অবতরণে অবতরণ করতে দাও কেন না তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ যারা অবতরণ করায় তাদের মধ্যে।

৩০ নিঃসন্দেহ এতে নিদর্শন রয়েছে, আর নিঃসন্দেহ আমি মানুষকে সর্বদা পরীক্ষা করছি।

৩১ তার পর তাদের পরে আমি উত্থিত করেছিলাম অন্য এক পুরুষ।

৩২ আর আমি তাদের মধ্যে পাঠিয়েছিলাম তাদের মধ্যে থেকে এক বাণীবাহক এই ব'লে : আল্লাহ্‌র উপাসনা করো, তিনি ভিন্ন তোমাদের অন্য উপাস্য নেই। তবে কি তোমরা সীমারক্ষা করবে না ?

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৩৩ আর তাঁর জাতির প্রধানরা যারা অবিশ্বাস করেছিল, আর মিথ্যা বলেছিল পরকালে একত্রিত হওয়াকে, আর যাদের আমি এই সংসারের জীবনে আরামপ্রিয় করেছিলাম, তারা বলেছিল : সে তোমাদের মতো একজন মানুষ ভিন্ন আর কিছু নয়—খায় তোমরা যা খাও আর পান করে তোমরা যা পান করো ;

৩৪ আর যদি তোমরা অনুবর্তী হও তোমাদের মতো একজন মানুষের, তবে নিঃসন্দেহ তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৩৫ সে কি তোমাদের বলে যে যখন তোমরা মরে গেছ আর হয়েছ ধুলা ও হাড় তখন তোমাদের তোলা হবে ?

৩৬ দূরে বহু দূরে তা যার ভয় তোমাদের দেখানো হচ্ছে :

৩৭ এই সংসারে আমাদের যে জীবন তা ভিন্ন আর কিছু নেই ;
আমরা মরি, আর বেঁচে থাকি ; আর আমাদের তোলা হবে না।

৩৮ সে মানুষ ভিন্ন আর কিছু নয়, আল্লাহ্ সম্বন্ধে এক মিথ্যা তৈরি
করেছে, আর আমরা তাতে বিশ্বাস করতে যাচ্ছি না।

৩৯ তিনি বললেন : হে আমার পালয়িতা, আমাকে সাহায্য করো
যেহেতু তারা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

৪০ তিনি বললেন : অল্পক্ষণেই তারা নিঃসন্দেহ অনুশোচনা করবে।

৪১ কাজেই সেই (ভয়াবহ) ধ্বনি তাদের উপরে এসে পড়েছিল
সঙ্গতভাবেই, আর তাদের আমি করেছিলাম আবর্জনার স্তূপ।
অতএব দূরে যাক অন্যায়কারী জাতি।

৪২ তার পর আমি তাদের পরে পত্তন করি অন্যান্য পুরুষ।

৪৩ কোনো জাতি অতিক্রম করতে পারে না তার নির্ধারিত কাল,
তা ফেলেও রাখতে পারে না।

৪৪ তার পর আমি আমার বাণীবাহকদের পাঠিয়েছি একের পরে
আর ; যখনই কোনো জাতির কাছে তাদের বাণীবাহক এসেছেন,
তাঁকে তারা মিথ্যাবাদী বলেছে ; সেজন্য আমি তাদের পরস্পরের
অনুসরণ করিয়েছিলাম (ধ্বংসে), আর তাদের করেছিলাম
কাহিনী ; সেজন্য দূরে যাক সেজাতি যারা অবিশ্বাসী।

৪৫ তার পর আমি পাঠাই মূসাকে আর তাঁর ভাই হারুণকে আমার
নির্দেশাবলী ও স্পষ্ট বিধান দিয়ে—

৪৬ ফেরাউন ও তার প্রধানদের কাছে : কিন্তু তারা অহঙ্কার
দেখিয়েছিল, আর তারা ছিল এক উদ্ধত জাতি।

৪৭ আর তারা বলেছিল : আমরা কি বিশ্বাস করবো আমাদের মতো
দুইজন মানুষকে যখন তাদের জাতির লোকেরা আমাদের সেবা
করে ?

৪৮ সেজন্য তাঁদের তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আর হয়েছিল তাদের দলের যারা বিধ্বস্ত হয়েছিল।

৪৯ আর নিঃসন্দেহ আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম যেন তারা হতে পারে পথের অনুসারী।

৫০ আর আমি মরিয়মের পুত্রকে ও মরিয়মকে করেছিলাম এক নিদর্শন আর তাঁদের আমি আশ্রয় দিয়েছিলাম এক উঁচু স্থানে যেখানে আছে মাঠ আর ঝরণা।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৫১ হে বাণীবাহকগণ, যা ভালো তা থেকে খাও আর ভালো কাজ করো ; নিঃসন্দেহ আমি জানি তোমরা যা করো।

৫২ আর নিঃসন্দেহ তোমাদের এই সম্প্রদায় এক সম্প্রদায় আর আমি তোমাদের পালয়িতা, সেজন্য সীমারক্ষা করো।

৫৩ কিন্তু তারা তাদের ব্যাপার কেটে খণ্ড খণ্ড করেছে নিজেদের মধ্যে—প্রত্যেক দল খুশী নিজেদের যা আছে তাতে।

৫৪ সেজন্য তাদের থাকতে দাও তাদের ভুলে একটি কাল পর্যন্ত।

৫৫ তারা কি ভাবে যে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি আমি যে তাদের দিই,

৫৬ তাতে আমি তাদের দিকে ত্বরান্বিত করছি ভালো বস্তু ? না—তারা বুঝতে পারে না.

৫৭ নিঃসন্দেহ যারা তাদের পালয়িতার ভয়ে ভীত হ'য়ে চলে,

৫৮ আর যারা বিশ্বাসী তাদের পালয়িতার নির্দেশাবলীতে,

৫৯ আর যারা তাদের পালয়িতার কোনো অংশী দাঁড় করায় না,

৬০ আর যারা দেয় (দানে) যা দেবার, আর তাদের হৃদয় ভীত যেহেতু তাদের পালয়িতার কাছে তাদের ফিরে যেতে হবে—

৬১ এরাই তারা যারা সত্বর হয় কল্যাণ সাধনে আর এরাই অগ্রণী তাতে।

৬২ আর কোনো প্রাণের উপরে আমি ভার চাপাই না তার সাধ্যের পরিমাপে ব্যতীত ; আর আমার কাছে আছে একটি গ্রন্থ যা সত্য বলে, আর তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

৬৩ না—তাদের হৃদয় এ বিষয়ে রয়েছে ভুলের মধ্যে ; আর এ ভিন্ন তাদের অন্য কাজ আছে যা তারা করে।

৬৪ যে পর্যন্ত না আমি শাস্তি দিয়ে পাকড়াও করি যারা আরামে জীবন যাপন করে তাদের—তখন তারা সাহায্যের জন্য কাকুতি-মিনতি করে।

৬৫ আজ কাকুতিমিনতি করছ—নিঃসন্দেহ আমার সাহায্য তোমরা পাবে না।

৬৬ নিঃসন্দেহ তোমাদের কাছে পাঠ করা হয়েছিল আমার নির্দেশ-সমূহ ; কিন্তু তোমরা ফিরে যেতে দ্রুত পদে ;

৬৭ অহঙ্কারে প্রত্যাখ্যান ক'রে ; রাত্রিতে প্রলাপ বকতে তোমরা।

৬৮ এটি কি তবে এইজন্য যে যা বলা হয় সে সম্বন্ধে তারা চিন্তা করে না, অথবা তাদের কাছে কি এসেছে যা তাদের পূর্ববর্তী পিতাপিতামহদের কাছে আসে নি ?

৬৯ অথবা এটি কি এইজন্য যে তারা তাদের রসুলকে চিনতে পারে নি সেজন্য তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে ?

৭০ অথবা তারা কি বলে তাতে মস্তিষ্কবিকৃতি আছে ? না—তিনি তাদের জন্য এনেছেন সত্য, আর অনেকেই সত্যের প্রতি বিমুখ।

৭১ আর যদি সত্য তাদের কামনা অনুসরণ করতো তবে নিঃসন্দেহ আকাশ ও পৃথিবী আর তাদের মধ্যে যা আছে সব বিশৃঙ্খল

হোতো। না—আমি তাদের কাছে এনেছি তাদের স্মারক ;
কিন্তু তাদের স্মারক থেকে তারা মুখ ফেরায়।
৭২ অথবা তুমি কি তাদের কাছে চাও খাজানা ? কিন্তু তোমার
পালয়িতার খাজানা সর্বোত্তম আর জীবিকাদাতাদের মধ্যে তিনি
শ্রেষ্ঠতম।
৭৩ আর নিঃসন্দেহ তুমি তাদের আহ্বান করো এক সরল পথে।
৭৪ আর নিঃসন্দেহ যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তারা পথ থেকে
বেঁকে যায়।
৭৫ আর যদি আমি তাদের প্রতি করুণা করি আর দূর করে দিই
তাদের আপদ, তারা লেগে থাকবে তাদের বাড়াবাড়িতে
অন্ধভাবে।
৭৬ আর পূর্বেই আমি তাদের উপরে এনে দিয়েছি শাস্তি, কিন্তু
তারা বিনত হয় নি তাদের পালয়িতার প্রতি, তারা তাঁর
অনুগতও নয়—
৭৭ যে পর্যন্ত না আমি তাদের উপরে খুলে দিই কঠোর শাস্তির
দরজা—তখন দেখো তারা তাতে হতাশ্বাস।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৭৮ আর তিনি তোমাদের জন্য তৈরি করেছেন কান, আর চোখ,
আর হৃদয় ; কমই তোমরা কৃতজ্ঞতা দেখাও।
৭৯ আর তিনি তোমাদের প্রচুর পরিমাণে বুনেছেন পৃথিবীতে, আর
তাঁরই কাছে তোমরা একত্রিত হবে।
৮০ আর তিনিই তোমাদের জীবন দেন আর মৃত্যু দেন আর তাঁরই
ক্ষমতায় রাত্রি ও দিনের পর্যায়ক্রম। তবে কি তোমরা
বোঝো না ?
৮১ না—তারা বলে পূর্বের লোকেরা যা বলত তার মতো,

৮২ তারা বলে : কী—যখন আমরা মরে গেছি আর হয়েছি ধুলো আর হাড়, তখন কি আমাদের তোলা হবে ?

৮৩ হাঁ। এই আমাদের কাছে ওয়াদা করা হয়েছে, আর (এইভাবে) ওয়াদা করা হয়েছিল আমাদের পিতাপিতামহদের কাছে ; এ আর কিছু নয় সেকালের লোকদের গল্প ছাড়া।

৮৪ বলো : কার এই পৃথিবী আর যে কেউ এতে আছে—যদি জানো ?

৮৫ তারা বলবে : আল্লাহ্‌র। বলো : তবে কি তোমরা স্মরণ করবে না ?

৮৬ বলো : কে পালয়িতা সাত আকাশের আর পালয়িতা মহাসিংহাসনের ?

৮৭ তারা বলবে : আল্লাহ্‌। বলো : তবে তোমরা সীমারক্ষা করবে না ?

৮৮ বলো : কে তিনি যাঁর হাতে সব কিছুর রাজত্ব, আর কে সাহায্য দেন আর তাঁর বিরুদ্ধে সাহায্য দেওয়া যায় না—যদি তোমরা জানো ?

৮৯ তারা বলবে : আল্লাহ্‌র। বলো : তবে কেমন ক'রে তোমরা সম্মোহিত হও ?

৯০ না—আমি তাদের কাছে এনেছি সত্য, আর নিঃসন্দেহ তারা মিথ্যাবাদী।

৯১ আল্লাহ্‌ কখনো পুত্র গ্রহণ করেন নি, আর কখনো তাঁর সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্য ছিল না—সেক্ষেত্রে প্রত্যেক উপাস্য নিশ্চয় নিয়ে নিতো যা তিনি সৃষ্টি করেছেন, আর তারা কেউ কেউ অন্যদের বশীভূত করতো। মহিমা ঘোষিত হোক আল্লাহ্‌র তারা যে বর্ণনা দেয় তার ঊর্ধ্বে।

৯২ অদৃশ্যের ও দৃশ্যের জ্ঞাতা—তিনি উচ্চে বিরাজ করুন তারা তাঁর যেসব অংশী দাঁড় করায় সেসব থেকে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৯৩ বলো : হে আমার পালয়িতা, যদি তুমি আমাকে দেখাও যা তাদের ওয়াদা করা হয়েছে,

৯৪ হে আমার পালয়িতা, তবে আমার স্থান দিও না অন্যায়কারীদের সঙ্গে।

৯৫ আর নিঃসন্দেহ আমি সমর্থ তোমাকে দেখাতে যা তাদের ওয়াদা করা হয়েছে।

৯৬ অন্যায়ের প্রতিরোধ করো যা শ্রেষ্ঠ তাই দিয়ে। আমি ভালো জানি যা তারা বলে।

৯৭ আর বলো : হে আমার পালয়িতা, আমি তোমাতে আশ্রয় নিই শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে,

৯৮ আর তোমাতে আশ্রয় নিই হে আমার প্রতিপালক, তাদের উপস্থিতি থেকে।

৯৯ যে পর্যন্ত না মৃত্যু তাদের কারো কাছে আসে—(তখন) সে বলে : আমাকে ফিরে পাঠাও হে আমার পালয়িতা, আমাকে ফিরে পাঠাও—

১০০ যেন আমি ভালো করতে পারি তাতে যা আমি রেখে এসেছি। —কখনোই না। এ শুধু একটি কথা যা সে বলে। আর তাদের সামনে আছে একটি বেড়া সেইদিন পর্যন্ত যখন তাদের তোলা হবে।

১০১ আর যখন শৃঙ্গধ্বনিত হবে তখন সেদিন তাদের মধ্যে কোনো আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না, তারা একে অন্যের কথা জিজ্ঞাসাও করবে না।

১০২ তার পর যার পাল্লা হবে ভারী—তবে এরাই তারা যারা সফলতা প্রাপ্ত;

১০৩ আর যার পাল্লা হবে হাল্কা—এরাই তারা যারা তাদের অন্তরাত্মা হারিয়ে ফেলেছে, স্থায়ীভাবে থাকবে জাহান্নামে।

১০৪ আগুন তাদের মুখ পুড়িয়ে দেবে; আর তাতে পাবে কঠিন যন্ত্রণা।

১০৫ আমার নির্দেশাবলী কি তোমাদের কাছে পড়া হয় নি? কিন্তু তোমরা সেসব প্রত্যাখ্যান করতে।

১০৬ তারা বলবে: হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের উপরে জয়ী হয়েছিল আর আমরা ছিলাম পথভ্রান্ত লোক;

১০৭ হে আমাদের প্রভু, এ থেকে আমাদের তোলো; তার পর যদি আমরা (মন্দের দিকে) ফিরি, নিঃসন্দেহ আমরা অন্যায়কারী হবো।

১০৮ তিনি বলবেন: ঢোকো ওর মধ্যে, আর আমার সঙ্গে কথা ব'লো না;

১০৯ নিঃসন্দেহ আমার দাসদের একটি দল ছিল যারা বলতো: হে আমাদের পালয়িতা, আমরা বিশ্বাস করি, সেজন্য তুমি আমাদের ক্ষমা করো, আর আমাদের উপরে করুণা করো, আর তুমি করুণাময়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ;

১১০ কিন্তু তোমরা তাদের করেছিলে তামাশার পাত্র যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের ভুলিয়ে দিয়েছিল আমার স্মরণ, আর তোমরা তাদের দেখে হাসতে।

১১১ নিঃসন্দেহ আজ আমি তাদের দিয়েছি তাদের প্রাপ্য যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যবান, আর তারা নিঃসন্দেহ সফলকাম।

১১২ তিনি বলবেন: কত বৎসর তোমরা পৃথিবীতে ছিলে?

১১৩ তারা বলবে: আমরা ছিলাম একদিন অথবা একদিনের অংশ—তবে জিজ্ঞাসা করো যারা হিসাব রাখে তাদের।

১১৪ তিনি বলবেন : তোমরা ছিলে অল্প সময়ই, যদি (তা)
জানতে।
১১৫ ভেবেছিলে কি তোমরা যে তোমাদের আমি সৃষ্টি করেছিলাম
বৃথা—তোমাদের আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না ?
১১৬ সেজন্য আল্লাহ্ বহু উচ্চে অবস্থিতি করুন—যিনি যথার্থ রাজা ;
কোনো উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন—মহাসম্মানিত সিংহাসনের
প্রভু।
১১৭ আর যে কেউ আল্লাহ্‌র সঙ্গে ডাকে অন্য একজন উপাস্যকে—
এর স্বপক্ষে তার কোনো প্রমাণ নেই—তার হিসাব শুধু তার
পালয়িতার কাছে, নিঃসন্দেহ অবিশ্বাসীরা সফলকাম হবে না।
১১৮ আর বলো : হে আমার পালয়িতা, ক্ষমা করো, আর করুণা
করো, আর তুমি করুণাময়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আন্-নূর

[কোর্আন শরীফের ২৪ সংখ্যক সূরা আন্-নূর—আলোক। আল্লাহ্‌কে বলা হয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর আলোক ; ইসলামের আদর্শকেও বলা হয়েছে আলোক—সেই আলোকের দ্বারা বিশ্বাসীরা তাদের প্রতিদিনের জীবনে চালিত।

দাম্পত্য পবিত্রতা রক্ষার দিকে এতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

এই সূরার অবতরণকাল হিজরি পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৎসর। এটি মদিনীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ (এই) একটি সূরা (পরিচ্ছেদ) যা আমি অবতীর্ণ করেছি আর আবশ্যিক করেছি, আর যাতে আমি অবতীর্ণ করেছি স্পষ্ট নির্দেশসমূহ যেন তোমরা স্মরণ করো।

২ ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী প্রত্যেককে একশত বেত মার, আর তাদের প্রতি অনুকম্পা আল্লাহ্‌র প্রতি তোমাদের আনুগত্যে বাধা না দিক যদি তোমরা আল্লাহ্‌তে ও শেষ দিনে বিশ্বাস করো, আর বিশ্বাসীদের একটি দল তাদের এই শাস্তি দেখুক।

৩ ব্যভিচারী আর কাউকে বিয়ে করবে না ব্যভিচারিণী অথবা বহুদেববাদিনী ব্যতীত, আর ব্যভিচারিণীকে—আর কেউ তাকে বিয়ে করবে না ব্যভিচারী অথবা বহুদেববাদী ব্যতীত, আর বিশ্বাসীদের জন্য এ নিষিদ্ধ।

৪ আর যারা স্বাধীনা নারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে কিন্তু চারজন সাক্ষী আনে না, তাদের বেত মার—আশি বেত—আর তাদের থেকে কখনও সাক্ষ্য নেবে না ; আর এরাই তারা যারা সীমালঙ্ঘনকারী ;

৫ তারা ব্যতীত যারা এর পর অনুতাপ করে আর শোধরায়, কেননা নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

৬ আর যারা তাদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, অথচ তাদের সাক্ষী নেই, নিজেরা ভিন্ন, তাদের একজনের সাক্ষ্য চারবার গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করার পরে যে সে নিঃসন্দেহ সত্যবাদী,

৭ আর পঞ্চমবারে (এই সে বল্‌বে) যে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত তার উপরে পড়ুক যদি সে মিথ্যাবাদী হয়।

৮ আর শাস্তি তার (স্ত্রীর) থেকে রোধ করা হবে যদি সে চারবার আল্লাহ্‌র নামে সাক্ষ্য দেয় যে সে (স্বামী) নিঃসন্দেহ মিথ্যাবাদী,

৯ আর পঞ্চমবারে (এই সে বলবে) যে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত তার উপরে পড়ুক যদি সে মিথ্যাবাদী হয়।

১০ আর যদি তোমাদের উপরে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-প্রাচুর্যের জন্য না হোতো আর তাঁর করুণার জন্য—আর আল্লাহ্‌ যে বার বার ফেরেন (করুণায়), জ্ঞানী!

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ নিঃসন্দেহ যারা কুৎসা * রটিয়েছিল তারা তোমাদের মধ্যেকার একটি দল। এটিকে তোমাদের জন্য মন্দ-কিছু ভেবোনা, না, এটি তোমাদের জন্য ভালো। তাদের প্রত্যেক লোককে দেওয়া হবে (এই) পাপের যা সে অর্জন করেছে, আর তাদের মধ্যে যার অংশ বেশি ছিল তার হবে এক বড় শাস্তি।

---

* এক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরবার কালে দৈবক্রমে হযরত আয়েশা পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন, তাঁকে পরে আপন উটে করে আনে সাফ্‌ওয়ান। এতেই কিছু সংখ্যক লোক তাঁর নামে বদনাম রটায়। একমতে আব্দুল্লাহ্‌ বিন উবাই এই ব্যাপারে নেতৃত্ব করেছিল, অন্য মতে হযরতের সভাকবি হাস্‌সান।

১২ কেন বিশ্বাসী পুরুষরা আর বিশ্বাসিনী নারীরা—যখন তোমরা এ শুনেছিলে—তখনই কেন তাদের নিজেদের লোকদের সম্বন্ধে ভালো চিন্তা মনে স্থান দেয় নি, আর বলে নি : এ এক স্পষ্ট মিথ্যা ?

১৩ কেন তারা এরজন্য চারজন সাক্ষী আনে নি ? কিন্তু যেহেতু তারা সাক্ষী আনে নি সেজন্য আল্লাহ্‌র সামনে তারা মিথ্যাবাদী।

১৪ আর যদি তোমাদের উপরে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-প্রাচুর্যের জন্য না হোতো, আর ইহলোকে ও পরলোকে তাঁর করুণার জন্য, তবে এক বড় শাস্তি নিশ্চয় তোমাদের স্পর্শ করত তোমরা যে বিষয়ে গুঞ্জন তুলেছিলে সেইজন্য।

১৫ যখন তোমরা জিহ্বার দ্বারা গ্রহণ করেছিলে আর তোমরা মুখে বলেছিলে যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান ছিল না, আর তোমরা এটি গণ্য করেছিলে এক সহজ ব্যাপার বলে, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে তা ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ;

১৬ আর যখন তোমরা এটি শুনেছিলে তখন কেন তোমরা বল নি : এ আমাদের জন্য উচিত নয় যে এ বিষয়ে আমরা আলাপ করি ; তোমার মহিমা কীর্তিত হোক—এটি এক মহা কুৎসা ?

১৭ আল্লাহ্‌ তোমাদের সতর্ক করছেন যে তোমরা এর মতো ব্যাপারে ফিরে যাবে না কখনও যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

১৮ আর আল্লাহ্‌ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট করছেন নির্দেশসমূহ ; আর আল্লাহ্‌ ওয়াকিফহাল, জ্ঞানী।

১৯ নিঃসন্দেহ যারা ভালোবাসে যে যারা বিশ্বাসী তাদের সম্বন্ধে কুৎসা রটনা করা হোক, তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে এই সংসারে ; আর আল্লাহ্‌ জানেন আর তোমরা জান না।

২০ আর যদি তোমাদের উপরে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-প্রাচুর্যের জন্য

না হোতো ও তাঁর করুণার জন্য—আর আল্লাহ্‌ যে পরম স্নেহময়, করুণাময়।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২১ হে বিশ্বাসিগণ, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রো না; আর
যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তবে নিঃসন্দেহ সে আদেশ দেয় যা অশালীন ও মন্দ তাই করতে; আর যদি তোমাদের উপরে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-প্রাচুর্য না থাকত আর তাঁর করুণা, তবে তোমাদের একজনও পবিত্র হতে পারত না; কিন্তু আল্লাহ্‌ পবিত্র করেন যাকে খুশি; আর আল্লাহ্‌ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

২২ আর তোমাদের মধ্যে যারা স্বাচ্ছন্দ্যের আর প্রাচুর্যের অধিকারী
তারা নিকট-আত্মীয়দের, নিঃস্বদের, আর যারা আল্লাহ্‌র পথে গৃহত্যাগ করেছে তাদের দান করার বিরুদ্ধে শপথ গ্রহণ না করুক *, আর তারা ক্ষমা করুক আর ফিরুক। তোমরা কি ভালোবাস না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন? আর আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

২৩ নিঃসন্দেহ যারা সতী অসতর্কা বিশ্বাসিনী নারীদের সম্বন্ধে কুৎসা
রটায়, তারা অভিশপ্ত এই সংসারে আর পরকালে, আর তাদের জন্য আছে মহা শাস্তি,

২৪ সেদিন যেদিন তাদের জিহ্বা আর তাদের হাত আর তাদের পা
তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে কি তারা করেছিল সে সম্বন্ধে,

* হযরত আবুবকর তাঁর কন্যা হযরত আয়েশার নামে কুৎসা রটনাকারী এক আত্মীয় সম্বন্ধে এমন শপথ গ্রহণ করেছিলেন। হযরতের করুণা লক্ষণীয়।

২৫ সেই দিন আল্লাহ্ তাদের দেবেন তাদের প্রাপ্য পুরস্কার, আর তারা জানবে যে আল্লাহ্—তিনি উজ্জ্বল সত্য।

২৬ মন্দে আসক্তা নারীরা মন্দে আসক্ত পুরুষদের জন্য, আর মন্দে আসক্ত পুরুষরা মন্দে আসক্তা নারীদের জন্য ; আর উত্তম নারীরা উত্তম পুরুষদের জন্য, আর উত্তম পুরুষরা উত্তম নারীদের জন্য ; এরা নির্মুক্ত তারা যা বলে তা থেকে ; এদের জন্য আছে ক্ষমা আর সম্মানিত জীবিকা।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৭ হে বিশ্বাসিগণ, নিজেদের গৃহে ভিন্ন অন্যদের গৃহে প্রবেশ ক'রো না যে পর্যন্ত না অনুমতি গ্রহণ করেছ, আর সে সবের বাসিন্দাদের 'সালাম' সম্ভাষণ করেছ ; এই তোমাদের জন্য ভালো যেন তোমরা স্মরণ করতে পার।

২৮ কিন্তু যদি তাতে কাউকে না পাও তবে প্রবেশ ক'রো না যে পর্যন্ত না তোমাদের তাতে অনুমতি দেওয়া হয় ; আর যদি তোমাদের বলা হয় : ফিরে যাও, তবে ফিরে যাও ; এই তোমাদের জন্য প্রশস্ততর। আর আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা করো।

২৯ এটি তোমাদের জন্য পাপ নয় যে তোমরা জনশূন্য গৃহে প্রবেশ করবে যাতে তোমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আছে ; আর আল্লাহ্ জানেন কি তোমরা করো প্রকাশ্যভাবে আর কি তোমরা লুকোও।

৩০ বিশ্বাসী পুরুষদের বল যে তারা তাদের দৃষ্টি অবনত করুক আর তাদের আবরণীয় অঙ্গের আব্রু রক্ষা করুক ; তাই তাদের জন্য পবিত্রতর ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ জানেন যা তারা করে।

৩১ আর বিশ্বাসিনী নারীদের বলো যে তারা তাদের দৃষ্টি অবনত করুক আর তাদের আবরণীয় অঙ্গের আব্রু রক্ষা করুক, আর

তাদের শোভা-সৌন্দর্য না দেখাক যা দেখা যায় তা ভিন্ন ; আর তারা তাদের মাথার আবরণ পরুক তাদের বুকের উপরে, আর তাদের শোভা-সৌন্দর্য না দেখাক তাদের স্বামীদের, অথবা তাদের পিতাদের, অথবা তাদের পুত্রদের, অথবা তাদের স্বামীদের পুত্রদের, অথবা তাদের ভাইদের, অথবা তাদের ভাইদের পুত্রদের, অথবা তাদের বোনদের পুত্রদের, অথবা তাদের নারীদের, অথবা যাদের তাদের দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করেছে (দাস ও দাসী) তাদের, অথবা পুরুষ চাকরদের যাদের (নারীর) প্রয়োজন নেই, অথবা ছেলেপিলেদের যাদের নারী সম্বন্ধে গোপনীয়তার বোধ হয় নি—এদের ভিন্ন ; আর তারা তাদের পা দিয়ে শব্দ না করুক যার ফলে তাদের গহনা যা প্রচ্ছন্ন আছে তা জানা যায়। আর হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌র দিকে ফেরো সবাই যেন তোমরা সফল হতে পার।

৩২ আর তোমাদের মধ্যে যারা একলা আছ, আর যারা সক্ষম তোমাদের দাসদের মধ্যে আর দাসীদের মধ্যে, তারা বিয়ে করুক ; যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয় তবে আল্লাহ্‌ তাদের অভাব-মুক্ত করবেন তাঁর প্রাচুর্য থেকে। আর আল্লাহ্‌ মহাবদান্য, জ্ঞাতা।

৩৩ আর যারা বিবাহ করতে না পারে তারা সংযম করুক যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌ তাদের সমৃদ্ধ করেন তাঁর প্রাচুর্য থেকে। আর যাদের তোমাদের দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে থেকে যারা (মুক্তির জন্য) লেখন চায় তাদের সেই লেখন দাও যদি তাদের মধ্যে ভালো কিছু দেখে থাক, আর তাদের দাও আল্লাহ্‌র ধন থেকে যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন। আর তোমাদের দাসীদের বেশ্যাবৃত্তিতে বাধ্য ক'রো না এই সংসারের নশ্বর বস্তু কামনা ক'রে যখন তারা বিশুদ্ধ থাকতে

চায়; আর যে কেউ তাদের বাধ্য করে তবে তাদের বাধ্য হবার পরে (তাদের প্রতি) নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

৩৪ আর নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি স্পষ্ট নির্দেশ-সমূহ, আর যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়ে গেছে তাদের বিবরণ, আর উপদেশ সীমারক্ষাকারীদের প্রতি।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৩৫ আল্লাহ্ হচ্ছেন আলোক আকাশের ও পৃথিবীর; তাঁর আলোকের উপমা হচ্ছে একটি কুলুঙ্গি যাতে আছে একটি প্রদীপ, সেই প্রদীপ কাচের ভিতরে, (আর) সেই কাচ যেন একটি উজ্জ্বল তারা—জ্বালানো এক পুণ্য বৃক্ষ থেকে, এক জলপাই গাছ থেকে যা পূবেরও নয় পশ্চিমেরও নয়, যার তেল যেন আলো দেবে (নিজের থেকে) যদিও কোনো আগুন তাকে স্পর্শ করে নি। আলোকের উপরে আলোক—আল্লাহ্ পরি-চালিত করেন তাঁর আলোর পানে যাকে ইচ্ছা করেন। আর আল্লাহ্ মানুষের সাথে কথা বলেন রূপকে, কেননা আল্লাহ্ সব কিছুর সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল।

৩৬ (এই প্রদীপ দেখা যায়) সেই সব গৃহে যা আল্লাহ্ অনুমতি দিয়েছেন সমুন্নত হতে যেন তাঁর নাম স্মরণ করা হয় সে-সবে; সে সবে তাঁর মহিমা কীর্তন করে প্রাতে ও সন্ধ্যায়

৩৭ সেই লোকেরা যাদের পণ্য দ্রব্য অথবা বিক্রয় ফেরাতে পারে না আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে, আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখা থেকে, আর যাকাত দেওয়া থেকে, তারা ভয় রাখে একটি দিনের যাতে হৃদয়গুলো আর চোখগুলো এদিক ওদিক ফিরবে,

৩৮ যেন আল্লাহ্ তাদের দিতে পারেন তারা যা করেছে তার
থেকে যা শ্রেষ্ঠ, আর তাদের দিতে পারেন আরও তাঁর প্রাচুর্য
থেকে, আর আল্লাহ্ জীবিকা দেন হিসাব না করে যাকে
তাঁর খুশি।

৩৯ আর যারা অবিশ্বাস করে, তাদের কাজ যেন মরুভূমিতে
মরীচিকা যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি ভুল করে পানী ব'লে যে
পর্যন্ত না সে তার কাছে আসে আর দেখে তা কিছুই নয়,
আর সেখানে সে পায় আল্লাহ্‌কে ; সুতরাং তিনি তাকে
পুরোপুরি দেন তার প্রাপ্য ; আর আল্লাহ্ হিসাবে সত্বর ;

৪০ অথবা অতলস্পর্শ সমুদ্রে অন্ধকারের মতো—তাকে আবৃত
ক'রে আছে ঢেউ, তার উপরে ঢেউ, তার উপবে আছে
মেঘ, ঘোর অন্ধকার একের পরে আর ; যখন সে তার হাত
বাড়ায় সে তা যেন দেখতে পায় না ; আর যাকে আল্লাহ
আলোক দেন না, (তার জন্য) আলোক নেই।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৪১ তুমি কি দেখ না যে আল্লাহ্ তিনি যাঁর মহিমা কীর্তন করে
যারা আছে আকাশে আর পৃথিবীতে, আর পাখা-মেলে-দেওয়া
পাখিরা ; তিনি জানেন তাদের প্রত্যেকের প্রার্থনা আর মহিমা-
কীর্তন ; আর আল্লাহ্ জানেন যা তারা করে।

৪২ আর আল্লাহ্‌রই আকাশের ও পৃথিবীর রাজত্ব, আর আল্লাহ্‌র
কাছেই শেষে ফিরে আসা।

৪৩ তুমি কি দেখ না যে আল্লাহ্ তাড়িয়ে নিয়ে যান মেঘদের,
তার পর তাদের একত্রিত করেন, তার পর তাদের স্তর গড়েন,
তার ফলে তুমি দেখ তাদের মধ্যে থেকে আসছে বৃষ্টি। আর
তিনি আকাশ থেকে পাঠান পাহাড়দের (পাহাড়ের মতো

মেঘদের) যার মধ্যে আছে শিলা, আর তা দিয়ে আঘাত
করেন যাকে খুশি, আর তা ফেরান যার থেকে খুশি ; তাঁর
বিদ্যুতের ঝলক দৃষ্টি-শক্তি প্রায় নিয়ে নেয়।

৪৪ আল্লাহ্ পরিবর্তিত করান রাত্রিকে ও দিনকে ; নিঃসন্দেহ
এতে শিক্ষার বিষয় আছে তাদের জন্য যাদের দৃষ্টি আছে।

৪৫ আর আল্লাহ্ জল থেকে সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেক জীবকে,
সুতরাং তাদের মধ্যে আছে যা তার পেটের উপরে হাঁটে,
আর তাদের মধ্যে আছে যা দুই পায়ে হাঁটে, আর তাদের
মধ্যে আছে যা চার পায়ে হাঁটে ; আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন যা
তাঁর ইচ্ছা, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান।

৪৬ নিঃসন্দেহ আমি অবতীর্ণ করেছি স্পষ্ট নির্দেশাবলী ; আর
আল্লাহ্ সরল পথে চালিত করেন যাকে তাঁর খুশি।

৪৭ আর তারা বলে : আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ্তে আর
বাণীবাহকে, আর আমরা অনুসরণ করি ; তার পর তাদের
একদল ফিরে যায় এর পরে, আর তারা বিশ্বাসী নয়।

৪৮ আর যখন তাদের ডাকা হয় আল্লাহ্ ও রসুলের পানে যেন
তিনি (রসুল) তাদের মধ্যে বিচার করতে পারেন, নিঃসন্দেহ
তাদের একদল ফিরে দাঁড়ায়।

৪৯ আর যদি সত্য তাদের পক্ষে থাকে তবে তারা তাঁর কাছে
আসে ত্বরিতে, অনুগত হয়ে।

৫০ এদের হৃদয়ে কি ব্যাধি আছে ; অথবা তারা কি ভয় করে যে
আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করবেন ?
না তারা নিজেরাই অন্যায়কারী।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৫১ বিশ্বাসীরা যখন আল্লাহ্ ও রসুলের দিকে আহূত হয় যেন তিনি
(রসুল) তাদের মধ্যে বিচার করতে পারেন তখন তাদের

উক্তি মাত্র এই : আমবা শুনি আর আমরা অনুসরণ করি।
এরাই সফলকাম।

৫২ আর যে আল্লাহ্ আর তাঁর রসুলের অনুবর্তী হয়, আর
আল্লাহ্কে ভয় করে, আর তাঁর সীমারক্ষা করে—এরাই তারা
যারা কৃতকর্মা।

৫৩ আর তারা তাদের সবলতম শপথের দ্বারা শপথ করে যে যদি
তুমি তাদের আদেশ করো তবে তারা নিশ্চয়ই যাত্রা করবে।
বলো : শপথ করো না, যে আনুগত্যের পরিচয় পাওয়া গেছে
(তাই ভালো); আল্লাহ্ খবর রাখেন যা তোমরা করো
তার।

৫৪ বলো : আল্লাহ্র অনুবর্তী হও আর রসুলের অনুবর্তী হও;
কিন্তু যদি তোমরা ফিরে যাও, তবে তাঁর (রসুলের) উপবে
রয়েছে শুধু যে ভার তাঁকে দেওয়া হয়েছে, আব তোমাদের
উপরে রয়েছে মাত্র তাই যে-ভার তোমাদের দেওয়া হয়েছে।
যদি তোমরা তাঁর অনুবর্তী হও তবে তোমরা আছ ঠিক পথে,
আর কোনো ভার রসুলের উপরে নেই স্পষ্ট পৌঁছে দেওয়া ভিন্ন।

৫৫ তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে
আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে নিঃসন্দেহ তিনি তাদের
পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করবেন (বর্তমান শাসকদের) যেমন
তিনি তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন যারা ছিল তাদের
পূর্ববর্তী, আর নিঃসন্দেহ তিনি তাদের জন্য সংস্থাপিত করবেন
তাদের ধর্ম যা তিনি তাদের জন্য নির্বাচিত করেছেন, আর
নিঃসন্দেহ তাদের ভয়ের পরে বদলা দেবেন নিরাপত্তা, তারা
আমার আরাধনা করবে আমার সঙ্গে কাউকে অংশী না ক'রে;
আর যে কেউ তার পর অকৃতজ্ঞ হবে—তবে এরাই তারা যারা
দুর্বৃত্ত।

৫৬ আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো, আর যাকাত দাও, আর রসুলের অনুবর্তী হও, যেন তোমরা করুণালাভ করতে পারো।

৫৭ মনে ক'রো না যারা অবিশ্বাস করে তারা পৃথিবীতে এড়িয়ে যেতে পারবে, আর তাদের আবাসস্থল আগুন, আর নিঃসন্দেহ মন্দ সেই গন্তব্যস্থান।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৫৮ হে বিশ্বাসিগণ, যাদের তোমাদের দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করেছে আর তোমাদের যারা সাবালগ হয় নি তারা তিনবার তোমাদের অনুমতি নিক (তোমাদের সামনে আসার পূর্বে)—প্রভাতের নামাযের পূর্বে, আর গ্রীষ্মকালের দুপুরে যখন তোমরা পোষাক ত্যাগ করো; আর রাত্রির নামাযেব পরে; এই তিন তোমাদের জন্য পর্দার সময়, এ ভিন্ন তোমাদের জন্য বা তাদের জন্য পাপ নয় (যদি অনুমতি না নিয়ে তারা আসে); তোমাদের কেউ কেউ নিশ্চয় অন্যদের সেবায় তৎপর হও; এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের কাছে নির্দেশাবলী স্পষ্ট করেন, আর আল্লাহ ওয়াকিফহাল, জ্ঞানী।

৫৯ আর তোমাদের মধ্যে ছেলেপিলেরা যখন সাবালগ হয়েছে, তখন তারা অনুমতি চাক যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা চাইত; এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের কাছে স্পষ্ট করেন তাঁর নির্দেশাবলী, আর আল্লাহ্ ওয়াকিফহাল, জ্ঞানী।

৬০ আর নারীরা যখন তারা সন্তান-ধারণের বয়স অতিক্রম করেছে আর বিয়ের আশা করে না, এটি তাদের জন্য পাপ নয় যদি তারা তাদের পোষাক খুলে রাখে তাদের শোভা- সৌন্দর্য না দেখিয়ে, আর যদি তারা নিজেদের সংযত করে তবে সেটি তাদের জন্য বেশি ভালো; আর আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

৬১ কোনো দোষ নেই অন্ধের কোনো দোষ নেই খঞ্জের কোনো দোষ নেই রুগ্ণের, আর তোমাদেরও, যদি তোমরা খাও তোমাদের বাড়ি থেকে, অথবা তোমাদের পিতাদের বাড়ি থেকে, অথবা তোমাদের মাতাদের বাড়ি থেকে, অথবা তোমাদের ভাইদের বাড়ি থেকে, অথবা তোমাদের বোনদের বাড়ি থেকে, অথবা তোমাদের পিতাদের ভাইদের বাড়ি থেকে, অথবা তোমাদের পিতাদের বোনদের বাড়ি থেকে, অথবা তোমাদের মাতুলদের বাড়ি থেকে, অথবা তোমাদের খালাদের (মাসীদের) বাড়ি থেকে, অথবা (তা থেকে) যার চাবি তোমাদের আছে, অথবা বন্ধুর (বাড়ি) থেকে। তোমাদের জন্য পাপ হবে না যদি তোমরা একসঙ্গে খাও বা একলা খাও। সেজন্য যখন তোমরা কোনো গৃহে প্রবেশ করো তখন পরস্পরকে সম্ভাষণ করো আল্লাহ্‌র সম্ভাষণ (যা) পুণ্যময় ও উৎকৃষ্ট। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের কাছে স্পষ্ট করেন তাঁর নির্দেশাবলী যেন তোমরা বুঝতে পারো।

নবম অনুচ্ছেদ

৬২ কেবল তারাই বিশ্বাসী যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌তে আর বাণীবাহকে, আর যখন তারা তাঁর সঙ্গে কোনো গুরু ব্যাপারে আছে, তারা চলে যায় না যে পর্যন্ত না তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছে। নিঃসন্দেহ যারা তোমার অনুমতি চায় তারাই বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌তে আর তাঁর বাণীবাহকে। সুতরাং যারা তোমার অনুমতি চায় তাদের কোনো ব্যাপারের জন্য, তাদের অনুমতি দাও যাকে ইচ্ছা করো আর তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

৬৩ তোমাদের মধ্যে পয়গাম্বরের প্রতি সম্বোধনকে তোমাদের
পরস্পরকে সম্বোধনের তুল্য জ্ঞান ক'রো না। আল্লাহ্ তাদের
জানেন তোমাদের মধ্যে যারা চুপি চুপি চলে যায় নিজেদের
লুকিয়ে, সেজন্য তারা সাবধান হোক যারা তাঁর আদেশের
বিরুদ্ধে যায় পাছে এক পরীক্ষা তাদের উপবে পড়ে, অথবা
তাদের উপরে পড়ে এক কঠিন শাস্তি।

৬৪ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ বই যা কিছু আছে আকাশে আব পৃথিবীতে।
তিনি জানেন যা তোমাদের আচবণ আর যেদিন তারা তাঁব
কাছে ফেরত যাবে সেদিন তিনি তাদের জানাবেন কি তারা
করেছিল, আর আল্লাহ্ জানেন সব কিছু সম্বন্ধে।

আল্-ফোর্কান

[কোর্আন শরীফের ২৫ সংখ্যক স্থরা আল্-ফোর্কান—ন্যায় অন্যায়ের বিভেদকারী বা মানদণ্ড। ফোর্কান কোর্আন-এর এক নাম। এটিকে মধ্যমক্কীয় জ্ঞান করা হয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ পুণ্যময় তিনি যিনি তাঁর দাসের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন ফোর্কান (ন্যায় অন্যায়ের বিভেদকারী বা মানদণ্ড), যেন তিনি হতে পারেন একজন সতর্ককারী জাতিদের জন্য;

২ তিনি—আকাশের ও পৃথিবীর রাজত্ব যাঁর, আব যিনি পুত্র গ্রহণ করেন নি, রাজত্বে যাঁর অংশী নেই, আর যিনি সৃষ্টি করেছেন সবকিছু তার পর তার জন্য বিধান করেছেন একটি পরিমাপ।

৩ আর তারা তাঁকে ভিন্ন অন্য উপাস্যদের গ্রহণ করেছে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরা সৃষ্ট, আর তারা নিজেদের সম্পর্কে কোনো ক্ষতি বা লাভের উপরে কর্তৃত্ব করে না। আর তারা কর্তৃত্ব করে না মৃত্যুর উপরে অথবা বাঁচাব উপরে আর পুনরায় জীবিত করার উপরে।

৪ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে: এ মিথ্যা ভিন্ন আর কিছুই নয় যা সে তৈরি করেছে আর অন্য লোকেরা এতে তাকে সাহায্য করেছে।—সুতরাং তারা নিঃসন্দেহ অন্যায় করেছে, আর (উচ্চারণ করেছে) একটি মিথ্যা।

৫ আর তারা বলে: প্রাচীনকালের লোকদের কাহিনী—সে সব সে লিখিয়েছে—আর সে সব তার কাছে পড়া হয় প্রাতে ও সন্ধ্যায়।

৬ বলো : এটি অবতীর্ণ করেছেন তিনি যিনি আকাশ ও পৃথিবীর রহস্য জানেন ; নিঃসন্দেহ তিনি চির ক্ষমাশীল, চির কৃপাময়।

৭ আর তারা বলে : কি হয়েছে এই পয়গাম্বরের যে সে খাবার খায় আর বাজারে ঘোরে ; একজন ফেরেশ্‌তা কেন তার জন্য পাঠানো হয় নি যাতে সে তাঁর সঙ্গে সতর্ককারী হতে পারতো ?

৮ অথবা একটি ধনভাণ্ডার তাব কাছে পাঠানো হোতো, অথবা তার জন্য করা হোতো একটি বাগান যা থেকে সে খেতে পারতো ? আর অন্যায়কারীরা বলে : তোমরা একজন যাতুর বশীভূত লোককে ভিন্ন আর কাউকে অনুসরণ করছ না।

৯ দেখ, কি উপমা তারা তোমার প্রতি প্রয়োগ করে! সুতরাং তারা বিপথে গেছে, সেজন্য তারা পথ পায় না।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১০ পুণ্যময় তিনি যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে দেবেন যা এর চাইতে ভালো—উদ্যান যার নিচে দিয়ে বহু নদী প্রবাহিত—আর তিনি তোমাকে দেবেন প্রাসাদ-সমূহ।

১১ না—তারা সেই সময়কে মিথ্যা বলে ; আর আমি প্রস্তুত করেছি এক জ্বলন্ত আগুন তাব জন্য যে সেই সময়কে মিথ্যা বলে।

১২ যখন তা আসবে তাদের সামনে দূর থেকে, তারা শুনবে তার ধ্বনি আর গর্জন।

১৩ আর যখন তারা তার একটি সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে এক সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে, তারা সেখানে চাইবে ধ্বংস।

১৪ আজকার দিনে একটি ধ্বংস চেও না বরং বহু ধ্বংস চাও।

১৫ বলো : এই ভালো—অথবা স্থায়ী উদ্যান যার প্রতিশ্রুতি

দেওয়া হয়েছে যারা সীমারক্ষা করে তাদের? তা হবে তাদের
জন্য পুরস্কার আর গন্তব্য স্থান।
১৬ সেখানে স্থায়ীভাবে বাস ক'রে তারা পাবে যা তারা চায়। এটি
একটি প্রতিশ্রুতি যা প্রার্থিত হবার যোগ্য তোমার পালয়িতার
কাছ থেকে।
১৭ আর সেইদিন যখন তিনি তাদের একত্রিত করবেন, আর
যাদের তারা উপাসনা করেছিল আল্লাহ্ ভিন্ন, তিনি বলবেন:
তোমরাই কি পথভ্রান্ত করেছিলে আমার এই দাসদের, অথবা
তারা নিজেরা বিপথে গিয়েছিল পথ থেকে?
১৮ তারা বলবে: তোমার মহিমা ঘোষিত হোক, এ আমাদের জন্য
শোভন ছিল না যে তোমাকে ভিন্ন আর কোনো রক্ষাকারী
বন্ধু আমরা গ্রহণ করব, কিন্তু তুমি তাদের ও তাদের পিতা
পিতামহদের উপভোগ করতে দিয়েছিলে যে পর্যন্ত না তারা
ভুলে গিয়েছিল সাবধান বাণী, আর হয়েছিল একটি বিনষ্ট জাতি।
১৯ সেইজন্য নিশ্চয় তারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করবে যা তুমি
বলো সে সম্বন্ধে। তার পর তোমরা শাস্তি ফেরাতে পারবে না,
সাহায্যও পাবে না; আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্যায়
করে, আমি তাকে আস্বাদ করাব এক বড় শাস্তি।
২০ আর তোমার পূর্বে আমি পয়গাম্বরদের পাঠাই নি যারা
নিঃসন্দেহ খাবার না খেয়েছে আর বাজারে না ঘুরেছে। আর
আমি তোমাদের কাউকে করেছি অপরদের পরীক্ষার স্থল।
তুমি কি ধৈর্যবান্ হবে? তোমার পালয়িতা সর্বদা দেখছেন।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ঊনবিংশ খণ্ড

২১ আর যারা আমার সঙ্গে দেখা হবার ভয় করে না তারা বলে:
কেন আমাদের কাছে ফেরেশ্‌তাদের পাঠানো হয় নি, অথবা

আমাদের পালয়িতাকে (কেন) দেখি না? নিঃসন্দেহ নিজেদের সম্বন্ধে তারা খুব গর্বিত আর অহঙ্কার দেখিয়েছে প্রবলভাবে।

২২ যেদিন তারা ফেরেশ্‌তাদের দেখবে, সেদিন অপরাধীদের জন্য কোনো সুসংবাদ থাকবে না, আর তারা বলবে : এক অনতিক্রমণীয় ব্যবধান।

২৩ আর আমি দেখাবো কি কাজ তারা করেছে, আর তা করবো বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা।

২৪ উদ্যানের বাসিন্দারা সেদিন পাবে সুখপ্রদ বাসগৃহ আর সুখপ্রদ মধ্যদিনের বিশ্রামের স্থান।

২৫ আর সেইদিন যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে মেঘসহ, আর ফেরেশ্‌তাদের পাঠানো হবে পাঠানোর মতো—

২৬ সেইদিন রাজত্ব সত্যতঃ হবে করুণাময়ের, আর সেইদিন এক কঠিন দিন হবে অবিশ্বাসীদের জন্য।

২৭ আর সেইদিন অন্যায়কারীরা তাদের হাত কামড়াবে এই বলে : হায়, যদি রসুলের সঙ্গে কোনো পথ বেছে নিতাম?

২৮ হায় আমার ভাগ্য। যদি এমন একজনকে বন্ধু না করতাম।

২৯ নিঃসন্দেহ সে আমাকে স্মারক থেকে বিপথে চালিয়েছে তা আমার কাছে আসার পরে, আর শয়তান মানুষকে সাহায্য করতে অক্ষম।

৩০ আর রসুল বলছেন : হে আমার পালয়িতা, নিঃসন্দেহ আমার জাতি এই কোর্‌আনের প্রতি ব্যবহার করেছে যেন (তা) বাজে কথা।

৩১ আর এইভাবে আমি প্রত্যেক পয়গাম্বরের জন্য শত্রু তৈরি করেছি অপরাধীদের থেকে; আর তোমার পালয়িতা পথপ্রদর্শক ও সহায়রূপে যথেষ্ট।

৩২ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে : কেন কোর্‌আন তার কাছে অবতীর্ণ হয় নি সবটা একবারে? এইভাবে (অবতীর্ণ হয়েছে) যেন এর দ্বারা আমি তোমার হৃদয় প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, আর আমি একে সাজিয়েছি যথাযথভাবে।

৩৩ আর তারা তোমার কাছে আনতে পারবে না কোনো দৃষ্টান্ত যা আমি তোমার কাছে আনি নি সত্যের সঙ্গে, তাৎপর্যে তা শ্রেষ্ঠতর।

৩৪ যারা তাদের মুখের উপরে একত্রিত হবে জাহান্নামের দিকে—তারা অধমতর দশায় আর পথ থেকে আরো দূরে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৩৫ আর নিঃসন্দেহ আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম, আর তাঁর ভাই হারুণকে তাঁর সঙ্গে করেছিলাম তাঁর মন্ত্রী।

৩৬ তার পর আমি বলেছিলাম : তোমরা এক সঙ্গে যাও লোকদের কাছে যারা আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করেছে। তার পর আমি তাদের ধ্বংস করেছিলাম নিঃশেষে।

৩৭ আর নূহ্-এর লোকেরা—যখন তারা পয়গাম্বরদের প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের আমি ডুবিয়ে দিয়েছিলাম আর তাদের করেছিলাম লোকদের জন্য এক নিদর্শন; আর অন্যায়কারীদের জন্য আমি কঠিন শাস্তি তৈরি করে রেখেছি।

৩৮ আর আদ্ আর সামূদ্ আর রস্-এর অধিবাসীরা আর তাদের মধ্যেকার অনেক পুরুষ—

৩৯ প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম দৃষ্টান্ত, আর প্রত্যেককে আমি ধ্বংস করেছিলাম নিঃশেষে।

৪০ আর নিঃসন্দেহ তারা গেছে সেই শহরের পাশ দিয়ে যার উপরে আমি বর্ষণ করেছিলাম এক ধ্বংসকর বৃষ্টি। তারা কি

তখন তা দেখে নি? না—তারা আশা করে না কোনো
পুনরুত্থানের।

৪১ আর তারা যখন তোমাকে দেখে তারা তোমাকে আর কিছু
জ্ঞান করে না বিদ্রূপের পাত্র ভিন্ন: এই নাকি সে যাকে
আল্লাহ্ করেছেন এক রসুল।

৪২ সে তো আমাদের দেবতাদের থেকে আমাদের সরিয়ে নিতো
যদি আমরা তাদের সম্বন্ধে ধৈর্যবান না হতাম। আর যখন
তারা শাস্তি দেখবে তখন জানবে কে পথ থেকে দূরে চলে
গেছে।

৪৩ তুমি কি তাকে দেখেছ যে তার কামনাকে করেছে তার
উপাস্য? তবে কি তুমি তার কর্মাধ্যক্ষ হবে?

৪৪ অথবা তুমি কি মনে করো যে তাদের অনেকে শোনে অথবা
বোঝে? তারা গৃহপালিত পশুর মতো ভিন্ন আর কিছু নয়—
না, তারা পথ থেকে আরো দূরে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৪৫ তোমার পালয়িতার বিষয় কি ভাবো নি কেমন ক'রে তিনি
ছায়াকে প্রসারিত করেন। তিনি যদি চাইতেন তবে নিঃসন্দেহ
তাকে অনড় করতে পারতেন, তার পর আমি সূর্যকে করেছি
তার চালক।

৪৬ তার পর আমি তাকে নিজের কাছে নিয়ে নিই অল্প অল্প ক'রে।

৪৭ আর তিনি রাত্রিকে করেছেন তোমাদের জন্য আবরণ, আর
ঘুমকে বিশ্রাম, আর দিনকে তিনি পুনরায় উদিত করেন।

৪৮ আর তিনি বাতাসকে পাঠান সুসংবাদ-দাতারূপে তাঁর করুণার
পূর্বে, আর আমি বিশুদ্ধ জল অবতীর্ণ করি আকাশ থেকে।

৪৯ যেন আমি তার দ্বারা প্রাণ সঞ্চার করতে পারি মৃত জমিতে

আর তা দিই পানের জন্য অনেক মানুষকে ও পশুকে যাদের
আমি সৃষ্টি করেছি।

৫০ আর নিঃসন্দেহ আমি এর পুনরাবৃত্তি করেছি তাদের কাছে
যেন তারা স্মরণ করতে পারে; কিন্তু মানুষদের বেশির ভাগ
প্রত্যাখ্যান করায় ভিন্ন আর কিছুতে রাজি নয়।

৫১ আর যদি আমি চাইতাম তবে প্রত্যেক বসতিতে একজন
সতর্ককারী দাঁড় করাতাম।

৫২ সেজন্য অবিশ্বাসীদের অনুবর্তী হয়ো না, আর এতে তাদের
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো প্রবল অধ্যবসায়ে।

৫৩ আর তিনিই দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত হতে দিয়েছেন একসঙ্গে—
একটি সুস্বাদু যা পিপাসা দমন করে তার সুস্বাদ দিয়ে আর
অপরটি লবণাক্ত যা দগ্ধ করে তার লবণতা দিয়ে, আর দুইয়ের
মধ্যে তিনি সৃষ্টি করেছেন এক ব্যবধান আর অনতিক্রম্য বাধা।

৫৪ আর তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন জল থেকে, তারপর তার
জন্য সৃষ্টি করেছেন রক্ত সম্পর্ক আর বৈবাহিক সম্পর্ক, আর
তোমাদের পালয়িতা ক্ষমতাবান।

৫৫ আর তারা আল্লাহ্ ভিন্ন তার আরাধনা করে যা তাদের উপকার
করতে পারে না তাদের অপকারও করতে পারে না; আর
অবিশ্বাসী তার পালয়িতার চিরবিরুদ্ধাচারী।

৫৬ আর আমি তোমাকে পাঠাই নি সুসংবাদ-দাতারূপে আর
সতর্ককারীরূপে ভিন্ন।

৫৭ বলো: আমি তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না এ ভিন্ন
যে, যে চায় সে তার পালয়িতার অভিমুখে পথ নিক।

৫৮ আর নির্ভর করো চিরজীবন্তের উপরে যিনি মৃত্যুহীন আর
তাঁর প্রশংসা কীর্তন করো; আর যথেষ্ট তিনি তাঁর দাসদের
দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে ওয়াকিফহালরূপে।

৫৯ যিনি সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে আকাশকে ও পৃথিবীকে এবং তাদের মধ্যে যা আছে, তার পর আরোহণ করলেন তিনি সিংহাসন—করুণাময়—সেজন্য তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করো কোনো ওয়াকিফহালকে।

৬০ আর যখন তাদের বলা হয় : করুণাময়কে সেজদা করো, তারা বলে : আর করুণাময় কি ? আমরা কি সেজদা করবো যার সম্বন্ধে তুমি হুকুম করো ? আর এতে তাদের বিতৃষ্ণা বাড়ায়।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৬১ পুণ্যময় তিনি যিনি আকাশে সৃষ্টি করেছেন তারাদের আর তাতে সৃষ্টি করেছেন একটি প্রদীপ আর উজ্জ্বল চন্দ্র।

৬২ আর তিনি সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন পরস্পরকে অনুবর্তন করতে তার জন্য যে চায় স্মরণ করতে অথবা কৃতজ্ঞ হ'তে।

৬৩ আর করুণাময়ের দাস তারা যারা বিনম্র হয়ে ধরণীতে বিচরণ করে, আর যখন অজ্ঞরা তাদের সম্বোধন করে তারা বলে : শান্তি;

৬৪ আর যারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের পালয়িতার সামনে সেজদারত হয়ে আর দাঁড়িয়ে—

৬৫ আর যারা বলে : হে আমার পালয়িতা, ফেরাও আমাদেরথেকে জাহান্নামের শাস্তি, নিঃসন্দেহ তার শাস্তি লেগে থাকে—

৬৬ নিঃসন্দেহ তা মন্দ বাসস্থান আর মন্দ বিশ্রামস্থান ;

৬৭ আর যারা যখন তারা ব্যয় করে, তখন তারা অপব্যয়ী নয় কৃপণও নয়, আর এই দুইয়ের মধ্যে আছে একটি মধ্যবর্তী নির্ভরযোগ্য স্থান—

৬৮ আর যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য উপাস্যকে ডাকে না, আর প্রাণকে হত্যা করে না যা আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন ন্যায়ের প্রয়োজনে ভিন্ন, আর যারা ব্যভিচার করে না। আর যে এই করে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে ;

৬৯ শাস্তি তার জন্য দ্বিগুণিত হবে কেয়ামতের দিনে, আর সে তাতে
বাস করবে চিরঘৃণিত হয়ে—
৭০ সে ভিন্ন যে ফেরে আর বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে।
সুতরাং এরা হচ্ছে তারা যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ মন্দ কাজকে
বদলান ভালো কাজে; আর আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।
৭১ আর যে কেউ ফেরে আর ভালো কাজ করে, নিঃসন্দেহ সে
আল্লাহ্‌র দিকে ফেরে ভালো ফেরায়।
৭২ আর যারা সাক্ষ্য দেয় না যা মিথ্যা তাতে; আর যখন তারা
পাশ দিয়ে যায় যা বৃথা, তারা চলে যায় মর্যাদার সঙ্গে।
৭৩ আর তারা, যারা, যখন তাদের স্মরণ করানো হয় তাদের
পালয়িতার নির্দেশসমূহ, তখন তার দিকে তারা পতিত হয় না
বধির ও অন্ধ হয়ে;
৭৪ আর তারা, যারা বলে: হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের স্ত্রীদের
মধ্যে ও আমাদের সন্তানদের মধ্যে আমাদের চোখের আনন্দ
দাও, আর আমাদের পরিচালক করো সীমারক্ষাকারীদের।
৭৫ এদের পুরস্কৃত করা হবে উঁচুস্থান দিয়ে যেহেতু তারা ছিল
ধৈর্যবান, আর তারা তাতে লাভ করবে স্বাগত আর 'শান্তি'
সম্ভাষণ,—
৭৬ থাকবে সেখানে স্থায়ীভাবে—উৎকৃষ্ট (তা) বাসস্থানরূপে আর
বিশ্রামস্থানরূপে।
৭৭ বলো: আমার পালয়িতা তোমাদের জন্য পরোয়া করতেন না
যদি তোমাদের প্রার্থনার জন্য না হোতো; কিন্তু তোমরা
(সত্য) প্রত্যাখ্যান করেছ, সেজন্য যা লেগে থাকে তা
আসবে।

আশ্-শুয়ারা

[আশ্ শুয়ারা—কবিগণ,—কোর্আন শরীফের ২৬ সংখ্যক সূরা।

এর শেষের দিকে কবিদের ও বাণীবাহকদের মধ্যেকার পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে।

এটি মধ্যমক্কীয়। তবে এর শেষের পাঁচটি আয়াতকে মদিনীয় জ্ঞান করা হয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ তা সিন্ মীম—সদয় শ্রোতা অভিজ্ঞ (আল্লাহ্)।

২ এসব হচ্ছে সেই গ্রন্থের নির্দেশসমূহ যা স্পষ্ট করে।

৩ তুমি হয় তো নিজেকে দুঃখে মেরে ফেলবে যেহেতু তারা বিশ্বাস করে না।

৪ যদি আমি ইচ্ছা করি তবে আমি তাদের উপরে আকাশ থেকে পাঠাতে পারি একটি নিদর্শন, তার ফলে তাদের ঘাড় হেঁট হয়ে থাকবে তার সামনে।

৫ ফলে তাদের কাছে আসে না কোনো নতুন স্মারক-বাণী করুণাময় থেকে যার থেকে তারা ফিরে না যায়।

৬ তাহলে তারা নিঃসন্দেহ (সত্য) প্রত্যাখ্যান করেছে, সেজন্য যা তারা বিদ্রূপ করেছে তার সংবাদ শীগ্গিরই তাদের কাছে আসবে।

৭ তারা কি পৃথিবীকে দেখে না—তাতে আমি জন্মিয়েছি কত উৎকৃষ্ট-ফল-উৎপাদনকারী যুগল ?

৮ নিঃসন্দেহ তাতে আছে নিদর্শন ; কিন্তু তারা অনেকেই বিশ্বাস করে না।

৯ আর নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা মহাশক্তি, কৃপাময়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১০ আর তোমার পালয়িতা মূসাকে আহ্বান করলেন এই বলে : অন্যায়কারী লোকদের কাছে যাও—

১১ ফেরাউনের লোকেরা—তারা কি সীমারক্ষা করবে না ?

১২ তিনি বললেন : হে আমার পালয়িতা, আমি ভয় কবি যে তারা আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে ;

১৩ আর আমার বুক সঙ্কুচিত হয়, আব আমাব জিহ্বা জড়তামুক্ত নয়, সেজন্য হারুণকে পাঠাও (আমাকে সাহায্য করতে।)

১৪ আর আমার বিরুদ্ধে তাদের অপবাধের অভিযোগ আছে, সেজন্য আমি ভয় করি তারা আমাকে হত্যা করতে পারে।

১৫ তিনি বললেন : কখনো না, সেজন্য তোমরা দুইজনে যাও আমার নির্দেশাবলী নিয়ে ; নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের সঙ্গে—শ্রোতা ;

১৬ তার পর একসঙ্গে এসো ফেবাউনেব কাছে আর বলো : নিঃসন্দেহ আমরা বাণীবাহক বিশ্বজগতের পালয়িতার।

১৭ (আর বলো যে) আমাদের সঙ্গে পাঠাও ইসরাইলবংশীয়দের।

১৮ ফেরাউন বললে : তোমাকে কি আমরা মানুষ করি নি আমাদের মধ্যে একটি শিশুরূপে ? আর তুমি আমাদের মধ্যে ছিলে তোমার জীবনের বহু বৎসর ;

১৯ আর তুমি তোমার কাজ করেছিলে যা করবার ; আর তুমি একজন অকৃতজ্ঞ।

২০ তিনি বললেন : আমি তখন তা করেছিলাম যখন আমি ছিলাম পথভ্রান্তদের অন্তর্গত।

২১ সেজন্য আমি তোমাদের থেকে পালিয়েছিলাম যখন আমি তোমাদের ভয় করেছিলাম, তার পর আমার পালয়িতা

আমাকে জ্ঞান দিলেন, আর আমাকে করলেন পয়গাম্বরদের অন্যতম।

২২ আর এই যে একটি অনুগ্রহের কথা তুমি আমাকে স্মরণ করাচ্ছ এর জন্যই কি তুমি ইসরাইলবংশীয়দের দাস করেছ ?

২৩ আর ফেরাউন বললে : আর বিশ্বজগতের পালয়িতা কি ?

২৪ (মূসা) বললেন : আকাশ ও পৃথিবীর পালয়িতা আর তাদের মধ্যে যা আছে, যদি তোমরা নিশ্চয় ক'রে জানো।

২৫ ফেরাউন বললে তার পাশের লোকদের : তোমরা কি শুনছো না ?

২৬ তিনি বললেন : তোমাদের পালয়িতা আর তোমাদের পূর্ব-কালের পিতৃপুরুষদের পালয়িতা।

২৭ সে বললে : নিঃসন্দেহ তোমাদের বাণীবাহক যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে—পাগল।

২৮ তিনি বললেন : পূব ও পশ্চিমের পালয়িতা আর তাদের মধ্যে যা আছে—যদি তোমরা বোঝো।

২৯ সে বললে : যদি আমাকে ভিন্ন অন্য উপাস্য গ্রহণ করো তবে নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে কয়েদীদের অন্যতম করবো।

৩০ তিনি বললেন : যদি তোমার সামনে আনি জ্বলজ্যান্ত কিছু ?

৩১ বললে সে : তবে আনো যদি তুমি সত্যবাদী হও।

৩২ তার পর তিনি তাঁর আসা (যষ্টি) ফেললেন, আর নিঃসন্দেহ তা হোলো এক সাপ ;

৩৩ আর তিনি তাঁর হাত টেনে নিলেন, আর নিঃসন্দেহ তা দর্শকদের কাছে দেখালো সাদা।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৩৪ ফেরাউন বললে তার চারপাশের প্রধানদের : নিঃসন্দেহ সে একজন ওস্তাদ জাদুকর—

৩৫ যে চাচ্ছে তার জাহুর দ্বারা তোমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে ; তবে কি উপদেশ তোমরা দাও ?

৩৬ তারা বললে : তাকে আর তার ভাইকে বিরাম দাও আর আহ্বানকারীদের শহরে পাঠাও—

৩৭ যেন তারা তোমার কাছে আনে প্রত্যেক ওস্তাদ জাহুকরকে।

৩৮ সুতরাং জাহুকরদের একত্রিত করা হোলো নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত দিনে।

৩৯ আর লোকদের বলা হোলো : তোমরা তো জমায়েৎ হচ্ছ ?—

৪০ যেন আমরা জাহুকরদের অনুগামী হতে পারি যদি তারা জয়ী হয়।

৪১ আর যখন জাহুকররা এলো তারা ফেরাউনকে বললে : আমরা কি পুরস্কার পাবো যদি জয়ী হই ?

৪২ সে বললে : হাঁ, আর নিঃসন্দেহ তোমাদের তা হলে করা হবে সান্নিধ্যে আগত।

৪৩ মূসা তাদের বললেন : ফেলো যা তোমরা ফেলতে যাচ্ছ।

৪৪ অতএব তারা ফেললো তাদের দড়ি ও লাঠি, আর বললে : ফেরাউনের শক্তিতে নিশ্চয় আমরা জয়ী হবো।

৪৫ তার পর মূসা তাঁর আসা ফেললেন, আর নিঃসন্দেহ তা গিলে খেলো তাদের বলা সব মিথ্যা।

৪৬ আর জাহুকররা পতিত হোলো সেজদারত হয়ে ;

৪৭ তারা বললে : আমরা বিশ্বাস করি বিশ্বজগতের পালয়িতায়—

৪৮ মূসা ও হারুণের পালয়িতায়।

৪৯ সে বললে : তোমরা তাতে বিশ্বাস করছ আমার অনুমতি দেবার পূর্বেই ? নিঃসন্দেহ সে তোমাদের প্রধান যে তোমাদের জাহু শিখিয়েছে, সেজন্য তোমরা জানবে ; নিঃসন্দেহ আমি

তোমাদের হাত ও তোমাদের পা কাটবো বিপরীত দিকে
আর নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের সবাইকে শূলে দেবো।
৫০ তারা বললে : কোনো ক্ষতি নেই ; নিঃসন্দেহ আমাদের
পালয়িতার কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন :
৫১ নিঃসন্দেহ আমরা আশা করি আমাদের পালয়িতা ক্ষমা করবেন
আমাদের অন্যায় যেহেতু আমরা বিশ্বাসীদের অগ্রবর্তী।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৫২ আর আমি মূসাকে প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম এই বলে :
আমার দাসদের নিয়ে যাও রাত্রে ; নিঃসন্দেহ তোমাদের পেছনে
ধাওয়া করা হবে।
৫৩ তার পর ফেরাউন আহ্বানকারীদের পাঠালো শহরে
শহরে ;
৫৪ (তারা বললে) : নিশ্চয় এরা একটি সামান্য দল ;
৫৫ আর নিঃসন্দেহ তারা আমাদের বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে ;
৫৬ আর নিঃসন্দেহ আমরা একটি সতর্ক দল।
৫৭ এইভাবে আমি তাদের বার ক'রে এনেছিলাম বাগান ও
ফোয়ারার মধ্যে থেকে ;
৫৮ আর ধনরত্ন আর সম্মানিত গৃহ থেকে।
৫৯ এইভাবেই। আর আমি ইসরাইলবংশীয়দের দিয়েছিলাম তাদের
উত্তরাধিকার।
৬০ তার পর তারা তাদের অনুসরণ করলো সূর্যোদয়ে।
৬১ যখন দুই দল পরস্পরকে দেখলে, মূসার সঙ্গীরা বলে উঠলো :
নিঃসন্দেহ আমাদের ধ'রে ফেলা হচ্ছে।
৬২ তিনি বললেন : নিশ্চয়ই না ; নিঃসন্দেহ আমার পালয়িতা
আমার সঙ্গে, তিনি আমাকে একটি পথ দেখাবেন।
৬৩ তখন আমি মূসাকে প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম : সমুদ্রে মারো

তোমার 'আসা'। আর তা বিভক্ত হোলো ; আর প্রত্যেক ভাগ হোলো যেন এক বিশাল পর্বত।

৬৪ তার পর অন্যদের আমি আনলাম সেই স্থানের নিকটে।

৬৫ আর আমি উদ্ধার করেছিলাম মূসাকে ও যারা ছিল তাঁর সঙ্গে, প্রত্যেককে,

৬৬ তার পর আমি ডুবিয়েছিলাম অন্যদের।

৬৭ নিঃসন্দেহ এতে আছে একটি নিদর্শন ; আর তাদের অনেকেই বিশ্বাস করে না।

৬৮ আর নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা মহাশক্তি, কৃপাময়।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৬৯ আর তাদের কাছে পাঠ করো ইব্রাহিমের কাহিনী।

৭০ যখন তিনি তাঁর পিতাকে ও তাঁর লোকদের বললেন : কি তোমরা উপাসনা করো ?

৭১ তারা বললে : আমরা প্রতিমাদের আরাধনা করি, সেজন্য আমরা তাদের পূজারি।

৭২ তিনি বললেন : তারা কি তোমাদের শোনে যখন তোমরা ডাকো ?

৭৩ অথবা তারা কি তোমাদের উপকার করে অথবা অপকার করে ?

৭৪ তারা বললে : না—আমরা আমাদের পিতাপিতামহদের এই করতে দেখেছি।

৭৫ তিনি বললেন : তোমরা কি তবে ভেবেছ কিসের উপাসনা তোমরা করছ ?

৭৬ তোমরা ও তোমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষরা ?

৭৭ নিঃসন্দেহ তারা আমার শত্রু ; কিন্তু বিশ্বজগতের পালয়িতা (তা) নন—

৭৮ যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আর তার পর আমাকে পথ দেখিয়েছেন ;

৭৯ আর তিনি—যিনি খেতে দেন আর পান করতে দেন,

৮০ আর যখন আমি রোগগ্রস্ত তখন আমাকে আরোগ্য দেন,

৮১ আর তিনি আমাকে মৃত্যু দেবেন তার পর আমাকে জীবন দেবেন,

৮২ আর যিনি, আমি আশা করি, আমার ভুল ক্ষমা করবেন বিচারের দিনে।

৮৩ হে আমার পালয়িতা, আমাকে জ্ঞান দাও, আর আমাকে যুক্ত করো সাধু-আত্মাদের সঙ্গে :

৮৪ আর পরবর্তীদের মধ্যে আমার জন্য অকৃত্রিম স্মরণ বিধান করো ;

৮৫ আর আমাকে আনন্দময় উদ্যানের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্গত করো ;

৮৬ আর আমার পিতাকে ক্ষমা করো কেন না সে নিঃসন্দেহ তাদের দলের যারা পথভ্রান্ত ;

৮৭ আর আমাকে লাঞ্ছিত ক'রো না সেইদিন যেদিন তাদের তোলা হবে—

৮৮ যেদিন সম্পত্তিতে কোনো কাজ দেবে না ; পুত্ররাও না—

৮৯ সে ভিন্ন যে আল্লাহ্‌র কাছে আনে একটি নির্মুক্ত হৃদয়।

৯০ আর উদ্যান তাদের জন্য নিকটে আনা হবে যারা সীমা-রক্ষাকারী ;

৯১ আর দোযখ স্পষ্ট করা হবে যারা ভ্রান্ত তাদের জন্য ;

৯২ আর তাদের বলা হবে : কোথায় তারা যাদের উপাসনা তোমরা করতে—

৯৩ আল্লাহ্‌ ভিন্ন ; তারা কি তবে তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা নিজেদের সাহায্য করতে পারে ?

৯৪ সুতরাং তারা এর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে—তারা আর ভ্রান্তরা,

৯৫ আর শয়তানদের দলবল, সবাই।

৯৬ তারা তাতে তর্ক করতে করতে বলবে :

৯৭ আল্লাহ্‌র শপথ, আমরা নিঃসন্দেহ ছিলাম স্পষ্ট ভুলে,

৯৮ যখন আমরা তোমাদের সমান (জ্ঞান) করেছিলাম বিশ্বজগতের পালয়িতার ;

৯৯ আর অপরাধীরা ভিন্ন আর কেউ আমাদের বিপথে নেয় নি,

১০০ সেজন্য আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই,

১০১ কোনো অকৃত্রিম বন্ধুও নেই।

১০২ কিন্তু যদি আমরা একবার ফিরে যেতে পারতাম আমরা তবে বিশ্বাসী-দলের হতাম।

১০৩ নিঃসন্দেহ এতে আছে একটি নিদর্শন ; কিন্তু তাদের অনেকে বিশ্বাস করে না।

১০৪ আর নিঃসন্দেহ তোমাদের পালয়িতা মহাশক্তি, কৃপাময়।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

১০৫ নূহ্‌-এর লোকেরা বাণীবাহকদের প্রত্যাখ্যান করেছিল।

১০৬ যখন তাদের ভাই নূহ্ তাদের বলেছিলেন : তোমরা কি সীমা-রক্ষা করবে না ?

১০৭ নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের কাছে একজন বিশ্বস্ত রসুল,

১০৮ সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো আর আমার অনুবর্তী হও।

১০৯ আর আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রাপ্য চাই না, আমার প্রাপ্য বিশ্বজগতের পালয়িতার কাছে ভিন্ন নয়।

১১০ সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমারক্ষা করো আর আমার অনুবর্তী হও।

১১১ তারা বললে : আমরা কি তোমার অনুবর্তী হবো যখন তোমার অনুবর্তী হয়েছে অধমরা ?

১১২ তিনি বললেন : আর কি জ্ঞান আমার আছে তারা (পূর্বে) কি করেছে সে সম্বন্ধে ?

১১৩ নিঃসন্দেহ তাদের হিসাব কেবল আমাব পালয়িতার কাছে যদি তোমরা বোঝো,

১১৪ আর যারা বিশ্বাসী তাদের আমি তাড়িয়ে দেবো না।

১১৫ আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী ভিন্ন নই।

১১৬ তারা বললে : হে নূহ্, যদি না থামো তবে নিঃসন্দেহ তোমাকে হতে হবে পাথর-খাওয়াদের দলের।

১১৭ তিনি বললেন : হে আমার পালয়িতা, আমার জাতি নিঃসন্দেহ আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে ;

১১৮ সেজন্য তুমি আমার ও তাদের মধ্যে বিচার করো ন্যায্য বিচারে, আর আমাকে ও আমার সঙ্গে বিশ্বাসী যারা আছে—তাদের উদ্ধার করো।

১১৯ অতঃপর তাঁকে ও তাঁর সঙ্গে যারা ছিল তাদের আমি উদ্ধার করেছিলাম বোঝাই জাহাজে।

১২০ তার পর আমি ডুবিয়ে দিয়েছিলাম অবশিষ্টদের।

১২১ নিঃসন্দেহ এতে আছে একটি নিদর্শন ; কিন্তু তাদের অনেকে বিশ্বাস করে না।

১২২ আর নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা মহাশক্তি, কৃপাময়।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

১২৩ আদ্ তার পয়গাম্বরদের প্রত্যাখ্যান করেছিল।

১২৪ যখন তাদের ভাই হূদ তাদের বলেছিলেন : তোমরা কি সীমা-রক্ষা করবে না ?

১২৫ নিঃসন্দেহ আমি একজন বিশ্বস্ত বাণীবাহক তোমাদের কাছে—

১২৬ সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো আর আমার অনুসরণ করো ;

১২৭ আর আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না,
নিঃসন্দেহ আমার মজুরি বিশ্বজগতের পালয়িতার কাছে ভিন্ন
নয়।

১২৮ তোমরা কি প্রত্যেক উঁচু জায়গায় কীর্তি-সৌধ তোলো? যা
করছ তা বৃথা।

১২৯ আর তোমরা দুর্গ তৈরি করছ যেন তোমরা স্থায়ীভাবে বাস
করতে পারো।

১৩০ আর যখন তোমরা অত্যাচার করো, তোমরা অত্যাচার করো
জবরদস্তদের মতো।

১৩১ সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো আর আমার অনুবর্তী হও।

১৩২ আর তাঁর সীমারক্ষা করো যিনি তোমাদের সাহায্য করেছেন
(ভালো বস্তু) যা তোমরা জানো তা দিয়ে—

১৩৩ তোমাদের সাহায্য করেছেন গৃহপালিত জন্তু আর পুত্রদের
দিয়ে।

১৩৪ আর বাগান আর ফোয়ারা।

১৩৫ নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের জন্য ভয় করি এক মহা দিনের
শাস্তির।

১৩৬ তারা বললে: এ আমাদের কাছে তুল্য আমাদের উপদেশ
দাও আর না দাও;

১৩৭ এ প্রাচীনদের আচরণ ভিন্ন আর কিছু নয়,

১৩৮ আর আমরা শাস্তি ভোগ করবো না।

১৩৯ আর তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেজন্য আমি তাদের
ধ্বংস করেছিলাম। নিঃসন্দেহ এতে আছে একটি নিদর্শন,
কিন্তু অনেক লোকই বিশ্বাস করে না।

১৪০ আর নিঃসন্দেহ তোমার প্রতিপালক মহাশক্তি, কৃপাময়।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

১৪১ সামূদ পয়গাম্বরদের প্রত্যাখ্যান করেছিল।

১৪২ যখন তাদের ভাই সালিহ তাদের বলেছিলেন : তোমরা কি সীমা রক্ষা করবে না?

১৪৩ নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের কাছে একজন বিশ্বস্ত বাণী-বাহক;

১৪৪ সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো ও আমার অনুবর্তী হও।

১৪৫ আর এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না; আমার মজুরি বিশ্বজগতের পালয়িতার কাছে ভিন্ন নয়।

১৪৬ এখানে যা আছে তাতে কি তোমরা নিরাপদে থাকবে?

১৪৭ বাগানে আর ফোয়ারায়?

১৪৮ আর শস্যক্ষেতে আর ভারী-বাকলযুক্ত খেজুর গাছগুলোতে?

১৪৯ যদিও তোমরা পাহাড় খুদে বাড়ি তৈরি করো দক্ষতার গুণে?

১৫০ সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো আর আমার অনুসরণ করো;

১৫১ আর সীমা অতিক্রমকারীদের নির্দেশ মেনো না—

১৫২ যারা দেশে অহিত করে, আর তারা কল্যাণকারী নয়।

১৫৩ তারা বললে : তুমি একজন জাদুর বশীভূত (লোক) ভিন্ন নও;

১৫৪ তুমি আমাদের মতো মানুষ ভিন্ন আর কিছু নও; সেজন্য একটি নিদর্শন আনো যদি তুমি সত্যবাদী হও।

১৫৫ তিনি বললেন : এই একটি উষ্ট্রী; সে তার পানীয় পাবে আর তোমরা তোমাদের পানীয় পাবে নির্ধারিত সময়ে;

১৫৬ আর তাকে স্পর্শ ক'রো না মন্দ দিয়ে পাছে এক ভয়ঙ্কর দিনের শাস্তি তোমাদের ধরে।

১৫৭ কিন্তু তারা তার পা কেটে দিয়েছিল, আর পরে অনুতপ্ত হয়েছিল।

১৫৮ সেজন্য শাস্তি তাদের উপরে এসে পড়েছিল। নিঃসন্দেহ এতে আছে একটি নিদর্শন, কিন্তু অনেকেই বিশ্বাস করে না।

১৫৯ নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা মহাশক্তি, কৃপাময়।

নবম অনুচ্ছেদ

১৬০ আর লূতের লোকেরা পয়গাম্বরদের প্রত্যাখ্যান করেছিল।

১৬১ যখন তাদের ভাই লূত তাদের বলেছিলেন : তোমরা কি সীমা রক্ষা কববে না ?

১৬২ নিঃসন্দেহ আমি একজন বিশ্বস্ত রসুল তোমাদের কাছে :

১৬৩ সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো আর আমার অনুসরণ করো ;

১৬৪ আর আমি এব জন্য তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না ; আমার মজুরি বিশ্বজগতের পালয়িতার কাছে ভিন্ন নয়।

১৬৫ কী ! সব জীবের মধ্যে তোমরা এসেছ পুরুষদের কাছে ?

১৬৬ আর পরিত্যাগ করেছ স্ত্রীদের তোমাদের পালয়িতা যাদের তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন ? না—তোমরা সীমা অতিক্রম-কারী লোক।

১৬৭ তারা বললে : হে লূত, যদি না থামো তবে তুমি তাদের দলের হবে যাদের বার করে দেওয়া হয়।

১৬৮ নিঃসন্দেহ আমি তাদের দলের যারা তোমাদের আচরণ ঘৃণা করে।

১৬৯ হে আমার পালয়িতা, আমাকে ও আমার অনুবর্তীদের উদ্ধার করো তারা যা করে তা থেকে।

১৭০ অতএব আমি উদ্ধাব করেছিলাম তাঁকে আর তাঁর অনুবর্তীদের —সবার—

১৭১ একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ব্যতীত যে ছিল পেছনে-থেকে-যাওয়াদের মধ্যে।

১৭২ তার পর আমি অন্যদের ধ্বংস করেছিলাম সম্পূর্ণভাবে।

১৭৩ আর আমি তাদের উপরে বর্ষণ করেছিলাম এক বৃষ্টি—আর ভয়ঙ্কর ছিল সেই বৃষ্টি যাদের সাবধান করা হয়েছিল তাদের উপরে।

১৭৪ নিঃসন্দেহ এতে আছে এক নিদর্শন; কিন্তু তাদের অনেকে বিশ্বাস করে না।

১৭৫ আর নিঃসন্দেহ তোমার প্রতিপালক মহাশক্তি, কৃপাময়।

দশম অনুচ্ছেদ

১৭৬ বনের অধিবাসীরা (মাদিয়ানের লোকেরা) পয়গাম্বরদের প্রত্যাখ্যান করেছিল।

১৭৭ যখন শোয়েব তাদের বলেছিলেন: তোমরা কি সীমা রক্ষা করবে না?

১৭৮ নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের কাছে একজন বিশ্বস্ত বাণীবাহক।

১৭৯ সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো আর আমার অনুবর্তী হও।

১৮০ আর তার জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না, আমার মজুরি বিশ্বজগতের পালয়িতার কাছে ভিন্ন নয়;

১৮১ পুরো মাপ দাও, আর যারা কম দেয় তাদের দলের হ'য়ো না;

১৮২ আর জিনিসপত্র মাপো সই পাল্লায়।

১৮৩ আর লোকদের প্রাপ্য সম্বন্ধে তাদের ক্ষতি ক'রো না, আর খারাবি ক'রো না দেশে অহিত ক'রে।

১৮৪ আর তাঁর সীমা রক্ষা করো যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের ও পূর্ববর্তী পুরুষদের।

১৮৫ তারা বললে: তুমি জাদুর বশীভূত দলের ভিন্ন নও;

১৮৬ আর তুমি আমাদের মতো একজন মানুষ ভিন্ন নও; আর তোমাকে জানি নিঃসন্দেহ মিথ্যাবাদী বলে।

১৮৭ সেজন্য আকাশের এক অংশ আমাদের উপরে ফেলো যদি তুমি সত্যবাদীদের দলের হও।

১৮৮ তিনি বললেন: আমার প্রতিপালক ভালো জানেন কি তোমরা করো।

১৮৯ কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, সেজন্য তাদের উপরে এসে পড়েছিল অন্ধকার দিনের শাস্তি। নিঃসন্দেহ এটি ছিল এক ভয়ঙ্কর দিনের শাস্তি।

১৯০ নিঃসন্দেহ এতে রয়েছে একটি নিদর্শন, কিন্তু তাদের অনেকে বিশ্বাস করে না।

১৯১ আর নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা মহাশক্তি, কৃপাময়।

একাদশ অনুচ্ছেদ

১৯২ আর নিঃসন্দেহ এটি এক অবতরণ বিশ্বজগতের পালয়িতার তরফ থেকে;

১৯৩ এটি নিয়ে অবতরণ করেছেন রুহুল আমীন (জিব্রিল)—

১৯৪ তোমার হৃদয়ের উপরে, যেন তুমি সতর্ককারীদের অন্যতম হতে পারো—

১৯৫ স্পষ্ট আরবী ভাষায়।

১৯৬ আর নিঃসন্দেহ এটি আছে প্রাচীনদের গ্রন্থে।

১৯৭ এ কি তাদের কাছে একটি নিদর্শন নয় যে ইসরাইলবংশীয়দের বিদ্বানরা এটি জানে?*

১৯৮ আর আমি যদি এটি অবতীর্ণ করতাম কোনো ভিন্ন দেশীয়ের কাছে,

---

* ইহুদীরা তাদের গ্রন্থ থেকে জানতো যে আরবদের একজন পয়গাম্বরের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

১৯৯ আর সে তা তাদের কাছে আবৃত্তি করতো, তাহলে তাতে তারা বিশ্বাস করতো না।

২০০ এইভাবে আমি এটিকে প্রবিষ্ট করিয়েছি অপরাধীদের হৃদয়ের মধ্যে।

২০১ তারা এতে বিশ্বাস করবে না যে পর্যন্ত না তারা দেখে কঠিন শাস্তি ;

২০২ আর তা তাদের কাছে আসবে অতর্কিতে যখন তারা টের পাবে না।

২০৩ তখন তারা বলবে : আমাদের কি বিরাম দেওয়া হবে ?

২০৪ কী, তারা কি এখনও আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায় ?

২০৫ তবে কি তুমি দেখেছ, যদি তাদের ধনসম্পদ উপভোগ করতে দিয়ে থাকি দীর্ঘদিন,

২০৬ তার পর তাদের কাছে উপস্থিত হয় যার কথা তাদের বলা হয়েছিল—

২০৭ তাদের যা উপভোগ করতে দেওয়া হয়েছিল তা তাদের কাজে আসে না ?

২০৮ আর আমি কোনো বসতি ধ্বংস করি নি যার সতর্ককারী ছিল না,

২০৯ স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য ; আর আমি কখনো অন্যায়কারী নই।

২১০ আর শয়তানরা এ নিয়ে অবতরণ করে নি ;

২১১ আর তা তাদের যোগ্য নয়, আর তাদের সে ক্ষমতা নেই।

২১২ নিঃসন্দেহ বহুদূরে অবস্থিত তারা এটি শোনা থেকে।

২১৩ সেজন্য আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য উপাস্যকে ডেকো না পাছে তুমি তাদের দলের হও যাদের শাস্তি লাভ ঘটে।

২১৪ আর তোমার নিকটতম আত্মীয়দের সাবধান করো ;

২১৫ আর তোমার ডানা আনত করো (করুণায়) সেই বিশ্বাসীদের
প্রতি যারা তোমার অনুসরণ করে।

২১৬ কিন্তু যদি তারা তোমার অবাধ্য হয়, তবে বলো : নিঃসন্দেহ
আমি মুক্ত তারা যা করে সে সম্বন্ধে।

২১৭ আর নির্ভর করো মহাশক্তি কৃপাময়ের উপরে।

২১৮ যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দাঁড়াও (প্রার্থনার) জন্য,

২১৯ (আর যিনি দেখেন) তোমার বার বার নত হওয়া তাদের সঙ্গে
যারা সেজদা করে আল্লাহ্‌র সামনে।

২২০ নিঃসন্দেহ তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা।

২২১ আমি কি (তার কথা) তোমাদের বলবো যার উপরে
শয়তানরা অবতরণ করে ?

২২২ তারা অবতরণ করে প্রত্যেক মিথ্যাচারী পাপীর উপরে ;

২২৩ তারা তাদের কান পাতে, আর তারা অনেকেই মিথ্যাবাদী।

২২৪ আর কবিদের—যারা ভ্রান্ত তারা তাদের অনুসরণ করে।

২২৫ তুমি কি দেখো না তারা দিশাহারা হ'য়ে ঘুরে বেড়ায় প্রত্যেক
উপত্যকায় ?

২২৬ আর তারা তাই বলে যা তারা করে না ?—

২২৭ তারা ব্যতীত যারা বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে, আর
আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে প্রচুরভাবে, আর আত্মরক্ষা করে
অত্যাচারিত হবার পরে। আর যারা অন্যায় করে তারা জানবে
কোন্ শেষ ফিরবার জায়গায় তারা ফিরবে।

* বুখারী শরীফে আছে : এই আয়াত অবতীর্ণ হলে হযরত মক্কার সাফা পর্বতের উপরে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক গোত্রকে নাম ধরে ডাকলেন, আর সবাই একত্রিত হলে তাদের বললেন : যদি বলি এক বড় সৈন্যদল তোমাদের আক্রমণ করবার জন্য উপত্যকায় অপেক্ষা করছে তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে ? তারা বললে : হাঁ, কেন না সত্য ভিন্ন আর কিছু আমরা তোমার মুখ থেকে বার হতে দেখি নি। তখন হযরত বললেন : যে শাস্তি আসছে আমি তোমাদের কাছে তার জন্য সতর্ককারী। তখন আবুলাহাব বলে উঠল : তুমি নিপাত যাও—এর জন্য তুমি আমাদের ডেকেছিলে ?

আন্-নম্ল্

[কোর্আন শরীফের ২৭ সংখ্যক সূরা আন্-নম্ল্—পিপীলিকা বা পিঁপড়ে। কারো কারো মতে নম্ল্ ছিল এক প্রাচীন আরব উপজাতির নাম। তেমনি এই সূরায় উক্ত পাখির দল বলতে তাঁরা বুঝেছেন অশ্বারোহী সৈন্যদল, হুদহুদ বলতে বুঝেছেন একজন লোকের নাম, আর জিন্ বলতে বুঝেছেন বিদেশী সৈন্য। এটি মধ্য মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ তা-সিন্—সদয় শ্রোতা (আল্লাহ্)। এসব হচ্ছে কোর্আনের নির্দেশাবলী আর একটি গ্রন্থ যা স্পষ্ট করে—

২ একটি পথ নির্দেশ ও সুসংবাদ বিশ্বাসীদের জন্য—

৩ যারা উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে, আর যাকাত দেয়, আর সন্দেহহীন পরকাল সম্বন্ধে।

৪ আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে না—নিঃসন্দেহ আমি তাদের কাজকে তাদের জন্য করেছি চিত্তাকর্ষক, ফলে তারা ঘুরে বেড়ায় অন্ধভাবে।

৫ এরাই তারা যাদের লাভ হবে এক মন্দ শাস্তি, আর পরকালে তারা হবে সব চাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত।

৬ আর নিঃসন্দেহ তুমি কোর্আন লাভ করো এক জ্ঞানী ওয়াকিফহালের কাছ থেকে।

৭ যখন মূসা তাঁর পরিজনদের বললেন : নিঃসন্দেহ আমি আগুন দেখছি, আমি তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু সংবাদ আনবো, অথবা তা থেকে তোমাদের জন্য আনবো একটি জ্বলন্ত অঙ্গার যেন তোমরা নিজেদের উত্তপ্ত করতে পারো।

৮ অতঃপর তিনি যখন এর কাছে এলেন, একটি ধ্বনি হোলো এই
বলে : পুণ্যময় যে কেউ এই আগুনের ভিতরে আর যা কিছু
এই পরিমণ্ডলে ; আর মহিমা কীর্তিত হোক আল্লাহ্‌র—বিশ্ব-
জগতের পালয়িতার ;

৯ হে মূসা, নিঃসন্দেহ আমি আল্লাহ্‌, মহাশক্তি, কৃপাময় ।

১০ আর তোমার আসা ফেলো। আর যখন তিনি তা দেখলেন
চলন্ত যেন একটি সাপ, তিনি ফিরলেন সোজা দৌড় দিতে।
(কিন্তু তাঁকে বলা হোলো) হে মূসা, ভয় পেয়ো না, নিঃসন্দেহ
রসুলরা আমার সামনে ভীত হবে না,

১১ সে ব্যতীত যে অন্যায় করেছে ; * আর পরে সে মন্দের বদলে
ভালো করেছে,—তবে নিঃসন্দেহ আমি ক্ষমাশীল, কৃপাময় ।

১২ আর তোমার হাত ঢুকোও তোমার পোষাকের বুকে, তা
বেরিয়ে আসবে সাদা কোনো ব্যাধি ব্যতীত। (এটি হবে)
ফেরাউন ও তার লোকদের কাছে নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত ;
নিঃসন্দেহ তারা সীমা অতিক্রমকারী লোক ।

১৩ তার পর যখন আমার পরিষ্কার নির্দেশাবলী তাদের কাছে এলো,
তারা বললে : এ স্পষ্ট জাদু—।

১৪ আর তারা সেসব প্রত্যাখ্যান করলে অন্যায়ভাবে আর
অহঙ্কারে কিন্তু তাদের অন্তর সেসব স্বীকার করেছে। তবে
দেখো কি পরিণাম হয়েছিল অহিতকারীদের ।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১৫ নিঃসন্দেহ আমি দাউদ ও সোলায়মানকে জ্ঞান দিয়েছিলাম,
আর তাঁরা উভয়ে বলেছিলেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি
আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তাঁর অনেক বিশ্বাসী দাসের উপরে।

* হযরত মূসা পূর্বে মিসরে একটি অপরাধ করেছিলেন।

১৬ আর সোলায়মান ছিলেন দাউদের উত্তরাধিকারী—আর তিনি
বলেছিলেন : হে জনগণ, আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে
পাখিদের ভাষা, আর আমাদের দেওয়া হয়েছে (প্রাচুর্য) সব
জিনিস থেকে ; নিঃসন্দেহ এ স্পষ্ট অনুগ্রহ-প্রাচুর্য।

১৭ আর সোলায়মানের কাছে সংগৃহীত হয়েছিল তাঁর জিনের ও
মানুষদের আর পাখিদের সৈন্যদল, আর তাদের সাজানো
হয়েছিল যুদ্ধের শৃঙ্খলায়—

১৮ যে পর্যন্ত না তাঁরা এসেছিলেন পিঁপড়েদের উপত্যকায় ; একটি
পিঁপড়ে বললে : ও হে পিঁপড়েরা, তোমাদের ঘরে ঢোকো
(যেন) সোলায়মান ও তার সৈন্যদল তোমাদের দলিত করতে
না পারে না বুঝে'।

১৯ সুতরাং তিনি হাসলেন তার কথায় বিস্মিত হ'য়ে আর
বললেন : হে আমার পালয়িতা ; আমাকে সচেতন করো
তোমার অনুগ্রহাবলীর জন্য কৃতজ্ঞ হতে যা তুমি দিয়েছ
আমাকে আর আমার পিতামাতাকে, আর আমি যেন ভালো
করি যার প্রতি তুমি প্রসন্ন, আর আমাকে প্রবেশ করাও
তোমার করুণার দ্বারা তোমার সাধু-আত্মা দাসদের মধ্যে।

২০ আর তিনি পাখিদের মধ্যে খোঁজ নিলেন, আর বললেন : এ
কেমন, হুদহুদকে দেখছি না কেন ? অথবা সে কি গরহাজিরদের
মধ্যে ?

২১ নিঃসন্দেহ আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেবো, অথবা তাকে হত্যা
করবো, অথবা সে আমার কাছে আনবে স্পষ্ট অজুহাত।

২২ আর সে বেশি দেরি করে নি, তারপর বললেন : আমি এক
ব্যাপারের খোঁজ পেয়েছি যা তোমরা জানো না, আর আমি
তোমার কাছে শেবা থেকে নির্ভুল খবর এনেছি।

২৩ নিঃসন্দেহ আমি দেখেছি একজন স্ত্রীলোক সেখানে রাজত্ব
করছে; আর তার আছে বহু কিছু; আর তার সিংহাসন
মহাশক্তিশালী।

২৪ আর তাকে আর তার লোকদের দেখলাম তারা সূর্যকে সেজদা
করে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে, আর শয়তান তাদের কাজকে তাদের
জন্য চিত্তাকর্ষক করেছে আর এইভাবে তাদের পথ থেকে
ফিরিয়েছে—সেজন্য তারা পথের অনুসারী নয়;

২৫ তারা আল্লাহ্‌কে সেজদা করে না যিনি প্রকাশ করেন যা কিছু
আছে আকাশে ও পৃথিবীতে, আর জানেন কি তোমরা লুকোও
আর কি তোমরা প্রকাশ করো;

২৬ আল্লাহ্—কোনো উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন; তিনি প্রভু
মহাসিংহাসনের।

২৭ (তিনি) বললেন: আমি দেখবো তুমি সত্য বলেছ, না, তুমি
মিথ্যাবাদীদের দলের;

২৮ এই আমার চিঠি নিয়ে যাও আর এটি তাদের মধ্যে ফেলে দাও,
তার পর তাদের থেকে ফিরে এসো আর দেখো কি তারা
ফেরত পাঠায়।

২৯ (শেবার রানী) বললে: হে প্রধানগণ, আমার কাছে পৌঁছে
দেওয়া হয়েছে এক সম্মানিত লেখন;

৩০ নিঃসন্দেহ তা সোলায়মানের থেকে; আর নিঃসন্দেহ তা
করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে:

৩১ আমার বিরুদ্ধে নিজেদের উঁচু ক'রো না আর আমার কাছে
এস আত্মসমর্পিত হয়ে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৩২ সে (রানী) বললে: হে প্রধানগণ, আমার করণীয় সম্বন্ধে

উপদেশ দাও ; আমি কোনো ব্যাপারের মীমাংসা করি না যে পর্যন্ত না তোমরা উপস্থিত থাকো।

৩৩ তারা বললে : আমরা বলের অধিকারী আর অনমনীয় বিক্রমেরও অধিকারী ; আর হুকুম তোমার ; সেজন্য দেখো কি হুকুম তুমি দেবে।

৩৪ সে বললে : নিঃসন্দেহ রাজারা যখন কোনো শহরে প্রবেশ করে তখন তা ধ্বংস করে আর তার লোকদের শ্রেষ্ঠদের লাঞ্ছিত করে, আর এইভাবেই তারা আচরণ করে ;

৩৫ আর আমি তাদের পাঠাতে চাচ্ছি একটি উপহার, আর আমি অপেক্ষা করবো কি (উত্তর) দূতরা আনে।

৩৬ এর পর সে (দূত) যখন সোলায়মানের কাছে এলো তিনি বললেন : কী, তোমরা আমাকে ধন দিয়ে সাহায্য করবে ? কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়েছেন তা শ্রেষ্ঠ তোমাদের তিনি যা দিয়েছেন তার চাইতে ; না, তোমরা তোমাদের উপহার সম্বন্ধে গর্বিত।

৩৭ তাদের কাছে ফিরে যাও ; আমরা নিঃসন্দেহ তাদের মোকাবেলা করবো সৈন্যদল দিয়ে যাদের বাধা দেবার ক্ষমতা তাদের হবে না ; আর নিঃসন্দেহ তাদের আমরা সেখান থেকে তাড়িয়ে দেবো লাঞ্ছিত ক'রে ; আর তারা হীন হয়ে যাবে।

৩৮ তিনি বললেন : হে প্রধানরা ; তোমাদের কে আমার জন্য আনতে পারে তার (রানীর) জন্য একটি সিংহাসন তাদের আমার কাছে আত্মসমর্পিত হয়ে আসার পূর্বে ?

৩৯ জিনদের মধ্যেকার এক জোয়ান বললে : আমি তা তোমার কাছে আনবো তোমার স্থান ছেড়ে যাবার পূর্বে, আর নিঃসন্দেহ আমি বলশালী, আর বিশ্বস্ত এর জন্য।

৪০ গ্রন্থের জ্ঞান যার ছিল এমন একজন বললে : আমি তা তোমার কাছে আনবো নিমেষমাত্রে। তার পর যখন তিনি তা তাঁর পার্শ্বে স্থাপিত দেখলেন তিনি বললেন : এ আমার পালয়িতার অনুগ্রহপ্রাচুর্য থেকে যেন তিনি আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন আমি কৃতজ্ঞ অথবা অকৃতজ্ঞ ; আর যে কেউ কৃতজ্ঞ হয় সে কৃতজ্ঞ হয় তার অন্তরাত্মার জন্য, আর যে কেউ অকৃতজ্ঞ হয় —তবে নিঃসন্দেহ আমার প্রতিপালক অনন্যনির্ভর, সম্মানিত।

৪১ তিনি বললেন : তার সিংহাসন তার জন্য বদলে দাও, আমি দেখবো সে ঠিক পথে চলে অথবা সে তাদের দলের যারা ঠিক পথে চলে না।

৪২ অতঃপর যখন সে এলো, বলা হোলো : তোমার সিংহাসন কি এই রকমের ? সে বললে : এ যেন একই। আর (সোলায়মান বললেন :) আমাদের তার পূর্বেই জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল আর আমরা (আল্লাহ্‌তে) আত্মসমর্পিত হয়েছি।

৪৩ আর সে আল্লাহ্‌ ভিন্ন যার উপাসনা করতো তা তাকে বাধা দিয়েছিল ; নিঃসন্দেহ সে ছিল এক অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের।

৪৪ তাকে বলা হোলো : দরবারকক্ষে প্রবেশ করো। কিন্তু যখন সে তা দেখলো—সে মনে করলে তা এক বিস্তৃত জলখণ্ড, আর সে পা অনাবৃত করলো। তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ এ দরবারকক্ষ, মসৃণ করা হয়েছে কাচ দিয়ে। সে বললে : হে আমার পালয়িতা, নিঃসন্দেহ আমি নিজের প্রতি অন্যায় করেছি, আর সোলায়মানের সঙ্গে আমি আল্লাহ্‌তে আত্মসমর্পণ করি (যিনি) বিশ্বজগতের পালয়িতা।

* অর্থাৎ কাচকে জল বলে' ভুল করার মতো বিশ্বের একমাত্র পালয়িতা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে ভুল করেছি।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৪৫ আর নিঃসন্দেহ আমি সামূদ জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই সালিহ্‌কে এই বলে : আল্লাহ্‌র উপাসনা করো। আর দেখো তারা দুইদল হোলো—পরস্পরের সঙ্গে বিবাদরত।

৪৬ তিনি বললেন : হে আমার জাতি, কেন তোমরা মন্দকে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ ভালোর পূর্বে? কেন তোমরা আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা করো না যেন তোমরা করুণা লাভ করতে পারো।

৪৭ তারা বললে : তোমার ও তোমার অনুবর্তীদের জন্য আমরা অমঙ্গল আশঙ্কা করছি। তিনি বললেন : তোমাদের অমঙ্গলের আশঙ্কা আল্লাহ্‌ থেকে; না, তোমরা (এমন) একটি জাতি যাদের পরীক্ষা হচ্ছে।

৪৮ আর শহরে ছিল নয় জন যারা দেশে অহিত করেছিল, আর ভালো পথে চলে নি।

৪৯ তারা বললে : আল্লাহ্‌র নামে পরস্পরের কাছে শপথ করো যে নিঃসন্দেহ আমরা তার ও তার পরিজনদের উপরে হঠাৎ আক্রমণ করবো, তার পর আমরা তার উত্তরাধিকারীকে বলবো আমরা তার পরিজনদের মেরে ফেলা দেখি নি, আর নিঃসন্দেহ আমরা সত্যবাদী।

৫০ আর তারা এক চক্রান্ত করেছিল, আর আমিও এক চক্রান্ত করেছিলাম, আর তারা তা বুঝতে পারে নি।

৫১ তবে দেখো কি হয়েছিল তাদের চক্রান্তের পরিণাম, কেন না নিঃসন্দেহ আমি ধ্বংস করেছিলাম তাদের আর তাদের জাতি —সবাইকে।

৫২ তাই এই তাদের গৃহ—বিধ্বস্ত, কেন না তারা ছিল অন্যায়কারী। নিঃসন্দেহ এতে আছে একটি নিদর্শন সেই লোকদের জন্য যারা জানে।

---

* হযরতের বিপক্ষদল তাঁর বিরুদ্ধে এমন একটি ষড়যন্ত্র করেছিল।

৫৩ আর আমি উদ্ধার করেছিলাম তাদের যারা ছিল বিশ্বাসী আর সীমারক্ষাকারী।

৫৪ আর (আমি পাঠিয়েছিলাম) লুতকে ; যখন তিনি তাঁর জাতিকে বলেছিলেন : তোমরা কি জঘন্যতা আচরণ করবে জেনে ?

৫৫ তোমরা কি পুরুষদের চাইবে নারীদের পরিবর্তে ? না, তোমরা একটি সম্প্রদায় যারা অতি অজ্ঞের মতো কাজ করো।

৫৬ কিন্তু তাঁর লোকদের উত্তর আর কিছু ছিল না এই ভিন্ন যে তারা বলেছিল : লুতের অনুবর্তীদের তোমাদের শহর থেকে বার করে দাও—নিঃসন্দেহ তারা পবিত্র থাকার দলের।

৫৭ কিন্তু আমি তাঁকে ও তাঁর অনুবর্তীদের উদ্ধার করেছিলাম, তাঁর স্ত্রীকে ভিন্ন, আমি তার জন্য বিধান করেছিলাম—সে হবে পেছনে রয়ে যাওয়া দলের।

৫৮ আর আমি তাদের উপরে বর্ষণ করেছিলাম এক বৃষ্টি, আর যাদের সাবধান করা হয়েছিল তাদের উপরে বর্ষণ ছিল ভয়ঙ্কর।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৫৯ বলো : প্রশংসা আল্লাহ্‌র, আর শান্তি তাঁর দাসদের উপরে যাঁদের তিনি নির্বাচিত করেছেন। আল্লাহ্‌ ভালো, না, যাকে তারা (আল্লাহ্‌র) অংশী করেছে ?

বিংশ খণ্ড

৬০ না—তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী, আর আকাশ থেকে তোমাদের জন্য পাঠান পানী, তার পর তার দ্বারা আমি গড়ে তুলি সুন্দর বাগান। তোমাদের পক্ষে

সম্ভবপর নয় যে তোমরা তাদের গাছপালা বাড়িয়ে তুলবে। আল্লাহ্‌র সঙ্গে কি অন্য এক উপাস্য আছে? না—তারা বিপথে যাওয়া জাতি।

৬১ অথবা যিনি পৃথিবীকে করেছেন এক বিশ্রামের জায়গা, আর তার ভাঁজে ভাঁজে সৃষ্টি করেছেন বহু নদী, তার উপরে দাঁড় করিয়েছেন পাহাড়দের, আর দুই সমুদ্রের মধ্যে তৈরি করেছেন ব্যবধান। আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য উপাস্য আছে কি? না, তারা অনেকেই জানে না,

৬২ অথবা, যিনি বিপন্ন ব্যক্তির জবাব দেন যখন সে তাঁকে ডাকে, আর তার বিপদ দূর ক'রে দেন; আর তিনি তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন। আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য উপাস্য আছে কি? না—তারা অনেকেই জানে না।

৬৩ অথবা যিনি তোমাদের চালিত করেন স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে আর তিনি বাতাসদের পাঠান তাঁর করুণার পূর্বে সুসংবাদ-দাতারূপে। আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য উপাস্য আছে কি? বহু উর্ধ্বে থাকুন আল্লাহ্ তারা তাঁর যেসব অংশী দাঁড় করায় সেসব থেকে।

৬৪ অথবা যিনি প্রথম সৃষ্টি করেন তার পর পুনঃ সৃষ্টি করেন আর যিনি তোমাদের জীবিকা দেন আকাশ ও পৃথিবী থেকে। আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য উপাস্য আছে কি? বলো: তোমাদের প্রমাণ আনো যদি সত্যবাদী হও।

৬৫ বলো: আকাশে ও পৃথিবীতে অদৃশ্য সম্বন্ধে কেউ জানে না আল্লাহ্ ভিন্ন, আর তারা জানে না কখন তাদের তোলা হবে।

৬৬ না—কিন্তু তাদের জ্ঞান কি পরকাল পর্যন্ত পৌঁছয়? না, কেন না তারা এ সম্বন্ধে সন্দেহে আছে। না—কেন না তারা তা দেখতে পায় না।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৬৭ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে : কী, যখন আমরা হয়েছি
ধুলো, আর আমাদের পূর্বপুরুষরাও, তখন কি সত্যই আমাদের
নিয়ে আসা হবে ?
৬৮ নিঃসন্দেহ আমাদের পূর্বে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল আমাদের
আর আমাদের পূর্বপুরুষদের : এসব প্রাচীনকালের লোকদের
সম্বন্ধে গল্প বৈ নয়।
৬৯ বলো : পৃথিবীতে ভ্রমণ করো আর তার পর দেখো, কি পরিণাম
হয়েছিল অপরাধীদের।
৭০ আর তাদের কারণে দুঃখ ক'রো না, আর বিপন্ন বোধ ক'রো
না তারা যে চক্রান্ত করে তার জন্য।
৭১ আর তারা বলে : আর এই ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে—যদি সত্য-
বাদী হও ?
৭২ বলো : হতে পারে তোমরা যা ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ তার কিছু
তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছে।
৭৩ আর নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা হচ্ছেন মানুষদের জন্য
প্রাচুর্যের রাজাধিরাজ, কিন্তু তাদের অনেকে কৃতজ্ঞ নয়।
৭৪ আর নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা জানেন তাদের বুক কি
লুকোয় আর কি তারা প্রকাশ করে।
৭৫ আর আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কিছুই লুকোনো নেই যা নেই
এক স্পষ্ট লেখায়।
৭৬ নিঃসন্দেহ এই কোর্‌আন ইসরাইলবংশীয়দের কাছে বর্ণনা করছে
তারা যে বিষয়ে মতভেদ করে সে সম্বন্ধে অনেক কিছু।
৭৭ আর নিঃসন্দেহ এটি এক পথনির্দেশ আর করুণা বিশ্বাসীদের
জন্য।

৭৮ নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা তাদের মধ্যে বিচার করবেন তাঁর হুকুমের দ্বারা, আর তিনি মহাশক্তি, জ্ঞাতা।

৭৯ সেজন্য আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করো, নিঃসন্দেহ তুমি স্পষ্ট সত্যের উপরে।

৮০ নিশ্চয় তুমি মৃতকে শোনাতে পারো না, আর তুমি বধিরকে ডাক শোনাতে পারো না যখন তারা পিছে হঠছে ;

৮১ তুমি অন্ধদের চালক হতে পারো না তাদের ভ্রান্তি থেকে। তুমি শোনাতে পারো না তাদের ভিন্ন যারা আমার নির্দেশাবলীতে বিশ্বাস করে, সেজন্য তারা আত্মসমর্পণ করে।

৮২ আব যখন বাণী তাদের বিরুদ্ধে সত্য হয়েছে তখন আমি তাদের জন্য আনবো পৃথিবী থেকে এক জন্তু * তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে, কেন না আমার প্রত্যাদেশে মানুষেরা বিশ্বাস করে নি।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৮৩ আর সেইদিন—যখন আমি প্রত্যেক জাতি থেকে সংগ্রহ করবো তাদের একটি বাহিনী যারা আমার নির্দেশসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল, তার পর তাদের শ্রেণীবদ্ধ করা হবে ;

৮৪ যে পর্যন্ত না তারা আসবে (তাদের পালয়িতার সামনে) ; তিনি তাদের বলবেন : তোমরা কি আমার নির্দেশসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিলে যখন তোমরা জ্ঞানে তার ধারণা করতে পারো নি ? অথবা কি তা যা তোমরা করেছিলে ?

৮৫ আর বাণী তাদের সম্বন্ধে সত্য হবে যেহেতু তারা ছিল অন্যায়-কারী ; সেজন্য তারা কথা বলবে না।

৮৬ তোমরা কি দেখো না যে আমি রাত্রি সৃষ্টি করেছি যেন তারা তাতে বিশ্রাম করতে পারে ; আর দিন, দৃষ্টি দানের জন্য ? নিঃসন্দেহ এতে আছে নির্দেশসমূহ সেই লোকদের জন্য যারা বিশ্বাস করে।

---

* অর্থাৎ যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ মহামারী ইত্যাদি বিপৎপাত।

৮৭ আর যেদিন শৃঙ্গধ্বনি হবে—তখন যারা আকাশে আছে আর
যারা পৃথিবীতে আছে সবাই ভীত হবে, আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা
করেন সে ব্যতীত আর সবাই তাঁর কাছে আসবে হৃতদর্প হয়ে।
৮৮ আর তুমি দেখছ পাহাড়দের, ভাবছ তারা জমাট, আর তারা
চলে যাবে মেঘদের চলে যাবার মতো—আল্লাহ্‌র হাতের কাজ
যিনি প্রত্যেক কাজ করেছেন পুরোপুরিভাবে। নিঃসন্দেহ
তিনি জানেন তোমরা যা করো।
৮৯ যে কেউ একটি ভালো কাজ আনে, সে তার চাইতে ভালো
পাবে, আর তারা নিরাপদ থাকবে সেইদিনের ভয় থেকে।
৯০ আর যে কেউ মন্দ আনে, তারা তাদের মুখের উপরে নিক্ষিপ্ত
হবে আগুনে, তোমরা কি পাবে যা করছ তার প্রাপ্য ভিন্ন
আর কিছু ?
৯১ আমাকে কেবল নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই শহরের প্রতি-
পালকের উপাসনা করতে—যিনি একে পবিত্র করেছেন, আর
তাঁরই সবকিছু, আর আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে
আমি আত্মসমর্পিতদের অন্তর্ভুক্ত হবো।
৯২ আর আমি কোর্‌আন আবৃত্তি করবো। সেজন্য যে কেউ পথে
চলে সে পথে চলে তার নিজের অন্তরাত্মার জন্য, আর যে কেউ
বিপথে যায়,—তবে বলো : আমি একজন সতর্ককারী মাত্র।
৯৩ আর বলো : প্রশংসা আল্লাহ্‌র, তিনি তোমাদের দেখাবেন
তাঁর নিদর্শনসমূহ। ফলে তোমরা সেসব চিনবে : আর
তোমাদের পালয়িতা অমনোযোগী নন তোমরা যা করো সে
সম্বন্ধে।

আল্‌-কাসাস

[কোর্‌আন শরীফের ২৮ সংখ্যক সূরা আল্‌-কাসাস—কাহিনী। এতে প্রধানতঃ হযরত মূসার কাহিনী বলা হয়েছে।

এটি অন্ত্য-মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ তা—সিন্‌—মীম্‌—সদয় শ্রোতা ওয়াকিফহাল (আল্লাহ্‌)।

২ এসব হচ্ছে সেই গ্রন্থের শ্লোকসমূহ যা সুস্পষ্ট করে।

৩ আমি তোমার কাছে আবৃত্তি করছি মূসা ও ফেরাউনের কাহিনী থেকে সত্যের সঙ্গে, যারা বিশ্বাস করে সেই লোকদের জন্য।

৪ নিঃসন্দেহ ফেরাউন নিজেকে দেশে খুব প্রতাপশালী করেছিল আর লোকদের শ্রেণীতে ভাগ করেছিল, তাদের এক শ্রেণীকে সে নির্যাতিত করেছিল—হত্যা করেছিল তাদের পুত্রদের আর রক্ষা করেছিল তাদের নারীদের। নিঃসন্দেহ সে ছিল অহিত-কারীদের অন্যতম।

৫ আর আমি চেয়েছিলাম তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে যাদের দেশে দুর্বল জ্ঞান করা হোতো, আর তাদের নেতা করতে, আর তাদের উত্তরাধিকারী করতে।

৬ আর তাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে, আর ফেরাউন আর হামান আর তাদের সৈন্যদলকে তা দেখাতে যা তারা তাদের থেকে ভয় করেছিল।

৭ আর আমি মূসার মাতাকে প্রেরণা দিয়েছিলাম এই বলে' : তাকে দুধ দাও, তার পর যখন তার সম্বন্ধে ভয় করো তখন তাকে নদীতে ফেলে দাও, আর ভয় ক'রো না আর দুঃখ

ক'রো না, নিঃসন্দেহ আমি তাকে ফিরিয়ে আনবো তোমার
কাছে, আর তাকে একজন রসুল করবো।

৮ আর ফেরাউনের পরিজন থেকে তাঁকে তুলে নিলে যেন তিনি
তাদের জন্য হতে পারেন এক শত্রু আর এক দুঃখ, নিঃসন্দেহ
ফেরাউন আর হামান আর তাদের সৈন্যদল ছিল অপরাধী।

৯ আর ফেরাউনের স্ত্রী বললে : আমার ও তোমার—চোখের মণি
—একে হত্যা ক'রো না, হতে পারে সে আমাদের কাজে
লাগবে, অথবা তাকে আমরা গ্রহণ করবো পুত্ররূপে। আর
তারা বুঝতে পারে নি।

১০ আর মূসার মাতার হৃদয় হয়েছিল শূন্য ; সে হয়তো তার কথা
প্রকাশ করতো যদি আমি তার হৃদয়ে বল না দিতাম যেন সে
হতে পারে বিশ্বাসীদের অন্যতম।

১১ আর সে তাঁর (মূসার) বোনকে বললে : পেছনে পেছনে যাও।
কাজেই সে তার প্রতি লক্ষ্য রেখেছিল দূর থেকে ; আর তারা
তা বুঝতে পারে নি।

১২ আর আমি পূর্বেই তার জন্য স্তনপান নিষিদ্ধ করেছিলাম ;
সুতরাং সে বললে : তোমাদের কি বলবো একটি গৃহের
লোকদের কথা যারা তোমাদের হ'য়ে তার লালন-পালন
করতে পারে ও তার যত্ন নিতে পারে ?

১৩ অতএব আমি তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম তাঁর মাতাকে যেন
তাঁর (মাতার) চোখ তৃপ্ত হতে পারে আর যেন সে দুঃখ না
করে, আর যেন সে জানে যে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। কিন্তু
তাদের অনেকেই জানে না।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১৪ আর যখন তিনি তাঁর পূর্ণ শক্তি লাভ করলেন ও সুপরিণত

হলেন তখন আমি তাঁকে দিলাম জ্ঞান ও বিদ্যা। এইভাবে আমি প্রতিদান দিই সৎকর্মশীলদের।

১৫ আর তিনি শহরে প্রবেশ করেছিলেন লোকেরা যখন ছিল অসতর্ক; তিনি দেখলেন দুইজন লোক—সেখানে মারামারি করছে, তাদের একজন তাঁর সম্প্রদায়ের আর অপরজন তাঁর শত্রুপক্ষের; আর তাঁর সম্প্রদায়ের লোকটি চিৎকার ক'রে তাঁর কাছে সাহায্য চাইলো তার শত্রুর দলের লোকটির বিরুদ্ধে, ফলে মূসা তাকে আঘাত করলেন তাঁর মুষ্টি দিয়ে, আর তাকে মেরে ফেললেন। তিনি বললেন: এ শয়তানের কাজের ফলে, নিঃসন্দেহ সে একজন শত্রু—স্পষ্টভাবে বিপথে নেয়।

১৬ তিনি বললেন: হে আমার পালয়িতা, নিঃসন্দেহ আমি আমার অন্তরাত্মার প্রতি অন্যায় করেছি, সেজন্য আমাকে ক্ষমা করো। তার পর তিনি তাঁকে ক্ষমা করলেন, নিঃসন্দেহ তিনি ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

১৭ তিনি বললেন: হে আমার পালয়িতা, যেহেতু তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ সেজন্য কোন অপরাধীদের পৃষ্ঠপোষক হবো না।

১৮ আর ভোরে তাঁকে দেখা গেল শহরে—ভীত সতর্ক, তখন যে তাঁর সাহায্য চেয়েছিল পূর্বদিন সে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলো। মূসা তাকে বললেন: তুমি স্পষ্টই ভুল ক'রে চলেছ।

১৯ আর যখন তিনি তাকে ধরবার উপক্রম করেছেন যে ছিল তাঁদের দুইজনের শত্রু, সে বললে: হে মূসা, তুমি কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও যেমন একজনকে কাল মেরে ফেলেছিলে? তুমি কেবল চাও দেশে জবরদস্তি করতে আর তুমি চাও না যারা সৎকর্মশীল তাদের দলের হতে।

২০ আর একটি লোক দৌড়ে এলো শহরের দূরতম প্রান্ত থেকে। সে বললে: হে মূসা, নিঃসন্দেহ প্রধানরা পরস্পরের সঙ্গে

পরামর্শ করেছে তোমাকে মেরে ফেলতে, সেজন্য পালিয়ে যাও, নিঃসন্দেহ আমি তাদের দলের যারা তোমার ভালো চায়।

২১ সুতরাং তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন, ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে, (আর) তিনি বললেন: হে আমার পালয়িতা, আমাকে উদ্ধার করো অন্যায়কারী লোকদের থেকে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২২ আর তিনি তাঁর মুখ ফেরালেন মাদিয়ানের দিকে; তিনি বললেন: হতে পারে আমার পালয়িতা আমাকে ঠিক পথে চালাবেন।

২৩ আর যখন তিনি মাদিয়ানের জলখণ্ডের কাছে এলেন, তিনি সেখানে দেখলেন একদল লোক জল খাওয়াচ্ছে; আর তাদের এক পার্শ্বে দেখলেন দুইজন স্ত্রীলোক (তাদের ভেড়াগুলো) ঠেকিয়ে রেখেছে। তিনি বললেন: তোমাদের কি হয়েছে? তারা বললেন: আমরা জল খাওয়াতে পারি না যে পর্যন্ত না রাখালরা (তাদের ভেড়া) জল থেকে নিয়ে যায়; আর আমাদের পিতা খুব বুড়ো মানুষ।

২৪ সুতরাং তিনি (তাদের ভেড়াদের) পানী খাওয়ালেন, তার পর ছায়ায় ফিরে গেলেন আর বললেন: হে আমার পালয়িতা; নিঃসন্দেহ আমি ভিখারী তুমি যে কল্যাণ পাঠাও তারই।

২৫ তার পর সেই দুইজন স্ত্রীলোকের একজন তার কাছে এলো লাজুকভাবে হেঁটে; সে বললে: আমার পিতা তোমাকে ডাকছেন যেন তিনি তোমাকে মজুরী দিতে পারেন তুমি যে আমাদের হ'য়ে পানী খাইয়েছ সেজন্য। তার পর তিনি যখন তার কাছে গেলেন তিনি তাকে বললেন সব বৃত্তান্ত; সে বললে: ভয় ক'রো না, তুমি অন্যায়কারী লোকদের থেকে নিরাপদ।

২৬ তাদের একজন বললে : বাবা, তাকে রাখো, তুমি যাদের রাখতে পারো নিশ্চয় তাদের মধ্যে সব চাইতে ভালো হচ্ছে যে বলবান আর বিশ্বস্ত।

২৭ সে বললে : আমি আমার এই দুই মেয়ের একটিকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাই এই শর্তে যে তুমি আমার এখানে চাকরি করবে আট হজ ; কিন্তু যদি দশ (হজ) পূর্ণ করো, তবে তা হবে তোমার স্বাধীন ইচ্ছায়, আর আমি তোমার প্রতি কঠোর হতে চাই না ; আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে তুমি আমাকে পাবে একজন ভালো লোক।

২৮ তিনি বললেন : এইই তোমার ও আমার মধ্যে (ঠিক হোলো) ; দুই শর্তের যেটি আমি পূর্ণ করি (তার পর) আমার প্রতি কোনো অন্যায় করা হবে না ; আর আমরা যা বলি তার উপরে অধ্যক্ষ আল্লাহ্‌।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৯ অতঃপর যখন মূসা নির্ধারিত কাল পূর্ণ করলেন, আর তিনি যাত্রা করলেন তাঁর পরিজন সঙ্গে নিয়ে, তিনি পাহাড়ের এই পার্শ্বে দেখলেন এক আগুন। তিনি তাঁর পরিজনদের বললেন : অপেক্ষা করো ; আমি একটি আগুন দেখেছি ; হতে পারে তা থেকে আমি তোমাদের জন্য কিছু সংবাদ আনবো ; অথবা একটি জ্বলন্ত অঙ্গার, যেন তোমরা নিজেদের উত্তপ্ত করতে পারো।

৩০ আর যখন তিনি তার কাছে এলেন তখন একটি ধ্বনি উঠলো উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে ঝোপের পুণ্য স্থান থেকে এই বলে : হে মূসা ; নিঃসন্দেহ আমি আল্লাহ্‌ বিশ্বজগতের পালয়িতা ;

৩১ আর এই ব'লে : তোমার আসা (যষ্টি) ফেলো। সুতরাং তিনি যখন তা দেখলেন গড়াচ্ছে যেন সাপের মতো, তিনি

পেছনে হঠলেন সোজা পালাবার জন্য।—হে মূসা, সামনে এসো
আর ভয় ক'রো না ; নিঃসন্দেহ তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা
নিরাপদ ;

৩২ তোমার হাত ঢোকাও তোমার পোষাকের বুকের মধ্যে, তা
বেরিয়ে আসবে সাদা কোনো অহিত ভিন্ন ; আর তোমার
হৃদয়কে রক্ষা করো ভয় থেকে। তাহলে এই দুটি হবে তোমার
পালয়িতা থেকে ফেরাউন ও তার প্রধানদের কাছে দুই প্রমাণ ;
নিঃসন্দেহ তারা সীমা লঙ্ঘনকারী লোক।

৩৩ তিনি বললেন : হে আমার পালয়িতা, নিঃসন্দেহ আমি
তাদের একজনকে হত্যা করেছিলাম, সেজন্য আমি ভয় করি
তারা আমাকে মেরে ফেলবে।

৩৪ আর আমার ভাই হারুণ, সে আমার চাইতে জিহ্বার জড়তা-
মুক্ত, সেজন্য তাকে আমার সঙ্গে পাঠাও সাহায্যকারীরূপে
আমার সত্যতা প্রমাণ ক'রে ; নিঃসন্দেহ আমি ভয় করি তারা
আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে।

৩৫ তিনি বললেন : আমি তোমার বাহু সবল করবো তোমার
ভাইয়ের দ্বারা আর তোমাদের দুইজনকেই আমি ক্ষমতা
দেবো ; তার ফলে তারা তোমাদের নাগাল পাবে না ; আমার
নির্দেশাবলী নিয়ে—তোমরা দুইজন আর যারা তোমাদের
অনুসরণ করে—তোমরা হবে বিজয়ী।

৩৬ কিন্তু যখন মূসা এলেন তাদের কাছে আমার স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ
নিয়ে, তারা বললে : এ আর কিছু নয় তৈরি করা জাদু ভিন্ন, আর
আমাদের পূর্ববর্তী পিতাপিতামহদের মধ্যে এর কথা শুনি নি।

৩৭ আর মূসা বললেন : আমার পালয়িতা ভালো জানেন কে
আসে তাঁর কাছ থেকে পথনির্দেশ নিয়ে, আর কার হবে
শেষের গৃহ ; নিঃসন্দেহ অন্যায়কারীরা সফল হবে না।

৩৮ আর ফেরাউন বললে: হে প্রধানগণ, আমি জানি না যে আমি ভিন্ন কেউ তোমাদের উপাস্য আছে; সেজন্য হে হামান, আমার জন্য আগুন জ্বালো কাদা পোড়াতে, আর আমার জন্য তৈরি করো এক উঁচু দালান যেন আমি মূসার উপাস্যের খবর নিতে পারি; আর নিঃসন্দেহ আমি তাকে জ্ঞান করি একজন মিথ্যাবাদী।

৩৯ আর সে আর তার সৈন্যদল দেশে গর্বিত হয়েছিল অযথা, আর তারা ভেবেছিল যে তাদের আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না।

৪০ সেজন্য আমি পাকড়াও করেছিলাম তাকে আর তার সৈন্যদলকে, তার পর তাদের নিক্ষেপ করেছিলাম সমুদ্রে। আর দেখো কেমন হয়েছিল অন্যায়কারীদের পরিণাম।

৪১ আর তাদের আমি নেতা করেছিলাম যারা আহ্বান করে আগুনের দিকে; আর কেয়ামতের দিন তাদের সাহায্য করা হবে না।

৪২ আর একটি অভিসম্পাতকে আমি তাদের পিছু ধরিয়েছিলাম এই সংসারে, আর কেয়ামতের দিনে তারা হবে ঘৃণিতদের অন্তর্গত।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৪৩ আর নিঃসন্দেহ আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম পূর্ববর্তী জাতিদের ধ্বংস করার পরে—মানুষদের জন্য স্পষ্ট প্রমাণাবলী; আর পথনির্দেশ; আর একটি করুণা—যেন তারা স্মরণ করতে পারে।

৪৪ আর তুমি (পর্বতের) পশ্চিম পার্শ্বে ছিলে না—যখন আমি মূসাকে আদেশ বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, আর তুমি ছিলে না যারা উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে;

৪৫ কিন্তু আমি এনেছিলাম বহু পুরুষ, তার পর তাদের জীবন তাদের কাছে দীর্ঘ হয়েছিল ; আর তুমি মাদিয়ানের লোকদের মধ্যে বাস করতে না আমার নির্দেশাবলী আবৃত্তি ক'রে ; কিন্তু আমি ছিলাম (বাণীবাহকদের) প্রেরয়িতা।

৪৬ আর তুমি পাহাড়ের এই পার্শ্বে ছিলে না—যখন আমি আহ্বান করেছিলাম ; (কিন্তু তার জ্ঞান) তোমার পালয়িতার কাছ থেকে এক করুণা যেন তুমি সাবধান করতে পারো যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসে নি, যেন তারা স্মরণ করতে পারে।

৪৭ অন্যথায়, যদি তাদের উপরে বিপৎপাত হোতো তাদের আপন হাত পূর্বে যা পাঠিয়েছে তার জন্য, তবে তারা বলতে পারতো : হে আমাদের পালয়িতা, কেন তুমি আমাদের কাছে কোনো বাণীবাহক পাঠাও নি, তাহলে তোমার প্রত্যাদেশ আমরা অনুসরণ করতে পারতাম আর বিশ্বাসীদের দলের হতে পারতাম ?

৪৮ কিন্তু যখন আমার কাছ থেকে তাদের কাছে সত্য এসেছে তারা বলছে : কেন তাকে দেওয়া হয় নি মূসাকে যা দেওয়া হয়েছিল তার মতো ? কী, পূর্বে মূসাকে যা দেওয়া হয়েছিল তাতে কি তারা অবিশ্বাস করে নি ? তারা বলে : দুই জাদু* যা পরস্পরকে সমর্থন করে ; আর তারা বলে : নিশ্চয় এই দুয়েতেই আমরা অবিশ্বাসী।

৪৯ বলো : তবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আনো অন্য গ্রন্থ যা এই দুইয়ের চাইতে ভালো পথনির্দেশক যেন আমি তা অনুসরণ করতে পারি—যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

* হযরত মূসার ধর্মগ্রন্থ ও কোর্‌আন

৫০ কিন্তু যদি তারা তোমার (কথার) উত্তর না দেয় তবে জেনো তারা কেবল তাদের কামনার অনুবর্তী। আর কে বেশি পথভ্রান্ত তার চাইতে যে তার কামনার অনুবর্তী হয় আল্লাহ্‌র পথনির্দেশের পরিবর্তে? নিঃসন্দেহ আল্লাহ অন্যায়কারী লোকদের চালিত করেন না।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৫১ আর নিঃসন্দেহ আমি বাণী পৌঁছে দিয়েছি তাদের কাছে যেন তারা স্মরণ করতে পারে।

৫২ যাদের আমি এর পূর্বে গ্রন্থ দিয়েছি তারা এতে বিশ্বাস করে ;

৫৩ আর যখন এটি তাদের কাছে আবৃত্তি করা হয় তারা বলে : আমরা এতে বিশ্বাস করি ; নিঃসন্দেহ এটি আমাদের পালয়িতার থেকে (আসা) সত্য নিঃসন্দেহ আমরা এর পূর্বে বিশ্বাসী ছিলাম।

৫৪ এদের পুরস্কার এদের দেওয়া হবে দুইবার যেহেতু তারা ধৈর্যবান, আর মন্দকে প্রতিরোধ করে ভালোর দ্বারা, আর ব্যয় করে আমি তাদের যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে।

৫৫ আর যখন তারা বৃথা কথা শোনে তারা তা থেকে সরে যায় ও বলে : আমাদের জন্য আমাদের কাজ ; তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ ; তোমাদের জন্য শান্তি (কামনা করি) ; আমরা অজ্ঞদের চাই না ;

৫৬ নিঃসন্দেহ তুমি তাকে পথে চালিত করতে পারো না যাকে ভালোবাস কিন্তু আল্লাহ্ চালিত করেন যাকে ইচ্ছা করেন, আর তিনি ভালো জানেন পথে-চালিতদের।*

* ব্যাখ্যাতারা বলেছেন : পিতৃব্য আবু তালেবের মৃত্যুর পরে হযরত এই বাণী লাভ করেন।

৫৭ আর তারা বলে : যদি আমরা তোমার-সঙ্গে-আসা পথনির্দেশ
অনুসরণ করি তবে আমরা আমাদের দেশ থেকে ছিন্নমূল হবো।
আমি কি তাদের প্রতিষ্ঠিত করি নি এক নিরাপদ পবিত্র ক্ষেত্রে
যাতে আনা হয় সব রকমের ফল—আমার কাছ থেকে এক
জীবিকা? কিন্তু তাদের অনেকেই জানে না।

৫৮ আর কত বসতি আমি ধ্বংস করেছি—যা গর্বিত ছিল তার খাদ্য-
সম্ভারের জন্য। আর এইসব তাদের বাসগৃহ—তাদের পরে
সেসবে বাস করা হয় নি অল্প সময়ের জন্য ভিন্ন। আর আমিই
হচ্ছি উত্তরাধিকারী।

৫৯ আর তোমার প্রতিপালক কখনো বসতিগুলো ধ্বংস করেন নি
যে পর্যন্ত না তাদের প্রধান শহরে উত্থিত করেছেন এক বাণী-
বাহক, যিনি পাঠ করেছেন তাদের কাছে আমার নির্দেশাবলী,
আর আমি বসতিগুলো কখনো ধ্বংস করি নি তাদের লোকদের
অন্যায়কারী না হওয়া ব্যতিরেকে।

৬০ আর যা কিছু তোমাদের দেওয়া হয়েছে সেসব এই সংসারের
জীবনের সংস্থান আর তার শোভা-সৌন্দর্য, আর যা কিছু আছে
আল্লাহ্‌র কাছে সেসব আরো ভালো আর আরো স্থায়ী। তবে
কি তোমরা বোঝ না?

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৬১ যাকে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ভালো প্রতিশ্রুতি, যার সঙ্গে
তার দেখা হবে, সে কি তার মতো যাকে দেওয়া হয়েছে এই
সংসারের জীবনের সংস্থান, তার পর বিচারের দিনে সে হবে
তাদের অন্তর্গত যারা অভিযুক্ত?
৬২ আর সেইদিন যখন তিনি তাদের ডাকবেন ও বলবেন :
কোথায় তারা যাদের তোমরা আমার অংশী জ্ঞান করেছিলে?

৬৩ যাদের বিরুদ্ধে বাণী সত্য হয়েছে তারা বলবে : হে আমাদের পালয়িতা, এরাই তারা যাদের আমরা বিপথে নিয়েছিলাম ; তাদের আমরা বিপথে নিয়েছিলাম যেমন আমরা নিজেরা বিপথগামী হয়েছিলাম, তোমার কাছে বলছি আমাদের দোষ নেই, এরা কখনো আমাদের উপাসনা করে নি।

৬৪ আর বলা হবে : তোমাদের অংশী দেবতাদের ডাকো। সুতরাং তারা তাদের ডাকবে, কিন্তু তারা তাদের উত্তর দেবে না ; আর তারা শাস্তি দেখবে। আহা, যদি তারা পথে চালিত হোতো।

৬৫ আর সেইদিন যখন তিনি তাদের ডাকবেন ও বলবেন : কি উত্তর তোমরা দিয়েছিলে বাণীবাহকদের ?

৬৬ তখন সেইদিন অজুহাতগুলো তাদের কাছে ঝাপ্সা হয়ে যাবে, সুতরাং তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করবে না ;

৬৭ কিন্তু সে—যে অনুতাপ করে আর বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে ; হতে পারে সে হবে সফলতাপ্রাপ্তদের মধ্যে।

৬৮ আর তোমার পালয়িতা সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছা করেন, আর নির্বাচিত করেন ; নির্বাচন তাদের কাজ নয়। আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষিত হোক, আর ঊর্ধ্বে থাকুন তিনি তারা যে অংশী আরোপ করে তা থেকে।

৬৯ আর তোমার পালয়িতা জানেন তাদের বুক কি লুকোয় আর কি তারা প্রকাশ করে।

৭০ আর তিনিই আল্লাহ্—কোনো উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন ; সমস্ত প্রশংসা তাঁরই প্রথমে ও পরে আর হুকুম তাঁর, আর তাঁর কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

৭১ বলো : ভেবেছ কি, আল্লাহ্ যদি তোমাদের জন্য রাত্রি নিরবচ্ছিন্ন করতেন কেয়ামত পর্যন্ত তবে আল্লাহ্ ভিন্ন কে সে

উপাস্য যে তোমাদের দিতে পারতো আলো? তবে কি
তোমরা শুনবে না?

৭২ বলো: ভেবেছ কি আল্লাহ্ যদি তোমাদের জন্য দিন নিরবচ্ছিন্ন
করতেন কেয়ামত পর্যন্ত তবে আল্লাহ্ ভিন্ন কে সে উপাস্য যে
তোমাদের জন্য আনতে পারতো রাত্রি যাতে তোমরা বিশ্রাম
করো? তবে কি তোমরা দেখবে না?

৭৩ আর তাঁর করুণা থেকে তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন
রাত্রি ও দিন, যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম করতে পারো আর
যেন তাঁর প্রাচুর্যের অন্বেষণ করতে পারো, আর যেন তোমরা
কৃতজ্ঞ হতে পারো।

৭৪ আর সেইদিন যখন তিনি তাদের ডাকবেন ও বলবেন: কোথায়
তারা যাদের তোমরা আমার অংশী কল্পনা করেছিল?

৭৫ আর আমি প্রত্যেক জাতি থেকে বার করবো একজন সাক্ষী
আর বলবো: তোমাদের প্রমাণ আনো। তখন তারা জানবে
যে সত্য আল্লাহ্‌র, আর তারা যা উদ্ভাবন করেছিল তা তাদের
থেকে বিদায় নেবে।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৭৬ নিঃসন্দেহ কারূণ ছিল মূসার জাতির, কিন্তু সে তাদের বিরুদ্ধা-
চারী হয়েছিল। আমি তাকে এত ধনসম্পদ দিয়েছিলাম যে
তার ধনসম্পদের সংগ্রহ নিশ্চয় একদল শক্তিশালী লোকের
বোঝা হোতো। যখন তার লোকেরা তাকে বললে: গর্বিত
হ'য়ো না, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন না গর্বিতদের;

৭৭ আর আল্লাহ্ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দিয়ে খোঁজো শেষের
গৃহ, আর এই সংসারে যা তোমার লাভ হয়েছে তা অবহেলা
ক'রো না, আর (অন্যদের) ভালো করো, আর দেশে

অহিতকারী হ'য়ো না; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন না অহিতকারীদের।

৭৮ সে বললে : আমাকে এসব দেওয়া হয়েছে আমার যে জ্ঞান আছে সেজন্য। সে কি জানতো না যে তার পূর্বের পুরুষদের বহুজনকে আল্লাহ্ ধ্বংস করেছেন যারা ছিল আরো শক্তিশালী এবং আরো লোকবলসম্পন্ন? আর অপরাধীদের জিজ্ঞাসা করা হবে না তাদের পাপ সম্বন্ধে।

৭৯ তাই সে তার লোকদের সামনে চলতো জাঁকজমকের সঙ্গে। যারা এই সংসারের জীবন চায় তারা বলতো : কারূণকে যা দেওয়া হয়েছে তা যদি আমাদের থাকতো—নিঃসন্দেহ তাকে অসীম সুখ সৌভাগ্য দেওয়া হয়েছে।

৮০ আর যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলতো : দুর্ভাগ্য তোমাদের—যে বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে তার জন্য আল্লাহ্র পুরস্কার বেশি ভালো, আর তা প্রাপ্য হবে না ধৈর্য-বানদের ব্যতীত।

৮১ অতঃপর আমি পৃথিবীকে দিয়ে গ্রাস করিয়েছিলাম তাকে আর তার গৃহকে; তখন তার কোনো সাহায্যকারী দল ছিল না তাকে সাহায্য করতে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে; নিজেদের যারা সাহায্য করতে পারে সে তাদের দলেরও ছিল না;

৮২ আর যারা তার স্থানের জন্য কামনা করেছিল আগের দিন তারা ভোরে বললে : আল্লাহ্ জীবিকা প্রসারিত করেন তাঁর দাসদের যার জন্য খুশি, আবার তা সঙ্কুচিত করেন, আল্লাহ্ যদি আমাদের প্রতি সদয় না হতেন তবে নিঃসন্দেহ একে দিয়ে আমাদেরও গ্রাস করাতেন; হায়, (জানো যে) অবিশ্বাসীরা কখনো সফল হয় না।

নবম অনুচ্ছেদ

৮৩ শেষের গৃহ—তা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা পৃথিবীতে বাড়াবাড়ি করে না, অহিতও করে না, আর শেষ সীমারক্ষাকারীদের জন্য।

৮৪ যে ভালো আনে সে তার চাইতে আরো ভালো পাবে, আর যে মন্দ আনে—যারা মন্দ করে তারা আর কিছু পাবে না মন্দ করার প্রাপ্য ভিন্ন।

৮৫ নিঃসন্দেহ যিনি তোমাকে কোর্আন দিয়েছেন বিধান রূপে তিনি তোমাকে পুনরায় গৃহে* আনবেন। বলো: আমার পালয়িতা ভালো জানেন তাকে যে পথনির্দেশ আনে আর তাকে যে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে।

৮৬ আর তুমি আশা করো নি যে গ্রন্থ তোমার কাছে প্রত্যাদিষ্ট হবে; কিন্তু এটি একটি করুণা তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে; সেজন্য অবিশ্বাসীদের সহায় হ'য়ো না।

৮৭ আর তারা তোমাকে আল্লাহ্র নির্দেশাবলী থেকে না ফেরাক সেসব তোমার কাছে অবতীর্ণ হবার পরে; আর (লোকদের) ডাকো তোমার পালয়িতার দিকে; আর বহুদেববাদীদের দলের হ'য়ো না।

৮৮ আর আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্যকে ডেকো না—কোনো উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন; প্রত্যেক বস্তু ধ্বংসশীল তাঁর আনন ব্যতীত; আর তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

* অর্থাৎ মক্কায় আনবেন। একটি হাদিস অনুসারে এই বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল হযরতের মক্কা থেকে মদিনা যাবার কালে।

আল্-আন্‌কাবুত

[আল্-আন্‌কাবুত—উর্ণনাভ বা মাকড়সা—কোর্‌আন শরীফের ২৯ সংখ্যক সূরা। এর ৪১ সংখ্যক আয়াতে এই শব্দটি আছে : যারা আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য রক্ষাকারী বন্ধুদের গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে মাকড়সার দৃষ্টান্তের মতো যা নিজের জন্য একটি ঘর তৈরি করে……।

এটিকে কেউ বলেছেন মধ্যমক্কীয় কেউ বলেছেন অন্ত্যমক্কীয়। কেউ কেউ এর কয়েকটি আয়াতকে মদিনীয় বলেছেন।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ আলিফ—লাম—মীম্—আমি আল্লাহ্‌ শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতা।

২ লোকেরা কি হিসাব করে যে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে (আরামে) যদি তারা বলে : আমরা বিশ্বাস করি ? আর তাদের বিপদ-আপদ দিয়ে পরীক্ষা করা হবে না ?

৩ আর নিঃসন্দেহ আমি পরীক্ষা করেছিলাম তাদের পূর্ববর্তীদের ; এইভাবে আল্লাহ্‌ জানেন তাদের যারা সত্যপরায়ণ আর জানেন তাদের যারা মিথ্যাচারী।

৪ অথবা, যারা মন্দ করে তারা কি হিসাব করে তারা আমাকে এড়িয়ে যেতে পারবে ? মন্দ তা যা তারা সিদ্ধান্ত করে।

৫ যে কেউ আল্লাহ্‌র সঙ্গে দেখা হবার কথা মনে স্থান দেয়, (তারা জানুক যে) আল্লাহ্‌র নির্ধারিত কাল তবে নিশ্চয়ই আসবে ; আর তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা।

৬ আর যে কেউ সংগ্রাম করে সে সংগ্রাম করে শুধু তার অন্তরাত্মার জন্য ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ অনন্যনির্ভর, বিশ্বজগতের ঊর্ধ্বে।

৭ আর যারা বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে, নিঃসন্দেহ আমি
তাদের মন্দ কাজগুলো মাফ করে দেবো, আর নিঃসন্দেহ আমি
তাদের প্রতিদান দেবো তারা যা করেছে তার শ্রেষ্ঠ।

৮ আর আমি মানুষদের জন্য নির্দেশ দিয়েছি পিতামাতার প্রতি
উত্তম ব্যবহার (করতে), আর যদি তারা তোমার সঙ্গে সংগ্রাম
করে (জেদ করে) যে তুমি (অন্যদের) আমার অংশী করবে—
যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই—তবে তাদের বাধ্য হ'য়ো না ;
আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, অতএব আমি তোমাদের
জানাবো কি তোমরা করেছিলে।

৯ আর যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে নিঃসন্দেহ আমি
তাদের প্রবেশ করাবো সাধু আত্মাদের দলে।

১০ আর মানুষদের মধ্যে আছে সে যে বলে : আমরা আল্লাহ্‌তে
বিশ্বাস করি ; কিন্তু যখন সে আল্লাহ্‌র পথে উৎপীড়িত হয়
তখন মানুষের দেওয়া দুঃখ-যন্ত্রণাকে সে জ্ঞান করে আল্লাহ্‌র
শাস্তি ; আর যদি তোমার পালয়িতা থেকে সাহায্য আসে
তখন তারা নিশ্চয় বলবে : নিঃসন্দেহ আমরা তোমার সঙ্গে
ছিলাম। কী, আল্লাহ্‌ কি তার শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতা নন যা আছে
মানুষদের বুকের ভিতরে ?

১১ আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ তাদের জানেন যারা বিশ্বাসী আর
নিঃসন্দেহ তিনি জানেন কপটদের।

১২ আর যারা অবিশ্বাসী তারা বিশ্বাসীদের বলে : আমাদের পথ
অনুসরণ করো আর আমরা নিঃসন্দেহ তোমাদের পাপ বহন
করবো। তারা তাদের পাপের কিছুই বহন করতে পারে না।
নিঃসন্দেহ তারা মিথ্যাবাদী।

১৩ আর নিঃসন্দেহ তারা নিজেদের বোঝা বহন করবে, আর তাদের
নিজেদের বোঝার সঙ্গে অন্য বোঝাও ; আর নিঃসন্দেহ

কেয়ামতের দিনে তাদের প্রশ্ন করা হবে যা তারা উদ্ভাবন করেছিল সেসম্বন্ধে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১৪ আর নিঃসন্দেহ আমি নূহ্‌কে তাঁর লোকদের কাছে পাঠিয়ে-
ছিলাম, তিনি তাদের মধ্যে ছিলেন পঞ্চাশ কম হাজার বৎসর। আর তুফান তাদের ধরেছিল, কেন না তারা ছিল অন্যায়কারী।

১৫ আর আমি তাঁকে আর জাহাজের বাসিন্দাদের উদ্ধার করে-
ছিলাম, আর একে করেছিলাম বিশ্বজগতের জন্য এক নিদর্শন।

১৬ আর ইব্রাহিমকে—যখন তিনি তাঁর জাতিকে বলেছিলেন:
আল্লাহ্‌র বন্দনা করো আর তাঁর সীমা রক্ষা করো; এই তোমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ যদি তোমরা জানতে।

১৭ আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা শুধু প্রতিমাদের বন্দনা করো আর
তোমরা শুধু একটি মিথ্যা উদ্ভাবন করো; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ভিন্ন যাদের উপাসনা তোমরা করো তারা তোমাদের জন্য কোনো কর্তৃত্ব করে না জীবিকার উপরে; সেজন্য জীবিকা খোঁজো আল্লাহ্‌র থেকে; আর তাঁর উপাসনা করো, আর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তাঁর কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

১৮ আর যদি প্রত্যাখ্যান করো—তোমাদের পূর্বে জাতিরা
নিঃসন্দেহ প্রত্যাখ্যান করেছিল; আর বাণীবাহকের উপরে আর কিছু নেই (বাণী) স্পষ্ট পৌঁছে দেওয়া ব্যতীত।

১৯ তারা কি দেখে না কেমন ক'রে আল্লাহ্‌ প্রথম সৃষ্টি করেন
তার পর পুনঃ-সৃষ্টি করেন? নিঃসন্দেহ তা সহজ আল্লাহ্‌র কাছে।

২০ বলো : পৃথিবীতে ভ্রমণ করো আর দেখো—কেমন ক'রে তিনি প্রথম সৃষ্টি করেন, তার পর আল্লাহ্ আনেন পরের সৃষ্টি (বিকাশ)। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সবকিছুর উপরে ক্ষমতাবান।

২১ তিনি শাস্তি দেন যাকে ইচ্ছা করেন আর করুণা করেন যাকে ইচ্ছা করেন, আর তাঁর দিকে তোমাদের ফেরানো হবে।

২২ আর তোমরা (তাঁকে) এড়িয়ে যেতে পারবে না পৃথিবীতে অথবা আকাশে, আর আল্লাহ্ ভিন্ন তোমাদের কোনো রক্ষাকারী বন্ধু নেই ; কোনো সহায়ও নেই।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২৩ আর যারা অবিশ্বাস করে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীতে আর তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া সম্বন্ধে, এরা হতাশ্বাস হয়েছে আমার করুণায়, আর এরাই তারা যাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

২৪ সেজন্য তাঁর লোকদের এ ভিন্ন আর কিছু বলার ছিল না : তাকে হত্যা করো অথবা পোড়াও। তার পর আল্লাহ্ তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন আগুন থেকে। নিঃসন্দেহ এতে আছে নির্দেশাবলী সেই লোকদের জন্য যারা বিশ্বাস করে।

২৫ আর তিনি বলেছিলেন : তোমরা আল্লাহ্ ভিন্ন প্রতিমাদের গ্রহণ করেছ ; তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব মাত্র এই দুনিয়ার জীবনে, তার পর কেয়ামতের দিনে তোমরা পরস্পরকে অস্বীকার করবে ও পরস্পরকে অভিসম্পাত করবে ; আর তোমাদের আবাস হবে আগুন, আর কোনো সহায় থাকবে না তোমাদের।

২৬ আর লূত তাতে বিশ্বাস করেছিলেন আর তিনি বলেছিলেন : আমি আমার পালয়িতার নিঃসন্দেহ শরণার্থী ; নিঃসন্দেহ তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী।

২৭ আর আমি তাঁকে দিয়েছিলাম ইস্‌হাককে ও ইয়াকুবকে, আর
পয়গাম্বরত্ব আর গ্রন্থ প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম তাঁর বংশাবলীর
মধ্যে ; আর তাঁকে তাঁর প্রাপ্য দিয়েছিলাম এই সংসারে, আর
পরকালে নিঃসন্দেহ তিনি হবেন সাধু-আত্মাদের অন্তর্গত।

২৮ আর লূত—যখন তিনি তাঁর লোকদের বলেছিলেন : নিঃসন্দেহ
তোমরা এমন জঘন্য অপরাধে অপরাধী যা তোমাদের পূর্বে
বিশ্বজগতের কেউ কখনো করে নি,

২৯ কেন না, তোমরা কি পুরুষদের কাছে আসো না, আর
রাহাজানি করো না, আর তোমাদের সভায় জঘন্য কাজ করো
না? কিন্তু তাঁর লোকদের কোনো উত্তর ছিল না এই ভিন্ন
যে তারা বলেছিল : আমাদের উপরে আল্লাহ্‌র শাস্তি আনো
যদি সত্যপরায়ণ হও।

৩০ তিনি বলেছিলেন : হে আমার পালয়িতা, আমাকে সাহায্য
করো অহিতকারী লোকদের বিরুদ্ধে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৩১ আর আমার বাণীবাহকরা যখন ইব্রাহিমের কাছে এসেছিল
সুসংবাদ নিয়ে, তারা বলেছিল : নিঃসন্দেহ আমরা এই শহরের
লোকদের ধ্বংস করতে যাচ্ছি, কেন না এর লোকেরা
অন্যায়কারী।

৩২ তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ এতে আছেন লূত। তারা বললে :
আমরা ভালো জানি কে এতে আছে। নিঃসন্দেহ আমরা
তাঁকে আর তাঁর অনুবর্তীদের উদ্ধার করবো তাঁর স্ত্রী ব্যতীত—
সে হবে যারা পেছনে পড়ে থাকে তাদের দলের।

৩৩ আর যখন আমার বাণীবাহকরা লূতের কাছে এসেছিল, তিনি
দুঃখিত হয়েছিলেন তাদের জন্য আর তিনি ছিলেন শক্তিহীন
তাদের ব্যাপারে। আর তারা বলেছিল : ভয় ক'রো না,
দুঃখও ক'রো না, নিঃসন্দেহ আমরা উদ্ধার করবো তোমাকে

ও তোমার অনুবর্তীদের—তোমার স্ত্রী ভিন্ন—সে তাদের দলের
হবে যারা পেছনে পড়ে থাকে।
৩৪ নিঃসন্দেহ এই শহরের লোকদের উপরে আমরা আকাশ থেকে
অবতীর্ণ করবো এক লাঞ্ছনা যেহেতু তারা সীমা অতিক্রমকারী।
৩৫ আর নিঃসন্দেহ এর এক স্পষ্ট নিদর্শন আমি রেখে দিয়েছি সেই
লোকদের জন্য যারা বোঝে।
৩৬ আর মাদিয়ানের কাছে আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই
শোয়েবকে। তিনি বললেন: হে আমার জাতি, আল্লাহ্‌র
বন্দনা করো, আর শেষের দিনের ভয় করো, আর দুনিয়ায়
খারাবি ক'রো না অহিতকারী হ'য়ে।
৩৭ কিন্তু তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেজন্য এক ভয়ঙ্কর
ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করেছিল; আর ভোরে দেখা গেল
তারা নিশ্চলদেহ হয়ে আছে তাদের গৃহে।
৩৮ আর আদ আর সামূদ—(তাদের ভাগ্য) তোমাদের কাছে
স্পষ্ট তাদের বাড়িঘর থেকে। শয়তান তাদের কাজ তাদের
কাছে চিত্তাকর্ষক করেছিল, আর এইভাবে তাদের পথ থেকে
ঠেকিয়ে রেখেছিল যদিও তারা ছিল তীক্ষ্ণদৃষ্টি।
৩৯ আর কারূন, আর ফেরাউন আর হামান—আর নিঃসন্দেহ মূসা
তাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণাবলী নিয়ে; কিন্তু তারা
ছিল দেশে গর্বিত; আর তারা (দৌড়ে) জিততে পারে নি।
৪০ সুতরাং তাদের প্রত্যেককে আমি পাকড়াও করেছিলাম তার
পাপে; আর তাদের মধ্যে ছিল সে যার উপরে আমি পাঠিয়ে-
ছিলাম এক ভয়ঙ্কর ঝড়; আর তাদের মধ্যে ছিল সে যাকে
ধরেছিল ঘর্ঘর ধ্বনি, আর তাদের মধ্যে ছিল সে যাকে আমি
গ্রাস করিয়েছিলাম পৃথিবীকে দিয়ে, আর তাদের মধ্যে ছিল সে
যাকে আমি ডুবিয়ে দিয়েছিলাম, আর আল্লাহ্‌র জন্য সঙ্গত

ছিল না যে তিনি তাদের প্রতি অন্যায় করবেন, কিন্তু তারা অন্যায় করেছিল নিজেদের প্রতি।

৪১ যারা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য রক্ষাকারী বন্ধুদের গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে মাকড়সার দৃষ্টান্তের মতো যা নিজের জন্য একটি ঘর তৈরি করে, আর নিঃসন্দেহ সব চাইতে ভঙ্গুর ঘর হচ্ছে মাকড়সার ঘর। যদি তারা জানতো।

৪২ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ জানেন যা কিছুকে তারা ডাকে তাঁকে ভিন্ন, আর তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী।

৪৩ আর এই দৃষ্টান্তগুলো—আমি এসব মানুষদের সামনে ধরি; আর কেউ তা বোঝে না বিজ্ঞেরা ভিন্ন।

৪৪ আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সত্যের সঙ্গে; নিঃসন্দেহ এতে আছে নিদর্শন বিশ্বাসীদের জন্য।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

একবিংশ খণ্ড

৪৫ আবৃত্তি করো যা তোমাকে প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছে গ্রন্থ থেকে, আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো; নিঃসন্দেহ উপাসনা অশালীন ও অন্যায় থেকে দূরে রাখে; আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র স্মরণ সর্বোত্তম; আর আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা করো।

৪৬ আর গ্রন্থধারীদের সঙ্গে তর্ক ক'রো না উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে ভিন্ন, তাদের মধ্যে তাদের বাদ দিয়ে যারা অন্যায় করে; আর বলো : আমরা বিশ্বাস করি তাতে যা আমাদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছে, আর তোমাদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছে, আর আমাদের উপাস্য আর তোমাদের উপাস্য এক, আর তাঁতেই আমরা আত্মসমর্পণ করি।

৪৭ আর এইভাবে আমি তোমার কাছে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি;
সেজন্য যাদের আমি গ্রন্থ দিয়েছি তারা তাতে বিশ্বাস করে,
আর এদের (মক্কাবাসীদের) মধ্যে আছে কিছু লোক যারা
তাতে বিশ্বাস করে। আর কেউ আমার নির্দেশাবলী অস্বীকার
করে না অবিশ্বাসীরা ব্যতীত।
৪৮ আর তুমি (হে মোহম্মদ) এর পূর্বে কোনো গ্রন্থ পাঠ
করো নি, তোমার ডান হাত দিয়ে তা লেখওনি, তাহলে
তারা সন্দেহ করতে পারতো যারা মিথ্যা রটনা করে।
৪৯ না—এ স্পষ্ট নির্দেশ তাদের বুকে যাদের জ্ঞান দেওয়া
হয়েছে; আর কেউ আমার নির্দেশাবলী অস্বীকার করে না
অন্যায়কারীরা ব্যতীত।
৫০ আর তারা বলে: কেন তার প্রভু থেকে তার উপরে
নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ হয় না? বলো: নিদর্শনাবলী কেবল
আল্লাহ্‌র কাছে, আর আমি মাত্র একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।
৫১ এ কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে আমি তোমার কাছে
গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি যা তাদের কাছে পড়া হয়? নিঃসন্দেহ
এতে আছে করুণা, আর স্মরণ, সেই লোকদের জন্য যারা
বিশ্বাস করে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৫২ বলো: আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে আল্লাহ্‌
যথেষ্ট। তিনি জানেন কি আছে আকাশে আর পৃথিবীতে।
আর যারা মিথ্যায় বিশ্বাস করে আর আল্লাহ্‌তে অবিশ্বাস করে—
এরাই তারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত।
৫৩ আর তারা আমাকে বলে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে। আর যদি
একটি কাল নির্ধারিত হয়ে না থাকতো তবে শাস্তি নিশ্চয়

তাদের কাছে আসতো। আর নিঃসন্দেহ তা তাদের কাছে
আসবে অতর্কিতে যা তারা অনুভব করবে না।

৫৪ তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, আর নিঃসন্দেহ
জাহান্নাম ঘিরে আছে অবিশ্বাসীদের—

৫৫ যেদিন শাস্তি তাদের ঘিরে ধরবে তাদের উপর থেকে আর
তাদের পায়ের নিচে থেকে, আর তিনি বলবেন : স্বাদ গ্রহণ
করো যা করেছিলে তার।

৫৬ হে আমার বিশ্বাসপরায়ণ দাসগণ, নিঃসন্দেহ আমার পৃথিবী
বিস্তৃত—সেজন্য কেবল আমার উপাসনা তোমরা করবে।

৫৭ প্রত্যেক প্রাণ মৃত্যু আস্বাদ করবে, তার পর আমার কাছে
তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

৫৮ আর যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে, আমি তাদের
বাস করতে দেবো উদ্যানে উঁচু দালানে, যার নিচে দিয়ে
বইছে বহু নদী, সেখানে থাকবে স্থায়ীভাবে। কত মধুর
শ্রমরতদের পুরস্কার—

৫৯ যারা ধৈর্যবান্, আর নির্ভরশীল তাদের পালয়িতার উপরে।

৬০ আর কত প্রাণী আছে যারা তাদের জীবিকা বহন করে
না। আল্লাহ্ তাদের জীবিকা দেন, আর তোমাদেরও;
আর তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা।

৬১ আর যদি তাদের জিজ্ঞাসা করো : কে সৃষ্টি করেছেন আকাশ
ও পৃথিবী, আর সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন সেবারত, নিশ্চয়
তারা বলবে : আল্লাহ্। তবে কেমন ক'রে, তারা বিমুখ হয়?

৬২ আল্লাহ্ জীবিকা প্রসারিত করেন তাঁর দাসদের যার জন্য
খুশি, আর তা সঙ্কুচিত করেন তাদের জন্য ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্
ওয়াকিফহাল সব বিষয়ে।

৬৩ আর যদি তাদের জিজ্ঞাসা করো : কে অবতীর্ণ করেন পানী

আকাশ থেকে, তার পর তার দ্বারা পৃথিবীকে প্রাণ দেন তার মরে যাবার পরে? তারা নিঃসন্দেহ বলবে: আল্লাহ্। বলো: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। কিন্তু তারা অনেকেই বোঝে না।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৬৪ আর সংসারের এই জীবন আমোদ ও খেলা ভিন্ন কিছু নয়; আর নিঃসন্দেহ পরকালে গৃহ—তাইই জীবন। যদি তারা জানতো।

৬৫ আর যখন তারা জাহাজে আরোহণ করে তারা আল্লাহ্‌কে ডাকে তাঁরই জন্য তাদের ধর্ম-বিশ্বাস বিশুদ্ধ ক'রে, কিন্তু যখন তিনি তাদের নিরাপদে ডাঙায় আনেন, দেখো, তারা (তাঁর) অংশী দাঁড় করায়—

৬৬ যেন তারা অবিশ্বাস করতে পারে আমি তাদের যা দিয়েছি তাতে, আর যেন আরাম করতে পারে। কিন্তু শীগগিরই তারা জানবে।

৬৭ তারা কি দেখে না যে আমি একটি পবিত্র স্থান নিরাপদ করেছি, আর মানুষদের ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার আশপাশ থেকে? তবুও তারা কি বিশ্বাস করবে মিথ্যায়, আর অবিশ্বাস করবে আল্লাহ্‌র করুণায়।

৬৮ আর কে তার চাইতে বেশি অন্যায়কারী যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে একটি মিথ্যা তৈরি করে; অথবা সত্য অস্বীকার করে যখন তা তার কাছে এসেছে? অবিশ্বাসীদের জন্য জাহান্নামে কি একটি আবাসস্থল নেই?

৬৯ আর যারা আমার জন্য সংগ্রাম করে, নিঃসন্দেহ আমি তাদের চালিত করবো আমার পথসমূহে। আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ কল্যাণকারীদের সঙ্গে।

আর-রূম

[কোর্‌আন শরীফের ৩০ সংখ্যক সূরা আর-রূম—রোমীয়গন। এতে দুইটি বড় ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়: একটি, এই সূরার অবতরণ কালে অর্থাৎ ৬১৫ কি ৬১৬ খৃষ্টাব্দে পারস্য সাম্রাজ্য পূর্ব-রোমক সাম্রাজ্যকে পর্যুদস্ত করেছিল, বহুদেববাদী পারশিকদের এই বিজয়ে আরবরা খুশী হয়েছিল, কিন্তু এই সূরায় বলা হয় কিছুকালের মধ্যে (আনুমানিক দশ বৎসর কালের মধ্যে) রোমীয়গণ পারশিকগণকে পর্যুদস্ত করবে; অপর ভবিষ্যৎ বাণীটি এই: এই সময়ের মধ্যে বিশ্বাসীদের অর্থাৎ মুসলমানদের খুশী হবার কারণ ঘটবে। ৬২৪ খৃষ্টাব্দে এই দুই ভবিষ্যৎ বাণীই সফল হয়েছিল—রোমীয়েরা পারশিকদের সেই সময়ে পর্যুদস্ত করে, আর সেই সময়েই বদরের যুদ্ধে ৩১৩ জন মুসলমান কোরেশ পক্ষের প্রায় হাজার লোককে পরাভূত করে।

প্রকৃতিতে যেমন আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকর হয়েছে তেমনি মানুষের জীবনেও অমোঘ নৈতিক শাসন চিরকার্যকর—মানুষের ও জাতিদের উত্থান-পতন হয় সেই বিধানের বলে—অন্যান্য অনেক সূরার মতো এই সূরায়ও এই সত্যের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে।

এটি মধ্য মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

কৃপাময় করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ আলিফ—লাম—মীম—আমি আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতা।

২ রোমীয়গণ পরাভূত হয়েছে

৩ কাছের এক দেশে, আর তাদের পরাভবের পরে, বিজয়ী হবে

৪ অল্প কয়েক বৎসরের (দশ বৎসরের) মধ্যে। আল্লাহ্‌রই হুকুম আগে ও পরে, আর সেইদিন বিশ্বাসীরা খুশী হবে—

৫ আল্লাহ্‌র সহায়তায়; তিনি সাহায্য করবেন যাকে ইচ্ছা করেন; আর তিনি মহাশক্তি, কৃপাময়;

৬ আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি—আল্লাহ্‌ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।
কিন্তু অনেক লোকই জানে না।

৭ তারা জানে সংসারের জীবনের বাইরের দিক, কিন্তু পরকাল
সম্বন্ধে তারা পুরোপুরি বেখেয়াল।

৮ তারা কি নিজেদের অন্তরে ভাবে না আল্লাহ্‌ আকাশ ও পৃথিবী
এই দুইয়ের মধ্যে যা আছে এসব সৃষ্টি করেন নি সত্যের সঙ্গে
ভিন্ন আর একটি নির্ধারিত কালের জন্য? আর নিঃসন্দেহ
অনেক লোকই তাদের পালয়িতার সঙ্গে দেখা হওয়া সম্বন্ধে
অবিশ্বাসী।

৯ তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নি আর দেখে নি কি পরিণাম
হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তীদের? তারা ছিল এদের চাইতে বেশি
শক্তিশালী, আর মাটি খুঁড়েছিল আর তার উপরে ঘর তুলেছিল
এদের চাইতে বেশি পরিমাণে। আর তাদের নিজেদের
পয়গাম্বররা তাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে।
নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি অন্যায় করেন নি, কিন্তু তারা
নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছিল।

১০ এর পর তাদের পরিণাম হয়েছিল মন্দ যারা মন্দ করেছিল,
যেহেতু তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী, আর
সেসব সম্বন্ধে তামাশা করতো।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করেন তারপর তিনি পুনঃ-সৃষ্টি করেন, তার পর
তাঁর কাছে তোমরা প্রত্যাবৃত্ত হবে।

১২ আর সেইদিন যখন সেই সময় আসবে, অপরাধীরা হবে
হতাশ্বাস।

১৩ আর তাদের জন্য কোনো সুপারিশকারী থাকবে না তাদের

অংশী-দেবতাদের থেকে, আর তাদের অংশী-দেবতাদের তারা
অস্বীকার করবে ।

১৪ আর সেইদিন যখন সেই সময় আসবে, সেদিন তারা পরস্পর
থেকে বিচ্ছিন্ন হবে ।

১৫ তার পর যারা বিশ্বাস করেছিল আর ভালো কাজ করেছিল,
তাদের খুশী করা হবে একটি উদ্যানে।

১৬ আর যারা অবিশ্বাস করেছিল আর প্রত্যাখ্যান করেছিল আমার
নির্দেশাবলী, আর পরকালে দেখা হওয়া—তাদের আনা হবে
শাস্তিতে ।

১৭ সেজন্য মহিমা ঘোষিত হোক আল্লাহ্‌র যখন তোমরা প্রবেশ
করো রাত্রিতে, আর যখন তোমরা প্রবেশ করো প্রভাতে,

১৮ আর তাঁরই উদ্দেশ্যে প্রশংসা আকাশে ও পৃথিবীতে, আর
সূর্যের হেলে পড়ার পরে, আর দুপুরে।

১৯ তিনি মৃতদের থেকে আনেন জীবিতদের আর জীবিতদের থেকে
আনেন মৃতদের, আর পৃথিবীকে প্রাণ দেন তার মৃত্যুর পরে।
আর এইভাবে তোমাদের আনা হবে ।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২০ আর তাঁর একটি নিদর্শন হচ্ছে তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন
ধুলা থেকে ; তার পর দেখো ; তোমরা মানুষ ছড়িয়ে আছ।

২১ আর তাঁর একটি নিদর্শন হচ্ছে যে তিনি তোমাদের জন্য
দোসরদের সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের মধ্যে স্বস্তি
পেতে পারো, আর তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম ও
করুণা সৃষ্টি করেছেন। আর নিঃসন্দেহ এতে আছে নিদর্শনাবলী
সেই লোকদের জন্য যারা চিন্তা করে।

২২ আর তাঁর একটি নিদর্শন হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, আর

তোমাদের ভাষার ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিঃসন্দেহ এতে রয়েছে
নিদর্শনাবলী যারা বিজ্ঞ তাদের জন্য।

২৩ আর তাঁর একটি নিদর্শন হচ্ছে তোমাদের ঘুম রাত্রে ও দিনে
আর তোমাদের তাঁর প্রাচুর্যের অন্বেষণ। নিঃসন্দেহ এতে
নিদর্শনাবলী রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা শোনে।

২৪ আর তাঁর একটি নিদর্শন হচ্ছে, তিনি তোমাদের বিদ্যুৎ দেখান
ভয়ের জন্য আর আশার জন্য, আর আকাশ থেকে অবতীর্ণ
করেন জল, আর তার দ্বারা পৃথিবীকে প্রাণ দেন তার মৃত্যুর
পরে। নিঃসন্দেহ এতে আছে নিদর্শনাবলী সেই লোকদের
জন্য যারা বোঝে।

২৫ আর তাঁর একটি নিদর্শন হচ্ছে, আকাশ আর পৃথিবী অটুট
রয়েছে তাঁর আদেশ' তার পর তিনি যখন তোমাদের ডাকেন,
(এক) ডাক দিয়ে, দেখো মাটির ভিতর থেকে তোমরা বেরিয়ে
আসছ।

২৬ আর তাঁরই যা কিছু আছে আকাশে ও পৃথিবীতে ; সব তাঁর
আজ্ঞাধীন।

২৭ আর তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেন আর পুনঃসৃষ্টি করেন ; আর
এ তাঁর জন্য সহজ। আর তাঁরই মহীয়ান্ দৃষ্টান্ত (গুণাবলী)
আকাশে ও পৃথিবীতে ; আর তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৮ তিনি তোমাদের কাছে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন তোমাদের সম্বন্ধে :
তোমাদের ডান হাত যাদের গ্রহণ করেছে * তাদের মধ্যে থেকে
কি তোমাদের যে জীবিকা দেওয়া হয়েছে তাতে অংশী আছে ?
তাতে (সেই জীবিকায়) তোমাদের তুল্য অংশী, সেজন্য তাদের

* ক্রীতদাসদের।

তোমরা ভয় করো যেমন ভয় করো পরস্পরকে ? * এইভাবে আমি নির্দেশাবলী স্পষ্ট করি সেই লোকদের জন্য যারা বোঝে।

২৯ না—যারা অন্যায়কারী তারা তাদের কামনার অনুবর্তী হয় জ্ঞানহীন হয়ে। সেজন্য কে তাকে চালিত করতে পারে আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন ? আর তাদের কোনো সহায় থাকবে না।

৩০ সেজন্য তোমার মুখ সোজা করো একটি সরলোন্নত ধর্মের পানে—আল্লাহ্‌র সৃষ্ট স্বভাব যাতে তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে—আল্লাহ্‌র সৃষ্টির পরিবর্তন নেই ; এইই শাশ্বত ধর্ম ; কিন্তু অনেক লোকই জানে না—

৩১ তাঁরই দিকে ফিরে, আর তাঁর সীমা রক্ষা করো, আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো, আর বহুদেববাদীদের দলের হ'য়ো না—

৩২ তাদের দলের যারা ধর্ম বিভক্ত করেছে আরবিভিন্ন দলের হয়েছে—প্রত্যেক দল খুশী যা তার আছে তাতে।

৩৩ যখন ক্ষতি তাদের স্পর্শ করে তারা তাদের প্রতিপালককে ডাকে তাঁর দিকে ফিরে' ; তার পর যখন তিনি তাদের স্বাদ গ্রহণ করান তাঁর-থেকে-আসা করুণার, দেখো, তাদের কেউ কেউ তাদের প্রভুর সঙ্গে অংশী দাঁড় করাতে আরম্ভ করে—

৩৪ যেন আমি তাদের যা দিয়েছি সে সম্বন্ধে অকৃতজ্ঞ হতে পারে। কিন্তু উপভোগ করো, কেন না শীগগিরই তোমরা জানতে পারবে।

৩৫ অথবা, তাদের কাছে আমি কি কোনো বিধান পাঠিয়েছি যেন তা তার কথা বলতে পারে যা তারা তাঁর অংশীরূপে দাঁড় করায় ?

* অর্থাৎ প্রভু ও দাস যদি তুল্য না হয় তবে যেসব সৃষ্ট বস্তু তোমরা উপাস্য জ্ঞান করেছ তারা কেমন ক'রে তুল্য হতে পারে বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ্‌র ?

৩৬ আর যখন আমি লোকদের করুণার স্বাদ গ্রহণ করাই তারা
তাতে আনন্দিত হয়, আর যদি কোনো মন্দ তাদের উপরে
এসে পড়ে তাদের হাত যা পূর্বেই উৎপন্ন করেছে, দেখো
তারা হতাশ্বাস।

৩৭ তারা কি দেখে না যে আল্লাহ্ জীবিকা প্রসারিত করেন যার
জন্য ইচ্ছা করেন অথবা সঙ্কুচিত করেন? নিঃসন্দেহ এতে
নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা বিশ্বাস করে।

৩৮ আর নিকট-আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দাও, আর নিঃস্বদের,
আর পথচারীকে। এই ভালো তাদের জন্য যারা আল্লাহ্র
আনন (প্রসন্নতা) অন্বেষণ করে, আর এরাই তারা যারা
সফলকাম।

৩৯ আর যা তোমরা সুদে খাটাও যেন তা বাড়তে পারে লোকদের
সম্পত্তির মধ্যে, তবে তা বাড়বে না আল্লাহ্র কাছে, আর
যা তোমরা দাও যাকাতে আল্লাহ্র আনন (প্রসন্নতা)
কামনা ক'রে—এরাই তারা যারা পাবে বহুগুণ।

৪০ আল্লাহ্ তিনি যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তার পর
তোমাদের জীবিকা দিয়েছেন, তার পর তোমাদের মৃত্যু ঘটান,
তার পর তোমাদের পুনর্জীবিত করেন; তোমাদের কোনো
অংশী-দেবতা কি আছে যে এর কিছুও করে? মহিমা
কীর্তিত হোক তাঁর, আর বহু উচ্চে অবস্থিত থাকুন তিনি
তারা (তাঁর) যেসব অংশী দাঁড় করায় সেসব থেকে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৪১ বিপর্যয় দেখা দেয় স্থলে ও জলে মানুষের হাত যা করে তার
ফলে, যেন তিনি তাদের আস্বাদ করাতে পারেন তারা যা
করেছে তার একটি অংশ, যেন তারা ফিরতে পারে।

৪২ বলো : দেশে ভ্রমণ করো, তার পর দেখো কেমন হয়েছিল পূর্ববর্তীদের পরিণাম ; তাদের অনেকেই ছিল বহুদেববাদী।

৪৩ তবে তোমার মুখ সোজা করো শাশ্বত ধর্মের পানে, আল্লাহ্‌র তরফ থেকে সেইদিনের আসার পূর্বে যা রোধ করা যায় না ; সেইদিন তারা বিচ্ছিন্ন হবে।

৪৪ যে কেউ অবিশ্বাস করে, তবে তার উপরে তার অবিশ্বাস, আর যে কেউ ভালো করে, তারা (ভালো) তৈরি করে তাদের নিজেদের অন্তরাত্মার জন্য—

৪৫ যেন তিনি তাদের প্রাপ্য দিতে পারেন তাঁর প্রাচুর্য থেকে যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে ; নিঃসন্দেহ তিনি অবিশ্বাসীদের ভালোবাসেন না।

৪৬ আর তাঁর একটি নিদর্শন হচ্ছে—তিনি বাতাসদের পাঠান সুসংবাদ বহন করে—যেন তিনি তোমাদের আস্বাদ করাতে পারেন তাঁর করুণা, আর যেন জাহাজগুলি তাঁর আদেশে চলতে পারে, আর যেন তোমরা তাঁর প্রাচুর্য অন্বেষণ করতে পারো, আর যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।

৪৭ আর নিঃসন্দেহ তোমার পূর্বে আমি বাণীবাহকদের পাঠিয়েছিলাম তাঁদের লোকদের কাছে, সুতরাং তারা তাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণাবলী নিয়ে ; তার পর আমি শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের যারা ছিল অপরাধী ; আর আমার জন্য করণীয় হচ্ছে বিশ্বাসীদের সাহায্য করা।

৪৮ আল্লাহ্‌ তিনি যিনি বাতাসদের পাঠান, তার পর তারা একটি মেঘ তোলে, তার পর তিনি তা বিস্তৃত করেন আকাশে যেমন ইচ্ছা করেন, আর তিনি তা ভাঙেন, ফলে তোমরা দেখো তার ভিতর থেকে বৃষ্টি আসছে, তার পর যখন তিনি

লোকমান

[লোকমান কোর্‌আন শরীফের একত্রিংশ সূরা। লোকমান ছিলেন একজন হাবসী জ্ঞানী। কেউ কেউ বলেছেন তিনিই স্বনামখ্যাত ঈসফ। এটিকে মধ্যমক্কীয় জ্ঞান করা হয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ আলিফ—লাম্—মীম্—আমি আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতা।

২ এইসব হচ্ছে জ্ঞানসমৃদ্ধ গ্রন্থের শ্লোকাবলী—

৩ একটি পথনির্দেশ আর একটি করুণা যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য—

৪ যারা উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে, আর যাকাত দেয়, আর যারা নিঃসন্দেহ পরকাল সম্বন্ধে ;

৫ এরাই তারা যারা আছে তাদের পালয়িতার থেকে একটি পথনির্দেশের উপরে, আর এরাই তারা যারা সফলকাম।

৬ আর মানুষদের মধ্যে আছে সে যে এর পরিবর্তে বৃথা বাক্যকে মূল্য দেয় যেন সে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ভ্রষ্ট করতে পারে জ্ঞানহীন হয়ে, আর একে করে এক বিদ্রূপের বিষয়। এরাই তারা যাদের লাভ হবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

৭ আর যখন আমার নির্দেশাবলী তার কাছে পড়া হয় সে ফিরে যায় গর্বের সঙ্গে যেন সে সেসব শোনে নি, যেন তার দুই কানে আছে বধিরতা ; সেজন্য তাকে সংবাদ দাও এক কঠিন শাস্তির।

৮ নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে—তাদের জন্য আনন্দময় বেহেশ্‌ত—

৯ স্থায়ীভাবে বাস করবে তাতে; আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি: সত্য
(প্রতিশ্রুতি)—আর তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী।
১০ তিনি আকাশ সৃষ্টি করেছেন থাম না দিয়ে যা তোমরা দেখ,
আর পৃথিবীতে প্রবিষ্ট করিয়েছেন অনড় পাহাড়দের যেন তা
তোমাদের সঙ্গে কম্পিত না হয়, আর তিনি তাতে ছড়িয়ে
দিয়েছেন সব রকমের প্রাণী। আর আমি আকাশ থেকে
অবতীর্ণ করি জল, আর তাতে আমি উৎপন্ন করি প্রত্যেক
রকমের উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ।
১১ এই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, কিন্তু আমাকে দেখাও তিনি ভিন্ন তারা যা
সৃষ্টি করেছে। না অন্যায়কারীরা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১২ আর নিঃসন্দেহ আমি লোকমানকে জ্ঞান দিয়েছিলাম এই
ব'লে: আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ হও; আর যে কেউ কৃতজ্ঞ হয়
তবে সে কৃতজ্ঞ হয় তার অন্তরাত্মার জন্য, আর যে কেউ অকৃতজ্ঞ
হয়,—তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ অনন্যনির্ভর, প্রশংসিত।
১৩ আর যখন লোকমান তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন যখন তাকে
উপদেশ দিয়েছিলেন: হে আমার পুত্র, আল্লাহ্‌র সঙ্গে কিছুকে
অংশী দাঁড় করাবে না; নিঃসন্দেহ বহুদেববাদ এক মহাঅন্যায়;
১৪ আর আমি মানুষকে তার পিতামাতার সম্বন্ধে নির্দেশ
দিয়েছি—তার মাতা মূর্ছার উপরে মূর্ছার সঙ্গে তাকে জন্মদান
করে আর তার স্তন্য দান চলে দুই বৎসর—এই ব'লে: আমার
প্রতি কৃতজ্ঞ হবে আর তোমার পিতা মাতা উভয়ের প্রতি;
শেষে ফিরে আসতে হবে আমার কাছে।
১৫ আর যদি তারা তোমার সঙ্গে সংগ্রাম করে (জেদ করে) যে
তুমি আমার অংশী দাঁড় করাবে—যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান

নেই—তবে তাদের অনুবর্তী হবে না ; আর এই সংসারে
তাদের সঙ্গে থাকো সদয়তার সঙ্গে ; আর তার পথ অনুসরণ
ক'রো যে আমার দিকে ফেরে ; তার পব আমার কাছে
তোমাদের প্রত্যাবর্তন ; তার পর আমি তোমাদের জানাবো
কি তোমরা করেছিলে ।

১৬ হে আমার পুত্র, নিঃসন্দেহ যদি সর্ষের বীজের ওজনের
পরিমাণও হয়, আর যদি তা পাথরের মধ্যে থাকে, অথবা
আকাশে অথবা পৃথিবীতে থাকে, আল্লাহ্ তা (গোচরে)
আনবেন, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সূক্ষ্মের জ্ঞাতা, ওয়াকিফহাল ।

১৭ হে আমার পুত্র, উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো, আর ভালো যা তার
নির্দেশ দাও, আর মন্দ যা তা নিষেধ করো. আর ধৈর্যশীল হও
যা তোমার উপরে এসে পড়ে তাতে ; নিঃসন্দেহ এটি একটি
বাঞ্ছিত করণীয় ।

১৮ আর লোকদের থেকে ঘৃণা করে মুখ ফেরাবে না, আব দেশে
খুব অহঙ্কারী হয়ে বেড়াবে না ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ কোনো
আত্মস্তবী গর্বিতকে ভালোবাসেন না ।

১৯ আর তোমার চলনে বিনম্র হও ; আর তোমার কণ্ঠস্বর নামাও ;
নিঃসন্দেহ সব চাইতে ঘৃণিত কণ্ঠস্বর হচ্ছে গাধাব ডাক ।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২০ তোমরা কি দেখো না যে আল্লাহ্ তোমাদের সেবারত করেছেন
যা আছে আকাশে আর যা আছে পৃথিবীতে, আর তোমাদের
ভূষিত করেছেন তাঁর অনুগ্রহাবলীর দ্বারা বাইরে এবং ভিতরে ?
আর মানুষদের মধ্যে আছে সে যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতর্ক করে
জ্ঞানহীন আর পথনির্দেশহীন আর একটি উজ্জ্বল গ্রন্থ
বিহীন হয়ে ।

২১ আর যখন তাদের বলা হয় : অনুবর্তী হও আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার, তারা বলে : না, আমরা তার অনুবর্তী যাতে আমাদের পিতাপিতামহদের দেখেছি। কী—যদিও শয়তান তাদের ডাকছে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে ?

২২ আর যে তার মুখ সমর্পণ করেছে আল্লাহ্‌র দিকে, আর সে সৎকর্মশীল, তবে সে ধরেছে মজবুত হাতল, আর সব ব্যাপারের শেষ আল্লাহ্‌তে।

২৩ আর যে অবিশ্বাস করে—তার অবিশ্বাস তোমাকে দুঃখিত না করুক। আমার কাছে তার প্রত্যাবর্তন, তখন আমি তাদের জানাবো কি তারা করেছিল। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ জানেন যা আছে বুকের ভিতরে।

২৪ আমি তাদের উপভোগ করতে দিই সামান্য কিছু, তার পর আমি তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাই কঠোর শাস্তিতে।

২৫ আর যদি তাদের জিজ্ঞাসা করো ; কে সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী, তারা নিশ্চয় বলবে : আল্লাহ্। বলো : (সব) প্রশংসা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে—না তারা অনেকেই জানে না।

২৬ আল্লাহ্‌রই যা আছে আকাশে আর যা পৃথিবীতে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ অনন্যনির্ভর, প্রশংসিত।

২৭ যদি পৃথিবীর প্রত্যেকটি গাছ দিয়ে তৈরি হোতো কলম, আর সমুদ্র, তাকে সাহায্য করতে আব সাত সমুদ্র, (হোতো কালি), (তবু) আল্লাহ্‌র বাণী নিঃশেষিত হোতো না; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মহাশক্তি, জ্ঞানী।

২৮ তোমাদের সৃষ্টি আর তোমাদের উত্থান (মৃতদের থেকে) একটি প্রাণের (সৃষ্টি ও উত্থান) ভিন্ন নয়। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ শ্রোতা ; দ্রষ্টা।

২৯ তুমি কি দেখো না যে আল্লাহ্ রাত্রিকে প্রবিষ্ট করান দিনে,

আর দিনকে প্রবিষ্ট করান রাত্রিতে ; আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে
করেছেন সেবারত ; প্রত্যেকে চলেছে এক নির্ধারিত কালের
দিকে ; আর আল্লাহ্ ওয়াকিফহাল তোমরা যা করো সে
সম্বন্ধে।

৩০ এ এইজন্য যে আল্লাহ্ হচ্ছেন সত্য ; আর তাঁকে ভিন্ন যাকে
তারা ডাকে তা মিথ্যা ; আর এইজন্য যে আল্লাহ্ মহোচ্চ,
মহান!

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৩১ তুমি কি দেখো না যে জাহাজগুলো সমুদ্রে চলেছে আল্লাহ্‌র
অনুগ্রহে যেন তিনি তোমাদের দেখাতে পারেন তাঁর
নিদর্শনাবলী ? নিঃসন্দেহ এতে নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যবান
কৃতজ্ঞের জন্য।

৩২ আর যখন এক ঢেউ তাদের আবৃত করে (মাথার উপরকার)
কানাতের মতো ; তারা আল্লাহ্‌কে ডাকে তাদের ধর্ম একমাত্র
তাঁর জন্য বিশুদ্ধ ক'রে ; কিন্তু যখন তিনি তাদের ডাঙায়
আনেন, তাদের কেউ কেউ মাঝামাঝি পথ অনুসরণ করে।
আর কেউ আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে না প্রত্যেক
বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ ব্যতীত।

৩৩ হে জনগণ, তোমাদের পালয়িতার সীমা রক্ষা করো, আর
সেই দিনের ভয় করো যখন পিতা বা মাতা সন্তানের
কোনো কাজে আসবে না, সন্তানও পিতার বা মাতার কাজে
আসবে না ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য ; সেজন্য এই
সংসারের জীবন তোমাদের প্রবঞ্চিত না করুক ; আর প্রবঞ্চক
তোমাদের প্রবঞ্চিত না করুক আল্লাহ্ সম্বন্ধে।

৩৪ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তিনি যাঁর কাছে আছে সেই সময়ের জ্ঞান ; আর তিনি অবতীর্ণ করেন বৃষ্টি ; আর তিনি জানেন কি আছে জরায়ুতে ; আর কেউ জানে না কি অর্জন করবে পরের দিন ; আর কেউ জানে না কোন্ দেশে তার মৃত্যু হবে। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ জ্ঞাতা ; ওয়াকিফহাল।

আস্-সজ্দাহ্

[আস্-সজ্দাহ্— প্রণিপাত —কোর্‌আন শরীফের ৩২ সংখ্যক সূরা। এর ১৫ সংখ্যক আয়াতে এই শব্দটি আছে।

এটি মধ্যমক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ আলিফ—লাম্—মীম্—আমি আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতা।

২ গ্রন্থের অবতরণ—কোনো সন্দেহ নেই এতে—বিশ্বজগতের পালয়িতা থেকে।

৩ অথবা তারা কি বলে: সে এটি তৈরি করেছে? না—এটি সত্য—তোমার পালয়িতা থেকে, যেন তুমি সতর্ক করতে পারো একটি জাতিকে যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেন নি যেন তারা পথে চলতে পারে।

৪ আল্লাহ্ তিনি যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ আর পৃথিবী আর যা আছে এই দুইয়ের মধ্যে, ছয় দিনে, তার পর আরোহণ করলেন তিনি সিংহাসন। তিনি ভিন্ন তোমাদের নেই কোনো রক্ষাকারী বন্ধু অথবা কোনো সুপারিশকারী। তোমরা কি তবে স্মরণ করবে না?

৫ আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত ব্যাপার তিনি নিয়ন্ত্রিত করেন; তার পর তা তাঁর কাছে আরোহণ করবে এক দিনে যার পরিমাপ তোমরা যা গণনা করো তার হাজার বৎসর।*

৬ এই হচ্ছেন অদৃশ্যের এবং দৃশ্যের জ্ঞাতা, মহাশক্তি কৃপাময়—

* ইসলামীয় বিধান পৃথিবীতে স্থাপিত হবার পরে এক হাজার বৎসরের জন্য তা দুর্দশাগ্রস্ত থাকবে, এই ব্যাখ্যা কেউ কেউ দিয়েছেন।

৭ যিনি উৎকৃষ্ট করেছেন যা তিনি সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি মানুষের সৃষ্টি আরম্ভ করেন কাদা থেকে ;

৮ তার পর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করলেন এক নির্যাস থেকে— অবজ্ঞাত জল থেকে ;

৯ তার পর তাকে রূপ দিলেন আর তাতে শ্বাস দিলেন তাঁর প্রেরণা (আত্মা) থেকে ; আর তোমাদের জন্য তৈরি করলেন কান আর চোখ আর হৃদয়। কমই তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।

১০ আর তারা বলে : কি, যখন আমরা মিলিয়ে গেছি মাটিতে তখন কেমন ক'রে আমাদের পুনঃসৃষ্টি হবে ? না—তারা তাদের পালয়িতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া সম্বন্ধে অবিশ্বাসী।

১১ বলো : যার উপরে রয়েছে তোমাদের ভার সেই মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা তোমাদের মৃত্যু ঘটাবে, তার পর তোমাদের পালয়িতার কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১২ আর যদি তুমি দেখতে পেতে যখন অপরাধীরা তাদের পালয়িতার সামনে তাদের মাথা হেঁট করবে : হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা দেখেছি আব শুনেছি, সেজন্য আমাদের ফিরে পাঠিয়ে দাও, আমরা করবো যা ভালো ; নিঃসন্দেহ (এখন) আমরা সুনিশ্চিত।

১৩ আর যদি আমি ইচ্ছা কবতাম নিঃসন্দেহ প্রত্যেক প্রাণকে দিতাম তার সুগতি ; কিন্তু আমার থেকে (নির্গত) বাণী সত্য : নিশ্চয় আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবো একসঙ্গে জিন ও মানুষদের দিয়ে।

১৪ সেজন্য স্বাদ গ্রহণ করো, কেন না তোমরা অবহেলা করেছিলে তোমাদের আজকার দিনে এই দেখা হওয়া ; নিঃসন্দেহ আমি

তোমাদের পরিত্যাগ করেছি ; আর স্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ
করো যা করেছিলে তার জন্য।

১৫ কেবল তারাই আমার নির্দেশাবলীতে বিশ্বাস করে যারা, যখন
তাদের সেসবের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, পতিত হয়
*সেজ্‌দারত হয়ে, আর কীর্তন করে তাদের পালয়িতার প্রশংসা ;
আর তারা গর্বিত নয়—

১৬ যারা তাদের বিছানা পরিত্যাগ করে তাদের পালয়িতাকে
ডাকতে ভয়ে ও আশায়, আর ব্যয় করে (দানে) যা আমি
তাদের দিয়েছি তা থেকে।

১৭ সেজন্য কোনো প্রাণ জানে না তাদের চোখ তৃপ্ত করবে এমন
কি তাদের জন্য লুকোনো আছে—একটি পুরস্কার যা তারা
করেছিল তার জন্য।

১৮ যে বিশ্বাসী সে কি তার মতো যে সীমালঙ্ঘনকারী ? তারা তুল্য
নয়।

১৯ যারা বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে—তাদের স্থায়ী
বাসস্থান হচ্ছে বেহেশ্‌ত ; তারা যা করেছিল তার জন্য প্রীতি-
সংবর্ধনা।

২০ আর যারা সীমালঙ্ঘন করে—তাদের আবাস হচ্ছে আগুন ;
যখন তারা সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে চায় তাদের সেখানে
ফিরিয়ে আনা হয় ; তাদের বলা হয় : আগুনের শাস্তির স্বাদ
গ্রহণ করো যা তোমরা মিথ্যা বলতে।

২১ আর নিঃসন্দেহ আমি তাদের নিকটতর শাস্তির আস্বাদ করাবো
বৃহত্তর শাস্তির পূর্বে, যেন তারা ফিরতে পারে।

২২ আর কে তার চাইতে বেশি অন্যায়কারী যাকে স্মরণ করানো
হয় তার পালয়িতার নির্দেশাবলী ; তার পর সে সেসব থেকে
ফিরে যায় ? নিঃসন্দেহ অপরাধীদের আমি শাস্তি দেবো।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২৩ নিঃসন্দেহ আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম ; সেজন্য তার প্রাপ্তি সম্বন্ধে সন্দেহে থেকো না ; আর আমি এটিকে করেছিলাম ইসরাইলবংশীয়দের জন্য এক পথনির্দেশ।

২৪ আর যখন তারা ধৈর্যশীল হয়েছিল আর আমার নির্দেশাবলী সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়েছিল আমি তাদের মধ্যে থেকে নেতা সৃষ্টি করেছিলাম আমার আদেশ অনুসারে চালিত করতে।

২৫ নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা তাদের মধ্যে কেয়ামতের দিনে বিচার করবেন সেই বিষয়ে যে বিষয়ে তাদের মতভেদ হয়েছিল।

২৬ এটি কি তাদের জন্য পথ দেখায় না—কত পুরুষ আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি যাদেব বাসস্থানে তারা ঘোরাফেরা করছে ? নিঃসন্দেহ এতে রয়েছে নির্দেশাবলী। তবে কি তাবা শুনবে না ?

২৭ তারা কি দেখে না কেমন ক'রে আমি জল নিয়ে যাই বন্ধ্যা জমিতে আর তার সাহায্যে ফসল উৎপাদন করি যা থেকে তাদের গৃহপালিত জন্তুরা খায়, আব তাবা নিজেবাও। তারা কি তবে দেখবে না ?

২৮ আর তারা বলে : কখন ঘটবে (তোমাদের) এই বিজয়—যদি সত্যবাদী হও ?

২৯ বলো : যারা (এখন) অবিশ্বাস করে বিজয়ের দিনে তাদের ধর্মবিশ্বাস তাদের উপকারে আসবে না ; তাদের বিরামও দেওয়া হবে না।

৩০ সেজন্য তাদের থেকে ফেরো ; আর অপেক্ষা করো : নিঃসন্দেহ তারাও অপেক্ষা করছে।

আল্-আহ্যাব

[আল্-আহ্যাব—উপজাতিবৃন্দ বা সম্মিলিত সৈন্যদল—কোর্‌আন শরীফের ৩৩ সংখ্যক সূরা। পঞ্চম হিজরিতে যে বিখ্যাত পরিখার যুদ্ধ হয় তাতে মুসলমানরা কি সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, সেকথা এতে বলা হয়েছে। মদিনা থেকে নির্বাসিত বনি নাযির গোত্রের ইহুদিদের মন্ত্রণায় কোরেশ, গতফান, আর তাদের সঙ্গে যেসব উপজাতির জোট ছিল তারা সবাই একযোগে দশ হাজারেরও বেশি সৈন্য নিয়ে মদিনা আক্রমণ করে—তাদের বলা হয়েছিল যে মদিনার কোরেযা গোত্রের ইহুদিরা তাদের সঙ্গে যোগ দেবে। মুসলমানদের ছিল তিন হাজার সৈন্য—তারা এক পরিখা খনন করে এই আক্রমণ প্রতিহত করতে চেষ্টা করে। সেই পরিখায় খুব কাজ দেয়। তার উপরে একজন মুসলমানের কূটনৈতিক চালের ফলে সম্মিলিত পক্ষ ও মদিনার বনিকোরেযার মধ্যে অবিশ্বাস দেখা দেয়। তার উপরে তিন দিন তিন রাত্রি ব্যাপী এক বিষম ঝড়ে সম্মিলিত দল একান্ত বিপন্ন হয়ে পড়ে, আর প্রায় এক মাস কালের বিফল অবরোধের পরে ছত্রভঙ্গ হয়ে মদিনা ত্যাগ করে। তাদের চলে যাবার পরে যুদ্ধকালে সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করার অপরাধে আর হঠকারিতার জন্য বনিকোরেযা কঠোর শাস্তি ভোগ করে।

নারীদের, বিশেষ ক'রে হযরতের পত্নীদের, দৈনন্দিন চালচলন কেমন হবে সেসম্বন্ধে কিছু কিছু নির্দেশ এতে আছে। হযরত যয়নাবের সঙ্গে হযরতের বিবাহের প্রসঙ্গও এতে আছে।

এর অবতরণ কাল পঞ্চম হিজরির শেষ থেকে সপ্তম হিজরির শেষ পর্যন্ত।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ **হে নবী! আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো, আর অবিশ্বাসীদের ও কপটদের অনুবর্তী হ'য়ো না। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ জ্ঞাতা, জ্ঞানী।**

২ আর অনুবর্তী হও তোমার পালয়িতা থেকে যা প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে তার। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ওয়াকিফহাল যা তোমরা করো সে সম্বন্ধে।

৩ আর আল্লাহ্র উপরে নির্ভর করো; আল্লাহ্ যথেষ্ট কার্য-সম্পাদকরূপে।

৪ আল্লাহ্ কোনো মানুষের জন্য তার ধড়ের মধ্যে দুইটি হৃদয় সৃষ্টি করেন নি, তোমাদের স্ত্রীদেরও যাদের (তোমরা মা বলে) প্রকাশ করো তোমাদের মা করেন নি, যাদের তোমরা পুত্র বলে ঘোষণা করো তাদের তোমাদের আসল পুত্র করেন নি। এসব তোমাদের মুখের কথা। আর আল্লাহ্ সত্য বলেন, আর তিনি সেই পথে চালিত করেন।

৫ কে তাদের প্রকৃত পিতা তা ঘোষণা করো—তা হবে আল্লাহ্র কাছে বেশি ন্যায়সঙ্গত; কিন্তু যদি তাদের পিতাদের না জানো তবে তারা তোমাদের ধর্ম-ভাই ও তোমাদের বন্ধু। আর যেসব ভুল তোমরা করো অনিচ্ছাক্রমে তাতে তোমাদের পাপ নেই; কিন্তু যা তোমাদের অন্তর করে ইচ্ছাক্রমে (তাতে তোমাদের পাপ হবে); আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

৬ নবী বিশ্বাসীদের বেশি নিকটবর্তী তাদের নিজেদের চাইতে, আর তাঁর পত্নীরা (যেন) তাদের মাতা। আর আল্লাহ্র বিধানে রক্ত-সম্পর্কীয়েরা পরস্পরের বেশি নিকটবর্তী বিশ্বাসীদের ও শরণার্থীদের চাইতে—এ ভিন্ন যে তোমরা তোমাদের বন্ধুদের প্রতি কল্যাণ করবে।* গ্রন্থে (স্বভাবের গ্রন্থে) এই লেখা আছে।

* মক্কা থেকে আগত শরণার্থী আর মদিনার মুসলমানদের মধ্যে রক্ত-সম্পর্কের চাইতেও নিকটতর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল; এই আয়াতের দ্বারা সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে তা রদ করা হয়।

৭ আমি যখন নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম—আর
তোমার কাছ থেকে আর নূহ্-এর কাছ থেকে, আর ইব্রাহিমের
কাছ থেকে, আর মূসার কাছ থেকে, আর মরিয়ম-পুত্র ঈসার
কাছ থেকে—আর আমি তাঁদের কাছ থেকে নিয়েছিলাম এক
জোরালো অঙ্গীকার—

৮ (এই মর্মে) যে তিনি সত্যপরায়ণদের সত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে
পারেন ; আর অবিশ্বাসীদের জন্য তিনি প্রস্তুত করেছেন এক
কঠোর শাস্তি।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৯ হে বিশ্বাসিগণ, স্মরণ করো তোমাদের উপরে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ
যখন তোমাদের উপরে এসে পড়েছিল সৈন্যদল : সেজন্য আমি
তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম এক ঝড়, আর সৈন্যদল যাদের
তোমরা দেখ নি। আর আল্লাহ্ দ্রষ্টা তোমরা যা করো
তার।

১০ আর যখন তারা এসে পড়েছিল তোমাদের উপর থেকে আর
তোমাদের নিচে থেকে*, আর যখন চোখগুলো হয়েছিল
দিশাহারা আর হৃদয়গুলো হয়েছিল কণ্ঠাগত, আর তোমরা
আল্লাহ্ সম্বন্ধে বৃথা চিন্তা পোষণ করেছিলে ;

১১ সেখানে বিশ্বাসীরা পরীক্ষিত হয়েছিল, আর তারা আন্দোলিত
হয়েছিল কঠিন আন্দোলনে ;

১২ আর যখন কপটরা আর যাদের হৃদয়ে আছে ব্যাধি তারা বলতে
আরম্ভ করেছিল : আল্লাহ্ আর তার রসুল আমাদের (বিজয়ের)
প্রতিশ্রুতি দেয় নি কেবল প্রতারণা করার জন্য ভিন্ন ;

* শহরের বাইরের উঁচ ও নিচু জায়গা থেকে।

১৩ আর যখন তাদের একটি দল বলেছিল : ওহে ইয়াস্‌রিবের*
লোকেরা, তোমাদের জন্য (এখানে) দাঁড়াবার জায়গা নেই,
সেজন্য ফিরে যাও ; আর তাদের একদল পয়গাম্বরের অনুমতি
চেয়েছিল এই বলে : নিঃসন্দেহ আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত ;
আর তারা অরক্ষিত ছিল না, তারা কেবল পালাতে চাচ্ছিল।
১৪ আর যদি শত্রু সব দিক থেকে এসে পড়তো আর তাদের
বলতো বিশ্বাসঘাতকতা করতে তবে তারা তা করতো, আর
তাতে ইতস্ততঃ করতো সামান্য সময়ই।
১৫ আর নিঃসন্দেহ তারা পূর্বে আল্লাহ্‌র সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিল
তারা পিঠ ফেরাবে না ; আর আল্লাহ্‌র কাছে অঙ্গীকারের
জবাব দিতে হবে।
১৬ বলো : পালিয়ে যাওয়ায় তোমাদের কোনো কাজ দেবে না
যদি পালাও মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে, আর সে ক্ষেত্রে জীবন
উপভোগ করবে সামান্য কাল বৈ নয়।
১৭ বলো : কে সে যে তোমাদের রক্ষা করতে পারে আল্লাহ
থেকে যদি তিনি তোমাদের অপকার করতে চান অথবা
তোমাদের প্রতি করুণা করতে চান ? আর তারা তাদের জন্য
পাবে না আল্লাহ্‌ ভিন্ন কোনো রক্ষাকারী বন্ধু অথবা সহায়।
১৮ নিঃসন্দেহ্‌ আল্লাহ্‌ তোমাদের মধ্যে থেকে তাদের জানেন যারা
অপরদের বাধা দেয় আর যারা তাদের ভাইদের বলে : তোমরা
এখানে আমাদের কাছে এসো ; আর তারা যুদ্ধে আসে
সামান্যই।
১৯ তোমাদের (বিশ্বাসীদের) সম্বন্ধে তারা কৃপণ, কিন্তু যখন ভয়
আসে তখন তুমি দেখবে তোমার দিকে তারা চেয়ে আছে, তাদের
চোখ ঘুরছে তার মতো যে মৃত্যুতে মূর্ছা যাচ্ছে ; কিন্তু যখন

* মদিনার পূর্ব নাম ছিল ইয়াস্‌রিব

ভয় চলে গেছে তখন তারা তোমাকে আঘাত করে তীক্ষ্ণ জিহ্বা
দিয়ে ধনের লোভে। এরা বিশ্বাস করে নি ; সেজন্য আল্লাহ্
তাদের কাজকে বিফল করেছেন, আর এটি আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।
২০ তারা মনে করে সম্মিলিত সৈন্যদল চলে যায় নি ; আর যদি
সম্মিলিত সৈন্যদল (পুনরায়) আসে তবে তারা চলে যাবে
মরুভূমিতে যাযাবর আরবদের সঙ্গী হয়ে, জিজ্ঞাসা করবে
তোমাদের সংবাদ ; আর যদি তারা তোমাদের মধ্যে থাকতো
তবে তারা যুদ্ধ করতো সামান্যই।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২১ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র রসুলে তোমাদের জন্য আছে একটি উৎকৃষ্ট
দৃষ্টান্ত তার জন্য যে আল্লাহ্ ও পরকালের দিকে তাকায় আর
আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে পর্যাপ্ত পরিমাণে।
২২ আর যখন বিশ্বাসীরা সম্মিলিত সৈন্যদলকে দেখেছিল তারা
বলেছিল: এই তাই যার কথা আল্লাহ্ আর তাঁর রসুল
আমাদের বলেছিলেন, আর আল্লাহ্ আর তাঁর রসুল বলেছিলেন
সত্য কথা। আর এতে বাড়িয়েছিল তাদের বিশ্বাস আর
আত্মসমর্পণ।
২৩ আর বিশ্বাসীদের মধ্যে আছে সেই লোক যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে
নিষ্পন্ন অঙ্গীকার সম্বন্ধে সত্যপরায়ণ ; তাই তাদের মধ্যে আছে
সে যে তার ব্রতের মূল্য দিয়েছে (যুদ্ধ ক্ষেত্রে) মৃত্যু বরণের
দ্বারা ; আর তাদের মধ্যে আছে সে যে আজও প্রতীক্ষা করছে
আর তারা কিছুমাত্র বদলায় নি—
২৪ যেন আল্লাহ্ সত্যপরায়ণদের তাদের প্রাপ্য দিতে পারেন
সত্যের সঙ্গে, আর কপটদের শাস্তি দিতে পারেন, অথবা
তাদের দিকে ফিরতে পারেন (করুণায়) ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্
ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

২৫ আর আল্লাহ্ প্রতিহত করেছিলেন অবিশ্বাসীদের তাদের ক্রুদ্ধ দশায়, তারা ভালো কিছু লাভ করতে পারে নি, আর যুদ্ধে বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্ই ছিলেন যথেষ্ট; আর আল্লাহ্ মহাবল, মহাশক্তি।

২৬ আর গ্রন্থধারীদের যারা তাদের সমর্থন করেছিল তাদের তিনি নামিয়ে এনেছিলেন তাদের দুর্গ থেকে, আর তাদের হৃদয়ে ভয় নিক্ষেপ করেছিলেন; তাদের একদলকে তোমরা হত্যা করেছিলে আর অন্যদের বন্দী করেছিলে।

২৭ আর তিনি তোমাদের তাদের জমির আর বাড়িঘরের আর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেছিলেন, আর অন্য জমির যা তোমরা এখনও মাড়াও নি; আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৮ হে রসুল, তোমার পত্নীদের বলো: যদি তোমরা এই সংসারের জীবন আর এর শোভা-সৌন্দর্য চাও, তবে এসো; আমি তোমাদের ভোগ করতে দেবো আর তোমাদের চলে যেতে দেবো ভালোভাবে।

২৯ আর যদি তোমরা আল্লাহ্ আর তাঁর রসুলকে চাও, আর শেষের গৃহ, তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ কল্যাণকারীদের জন্য প্রস্তুত করেছেন এক মহাপুরস্কার।

৩০ হে নবীর পত্নীগণ, তোমাদের যে কেউ আচরণ করে প্রকাশ্য অশালীনতা, তার জন্য শাস্তি দ্বিগুণিত হবে, আর এ আল্লাহ্র পক্ষে সহজ।

দ্বাবিংশ খণ্ড

৩১ আর তোমাদের যে কেউ আল্লাহ্‌ ও রসুলের অনুবর্তিনী হয় ও
ভালো কাজ করে, আমি তাকে তার পুরস্কার দেবো দ্বিগুণিত
ক'রে, আর আমি তার জন্য তৈরি করেছি এক সম্মানিত
জীবিকা।

৩২ হে নবীর পত্নীগণ, তোমরা অন্য স্ত্রীলোকদের মতো নও ; যদি
তোমরা সীমারক্ষা করো তবে কথায় কোমল হ'য়ো না পাছে
যার অন্তরে আছে ব্যাধি সে কামনা করে ; আর ভালো কথা
বলো।

৩৩ আর তোমাদের গৃহে থাকো, আর আগেকার অন্ধকার যুগের
মতো জমকালো সাজসজ্জা ক'রো না ; আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত
রাখো আর যাকাত দাও, আর আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের
অনুবর্তিনী হও। হে গৃহবাসিনিগণ, আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন
তোমাদের থেকে তোমাদের অপবিত্রতা দূর করতে আব
তোমাদের পবিত্র করতে পূর্ণভাবে।

৩৪ আর স্মরণ রাখো তোমাদের গৃহে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী ও জ্ঞান
থেকে যা আবৃত্তি করা হয় ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ সূক্ষ্মের জ্ঞাতা,
ওয়াকিফহাল।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৩৫ নিঃসন্দেহ আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারিণী নারী,
আর বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসিনী নারী, আর অনুবর্তী পুরুষ ও
অনুবর্তিনী নারী, আর সত্যপরায়ণ পুরুষ ও সত্যপরায়ণা নারী,
আর ধৈর্যবান পুরুষ ও ধৈর্যবতী নারী, আর বিনত পুরুষ ও
বিনতা নারী, আর দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী, আর
রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী, আর আবরণীয়ের রক্ষী

পুরুষ ও রক্ষিণী নারী, আর আল্লাহ্‌কে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারিণী নারী—আল্লাহ্‌ এদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

৩৬ আর এটি সঙ্গত নয় একজন বিশ্বাসী পুরুষের অথবা একজন বিশ্বাসিনী নারীর জন্য যে, যখন আল্লাহ্‌ আর তাঁর রসুল (তাদের জন্য) একটি ব্যাপারের মীমাংসা করেছেন (তার পর) তাদের সে-বিষয়ে কিছু বলবার থাকবে; আর যে কেউ আল্লাহ্‌র ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচারী হয়, সে নিঃসন্দেহ বিপথে যায় স্পষ্ট বিপথে যাওয়ায়।*

৩৭ আর যখন তুমি তাকে বলেছিলে যার প্রতি আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ করেছেন আর তুমিও অনুগ্রহ করেছ: তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই রাখো আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো, আর তুমি তোমার মনে লুকিয়ে রেখেছিলে যা আল্লাহ্‌ প্রকাশ করবেন,† আর তুমি মানুষদের ভয় করেছিলে কিন্তু আল্লাহ্‌র বেশি হক্‌ আছে যে তুমি তাঁকে ভয় করবে। কিন্তু যখন যায়েদ তার সম্বন্ধে মীমাংসা করেছে (তালাক দিয়েছে), তখন আমি তাকে তোমাকে দিয়েছি পত্নীরূপে, যেন বিশ্বাসীদের তাদের পালিত পুত্রদের সম্বন্ধে কোনো বাধা না হয় যখন তারা তাদের সম্পর্কে মীমাংসা করেছে। আর আল্লাহ্‌র আদেশ পালিত হবে।

* টীকাকারেরা বলেছেন, হযরতের ফুফুর কন্যা বিবি যয়নাবের সঙ্গে হযরতের পালিত পুত্র দাসত্বমুক্ত যায়েদের বিবাহ সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। বিবি যয়নাব ও তাঁর ভ্রাতা দুইজনই এই বিবাহে অসম্মত ছিলেন।

† যয়নাবের ও যায়েদের বিবাহ সুখের হয় নি এই কথা হযরত লুকিয়ে রেখেছিলেন—এইই সঙ্গত অর্থ মনে হয়। 'হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম' অনুবৃত্তি দ্রষ্টব্য।

৩৮ নবীর জন্য তা নিন্দার নয় যা আল্লাহ্ তাঁর জন্য আবশ্যিক বিবেচনা করেন; এই হয়েছে আল্লাহ্‌র ধারা পূর্ববর্তীদের যারা গত হয়ে গেছে তাদের সম্বন্ধে—আর আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনতিক্রম্য নিয়তি—

৩৯ যাঁরা পৌঁছে দিয়েছেন আল্লাহ্‌র বাণী আর তাঁকে ভয় করেছেন আর আল্লাহ্‌কে ভিন্ন আর কাউকে ভয় করেন নি। আর আল্লাহ্ যথেষ্ট হিসাব রক্ষকরূপে।

৪০ মোহম্মদ তোমাদের কোনো ব্যক্তির পিতা নন, কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রসুল আর পয়গাম্বরদের শেষ,* আর আল্লাহ্ জ্ঞাতা সব সম্বন্ধে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৪১ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো—প্রচুর স্মরণ :

৪২ আর তাঁর মহিমা কীর্তন করো প্রাতে ও সন্ধ্যায়।

৪৩ তিনিই তোমাদের আশীর্বাদ করেন আর তাঁর ফেরেশ্‌তারা (আশীর্বাদ করে) যেন তিনি তোমাদের আনতে পারেন অন্ধকার থেকে আলোকে; আর তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি কৃপাময়।

৪৪ যেদিন তাঁর সঙ্গে তাদের দেখা হবে সেদিন তাদের সম্ভাষণ হবে: শান্তি; আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন এক সম্মানিত প্রাপ্য।

* মূল কথাটা 'খ-ত্‌ম্' তার অর্থ সিলমোহর, শেষ। মুসলমানেরা সাধারণত মোহম্মদকে শেষ পয়গাম্বররূপে জানেন। কোনো কোনো পণ্ডিত এই কথার এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে মানুষের বিচারের ক্ষমতা বেড়ে গেছে, তাই 'নবীর' আসবার প্রয়োজন আর নেই।

৪৫ হে নবী, নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতারূপে, আর সতর্ককারীরূপে ;

৪৬ আর আল্লাহ্‌র পথে, তাঁর অনুমতিক্রমে, একজন আহ্বানকারী-রূপে, আর একটি প্রদীপরূপে যা আলো দেয়।

৪৭ আর বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও যে তারা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পাবে মহৎ অনুগ্রহ-প্রাচুর্য।

৪৮ আর অবিশ্বাসীদের দিকে আর কপটদের দিকে মন দিও না ; তাদের বিরক্তিকর কথা উপেক্ষা করো, আর আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করো ; আর আল্লাহ্ যথেষ্ট অধ্যক্ষরূপে।

৪৯ হে বিশ্বাসিগণ, যদি তোমরা বিশ্বাসিনী নারীদের বিবাহ করো আর তাদের তালাক দাও তাদের স্পর্শ করার পূর্বে, তবে কোনো নির্ধারিত কাল তোমাদের পালন করতে হবে না। সুতরাং তাদের জন্য কিছু সংস্থান করো আর তাদের বিদায় দাও শোভনভাবে।

৫০ হে নবী, নিঃসন্দেহ আমি তোমার জন্য তোমার স্ত্রীদের বৈধ করেছি যাদের প্রাপ্য দেনমোহর তুমি দিয়েছ, আর যাদের তোমার দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে থেকে যাদের আল্লাহ্ তোমাকে দিয়েছেন যুদ্ধের বন্দীরূপে, আর তোমার চাচাদের কন্যা, আর তোমার ফুফুদের কন্যা, আর তোমার মামাদের কন্যা, আর তোমার খালাদের কন্যা যারা তোমাদের সঙ্গে দেশত্যাগ করেছিল ; আর একজন বিশ্বাসিনী নারী যদি সে নিজেকে সমর্পণ করে নবীর কাছে, যদি নবী তাঁকে বিয়ে করতে চান— এটি বিশেষভাবে তোমার জন্য, অন্য বিশ্বাসীদের জন্য নয় ; আমি জানি কি তাদের জন্য বিধান করেছি তাদের স্ত্রীদের আর যাদের তাদের দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করেছে তাদের সম্বন্ধে, যেন তোমার কোনো দোষ না হয় ; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

৫১ তুমি মুলতবী রাখতে পারো তাকে (তার পালা) যাকে তোমার খুশী আর তোমার জন্য গ্রহণ করতে পারো যাকে তোমার খুশী, আর যাদের তুমি সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করেছিলে তাদের যাকে তোমার খুশী—কোনো দোষ তোমার হবে না; আর এই সব চাইতে ভালো যেন তাদের চোখ স্নিগ্ধ হতে পারে আর তারা দুঃখ না করে; আর তারা খুশী হবে, তারা সবাই, তুমি তাদের যা দিচ্ছ তাতে। আল্লাহ্ জানেন কি আছে তোমাদের অন্তরে; আর আল্লাহ্ জ্ঞাতা, জ্ঞানী।

৫২ এর পরে অন্য নারীদের গ্রহণ করা তোমাব জন্য বৈধ হবে না তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রীদেরও গ্রহণ করবে না যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে—যাদের তোমার দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করে তারা ব্যতীত। আর আল্লাহ্ সব ব্যাপারের উপরে প্রহরী।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৫৩ হে বিশ্বাসিগণ, নবীর গৃহগুলিতে প্রবেশ ক'রো না খাবার জন্য তোমাদের অনুমতি দেওয়া না হলে, রান্না শেষ হবার অপেক্ষা না ক'রে; কিন্তু যখন তোমরা আহূত হয়েছ, প্রবেশ করো, আর যখন খাবার খেয়েছ তখন চলে যাও কথাবার্তার জন্য দেরি না ক'রে; নিঃসন্দেহ এতে নবীকে কষ্ট দেওয়া হয়, আর তোমাদের (চলে যাওয়ার) জন্য (বলতে) তিনি সংকোচ বোধ করেন; কিন্তু সত্য সম্বন্ধে আল্লাহ্র সংকোচ নেই। আর যখন তোমরা তাঁদের (নবীপত্নীদের) কাছে কিছু চাও তাঁদের কাছে তা চাও পর্দার আড়ালে থেকে। এটি তোমাদের হৃদয়ের জন্য পবিত্রতর, তাঁদের হৃদয়ের জন্যও। এটি তোমাদের জন্য সঙ্গত নয় যে আল্লাহ্র রসূলকে তোমরা কষ্ট দেবে, আর

তাঁর পরে কখনো তাঁর পত্নীদের বিবাহ করবে না। নিঃসন্দেহ তা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর হবে।

৫৪ কোনো কিছু তোমরা প্রকাশ করো অথবা লুকোও, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ওয়াকিফহাল সব-কিছু সম্বন্ধে।

৫৫ তাঁদের (নবীপত্নীদের) (সহজভাবে কথপোকথন) দোষের নয় তাঁদের পিতাদের সঙ্গে, অথবা তাঁদের পুত্রদের সঙ্গে; অথবা তাঁদের ভাইদের পুত্রদের সঙ্গে, অথবা তাঁদের ভগিনীদের পুত্রদের সঙ্গে, অথবা তাঁদের নিজেদের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে, অথবা যাদের তাঁদের দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করেছে তাদের সঙ্গে, আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সাক্ষী সব কিছুর।

৫৬ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ আর তাঁর ফেরেশ্‌তারা নবীর উপরে আশীর্বাদ কামনা করেন; হে বিশ্বাসিগণ, তাঁর জন্য আশীর্বাদ চাও আর তাঁকে সালাম সম্ভাষণ করো যোগ্যভাবে।

৫৭ নিঃসন্দেহ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল সম্বন্ধে মন্দ কথা বলে, আল্লাহ্ তাদের অভিসম্পাত করেছেন এই সংসারে ও পরকালে, আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

৫৮ আর যারা বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসিনী নারীদের সম্বন্ধে মন্দ কথা বলে—তারা তা অর্জন না করলেও—তারা কুৎসা রটনার ও স্পষ্ট পাপের ভার বহন করে।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৫৯ হে নবী, তোমার স্ত্রীদের আর কন্যাদের আর বিশ্বাসীদের নারীদের বলো যে তারা তাদের বহির্বাস তাদের উপরে দিক (যখন তারা বাইরে যায়); এটিই তাদের জন্য বেশি সঙ্গত যেন তাদের চেনা যায়, আর এইভাবে তাদের বিরক্ত করা হবে না; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

৬০ যদি কপটরা আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা আর শহরে
বিক্ষোভকারীরা না থামে, নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে তাদের
উপরে চড়াও করাবো, তার পর তারা তোমাদের প্রতিবেশী
থাকবে অল্পকালই—

৬১ বিতাড়িত—যেখানেই তাদের পাওয়া যাবে তাদের পাকড়াও
করা হবে ও হত্যা করা হবে (ক্ষমাহীনভাবে)।

৬২ (এই হয়েছে) আল্লাহ্র ধারা তাদের সম্বন্ধে যারা পূর্বে গত
হয়েছে ; আর কোনো পরিবর্তন পাবে না তুমি আল্লাহ্র
ধারায়।

৬৩ লোকেরা তোমাকে সেই সময়ের কথা জিজ্ঞাসা করছে ; বলো :
তার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র কাছে ; আর কেমন ক'রে তোমাকে
বোঝানো যাবে যে, হতে পারে, সেই সময় নিকটবর্তী।

৬৪ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের অভিসম্পাত করেছেন আর
তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন এক জ্বলন্ত আগুন—

৬৫ দীর্ঘকাল তাতে বাস করার জন্য ; তারা পাবে না কোনো
রক্ষাকারী বন্ধু অথবা সহায়।

৬৬ সেইদিন যখন তাদের মুখ আগুনের অভিমুখে ফিরিয়ে দেওয়া
হবে, তারা বলবে : হায়, যদি আমরা আল্লাহ্র অনুবর্তী হতাম
আর রসুলের অনুবর্তী হতাম।

৬৭ তারা বলবে : হে আমাদের প্রতিপালক, নিঃসন্দেহ আমরা
আমাদের নেতাদের ও প্রধানদের অনুবর্তী হয়েছিলাম, ফলে
তারা আমাদের পথ থেকে বিপথে নিয়েছিল :

নবম অনুচ্ছেদ

৬৮ হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের দ্বিগুণ শাস্তি দাও, আর
তাদের অভিসম্পাত করো মহাঅভিসম্পাতে।

৬৯ হে বিশ্বাসিগণ, তাদের মতো হ'য়ো না যারা মূসার কুৎসা করেছিল ; কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে মুক্ত করেছিলেন তারা যা বলেছিল তা থেকে ; আর আল্লাহ্‌র সামনে তিনি ছিলেন সম্মানের পাত্র।

৭০ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো ; আর ঠিক ঠিক বলো।

৭১ তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কার্যাবলী ঠিক অবস্থায় আনবেন আর তোমাদের দোষত্রুটি ক্ষমা করবেন ; আর যে কেউ আল্লাহ্ আর তাঁর রসুলের অনুবর্তী হয় তবে সে নিঃসন্দেহ লাভ করবে এক মহাসাফল্য।

৭২ নিঃসন্দেহ আমি আমানত (বহন করতে)* দিয়েছিলাম আকাশকে ও পৃথিবীকে ও পাহাড়কে ; কিন্তু তারা তা বহন করতে সঙ্কুচিত হয়েছিল ও তার থেকে ভীত হয়েছিল ; আর তা গ্রহণ করেছিল মানুষ। নিঃসন্দেহ সে হঠকারী : অজ্ঞ।

৭৩ সেজন্য আল্লাহ্ শাস্তি দেবেন কপট পুরুষদের ও কপট নারীদের, আর বহুদেববাদী পুরুষদের ও বহুদেববাদী নারীদের ; আর আল্লাহ্ ফিরবেন (করুণায়) বিশ্বাসী পুরুষদের প্রতি ও বিশ্বাসিনী নারীদের প্রতি ; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

* এই আমানত কি? মনে হয় মানুষের বিচার-বুদ্ধি, অথবা মানুষের অশেষ সম্ভাবনা।

সাবা

[সাবা—শেবা—কোর্‌আন শরীফের ৩৪ সংখ্যক সূরা। শেবা ছিল এমনের এক অঞ্চল, বন্যায় তা ধ্বংস হয়েছিল।

এটি প্রাথমিক মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ (সমস্ত) প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যাঁর সব কিছু যা আছে আকাশে আর যা আছে পৃথিবীতে, আর তাঁরই (সমস্ত) প্রশংসা পরকালে, আর তিনি জ্ঞানী, জ্ঞাতা।

২ তিনি জানেন কি মাটিতে প্রবেশ করে আর কি তা থেকে বেরিয়ে আসে, আর যা নেমে আসে আকাশ থেকে আর যা তাতে গমন করে; আর তিনি কৃপাময়, ক্ষমাশীল।

৩ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে: সেই সময় আমাদের উপরে এসে পড়বে না। বলো: হাঁ, আমার পালয়িতার শপথ, (যিনি) অদৃশ্যের জ্ঞাতা, নিঃসন্দেহ তা তোমাদের উপরে এসে পড়বে; আকাশে আর পৃথিবীতে একটি অণুর মাপও তাঁর থেকে গরহাজির হবে না, আর তা থেকে ছোটোও নয় বড়ও নয়—সব আছে এক স্পষ্ট লেখায়—

৪ যেন তিনি প্রাপ্য দিতে পারেন তাদের যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে; এরাই তারা যাদের জন্য আছে ক্ষমা আর সম্মানিত জীবিকা।

৫ আর যারা আমার নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধে প্রযত্ন করে (সেসব) বিফল করার জন্য—এরাই তারা যাদের জন্য আছে ঘৃণিত কঠিন শাস্তি।

৬ আর যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা দেখে যা তোমার
কাছে তোমার পালয়িতার কাছে থেকে অবতীর্ণ হয়েছে তা
সত্য ; আর তা চালিত করে মহাশক্তি প্রশংসিতের পথে।

৭ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে : তোমাদের কি দেখিয়ে
দেবো একটি লোককে যে তোমাদের জানায় যখন তোমরা
পুরোপুরি বিক্ষিপ্ত হয়েছ ধুলোয় তখনও নিশ্চয় তোমাদের
সৃষ্টি করা হবে নতুনভাবে।

৮ সে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে এক মিথ্যা তৈরি করেছে অথবা তাতে
আছে পাগলামি। না, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারা
আছে শাস্তিতে আর দূরে-নিয়ে-যাওয়া ভ্রান্তিতে।

৯ তারা কি তবে দেখে না আকাশের ও পৃথিবীর কি আছে
তাদের সামনে আর কি আছে তাদের পেছনে? আমি যদি
ইচ্ছা করি তবে পৃথিবীকে দিয়ে তাদের গ্রাস করাতে পারি
অথবা তাদের উপরে আকাশ থেকে আনতে পারি যা তাদের
ঢেকে দেবে ; নিঃসন্দেহ এতে আছে একটি নিদর্শন (আল্লাহ্‌র
দিকে) প্রত্যাবৃত্ত প্রত্যেক দাসের জন্য।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১০ নিঃসন্দেহ আমি দাউদকে আমার কাছ থেকে দিয়েছিলাম
অনুগ্রহ-প্রাচুর্য,—ওহে পাহাড়েরা, তাঁর সঙ্গে প্রশংসার
পুনরাবৃত্তি করো, আর পাখিরাও। আর আমি লোহাকে
তাঁর কাছে করেছিলাম নরম,

১১ এই বলে : তোমরা দীর্ঘ বর্ম তৈরি করো আর বোতামগুলো
মাপ মতো দাও ; আর ভালো কাজ করো ; নিঃসন্দেহ আমি
দেখছি কি তোমরা করো।

১২ আর আমি বাতাসকে করেছিলাম সোলায়মানের সেবারত;
যা প্রাতে যেতো এক মাসের পথ আর সন্ধ্যায় যেতো এক
মাসের পথ; আর এক তামার উৎস আমি তাঁর জন্য উথ্‌লে
তুলেছিলাম, আর (আমি তাঁকে দিয়েছিলাম) জিনদের কাউকে
কাউকে যারা তাঁর জন খাটতো তাঁর পালয়িতার অনুমতিক্রমে।
আর তাদের যারা আমার নির্দেশ থেকে বেঁকে যেতো তাদের
আমি আস্বাদ করাতাম জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।
১৩ তারা তাঁর জন্য তৈরি করতো যা তিনি ইচ্ছা করতেন—দুর্গ আর
মূর্তি আর (বৃহৎ) পাত্র যা তাদের স্থান থেকে নড়্‌বে না।
হে দাউদের পরিজন, ধন্যবাদ জানাও; আর আমার খুব অল্প
দাসই কৃতজ্ঞ।
১৪ আর যখন আমি তাঁর জন্য মৃত্যু বিধান করেছিলাম তখন
কিছুই তাঁর মৃত্যুর পরিচয় দেয় নি এ ভিন্ন যে একটি পৃথিবীর
জীব * খেয়ে ফেলেছিল তাঁর শাঁস; আর যখন তার পতন
হোলো তখন জিনেরা পরিষ্কারভাবে দেখলো, যদি তারা
অজানাকে জানতো তবে ঘৃণিত শ্রমে তারা এতদিন
কাটাত না।
১৫ নিঃসন্দেহ শেবার জন্য একটি নিদর্শন ছিল তাদের গৃহের দুইটি
বাগান, ডাইনে ও বাঁয়ে। খাও তোমাদের প্রতিপালকের
জীবিকা থেকে আর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও—এক উৎকৃষ্ট দেশ
আর এক ক্ষমাশীল প্রতিপালক।
১৬ কিন্তু তারা বিমুখ হয়েছিল; সেজন্য আমি তাদের উপরে
পাঠিয়েছিলাম ইরামের বন্যা, আর তাদের দুই বাগানের বিনিময়ে
দিয়েছিলাম দুই বাগান যাতে তিক্ত ফল ফলতো—আস্‌ল্‌ আর
কিছু কিছু সিদ্‌রা গাছ।

---

* সোলায়মানের অযোগ্য পুত্র যার শাসনকালে সোলায়মানের রাজত্ব নষ্ট হয়।

১৭ এই তাদের প্রতিদান দিয়েছিলাম যেহেতু তারা অবিশ্বাস-
করেছিল। কাউকে কি আমি শাস্তি দিই অকৃতজ্ঞদের
ব্যতীত ?

১৮ আর তাদের ও যেসব শহরকে আমি পুণ্যময় করেছিলাম
তাদের মধ্যে আমি (অন্যান্য) শহর বসিয়েছিলাম যাদের
সহজেই দেখা যায়, আর তাদের মধ্যে ভ্রমণ ভালো ক'রে
দিয়েছিলাম—তাদের মধ্যে চলো রাত্রি ও দিন নিরাপদে।

১৯ আর তারা বলেছিল : হে আমাদের পালয়িতা, আমাদেব
ভ্রমণের মধ্যে স্তর দীর্ঘতর করো। আর তারা নিজেদের প্রতি
অন্যায় করেছিল। সেজন্য আমি তাদের করেছিলাম কাহিনী
আর তাদের বিক্ষিপ্ত করেছিলাম চরম বিক্ষিপ্ততায়। নিঃসন্দেহ
এতে রয়েছে নিদর্শনাবলী প্রত্যেক ধৈর্যবান কৃতজ্ঞের জন্য।

২০ নিঃসন্দেহ শয়তান তাদের সম্বন্ধে তার অনুমানকে সঠিক
পেয়েছিল কেন না তারা তার অনুসরণ করে—বিশ্বাসীদের
একটি দল ব্যতিরেকে।

২১ আর তাদের উপরে তার কোনো ক্ষমতা নেই এ ভিন্ন যে
আমি তাকে জানবো যে পরকালে বিশ্বাস করে, তার থেকে
যে সে-সম্বন্ধে সন্দেহে আছে, আর তোমার পালয়িতা
সব-কিছুর রক্ষাকর্তা।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২২ বলো : তাদের তোমরা ডাকো যাদের তোমরা দাঁড় করিয়েছ
আল্লাহ্ ভিন্ন! আকাশে অথবা পৃথিবীতে তাদের অণুর
মাপেও কিছু নেই, এই দুয়ে তাদের কোনো অংশও নেই,
তাদের মধ্যে তাঁর এমন কেউ নেই যে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা
করতে পারে।

২৩ আর তাঁর কাছে সুপারিশে কোনো কাজ দেবে না তার পক্ষে ভিন্ন যাকে তিনি অনুমতি দেন। যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর করা হবে তখন তারা বলবে : কি তা যা তোমাদের পালয়িতা বলেছেন ? তারা বলবে : সত্য। আর তিনি মহোচ্চ, মহান্।

২৪ বলো : কে তোমাদের জীবিকা দেন আকাশ ও পৃথিবী থেকে ? বলো : আল্লাহ্! আর নিঃসন্দেহ আমরা, অথবা তোমরা, সত্য পথে আছি অথবা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে আছি।

২৫ বলো : তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না আমাদের অপরাধ কি সে-সম্বন্ধে ; আমাদেরও জিজ্ঞাসা করা হবে না তোমরা কি করো সে-সম্বন্ধে।

২৬ বলো : আমাদের পালয়িতা আমাদের একত্রিত করবেন, তার পর তিনি আমাদের মধ্যে বিচার করবেন সত্যের সঙ্গে, আর তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক—সর্বজ্ঞ।

২৭ বলো : আমাকে দেখাও যাদের তোমরা তাঁর সঙ্গে যুক্ত করেছ অংশীরূপে। কখনো না। না—তিনি আল্লাহ্—মহাশক্তি, জ্ঞানী।

২৮ আর আমি তোমাকে সব লোকের কাছে পাঠাই নি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে ভিন্ন। কিন্তু অনেক লোকই জানে না।

২৯ আর তারা বলে : কখন এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে—যদি সত্যবাদী হও ?

৩০ বলো : তোমাদের জন্য ওয়াদা করা হয়েছে একটি দিন সম্বন্ধে যা তোমরা পিছিয়ে দিতে পারো না, এক ঘড়ি এগিয়েও দিতে পারো না।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৩১ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে : আমরা কিছুতেই এই কোর্‌আনে বিশ্বাস করবো না, আর এর পূর্ববর্তী যা তাতেও না। আর যদি তুমি দেখতে যখন অন্যায়কারীদের তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে—কেমন ক'রে তারা একে অন্যের উপরে দোষারোপ করে, কেমন করে যারা ছিল (পৃথিবীতে) অবজ্ঞাত তারা বলছে যারা গর্বিত তাদের : তোমাদের জন্য না হলে নিঃসন্দেহ আমরা বিশ্বাসী হতাম।

৩২ যারা ছিল গর্বিত তারা বলছে যারা ছিল অবজ্ঞাত তাদের : পথনির্দেশ তোমাদের কাছে আসার পরে আমরা কি তোমাদের তা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম ? না, তোমরাই ছিলে অপরাধী।

৩৩ যারা ছিল অবজ্ঞাত তারা বলছে যারা ছিল গর্বিত তাদের : না রাতদিন (চলতো তোমাদের) চক্রান্ত যখন তোমরা আমাদের আদেশ দিতে আল্লাহ্‌তে অবিশ্বাস করতে আর তাঁর অংশী দাঁড় করাতে। আর তারা আফসোসে পূর্ণ হবে যখন তারা দেখবে শাস্তি। আর যাবা অবিশ্বাস করতো তাদের গলায় আমি দেবো শিকল। তারা যা করেছিল তার প্রতিদান ভিন্ন আর কিছু কি তাদের দেওয়া হয়েছে ?

৩৪ আর আমি কোনো শহরে কোনো বাণীবাহক পাঠাই নি যার আরামে অভ্যস্ত লোকেরা না বলেছে : তোমাদের যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে নিশ্চয় তাতে আমরা অবিশ্বাসী।

৩৫ আর তারা বলে : আমাদের বেশি ধনসম্পত্তি ও সন্তানসন্ততি, আর আমাদের শাস্তি হবে না।

৩৬ বলো : নিঃসন্দেহ আমার প্রভু জীবিকা বাড়িয়ে দেন যাকে ইচ্ছা করেন, আর কমিয়েও দেন, কিন্তু অনেকেই জানে না।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৩৭ আর না তোমাদের ধনসম্পত্তি না তোমাদের সন্তানসন্ততি সেই
বস্তু যা তোমাদের আমার নিকটে আনে, কিন্তু যে বিশ্বাস করে
ও ভালো কাজ করে (সে নিকটে আসে)। হাঁ এরাই তারা
যাদের জন্য আছে দ্বিগুণ পুরস্কার তারা যা করেছে সেজন্য, আর
তারা নিরাপদ থাকবে উঁচু দালানে।

৩৮ আর যারা আমার নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় বিফল করতে,
এরাই তারা যাদের হাজির করা হবে শাস্তিতে।

৩৯ বলো : নিঃসন্দেহ আমার পালয়িতা তাঁর দাসদের জীবিকা
বাড়িয়ে দেন যাকে ইচ্ছা করেন, আর কমিয়েও দেন যাকে ইচ্ছা
করেন, আর যা তোমরা ব্যয় করো (ভালো কাজে) তিনি তার
বহু প্রতিদান দেন; আর তিনি জীবিকাদাতাদের মধ্যে
সর্বোত্তম।

৪০ আর সেইদিন যখন তাদের সবাইকেএকত্রিত করা হবে, তার পর
তিনি ফেরেশ্‌তাদের বলবেন: এরাই তোমাদের উপাসনা
করতো?

৪১ তারা বলবে : তোমার মহিমা কীর্তিত হোক! তুমি আমাদের
রক্ষাকারী বন্ধু, তারা নয়, না—তারা জিনদের উপাসনা করতো,
তাদের অনেকে তাদের উপাসক ছিল।

৪২ অতএব সেইদিন তোমাদের একজন অপরজনের লাভ বা ক্ষতির
উপরে কর্তৃত্ব করবে না, আর যারা ছিল অন্যায়কারী তাদের
আমি বলবো : আগুনের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো যা তোমরা
মিথ্যা বলেছিলে।

৪৩ আর যখন আমার স্পষ্ট নির্দেশাবলী তাদের কাছে আবৃত্তি করা
হয় তারা বলে : এ আর কিছু নয় এ ভিন্ন যে একজন তোমাদের
ফেরাতে চাচ্ছে তোমাদের পিতাপিতামহরা যার উপাসনা

করতো তা থেকে। আর তারা বলে: এ আর কিছু নয় একটি বানানো মিথ্যা ভিন্ন। আর যারা অবিশ্বাস করে তারা, যখন সত্য তাদের নিকটে এসেছে, তখন বলে: এ আর কিছু নয় স্পষ্ট জাদু ছাড়া।

৪৪ আর আমি তাদের কোনো গ্রন্থ দিই নি যা তারা পড়ে; তোমার পূর্বে তাদের কাছে কোনো সতর্ককারীও পাঠাই নি।

৪৫ আর এদের পূর্বের লোকেরা প্রত্যাখ্যান করেছিল, আর তাদের আমি যা দিয়েছিলাম এরা তার দশ ভাগের এক ভাগও পায় নি। তারা আমার বাণীবাহকদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। তার পর কেমন হয়েছিল আমার অসন্তোষের প্রকাশ!

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৪৬ বলো: আমি তোমাদের উপদেশ দিই শুধু এক বিষয়ে—আল্লাহ্‌র জন্য ওঠো দুইজন ক'রে, অথবা একলা, তার পর ভাবো: তোমার সঙ্গীতে কোনো পাগলামি নেই, তিনি তোমাদের কাছে একজন সতর্ককারী মাত্র—এক কঠোর শাস্তির পূর্বে।

৪৭ বলো: যে কিছু প্রাপ্য আমি তোমাদের কাছে চেয়েছি তা শুধু তোমাদেরই জন্য, আমার প্রাপ্য শুধু আল্লাহ্‌র কাছে আর তিনি সব কিছুর সাক্ষী।

৪৮ বলো: আমার পালয়িতা সত্য ছুঁড়ে মারেন (মিথ্যার বিরুদ্ধে)—অদৃশ্যের জ্ঞাতা।

৪৯ বলো: সত্য এসেছে আর মিথ্যা সৃষ্টি করবে না আর পুনঃসৃষ্টি করবে না*।

৫০ বলো: যদি আমি ভুল করি তবে ভুল করি নিঃসন্দেহ নিজের

* অর্থাৎ মিথ্যা তার সৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, আর প্রশ্রয় পাবে না।

সম্পর্কে, আর যদি ঠিক পথে চালিত হই, সেটি আমার পালয়িতা
আমাকে যে প্রত্যাদেশ দেন তার জন্য ; নিঃসন্দেহ তিনি শ্রোতা
নিকটবর্তী।

৫১ যদি তুমি দেখতে যখন তারা ভয়ে বিহ্বল হয়েছে ; কিন্তু
পালাবার যো নেই, আর তাদের পাকড়ানো হবে কাছে
থেকেই।

৫২ আর তারা বলবে : আমরা (এখন) তাতে বিশ্বাস করি। কিন্তু
কেমন করে তারা (বিশ্বাসে) পৌঁছুতে পারে দূরে থেকে ?

৫৩ আর তারা এতে অবিশ্বাস করেছিল পূর্বে, আর তারা অদৃশ্য
সম্বন্ধে অনুমান করে দূরে থেকে।

৫৪ আর তারা ও তারা যা চায় তার মধ্যে এক বেড়া দেওয়া হবে,
যেমন তাদের মতো লোকদের জন্য পূর্বে দেওয়া হয়েছিল।
নিঃসন্দেহ তারা এক ঘোর সন্দেহে।

আল্-ফাতির

[আল্-ফাতির—স্রষ্টা—কোর্আন শরীফের ৩৫ সংখ্যক সূরা। এর অপর নাম আল্-মালাইকাহ্—ফেরেশ্তাগণ।

এটি প্রাথমিক মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে (যিনি) আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, ফেরেশ্তাদের নির্মাণকর্তা, (তারা) বাণীবাহক—দুই ও তিন ও চার ডানা যুক্ত; তিনি সৃষ্টি বাড়ান যেমন ইচ্ছা করেন, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সবকিছুর উপরে ক্ষমতাবান।

২ আল্লাহ্ তাঁর করুণা থেকে মানুষদের জন্য যা উন্মোচিত করেন, কেউ নেই তা রোধ করতে পারে। আর যা তিনি রোধ করেন, কেউ নেই তা পাঠাতে পারে তার পরে; আর তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী।

৩ হে মানবগণ, স্মরণ করো তোমাদের উপরে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা। আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য স্রষ্টা আছেন কি যিনি তোমাদের জীবিকা দেন আকাশ ও পৃথিবী থেকে? কোনো উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন। কোন্ দিকে তবে তোমাদের ফেরানো হয়েছে?

৪ আর যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, নিঃসন্দেহ তোমার পূর্বে বাণীবাহকদের মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল; আর সব ব্যাপার প্রত্যাবৃত্ত হয় আল্লাহ্‌তে।

৫ হে মানবগণ, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, সেজন্য এই সংসারের জীবন তোমাদের প্রতারিত না করুক; আর মহাবঞ্চক তোমাদের বঞ্চনা না করুক আল্লাহ্ সম্বন্ধে।

৬ নিঃসন্দেহ শয়তান তোমাদের শত্রু, সেজন্য তাকে গ্রহণ করো একজন শত্রুরূপে। সে কেবল তার দলবলকে আহ্বান করে জ্বলন্ত আগুনের বাসিন্দা হতে।

৭ যারা অবিশ্বাস করে—তাদের জন্য আছে কঠোর শাস্তি, আর যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে তাদের জন্য আছে ক্ষমা আর মহৎ প্রাপ্য—

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৮ যার কাজের যা মন্দ তা তার কাছে চিত্তাকার্ষক মনে হয় এত দূর পর্যন্ত যে সেসব সে মনে করে ভালো (সে কি শয়তানের দ্বারা প্রতারিত ভিন্ন আর কিছু)? নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন যাকে ইচ্ছা করেন, আর পথে চালিত করেন যাকে ইচ্ছা করেন, সেজন্য তাদের জন্য দুঃখে তোমার অন্তরাত্মা মুমূর্ষু না হোক; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ জ্ঞাত তারা যা করে সে সম্বন্ধে।

৯ আর আল্লাহ্, তিনি যিনি বাতাসদের পাঠান, ফলে তারা মেঘ তোলে, তার পর আমি তা নিয়ে যাই মৃত দেশের উপরে আর তার সাহায্যে আমি মাটিতে প্রাণ সঞ্চার করি তার মৃত্যুর পরে। এইভাবেই হয় পুনর্জীবন দান।

১০ যে কেউ সম্মান চায়—তবে সম্মান সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র। তাঁরই দিকে উত্থিত হয় অকৃত্রিম বাণী, আর ভালো কাজ—তা তিনি সমুন্নত করেন; আর যারা মন্দ কাজের ফন্দি করে, তাদের জন্য আছে কঠোর শাস্তি, আর তাদের ফন্দি—তা বিনষ্ট হবে।

১১ আর আল্লাহ্ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন ধূলা থেকে, তার পর এক বিন্দু বীজ থেকে, তার পর তোমাদের যুগল করেছেন, আর কোনো নারী গর্ভধারণ করে না অথবা প্রসব করে না তাঁর জানার বাইরে, আর কারো বয়স বাড়ে না যার বয়স বাড়ে, আর কারো

জীবনের কিছু কমেও না যা (লেখা) না আছে এক স্পষ্ট
লেখায়; নিঃসন্দেহ এ আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ।

১২ আর দুই সমুদ্র এক রকমের নয়—একটি সুমিষ্ট, তৃষ্ণা দূর করে
তার মিষ্টতার দ্বারা, সুপেয়, আর এইটি (অপরটি) লবণাক্ত,
দগ্ধ করে তার লবণতার দ্বারা। তবুও তাদের প্রত্যেকটি থেকে
তোমরা খাও টাট্‌কা মাংস আর নিয়ে আসো অলঙ্কার যা
তোমরা পরো। আর তুমি দেখছ জাহাজগুলো এ কর্ষণ করে
চলেছে যেন তোমরা তাঁর প্রাচুর্যের অন্বেষণ করতে পারো আর
যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।

১৩ তিনি রাত্রিকে প্রবেশ করান দিনে আর তিনি দিনকে প্রবেশ
করান রাত্রিতে, আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন সেবারত—
প্রত্যেকে চলে একটি নির্ধারিত কাল পর্যন্ত। এই আল্লাহ্‌,
তোমাদের পালয়িতা—তাঁরই রাজত্ব। আর তাঁকে ভিন্ন যাদের
তোমরা ডাকো তারা কর্তৃত্ব করে না খেজুরের আঁটির পিঠের
সাদা চিহ্নেরও উপরে।

১৪ যদি তোমরা ডাকো, তারা তোমাদের ডাক শুনবে না আর
যদি শুনতোও তবে তারা তোমাদের জবাব দেবে না। আর
কেয়ামতের দিনে, তোমরা যে তাদের (আল্লাহ্‌র) অংশী
করেছিলে তা অস্বীকার করবে। আর কেউ তোমাদের
জানাতে পারে না তাঁর মতো যিনি (আল্লাহ্‌) ওয়াকি-
ফহাল।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১৫ হে জনগণ, তোমরা ফকির আল্লাহ্‌র সঙ্গে তুলনায়, আর আল্লাহ্‌
তিনি যিনি অনন্যনির্ভর, প্রশংসিত।

১৬ যদি তিনি ইচ্ছা করেন তিনি তোমাদের সরিয়ে দেবেন আর
আনবেন এক নতুন সৃষ্টি।

১৭ আর এটি আল্লাহ্‌র জন্য কঠিন নয়।

১৮ আর এক বোঝা চাপানো প্রাণ অন্যের বোঝা বইতে পারে না ; আর যদি বোঝার ভারে পিষ্ট কেউ তার বোঝার জন্য কাঁদে, তার কিছুই (অপরে) তুলে নেবে না যদিও সে হয় নিকট-আত্মীয়। তুমি সাবধান করো মাত্র তাদের যারা তাদের পালয়িতাকে ভয় করে গোপনে আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে আর যে কেউ নিজেকে পবিত্র করে, সে নিজেকে পবিত্র করে কেবল তার অন্তরাত্মার জন্য। আর আল্লাহ্‌র কাছেই শেষ গমন।

১৯ আর অন্ধ আর দৃষ্টিমান এক নয় ;

২০ অন্ধকার এবং আলোকও নয়।

২১ আর ছায়া ও উত্তাপও নয়।

২২ জীবন্ত আর মৃতও তুল্য নয়। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ শোনান যাকে ইচ্ছা করেন, আর যারা কবরে আছে তাদের তুমি শোনাতে পার না।

২৩ তুমি একজন সতর্ককারী ভিন্ন আর কিছু নও।

২৪ নিঃসন্দেহ তোমাকে আমি পাঠিয়েছি সত্যের সঙ্গে সুসংবাদ-দাতা রূপে আর সতর্ককারীরূপে, আর কোনো জাতি নেই যাদের মধ্যে একজন সতর্ককারী না গেছেন।

২৫ আর যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে নিঃসন্দেহ তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যাবাদী বলেছিল। তাদের বাণী-বাহকেরা তাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণাবলী আর উজ্জ্বল গ্রন্থ নিয়ে।

২৬ তার পর আমি শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের যারা অবিশ্বাস করেছিল। তবে কেমন ছিল আমার অসন্তোষের প্রকাশ।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৭ তুমি কি দেখো না আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেন জল আকাশ থেকে, তার পর আমি তা দিয়ে উৎপন্ন করি বহু বর্ণের ফল, আর পাহাড়গুলোতে আছে রেখা—সাদা ও লাল বহু বর্ণের, আর (অপরগুলো) গাঢ় কালো?

২৮ আর মানুষের আর জীবের আর গৃহপালিত জন্তুদেরও তুল্য-ভাবে আছে বহু বর্ণ। আর আল্লাহ্‌র দাসদের মধ্যে যারা বিদ্বান তারা কেবল তাঁকেই ভয় করে। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মহাশক্তি, ক্ষমাশীল।

২৯ নিঃসন্দেহ যারা আল্লাহ্‌র গ্রন্থ আবৃত্তি করে আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে আর আমি তাদের যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যভাবে, তারা এমন একটি বাণিজ্যের আশা রাখে যা বিনষ্ট হবে না—

৩০ যেন তিনি পুরোপুরি দিতে পারেন তাদের প্রাপ্য আর বাড়িয়ে দিতে পারেন তাঁর অনুগ্রহপ্রাচুর্য থেকে, নিঃসন্দেহ তিনি ক্ষমাশীল, কৃতজ্ঞ।

৩১ আর যা আমি তোমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছি গ্রন্থ থেকে তা সত্য, (তা) সমর্থন করে যা তার পূর্ববর্তী। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তাঁর দাসদের সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল, দ্রষ্টা।

৩২ তারপর আমি গ্রন্থ দিয়েছি উত্তরাধিকাররূপে তাদের যাদের আমি নির্বাচিত করেছি আমার দাসদের থেকে। কিন্তু তাদের মধ্যে আছে সে যে তার অন্তরাত্মার প্রতি অন্যায় করে, আর তাদের মধ্যে আছে সে যে (উৎসাহহীন) মধ্যপন্থা ধরে, আর তাদের মধ্যে আছে সে যে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে (অন্যদের) অতিক্রম করে ভালো কাজের ক্ষেত্রে। এই হচ্ছে মহৎ অনুগ্রহ—

৩৩ সর্বোচ্চ বেহেশ্‌ত—তারা প্রবেশ করবে তাতে, সেখানে তাদের
পরানো হবে সোনা ও মুক্তার কঙ্কন, আর সেখানে তাদের
পোষাক হবে রেশমের।
৩৪ আর তারা বলবে: (সমস্ত) প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের
থেকে দুঃখ দূর করে দিয়েছেন, নিঃসন্দেহ আমাদের প্রভু ক্ষমা-
শীল, বদান্য।
৩৫ যিনি আমাদের অবতরণ করিয়েছেন এক শাশ্বত গৃহে তাঁর
অনুগ্রহপ্রাচুর্যে, সেখানে শ্রম আমাদের স্পর্শ করে না, সেখানে
শ্রান্তিও আমাদের স্পর্শ করে না।
৩৬ আর যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য আছে জাহান্নামের
আগুন, তা নিঃশেষিত হবে না তাদের সম্পর্কে যার ফলে তারা
মরে যাবে, তার শাস্তি তাদের জন্য কমানো হবে না। এই
ভাবে আমি প্রতিদান দিই প্রত্যেক অবিশ্বাসীকে।
৩৭ আর তাতে তারা চিৎকার করবে সাহায্যের জন্য এই ব'লে:
হে আমাদের প্রভু, আমাদের ওঠাও, আমরা ভালো যা তাই
করবো যা করতাম তার পরিবর্তে।—তোমাদের কি আমি
দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখি নি যেন যে তাতে মনোযোগী হবে সে
মনোযোগী হতে পারে, আর তোমাদের কাছে সতর্ককারী
এসেছিলেন। সেজন্য স্বাদ গ্রহণ করো, কেননা অন্যায়কারীদের
জন্য কোনো সহায় নেই।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৩৮ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ জানেন যা অদৃশ্য আকাশে ও পৃথিবীতে,
নিঃসন্দেহ তিনি জ্ঞাতা যা আছে বুকের ভিতরে তার।
৩৯ তিনিই তোমাদের প্রতিনিধি করেছেন পৃথিবীতে, সেজন্য যে
অবিশ্বাস করে তার অবিশ্বাস তার বিরুদ্ধে আর তাদের
অবিশ্বাস তাদের পালয়িতার চোখে অবিশ্বাসীদের জন্য কিছু

বাড়ায় না বিতৃষ্ণা ব্যতীত ; আর অবিশ্বাস অবিশ্বাসীদের জন্য আরকিছু বাড়ায় না ক্ষতি ব্যতীত।

৪০ বলো : তোমরা কি তোমাদের অংশী-দেবতাদের দেখো যাদের তোমরা ডাকো আল্লাহ্ ব্যতীত ? দেখাও আমাকে পৃথিবীর কোন্ অংশ তারা সৃষ্টি করেছে। অথবা আকাশে তাদের কি কোনো অংশ আছে ? অথবা তাদের কি আমি কোনো গ্রন্থ দিয়েছি যার ফলে তারা এক স্পষ্ট নির্দেশের অনুসরণ করে ? না—অন্যায়কারীরা পরস্পরকে কথা দেয় না প্রতারণা করার জন্য ভিন্ন।

৪১ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ধারণ করে আছেন আকাশ ও পৃথিবী যেন তারা বেঁকে না যায়, আর যদি তারা বেঁকে যেতো তবে তার পরে কেউ নেই যে তাদের ধরে রাখতে পারে। নিঃসন্দেহ তিনি সহনশীল, ক্ষমাশীল।

৪২ আর তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে তাদের সব চাইতে জোরালো শপথের দ্বারা যে যদি তাদের কাছে একজন সতর্ক-কারী আসতেন তবে তারা ভালো চালিত হোতো অন্য জাতিদের চাইতে ; কিন্তু যখন একজন সতর্ককারী তাদের মধ্যে এলেন তাতে তাদের আর কিছু বাড়ালো না বিতৃষ্ণা ব্যতীত।

৪৩ (তা দেখা যাচ্ছে) তাদের দেশে উদ্ধত ব্যবহারে আর মন্দের ফন্দিতে ; আর মন্দের ফন্দিগুলো সেই লোকদের ঘেরাও করে যারা ফন্দি করে। তার পর তারা কি আর কিছুর প্রতীক্ষা করতে পারে পূর্বের লোকদের ধারা ব্যতীত ? আর তুমি আল্লাহ্‌র ধারায় পাবে না কোনো পরিবর্তন, আর তুমি আল্লাহ্‌র ধারা সম্পর্কে পাবে না কোনো বদলাবার শক্তি।

৪৪ তারা কি দেশে ভ্রমণ করে নি আর দেখে নি কেমন হয়েছিল তাদের পূর্বের লোকদের পরিণাম যদিও তারা ছিল এদের

চাইতে ক্ষমতায় আরো প্রবল ? আর আল্লাহ্‌ এমন নন যে
আকাশে ও পৃথিবীতে কোনো কিছু তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারে ;
নিঃসন্দেহ তিনি বিজ্ঞ, ক্ষমতাবান ।

৪৫ আর আল্লাহ্‌ যদি মানুষদের শাস্তি দিতেন তারা যা অর্জন করে
তার জন্য তবে এর (পৃথিবীর) পিঠে তিনি একটি প্রাণীও
রাখতেন না ; কিন্তু তিনি বিরাম দেন একটি নির্ধারিত কাল
পর্যন্ত। সেজন্য যখন তাদের নির্ধারিত কাল আসবে—
তখন নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ দ্রষ্টা তাঁর দাসদের সম্বন্ধে ।

ইয়াসিন

[ইয়াসিন—হে মানব—কোর্‌আন শরীফের ৩৬ সংখ্যক সূরা। খুব বিখ্যাত এটি—বিশেষভাবে অসুখের সময়ে ও বিপদের সময়ে মুসলমানেরা এটি পাঠ করেন।

এটিকে সাধারণতঃ মধ্য-মক্কীয় জ্ঞান করা হয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ ইয়াসিন (হে মানব)!

২ ভাবো জ্ঞান-সমৃদ্ধ কোর্‌আনের কথা।

৩ সন্দেহ নেই তুমি প্রেরিত পুরুষদের অন্যতম,

৪ আছ সরল পথে।

৫ (এই গ্রন্থ) এক অবতরণ মহাশক্তি ফলদাতা থেকে—

৬ যেন সাবধান করতে পারো সেই জাতিকে যাদের পিতাপিতামহদের সাবধান করা হয় নি,—তাতে রয়ে গেছে তারা অসাবধান।

৭ সন্দেহ নেই তাদের অনেকের সম্বন্ধে (ঐশী) বাণী সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে—তাই তারা বিশ্বাস করে না।

৮ নিঃসন্দেহ আমি তাদের গলায় পরিয়ে দিয়েছি মোটা পাত, তা পৌঁছেছে তাদের চিবুক পর্যন্ত, তাতে তাদের মাথা হয়ে আছে সোজা খাড়া।

৯ আমি তাদের সামনে দিয়েছি এক বেড়া, পেছনে দিয়েছি এক বেড়া, আর উপর থেকে দিয়েছি ঢাকা—তারা আর দেখতে পায় না।

১০ তুল্য তাদের কাছে তুমি তাদের সাবধান করো আর না-ই করো—তারা বিশ্বাস করে না।

১১ তুমি সাবধান করো শুধু তাকে যে উপদেশের অনুবর্তী হয় আর
করুণাময়কে ভয় করে গোপনে। তাকে সুসংবাদ দাও ক্ষমার
আর সম্মানিত পুরস্কারের।

১২ নিশ্চয় আমি মৃতকে করি জীবিত, আর লিখে রাখি যা তারা
আগে পাঠায়, আর তাদের পায়ের যত চিহ্ন—আমি লিখে রাখি
সব স্পষ্ট লেখায়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১৩ আর দৃষ্টান্তস্বরূপ বলো তাদের কাছে সেই শহরের লোকদের
কথা যখন সেখানে প্রেরিত পুরুষরা এসেছিলেন।

১৪ যখন আমি তাদের কাছে দুইজনকে পাঠাই তাঁদের তারা বলে
মিথ্যাবাদী, তারপর তৃতীয় জনের দ্বারা তাঁদের দল বাড়াই।
এঁরা তাদের বলেন: সন্দেহ নেই তোমাদের কাছে আমরা
প্রেরিত।

১৫ তারা বলে: তোমরা তো আমাদের মতো মানুষ ভিন্ন আর কিছু
নও, আর করুণাময় কিছু অবতীর্ণও করেন নি। তোমরা শুধু
মিথ্যা কথা বলছো।

১৬ তাঁরা বললেন: আমাদের পালয়িতা জানেন নিঃসন্দেহ আমরা
তোমাদের কাছে প্রেরিত।

১৭ স্পষ্ট সংবাদ পৌঁছে দেওয়াই আমাদের কাজ।

১৮ তারা বললে: আশঙ্কা করছি তোমাদের জন্য অমঙ্গল আছে, যদি
না থামো তবে তোমাদের পাথর মারবো—আমাদের হাতে
তোমরা কঠিন শাস্তি পাবে।

১৯ তাঁরা বললেন: তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সঙ্গেই আছে;
তোমাদের তো স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে—তাতেই! আসলে
তোমরা বাড়াবাড়ি-প্রিয় লোক।

২০ আর শহরের দূর প্রান্ত থেকে ছুটে এলো একজন, বললে : ভাইসব প্রেরিত পুরুষদের কথা মানো ;

২১ সেই লোকের কথা মেনে চলো যাঁরা তোমাদের কাছে মজুরি চান না, আর নিজেরা সত্য পথে চালিত।

ত্রয়োবিংশ খণ্ড

২২ আর কেন আমি তাঁর উপাসনা করবো না যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন? আর তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে?

২৩ আমি কি অন্য উপাস্যদের শরণ নেবো করুণাময় যদি আমাকে কোনো দুঃখ দিতে চান তবে যাদের সুপারিশ আমার কোনো কাজে আসবে না? আমাকে তারা রক্ষা করতে পারবে না।

২৪ তাহলে তো আমার স্পষ্ট ভুল হবে।

২৫ নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের পালয়িতায় বিশ্বাস স্থাপন করেছি ; সেজন্য আমার কথা শোনো।

২৬ (তাঁকে) বলা হোলো : বেহেশ্‌তে প্রবেশ করো। তিনি বললেন : আহা! আমার লোকেরা যদি জানতো

২৭ তার কথা যার জন্য আমার পালয়িতা আমাকে মার্জনা করেছেন আর আমাকে স্থান দিয়েছেন সম্মানিতদের মধ্যে।

২৮ তাঁর পরে তাঁর লোকদের বিরুদ্ধে আমি আকাশ থেকে কোনো সৈন্যদল পাঠাই নি—আমি কখনো পাঠাইও না।

২৯ একটিমাত্র ধ্বনি হোলো—তার পর তারা নিভে গেল।

৩০ আফসোস দাসদের জন্য—তাদের কাছে এমন কোনো বাণী-
বাহক আসেন নি যাঁকে তারা বিদ্রূপ না করেছে।

৩১ তারা কি দেখে নি তাদের পূর্বে কত পুরুষ আমি ধ্বংস করেছি,
যেহেতু তারা তাঁদের দিকে ফিরবে না?

৩২ কিন্তু তাদের সবাইকে, কাউকে বাদ না দিয়ে, হাজির করা হবে
আমার সামনে!

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৩৩ আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন হচ্ছে মৃত জমি, আমি তাতে
প্রাণ সঞ্চার করি আর তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য—তারা তা
খায়—

৩৪ আর তার মধ্যে আমি তৈরি করি খোর্মার ও আঙুরলতার
বাগান আর তার ভিতরে আমি প্রবাহিত করি প্রস্রবণ।

৩৫ যেন তারা এসবে উৎপন্ন ফল ভক্ষণ করতে পারে; আর তাদের
হাত তা তৈরি করে নি; এর পর তারা কি কৃতজ্ঞ হবে না?

৩৬ তাঁরই মহিমা—যিনি সবের মধ্যে যুগল সৃষ্টি করেছেন—পৃথিবীতে
যা জন্মে তার মধ্যে তাদের নিজেদের মধ্যে এবং তারা যার কথা
জানে না তার মধ্যেও।

৩৭ তাদের কাছে একটি নিদর্শন হচ্ছে রাত্রি: তা থেকে আমি টেনে
বার করি দিন। তার পর দেখো, তারা অন্ধকারে।

৩৮ সূর্য তার বিশ্রাম স্থানের দিকে চলে—এইই মহাশক্তি জ্ঞাতার
বিধান।

৩৯ আর চন্দ্রের জন্য আমি বিধান করেছি বিভিন্ন দশা—শেষে তা
হয় যেন খেজুরের পুরোনো শুক্‌নো ডাল।

৪০ সূর্যের সাধ্য নেই চন্দ্রকে ধরার, রাত্রি পারে না ধরতে দিনকে—
সবাই ভাসছে চক্রপথে।

৪১ আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন হচ্ছে—তাদের সন্তানদের আমি বোঝাই জাহাজে বহন করি।

৪২ এর তুল্য (যানবাহনও) তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি—সেসবে তারা আরোহণ করে।

৪৩ আর যদি আমি ইচ্ছা করি তবে তাদের ডুবিয়ে দিতে পারি তখন তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী থাকবে না, তারা উদ্ধারও পাবে না—

৪৪ আমার করুণা ব্যতীত, আর নির্দিষ্ট সময়ের সুখভোগের জন্য।

৪৫ আর যখন তাদের এই বলা হয় : সাবধান হও যা তোমাদের সামনে আছে আর যা পেছনে আছে সেসব সম্বন্ধে, যেন তোমরা করুণা লাভ করতে পারো—(তারা মন দেয় না)।

৪৬ আর তাদের পালয়িতার নিদর্শনসমূহের এমন কোনো নিদর্শন কখনো তাদের কাছে আসে নি যা থেকে তারা ফিরে না দাঁড়িয়েছে।

৪৭ আর যখন তাদের বলা হয় : আল্লাহ্ তোমাদের যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করো, তখন যারা অবিশ্বাসী তারা বিশ্বাসীদের বলে : আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে যাদের খাওয়াতে পারতেন তাদের আমরা খাওয়াব নাকি ? পরিষ্কার ভুলের মধ্যে ভিন্ন আর কিছুর মধ্যেই তোমরা নও।

৪৮ আর তারা বলে : সত্য করে বলত এই (শাস্তির) ওয়াদা যা করছ তা কতদিনে পূর্ণ হবে—

৪৯ তারা একটিমাত্র ধ্বনির প্রতীক্ষা করছে, তা এসে পড়বে অতর্কিতে, যখন তারা তর্কবিতর্ক করছে।

৫০ তখন তারা (ধনসম্পত্তির) নির্দেশ দিয়ে যেতে পারবে না, তারা পরিজনের কাছেও ফিরতে পারবে না।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৫১ আর শৃঙ্গধ্বনি হবে, তখন তাদের কবর থেকে ত্বরায় তারা উপস্থিত হবে তাদের পালয়িতার কাছে।

৫২ তারা বলবে : হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! কে আমাদের তুলে দিলে আমাদের নিদ্রার স্থান থেকে? এ যে তাই যার ওয়াদা করুণাময় করেছিলেন, প্রেরিত পুরুষরাও সত্য কথাই বলেছিলেন।

৫৩ একটিমাত্র ধ্বনি হবে—আর তাদের সবাইকে আমার সামনে আনা হবে।

৫৪ আজকের দিনে কারো প্রতি কিছুমাত্র অবিচার করা হবে না; আর তোমরা যা করতে তার প্রতিদান ভিন্ন আর কিছু পাবে না।

৫৫ যারা বেহেশ্‌তের বাসিন্দা হবে নিঃসন্দেহ তারা এই দিন সুখে অতিপাত করবে।

৫৬ তারা আর তাদের পত্নীরা ছায়ায় উঁচু সিংহাসনের উপরে হেলান দিয়ে বসবে।

৫৭ তারা তাতে পাবে ফল—পাবে যা তারা চায়।

৫৮ কৃপাময় পালয়িতার তরফ থেকে (তাদের জন্য) বাণী হচ্ছে : শান্তি।

৫৯ আর আজ দূর হও যত অপরাধী।

৬০ হে আদমের সন্তানগণ, তোমাদের কি বলে দিই নি যে তোমরা শয়তানের আরাধনা করো না—নিঃসন্দেহ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু—

৬১ কিন্তু আমার আরাধনা করো—এই সরল পথ।

৬২ তোমাদের মধ্যে অনেককে সে বিপথে নিয়েছে, তোমাদের কি কোনো বুদ্ধি বিবেচনা ছিল না ?

৬৩ এইই সেই জাহান্নম যার ওয়াদা তোমাদের জন্য করা হয়েছিল।

৬৪ দগ্ধ হও এতে আজ যেহেতু তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে।

৬৫ এইদিন আমি তাদের মুখে মারবো মোহর, আর তাদের হাত কথা বলবে আমার সঙ্গে, আর তাদের পা সাক্ষ্য দেবে, তারা যা অর্জন করেছিল সে সম্বন্ধে।

৬৬ আর যদি আমার ইচ্ছা হয় তবে সেদিন তাদের দৃষ্টিশক্তি নিঃশেষিত ক'রে দেবো ; তারা চেষ্টা করবে পথ পেতে ; কিন্তু কেমন ক'রে তারা দেখবে ?

৬৭ আর যদি ইচ্ছা করি তবে তাদের স্থানেই তাদের নিশ্চল ক'রে দিতে পারি—তাদের শক্তি হবে না সামনে যেতে অথবা পেছনে ফিরতে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৬৮ আব যাকে আমি বৃদ্ধ বয়সে আনি তাকে সৃষ্টিতে উল্টো ধারার করি (অর্থাৎ শক্তি সামর্থ্য লাভের পরে তাকে শক্তিহীনতায় আনি) ; তবে তাদের কি বুঝবার শক্তি নেই ?

৬৯ আর তাঁকে আমি কবিত্ব শিক্ষা দিই নি ; তা তাঁর উপযুক্তও নয়। এটি স্মারক ও সুস্পষ্ট কোর্‌আন (ভাষণ) ভিন্ন আর কিছু নয়—

৭০ যেন এটি সাবধান করতে পারে যারা বেঁচে আছে সবাইকে আর অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত বাণী সত্য প্রমাণিত হয়।

৭১ তারা কি দেখে নি আমার হাত যা তৈরি করেছে সেসবের মধ্যে থেকে তাদের জন্য গৃহপালিত জন্তু সৃষ্টি করেছি—তারা তাদের প্রভু ?

৭২ তাদের আমি তাদের অধীন ক'রে দিয়েছি ; ফলে, তাদের কারো
উপরে তারা চড়ে, কাউকে তারা খায়।

৭৩ আর তাদের মধ্যে তাদের জন্য লাভ আছে, পানীয় আছে—
তারা কি তাহলে কৃতজ্ঞ হবে না ?

৭৪ আর আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য উপাস্যদের তারা গ্রহণ করেছে যেন
তারা সাহায্য পেতে পারে।

৭৫ (কিন্তু) তাদের সাহায্য করবার শক্তি তাদের নেই—আর
তারা হবে তাদের সামনে আনীত সৈন্যদল।

৭৬ সেজন্য তাদের কথা তোমাকে পীড়া না দিক। নিঃসন্দেহ
আমি জানি কি তারা অন্তরে লুকোয় আর কি তারা বাইরে
প্রকাশ করে।

৭৭ মানুষ কি দেখে না তাকে আমি সৃষ্টি করেছি একবিন্দু বীজ
থেকে ? তারপর সে একজন প্রকাশ্য প্রতিবাদী।

৭৮ আর সে আমার প্রতিরূপ সৃষ্টি করে, আর ভুলে যায় তার
উৎপত্তির কথা। বলে সে : হাড়গুলো যখন পচে যাবে তখন
তাতে কে প্রাণ দেবে ?

৭৯ বলো : তাতে প্রাণ দেবেন তিনি যিনি প্রথম তাদের সৃষ্টি
করেছিলেন ; আর তিনি সব সৃষ্টি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ।

৮০ তিনিই তোমাদের জন্য আগুন সৃষ্টি করেছেন সবুজ বৃক্ষ থেকে,
তা দিয়ে তোমরা আগুন জ্বালো।

৮১ যিনি অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি সেসবের তুল্য
সৃষ্টি করতে পারেন না ? হাঁ—তাতে তিনি সমর্থ। তিনি
সবকিছুর স্রষ্টা—জ্ঞাতা।

৮২ যখন তিনি কিছু ইচ্ছা করেন তখন তাঁর আদেশ এই : হও— আর তা হয়।

৮৩ অতএব মহিমা তাঁর যাঁর হাতে সবকিছুর শাসন ভার : আর তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

আস্-সাআফ্ফাত

[কোর্আন শরীফের ৩৭ সংখ্যক সূরা আস্-সাআফ্ফাত, তার অর্থ, সারবন্দিভাবে দাঁড়ানো।

এটি মধ্যমক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ শপথ তাদের—যারা সারবন্দিভাবে দাঁড়ানো সারে সারে,

২ তার পর প্রতিহত করে প্রবল বিক্রমে,

৩ তার পর (কোর্আন) আবৃত্তি করে স্মরণ ক'রে,

৪ নিঃসন্দেহ তোমাদের উপাস্য এক—

৫ আকাশ ও পৃথিবীর পালয়িতা আর তাদের মধ্যে যা আছে, আর প্রভু উদয়স্থান-সমূহের।

৬ নিঃসন্দেহ 'নকটের আকাশ আমি শোভিত করেছি শোভা দিয়ে—তারাদের (দিয়ে),

৭ আর প্রতিরক্ষা (আছে) প্রত্যেক দুঃসাহসিক শয়তান থেকে।

৮ তারা কান পাততে পারে না মহীয়ান সংসদের কাছে, আর তাদের উপরে প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হয় সব দিক থেকে—

৯ বিতাড়িত—আর তাদের জন্য আছে নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি;

১০ সে ব্যতীত যে একবার কিছু নিয়ে নেয়, তার পর তার অনুসরণ করে একটি জ্বলন্ত শিখা।

১১ তার পর (হে মোহম্মদ) তাদের জিজ্ঞাসা করো, সৃষ্টি হিসাবে তারা কি বেশি শক্তির অধিকারী (অন্য) যাদের আমি সৃষ্টি

করেছি তাদের থেকে ? নিঃসন্দেহ তাদের আমি সৃষ্টি করেছি নমনীয় কাদা থেকে।

১২ না—তুমি বিস্মিত হও যখন তারা বিদ্রূপ করে ;

১৩ আর যখন তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তারা স্মরণ করে না,

১৪ আর যখন তারা কোনো নিদর্শন দেখে তারা বিদ্রূপরত হয় ;

১৫ আর তারা বলে : নিশ্চয় এ স্পষ্ট জাদু ভিন্ন আর কিছু নয় :

১৬ কী—যখন আমরা মরে গেছি আর হয়েছি ধুলো আর হাড় তখন কি প্রকৃতই আমাদের তোলা হবে ?

১৭ আমাদের পূর্বকালের পিতাপিতামহদেরও ?

১৮ বলো : হাঁ—আর তোমরা হীনতাপ্রাপ্ত হবে।

১৯ তার পর একটি মাত্র ধ্বনি হবে—তখন নিঃসন্দেহ তারা দেখবে।

২০ আর তারা বলবে : হায় আমাদের দুর্ভাগ্য—এই বিচারের দিন।

২১ এইই (ভালো ও মন্দের) বিভেদের দিন যা তোমরা মিথ্যা বলতে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২২ (আর ফেরেশ্তাদের বলা হবে) যারা অন্যায় করেছিল তাদের একত্রিত করো তাদের স্ত্রীদের আর যাদের উপাসনা তারা করতো তাদের সঙ্গে—

২৩ (উপাসনা করতো) আল্লাহ্ ভিন্ন—তার পর নিয়ে যাও দোযখের পথে।

২৪ আর তাদের থামাও, কেন না নিশ্চয় তারা জিজ্ঞাসিত হবে :

২৫ কি তোমাদের হয়েছে যে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করো না ?

২৬ না—সেইদিন তারা হবে পুরোপুরি নত ;

২৭ আর তাদের কেউ কেউ অন্যদের দিকে এগিয়ে যাবে পরস্পরকে প্রশ্ন ক'রে—

২৮ তারা বলবে : নিশ্চয় তোমরা আমাদের কাছে আসতে ডান দিক থেকে (গুরুত্ব দেখিয়ে)

২৯ তারা বলবে : না—তোমরা নিজেরাই বিশ্বাসী ছিলে না :

৩০ আর তোমাদের উপরে আমাদের কোনো অধিকার ছিল না, তোমরা ছিলে কথা-না-শোনা লোক ;

৩১ সেজন্য আমাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বাণী সত্য হয়েছে, (এখন) নিঃসন্দেহ আমরা (শাস্তির) স্বাদ গ্রহণ করবো।

৩২ এইভাবে তোমাদের আমরা বিপথে নিয়েছিলাম কেন না আমরা নিজেরা বিপথচারী ছিলাম।

৩৩ এইভাবে সেইদিন তারা নিঃসন্দেহ শাস্তিতে পরস্পরের অংশী হবে।

৩৪ নিঃসন্দেহ এইভাবে আমি অপরাধীদের প্রতি আচরণ করি।

৩৫ নিঃসন্দেহ তারা অহঙ্কার দেখাতো যখন তাদের বলা হোতো : আল্লাহ্‌ ভিন্ন আর কোনো উপাস্য নেই ;

৩৬ আর বলতো : কী, আমরা কি তবে আমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করবো একজন পাগল কবির জন্য ?

৩৭ না—তিনি এসেছেন সত্য নিয়ে আর (পূর্ববর্তী) প্রেরিতদের সত্যতা প্রমাণিত করেছেন।

৩৮ নিশ্চয় তোমরা কঠিন শাস্তি আস্বাদ করবে ;

৩৯ আর তোমাদের প্রতিদান দেওয়া হবে না যা তোমরা করতে তার জন্য ভিন্ন ;

৪০ আল্লাহ্‌র নিষ্ঠাবান দাসরা ব্যতীত ;

৪১ তাদের জন্য আছে পরিজ্ঞাত জীবিকা—

৪২ ফলসমূহ—আর তারা সম্মানিত হবে,

৪৩ আনন্দময় উদ্যানে,

৪৪ সিংহাসনের উপরে, পরস্পরের মুখোমুখি ব'সে—

৪৫ উছলে-ওঠা এক ফোয়ারা থেকে একটি পেয়ালা তাদের মধ্যে ফেরানো হবে,

৪৬ সাদা, যারা পান করবে তাদের তৃপ্তিকর।

৪৭ তাতে নেই মাথাব্যথা, তারা তাতে মত্তও হবে না।

৪৮ আর তাদের সঙ্গে থাকবে নতদৃষ্টি সুনয়নাগণ—

৪৯ যেন তারা সুরক্ষিত (উট পাখির) ডিম।

৫০ তার পর তাদের কেউ কেউ অন্যদের দিকে এগিয়ে যাবে পরস্পরকে প্রশ্ন ক'রে ;

৫১ তাদের একজন বক্তা বলবে : আমার এক দোস্ত ছিল,

৫২ যে বলতো : কী, তুমি কি সত্যই তাদের দলের যারা (তাতে) বিশ্বাস করে ?

৫৩ কী—যখন আমরা মরে গেছি আর হয়েছি ধুলো আর হাড় তখন কি সত্যই আমাদের বিচার হবে ?

৫৪ সে বলবে : তাকিয়ে দেখবে কি ?

৫৫ তার পর সে তাকালো আর দেখলো তাকে দোযখের মধ্যে ;

৫৬ সে বলবে : আল্লাহ্‌র শপথ, তুমি আমাকে প্রায় ধ্বংস করেছিলে ;

৫৭ আর যদি আমার পালয়িতার অনুগ্রহে না হোতো তবে আমিও নিশ্চয় তাদের দলের হতাম যাদের টেনে আনা হয়েছে।

৫৮ তবে কি আমরা মরবো না,

৫৯ আমাদের পূর্বেকার মৃত্যু ভিন্ন, আর আমাদের কি শাস্তি দেওয়া হবে না ?

৬০ নিঃসন্দেহ এ মহাসাফল্য।

৬১ তবে এর অনুরূপ কিছুর জন্য কর্মীরা কর্ম করুক।

৬২ সম্বর্ধনা রূপে এই ভালো, না, যাক্কুম গাছ ?*

৬৩ নিঃসন্দেহ আমি তা তৈরি করেছি অন্যায়কারীদের পরীক্ষার জন্য।

৬৪ নিঃসন্দেহ এই গাছ জন্মে দোযখের তলায়,

৬৫ এর শস্য যেন শয়তানের মাথা।

৬৬ তার পর নিশ্চয় তারা এর থেকে খাবে আর এর দ্বারা পেট পূর্ণ করবে ;

৬৭ তার পর নিশ্চয় তাদের পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানী থেকে ;

৬৮ তার পর নিঃসন্দেহ তাদের প্রত্যাবর্তন হবে দোযখে।

৬৯ নিঃসন্দেহ তারা তাদের পিতাপতামহদের পেয়েছিল বিপথগামী,

৭০ তাই তাদের পথে তারা চালিত হচ্ছে।

৭১ আর নিঃসন্দেহ অনেক পূর্ববর্তী তাদের পূর্বে বিপথগামী হয়েছিল।

৭২ আর নিঃসন্দেহ আমি তাদের মধ্যে সতর্ককারী পাঠিয়েছিলাম।

৭৩ আর দেখো কি পরিণাম হয়েছিল যাদের সতর্ক করা হয়েছিল তাদের—

৭৪ আল্লাহ্‌র নিষ্ঠাবান দাসরা ব্যতীত।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৭৫ আর নিঃসন্দেহ নূহ্‌ আমাকে ডেকেছিলেন আর আমি প্রার্থনার সর্বোত্তম উত্তরদাতা।

৭৬ আর আমি তাঁকে আর তাঁর পরিজনদের মহাবিপত্তি থেকে উদ্ধার করেছিলাম।

* যাক্কুম গাছ মরুভূমিতে জন্মে, তার গন্ধ ঝাঁঝালো আর স্বাদ কটু।

৭৭ আর তাঁর বংশধরদের করেছিলাম উত্তরপুরুষ।

৭৮ আর তাঁর জন্য পরবর্তীদের মধ্যে রেখেছিলাম (এই সম্ভাষণ):

৭৯ শান্তি—নূহের উপরে—জাতিদের মধ্যে।

৮০ এইভাবেই আমি প্রতিদান দিই সৎকর্মশীলদের।

৮১ নিঃসন্দেহ তিনি ছিলেন আমার বিশ্বাসপরায়ণ দাসদের অন্যতম।

৮২ তার পর আমি ডুবিয়ে দিয়েছিলাম অন্যদের।

৮৩ আর নিঃসন্দেহ তাঁর দলে ছিলেন ইব্রাহিম

৮৪ যখন তাঁর পালয়িতার কাছে এসেছিলেন নির্মুক্ত হৃদয় নিয়ে,

৮৫ যখন তিনি তাঁর পিতাকে ও তাঁর লোকদের বলেছিলেন : কি এ যার উপাসনা তোমরা করো ?

৮৬ এক মিথ্যা—আল্লাহ্ ভিন্ন উপাস্য—এই তোমরা চাও ?

৮৭ তবে বিশ্বজগতের পালয়িতা সম্বন্ধে কি তোমাদের ধারণা ?

৮৮ তার পর তিনি এক নজর তারাদের দিকে চাইলেন।

৮৯ তার পর তিনি বললেন : আমি অস্বস্তিপূর্ণ।

৯০ সুতরাং তারা চলে গেল তাঁর কাছ থেকে পিছন ফিরে।

৯১ তার পর তিনি তাদের উপাস্যদের দিকে ফিরলেন আর বললেন : তোমরা খাবে না ?

৯২ কি তোমাদের হয়েছে যে তোমরা কথা বলো না ?

৯৩ তার পর তিনি তাদের আক্রমণ করলেন, মারলেন তাদের ডান হাত দিয়ে।

৯৪ আর (তাঁর লোকেরা) তাঁর দিকে এলো তাড়াতাড়ি।

৯৫ তিনি বললেন : তোমরা তার উপাসনা করো যা নিজেরা কেটে বার করো ?

৯৬ কিন্তু আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন তোমাদের আর যা তোমরা তৈরি করো ?

৯৭ তারা বললে : তার জন্য এক দালান তৈরি করো আর তার পর
তাকে জ্বলন্ত আগুনে ফেলো।

৯৮ আর তারা তার বিরুদ্ধে এক ফাঁদ পাতলো। কিন্তু আমি
তাদের হীন করে দিয়েছিলাম।

৯৯ আর তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ আমি আমার পালয়িতার
অভিমুখে যাত্রী, তিনি আমাকে চালিত করবেন ;

১০০ হে আমার পালয়িতা, আমাকে দাও সৎকর্মশীলদের থেকে।

১০১ সেজন্য আমি তাঁকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম একটি নম্র পুত্রের।

১০২ আর যখন সে তাঁর সঙ্গে কাজ করার যোগ্য হোলো তিনি
বললেন : হে আমার পুত্র, 'নঃসন্দেহ আমি স্বপ্ন দেখেছি যে
আমাকে তোমাকে কোরবানি দিতে হবে, তবে করো তোমার
ভাবনায় যা আসে। সে বললে : হে পিতা, তাই করুন য
আপমাকে আদেশ করা হয়েছে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে আমাকে
পাবেন ধৈর্যবান।

১০৩ তার পর যখন তারা উভয়ে আত্মসমর্পিত হলেন তিনি তাকে
পাতিত করলেন তার কপালের উপবে।

১০৪ তখন আমি তাঁকে ডেকে বললাম : হে ইব্রাহিম।

১০৫ নিঃসন্দেহ তুমি স্বপ্নের সত্যতা দেখিয়েছ, নিশ্চয় এইভাবেই
আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিই।

১০৬ নিঃসন্দেহ এ ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।

১০৭ আর আমি তাকে মুক্তি দিয়েছিলাম এক মহাকোরবানির
পরিবর্তে।

১০৮ আর আমি তাঁর জন্য পরবর্তীদের মধ্যে রেখেছিলাম (এই
সম্ভাষণ) :

১০৯ শান্তি ইব্রাহিমের উপরে !

১১০ এইভাবে আমি প্রাপ্য দিই সৎকর্মশীলদের।

১১১ নিঃসন্দেহ তিনি ছিলেন আমার বিশ্বাসপরায়ণ দাসদের অন্যতম।
১১২ আর আমি তাঁকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইস্‌হাকের— সাধু-আত্মদের মধ্যে একজন নবী।
১১৩ আর আমি আমার আশীর্বাদ বর্ষণ করেছিলাম তাঁর ও ইস্‌হাকের উপরে ; আর তাঁদের বংশধরদের মধ্যে আছে সৎকর্মশীলরা, আর তারা যারা তাদের অন্তরাত্মাদের প্রতি স্পষ্টভাবে অন্যায়কারী।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

১১৪ আর নিশ্চয় মূসা ও হারুণকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম।
১১৫ আর তাঁদের ও তাঁদের লোকদের আমি উদ্ধার করেছিলাম এক মহা বিপত্তি থেকে।
১১৬ আর আমি তাঁদের সাহায্য করেছিলাম, সেজন্য তাঁরা হয়েছিলেন বিজয়ী।
১১৭ আর আমি তাঁদের উভয়কে দিয়েছিলাম স্পষ্ট গ্রন্থ।
১১৮ আর আমি তাঁদের উভয়কে চালিত করেছিলাম সরল পথে।
১১৯ আর আমি তাঁদের জন্য পরবর্তীদের মধ্যে রেখেছিলাম (এই সম্ভাষণ) :
১২০ শান্তি — মূসা ও হরুণের উপরে।
১২১ নিঃসন্দেহ এইভাবে আমি প্রতিদান দিই সৎকর্মশীলদের।
১২২ নিঃসন্দেহ তাঁরা উভয়ে ছিলেন আমার বিশ্বাসপরায়ণ দাসদের অন্তর্গত।
১২৩ আর নিঃসন্দেহ ইলিয়াস্ ছিলেন প্রেরিতদের অন্যতম।
১২৪ যখন তিনি তাঁর লোকদের বলেছিলেন : তোমরা কি সীমা রক্ষা করবে না ?
১২৫ তোমরা কি বা'লকে ডাকবে আর ত্যাগ করবে স্রষ্টাদের সর্বোত্তমকে—

১২৬ আল্লাহ্‌কে—(যিনি) তোমাদের প্রভু ও তোমাদের পূর্বকালীন পিতাপিতামহদের প্রভু ?

১২৭ কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। সে জন্য নিঃসন্দেহ তাদের টেনে আনা হবে (শাস্তিতে),—

১২৮ আল্লাহ্‌র নিষ্ঠাবান দাসেরা ব্যতীত।

১২৯ আর আমি তাঁর জন্য পরবর্তীদের মধ্যে রেখেছিলাম (এই সম্ভাষণ) :

১৩০ শান্তি—ইলিয়াসের উপরে।

১৩১ নিঃসন্দেহ এইভাবে আমি প্রতিদান দিই সৎকর্মশীলদের।

১৩২ নিঃসন্দেহ তিনি ছিলেন আমার বিশ্বাসপরায়ণ দাসদের অন্তর্গত।

১৩৩ আর নিঃসন্দেহ লূত ছিলেন প্রেরিতদেব অন্যতম।

১৩৪ যখন আমি উদ্ধার করেছিলাম তাঁকে ও তাঁর অনুবর্তীদের—সবাইকে—

১৩৫ একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ব্যতীত, (সে ছিল) পেছনে রয়ে যাওয়া দলের।

১৩৬ তারপর আমি ধ্বংস করেছিলাম অন্যদের।

১৩৭ আর নিঃসন্দেহ তোমরা তাদের (ধ্বংসাবশেষের) পাশ দিয়ে যাও প্রভাতে ;

১৩৮ আর রাত্রিতে ; তবে তোমাদেব কি বুদ্ধি নেই ?

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

১৩৯ আর নিঃসন্দেহ ইয়ুনুস ছিলেন প্রেরিতদের অন্যতম।

১৪০ আর যখন তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন বোঝাই জাহাজে,

১৪১ তারপর স্বর্তি খেলেছিলেন ও যাদের ফেলে দেওয়া হয়েছিল তাদের দলের হয়েছিলেন,

১৪২ আর মাছ তাঁকে গিলে ফেলেছিল তাঁর দোষী হওয়ার কারণে,

১৪৩ আর তিনি যদি তাদের অন্যতম না হতেন যারা (আমার) মহিমা কীর্তন করে,

১৪৪ তবে তিনি তার পেটে থাকতেন সেইদিন পর্যন্ত যেদিন তাদের তোলা হবে।

১৪৫ তার পর আমি তাঁকে ফেলে দিয়েছিলাম এক মরুময় উপকূলে যখন তিনি ছিলেন অসুস্থ ;

১৪৬ আর তাঁর উপরে জন্মিয়েছিলাম এক লাউ গাছ ;

১৪৭ আর আমি তাঁকে পাঠিয়েছিলাম লাখ লোকের কাছে, অথবা তার চাইতে বেশি,

১৪৮ আব তারা বিশ্বাস করেছিল, সেজন্য আমি তাদের উপভোগ করতে দিয়েছিলাম কিছু কালের জন্য।

১৪৯ তবে তাদের জিজ্ঞাসা করো (হে মোহম্মদ) : তোমার প্রভুর কি আছে কন্যা যখন তাদের আছে পুত্র ?

১৫০ অথবা ফেরেশ্‌তাদের কি আমি সৃষ্টি করেছিলাম নারী যখন তারা ছিল সাক্ষী ?

১৫১ নিঃসন্দেহ এ তাদের মিথ্যা থেকে তারা যে বলে :

১৫২ আল্লাহ্‌ জনক হয়েছেন, আর নিঃসন্দেহ তারা মিথ্যাবাদী।

১৫৩ তিনি কি কন্যা পছন্দ করেছেন পুত্রের পরিবর্তে ?

১৫৪ কি হয়েছে তোমাদের ? কি ভাবে তোমরা বিচার করো ?

১৫৫ তবে কি তোমরা চিন্তা করবে না ?

১৫৬ অথবা তোমাদের কাছে কি কোনো স্পষ্ট নির্দেশ আছে ?

১৫৭ তবে তোমাদের লেখা আনো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৫৮ আর তারা তাঁর ও জিনদের মধ্যে পারিবারিক সম্বন্ধ কল্পনা করে ; আর নিঃসন্দেহ জিনরা জানে যে তাদের নিশ্চয় তোলা হবে।

১৫৯ মহিমা কীর্তিত হোক আল্লাহ্‌র তারা যা আরোপ করে (তার ঊর্ধ্বে),—

১৬০ আল্লাহ্‌র নিষ্ঠাবান দাসরা ব্যতীত।

১৬১ সেজন্য নিঃসন্দেহ তোমরা আর যার উপসনা তোমবা করো,

১৬২ তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে (কাউকে) উত্তেজিত করতে পারো না,

১৬৩ তাকে ব্যতীত যে দগ্ধ হবে দোযখে।

১৬৪ আর আমাদের * মধ্যে একজনও নেই যে তার পরিজ্ঞাত
স্থান না জানে।

১৬৫ আর নিঃসন্দেহ আমরা তারা যারা নিজেদের সারবদ্ধ ভাবে
দাঁড় করায়,

১৬৬ আর নি সন্দেহ আমরা তারা যারা (আল্লাহ্‌র) মহিমা কীর্তন
করে।

১৬৭ আর নিশ্চয় তাবা বলতো .

১৬৮ যদি আমরা পূর্বকালের লোকদেব থেকে একটি স্মারক পেতাম,

১৬৯ নিঃসন্দেহ আমরা আল্লাহ্‌র নিষ্ঠাবান দাস হতাম।

১৭০ তবু (এখন) তারা তাতে অবিশ্বাস করে, কিন্তু তাবা বুঝবে।

১৭১ আর নিঃসন্দেহ আমার বাণী পূর্ববর্তী হয়েছে—আমার প্রেরিত
দাসদের সম্বন্ধে :

১৭২ নিঃসন্দেহ তারা হবে সাহায্যপ্রাপ্ত ;

১৭৩ আর নিঃসন্দেহ আমার সৈন্যদল—তারাই হবে বিজয়ী।

১৭৪ সেজন্য তাদের থেকে ফেরো কিছুকালের জন্য,

১৭৫ আর তাদের দেখো, তবে তারাও দেখবে।

১৭৬ তারা কি তবে ত্বরান্বিত করবে আমার শাস্তি ?

১৭৭ কিন্তু যখন তা অবতরণ করবে তাদের আঙিনায় তখন যাদের
সর্তক করা হয়েছিল তাদের প্রভাত হবে অশুভ।

১৭৮ তবে ফেরো তাদের থেকে কিছু কালের জন্য,

১৭৯ আর দেখো, কেননা তারাও দেখবে।

* ফেরেশ্‌তাদের

১৮০ মহিমা কীর্তিত হোক তোমার পালয়িতার, মর্যাদার প্রভুর, তারা যা আরোপ করে (তার উর্ধ্বে)।

১৮১ আর শান্তি প্রেরিতদের উপরে।

১৮২ আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র (যিনি) বিশ্বজগতের পালয়িতা।

স'াদ

[কোর্‌আন শরীফের ৩৮ সংখ্যক সূরা স'াদ—এই সূরার সূচনায় এই অক্ষরটি আছে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে এর প্রথম দশ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল যখন কোরেশরা হযরতের পিতৃব্য আবু তালেবকে হযরতকে রক্ষা করার দায়িত্ব ত্যাগ করতে বলেছিল। মতান্তরে আবু তালেবের মৃত্যুর পরে এই দশ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

এটি মধ্যমক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ স'াদ—সত্যপরায়ণ (আল্লাহ্‌)। ভাবো গৌরবান্বিত কোর্‌আনের কথা।

২ না—যারা অবিশ্বাস করে তারা আছে মিথ্যা গরিমায় আর দল তৈরি করায়।

৩ তাদের পূর্বে কত পুরুষ আমি ধ্বংস করেছি, আর তারা ডেকেছিল যখন পালাবার সময় আর ছিল না।

৪ আর তারা আশ্চর্য হয় যে তাদের মধ্যে যেতে একজন সতর্ককারী এসেছেন, আর অবিশ্বাসীরা বলে: এ একজন জাদুকর—ধোকাবাজ।

৫ কী, উপাস্যদের সে বানায় এক উপাস্য? নিশ্চয় এটি এক অদ্ভুত ব্যাপার।

৬ আর তাদের প্রধানরা এগিয়ে বলে: যাও, আর তোমাদের দেবতাদের আঁকড়ে থাকো; নিঃসন্দেহ এই নিয়তি।

৭ পূর্বকালে ধর্মে এমন কথা আমরা শুনি নি, এ জালিয়াতি ভিন্ন কিছু নয়।

৮ আমাদের মধ্যে (কেবল) তার কাছে স্মারক অবতীর্ণ হয়েছে? না—তারা সন্দেহে আমার স্মারক সম্বন্ধেই। না—তারা এখনও আমার শাস্তি আস্বাদ করে নি।

৯ অথবা তাদের কাছে কি তোমার প্রভুর করুণার ভাণ্ডার—(যিনি) মহাশক্তি, দাতা?

১০ অথবা তাদের কি আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আর এই দুইয়ের মধ্যে যা আছে? তবে দড়াদড়ির সাহায্যে তারা উপরে উঠুক।

১১ যত দল আছে তাদের (সবাই) এক পরাভূত সৈন্যদল—(এই তারা)।

১২ তাদের পূর্বে নূহ্-এর লোকেরা প্রত্যাখ্যান করেছিল, আর আদের (লোকেরা), আর ফেরাউন—দেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

১৩ আর সামূদ, আর লূতের লোকেরা, আর বনের (মাদিয়ানের) বাসিন্দারা—এরা ছিল দলবল।

১৪ তাদের একজনও ছিল না যে বাণীবাহককে প্রত্যাখ্যান না করেছিল, সেজন্য আমার শাস্তিদান ছিল ন্যায়সঙ্গত।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১৫ আর এরা প্রতীক্ষা করে না একটি ধ্বনির জন্য ভিন্ন—তাতে নেই কোনো বিরাম কাল।

১৬ আর তারা বলে: হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ভাগ্য ত্বরান্বিত করো হিসেবের দিনের পূর্বে।

১৭ ধৈর্য ধরো যা তারা বলে সে সম্বন্ধে। আর স্মরণ করো আমার শক্তির অধিকারী দাস দাউদকে, নিঃসন্দেহ তিনি বার বার ফিরতেন (আল্লাহ্‌র দিকে)।

১৮ নিঃসন্দেহ আমি পাহাড়দের নিযুক্ত করেছিলাম তাঁর(আল্লাহ্‌র) প্রশংসা তাঁর (দাউদের) সঙ্গে কীর্তন করতো সন্ধ্যায় ও

সূর্যোদয়ে—সবাই ছিল তাঁর আজ্ঞাধীন।

১৯ আর পাখিরা সমবেত হোতো, সবাই তাঁর (আল্লাহ্‌র) দিকে।

২০ আর আমি শক্তিশালী করেছিলাম তাঁর রাজ্য, আর আমি তাঁকে দিয়েছিলাম জ্ঞান আর নির্দেশক বাণী।

২১ আর মোকদ্দমাকারীদের কাহিনী তোমার কাছে এসেছে কি? কেমন ক'রে তারা দেওয়াল ডিঙিয়ে রাজকক্ষে প্রবেশ করেছিল?

২২ কেমন ক'রে তারা হঠাৎ দাউদের সামনে গিয়ে হাজির হয়েছিল, আর তিনি তাদের দেখে ভয় পেয়েছিলেন। তারা বলেছিল: ভয় করবেন না, (আমরা) দুইজন বিচারপ্রার্থী, তাদের একজন অপর জনের ক্ষতি করেছে, সেজন্য তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন, আর অন্যায় করবেন না, আর আমাদের ঠিক পথে চালিত করুন।

২৩ নিঃসন্দেহ এ আমার ভাই: তার নিরানব্বইটি ভেড়ী আছে, আর আমার আছে একটি, কিন্তু সে বললে: ওটি আমাকে দিয়ে দাও, আর সে কথায় আমাকে হারিয়ে দিলে।

২৪ তিনি বললেন: নিশ্চয় সে তোমার প্রতি অন্যায় করেছে তবে যেসব ভেড়ী আছে সেসবের সঙ্গে তোমার ভেড়ী দাবি ক'রে, আর নিঃসন্দেহ অনেক শরিক পরস্পরের প্রতি অন্যায় করে, যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে তারা ব্যতীত, আর তারা সংখ্যায় খুব অল্প। আর দাউদ অনুমান করেছিলেন যে আমি তাঁকে পরীক্ষা করেছি, সেজন্য তিনি তাঁর পালয়িতার ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন, আর তিনি পতিত হয়েছিলেন সেজ্‌দারত হয়ে, আর (তাঁর দিকে) ফিরেছিলেন বার বার।

২৫ সেজন্য আমি তাঁর তা ক্ষমা করেছিলাম, আর নিঃসন্দেহ তিনি লাভ করেছিলেন আল্লাহ্‌র নৈকট্য আর এক সুখকর গন্তব্যস্থান।

২৬ হে দাউদ, নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি ; সেজন্য মানুষদের মধ্যে বিচার করো ন্যায়সঙ্গতভাবে, আর কামনার বশবর্তী হ'য়ো না পাছে তা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ভ্রষ্ট করে ; যারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিপথে যায়, নিঃসন্দেহ তাদের জন্য আছে কঠোর শাস্তি কেন না তারা ভুলেছিল হিসেবের দিনের কথা।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২৭ আর আমি আকাশ ও পৃথিবী আর এই দুইয়ের মধ্যে যা আছে সেসব বৃথা সৃষ্টি কবি নি। ওটি হচ্ছে তাদের ধারণা যারা অবিশ্বাসী। আর দুর্ভাগ্য তাদের যারা অবিশ্বাস করে – আগুন সম্বন্ধে।

২৮ যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে তাদের কি আমি তাদের মতো জ্ঞান করবো যারা পৃথিবীতে অহিত করে ? অথবা যারা সীমা রক্ষা করে তাদের কি আমি তাদের মতো করবো যারা দুর্বৃত্ত ?

২৯ একটি গ্রন্থ যা আমি তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছি—পুণ্যময় —যেন তারা এর আয়াতগুলো সম্বন্ধে ভাবতে পারে, আর যারা জ্ঞানী তারা যেন স্মরণ করতে পারে।

৩০ আর আমি দাউদকে দিয়েছিলাম সোলায়মানকে—অতি উত্তম দাস ! নিঃসন্দেহ তিনি বার বার ফিরতেন (আল্লাহ্‌র প্রতি)।

৩১ যখন সন্ধ্যায় তাঁকে দেখানো হোলো দ্রুতগামী ঘোড়াদের—

৩২ তখন তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ আমি দুনিয়ার ভালো বস্তুকে বেশি মূল্য দিয়েছি আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে যে পর্যন্ত না তাদের আড়ালে নেওয়া হয়েছিল পর্দার ওপারে :

৩৩ তাদের আমার কাছে আনো ; আর তিনি ছিন্ন করে চললেন তলোয়ার দিয়ে তাদের পা ও ঘাড়।

৩৪ আর নিঃসন্দেহ আমি সোলায়মানকে পরীক্ষা করেছিলাম আর তাঁর সিংহাসনের উপরে স্থাপন করেছিলাম একটি দেহ মাত্র *। তখন তিনি ফিরলেন (আল্লাহ্‌র দিকে)।

৩৫ তিনি বলেছিলেন : হে আমার পালয়িতা, আমাকে ক্ষমা করো আর আমাকে দাও (সেই) রাজত্ব যা আমার পরে অপরের উত্তরাধিকারের যোগ্য হবে না, নিঃসন্দেহ তুমি দাতা।

৩৬ তার পর আমি বাতাসকে তাঁর অনুগত করেছিলাম, তাঁর আদেশে তা স্বচ্ছন্দগতিতে চলতো যেদিকে তিনি চান ;

৩৭ আর শয়তানদের— প্রত্যেক নির্মাণকারীকে ও ডুবুরিকে (আমি অনুগত করেছিলাম),

৩৮ আর অন্যদের একসঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে—

৩৯ (এই বলে) : এ আমার দান, সেজন্য দান করো অথবা রেখে দাও, তার হিসাব হবে না।

৪০ আর নিঃসন্দেহ তিনি লাভ করেছিলেন আমার নৈকট্য আর এক সুখকর গন্তব্যস্থান।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৪১ আর স্মরণ করো আমার দাস আইয়ুবকে যখন তিনি তাঁর পালয়িতাকে ডেকেছিলেন : শয়তান আমাকে পীড়ন করছে অবসাদ ও শাস্তি দিয়ে।

৪২ (আর তাঁকে বলা হোলো) : মাটিতে আঘাত করো তোমার পা দিয়ে। এটি (ঝরনা) একটি শীতল স্নানের স্থান আর পানীয়।

৪৩ আর আমি তাঁকে (পুনরায়) দিয়েছিলাম তাঁর পরিজন আর তার সঙ্গে তার মতো (আর সব) আমার থেকে এক করুণা

* সোলায়মানের পরে তাঁর অযোগ্য পুত্র তাঁর সিংহাসন আরোহণ করে

(রূপে), আর যারা বিচারবান তাদের জন্য এক স্মারক (রূপে)।

৪৪ আর (তাঁকে বলা হোলো): তোমার হাত একটি ডাল নাও আর তা দিয়ে মারো, আর তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রো না। নিঃসন্দেহ আমি তাঁকে পেয়েছিলাম ধৈর্যবান—অতি উত্তম দাস! নিঃসন্দেহ তিনি বার বার ফিরতেন (আল্লাহ্‌র দিকে)।

৪৫ আর আমার দাস ইব্রাহিম আর ইস্‌হাক আর ইয়াকুবকে স্মরণ করো—শক্তিমান ও দৃষ্টিমান লোক তাঁরা।

৪৬ নিঃসন্দেহ আমি তাঁদের পবিত্র করেছিলাম একটি পবিত্র চিন্তার দ্বারা : শেষের গৃহের স্মরণ।

৪৭ নিঃসন্দেহ আমার কাছে তাঁরা ছিলেন নির্বাচিতদের অন্তর্গত—উত্তম।

৪৮ আর স্মরণ করো ইসমাইল ইলিয়াস ও যুল্‌কিফল্‌কে, আর তাঁরা সবাই ছিলেন উত্তমদের অন্তর্গত।

৪৯ এটি একটি স্মারক; আর নিঃসন্দেহ যারা সীমা রক্ষা করে তাদের জন্য আছে এক উত্তম গন্তব্যস্থান—

৫০ সর্বোচ্চ বেহেশ্‌ত ; যার দরজা তাদের জন্য খোলা হয়—

৫১ তাতে হেলান দিয়ে বসে, চাচ্ছে বহু রকমের ফল আর পানীয়।

৫২ আর তাদের কাছে থাকবে নতনয়নাগণ—সঙ্গিনী।

৫৩ এইসব হচ্ছে যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছে হিসাবের দিনের জন্য।

৫৪ নিঃসন্দেহ এই আমার দেওয়া জীবিকা যা কখনো নিঃশেষিত হবে না।

৫৫ এই। আর নিঃসন্দেহ সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য আছে এক মন্দ গন্তব্যস্থান—

৫৬ জাহান্নাম—তারা তাতে দগ্ধ হবে—এক মন্দ বিশ্রামস্থান।

৫৭ এই। অতএব তারা এর স্বাদ গ্রহণ করুক—ফুটন্ত আর অবশ-

করা-হিম (পানীয়)।

৫৮ আর অন্য (শাস্তি) এই ধরনের—জোড়ায় জোড়ায়।

৫৯ তোমাদের সঙ্গে অন্ধকারে ছুটে যাচ্ছে এই এক সৈন্যদল—তাদের জন্য নেই কোনো প্রীতি-সম্ভাষণ; নিঃসন্দেহ তারা আগুনে দগ্ধ হবে।

৬০ তারা বলবে: না—কোনো প্রীতি-সম্ভাষণ নেই তোমাদের জন্য; তোমরা এটি তৈরি করেছিলে আমাদের জন্য; এখন দশা মন্দ।

৬১ তারা বলবে: হে আমাদের প্রভু, যে আমাদের জন্য এটি প্রথম তৈরি করেছিল তাকে দাও আগুনের দ্বিগুণ শাস্তি।

৬২ আর যারা বলবে: কি আমাদের হয়েছে যে আমরা তাদের দেখছি না যাদের জানতাম দুষ্ট ব'লে:

৬৩ আমরা কি (অন্যায় ভাবে) তাদের ভাবতাম তামাশার পাত্র, অথবা আমাদের চোখ তাদের খুঁজে পায় নাই।

৬৪ নিঃসন্দেহ এই সত্য—আগুনের বাসিন্দাদের এমন তর্কবিতর্ক।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৬৫ বলো: আমি একজন সতর্ককারী মাত্র—আর কোনো উপাস্য নেই আল্লাহ্‌ ভিন্ন—একক, সর্বজয়ী—

৬৬ আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক আর তাদের মধ্যে যা আছে—মহাশক্তি, পরম ক্ষমাশীল।

৬৭ বলো: এ এক মহাসংবাদ,

৬৮ (আর) এ থেকে তোমরা বিমুখ হচ্ছ।

৬৯ মহিমান্বিত প্রধানদের সম্বন্ধে আমার কোনো জ্ঞান নেই যখন তাঁরা তর্কবিতর্ক করেছিলেন;

৭০ আমার কাছে আর কিছু প্রত্যাদিষ্ট হয় নি এ ভিন্ন যে আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

৭১ যখন তোমার পালয়িতা ফেরেশ্‌তাদের বলেছিলেন : নিঃসন্দেহ আমি একজন মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি ধুলা থেকে ;

৭২ সুতরাং যখন আমি তাকে আকৃতি দিয়েছি আর যখন তাতে শ্বাস দিয়েছি আমার প্রেরণা থেকে তখন পতিত হও সেজদারত হয়ে।

৭৩ আর ফেরেশ্‌তাদের সবাই সেজদা করেছিল,

৭৪ ইবলিস্‌ ব্যতীত ; সে ছিল অহঙ্কারী আর সে ছিল অবিশ্বাসীদের অন্তর্গত।

৭৫ তিনি বললেন : হে ইবলিস্‌, কি তোমাকে নিষেধ করেছিল তার সামনে সেজদারত হওয়া থেকে যাকে আমি সৃষ্টি করেছি আমার দুই হাত দিয়ে ?*

৭৬ সে বললে : আমি তার চাইতে উৎকৃষ্টতর, তুমি আমাকে তৈরি করেছ আগুন থেকে আর তাকে তুমি তৈরি করেছ ধুলা থেকে।

৭৭ তিনি বললেন : তবে এখান থেকে বেরিয়ে যাও, কেন না নিঃসন্দেহ তুমি বিতাড়িত,

৭৮ আর নিঃসন্দেহ আমার অভিসম্পাত তোমার উপরে থাকবে বিচারের দিন পর্যন্ত।

৭৯ সে বললে : হে আমার পালয়িতা, তবে আমাকে বিরাম দাও যেদিন তাদের তোলা হবে সেই দিন পর্যন্ত।

৮০ তিনি বললেন : নিশ্চয় তুমি বিরাম-প্রাপ্তদের দলের—

৮১ সেই নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত।

৮২ সে বললে : তবে তোমার মহিমায় আমি নিঃসন্দেহ তাদের এক মন্দ জীবন যাপন করাবো, সবার—

---

* দুই হাত দিয়ে, তার অর্থ, পরম যত্নে, অথবা আল্লাহ্‌র কমনীয় গুণাবলী ও ভয়াল গুণাবলী দুইই দিয়ে।

৮৩ তোমার দাসদের যারা নিষ্ঠাবান তাঁরা ব্যতীত।
৮৪ তিনি বললেন : তবে সত্য এই ; আর আমি সত্য বলছি :
৮৫ নিঃসন্দেহ আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবো তোমাকে দিয়ে আর
তাদের যারা তোমার অনুবর্তী তাদের দিয়ে, একসঙ্গে !
৮৬ বলো : এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না,
আর আমি তাদের দলের নই যারা বঞ্চনা করে।
৮৭ এটি সমস্ত লোকদের জন্য একটি স্মারক বৈ নয়।
৮৮ আর নিঃসন্দেহ তোমরা এ বিষয়ে জানতে পারবে কিছুদিন
পরে।

আয্‌-যুমার

[আয্‌-যুমার কোর্‌আন শরীফের ৩৯ সংখ্যক সূরা। এর অর্থ দল বা সৈন্যদল—এই সূরার ৭১ ও ৭৩ সংখ্যক আয়াতে এই শব্দটি আছে।

কেউ কেউ বলেছেন এটি মধ্য মক্কীয়; কেউ বলেছেন এটি অন্ত্য মক্কীয়]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ গ্রন্থের অবতরণ আল্লাহ্‌ থেকে (যিনি) মহাশক্তি, জ্ঞানী।

২ নিঃসন্দেহ আমি তোমার কাছে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি সত্যের সঙ্গে, সেজন্য আল্লাহ্‌র উপাসনা করো ধর্ম তাঁর জন্য বিশুদ্ধ ক'রে।

৩ নিঃসন্দেহ বিশুদ্ধ ধর্ম আল্লাহ্‌র জন্য আর যারা তাঁকে ভিন্ন (অন্য) রক্ষাকারী বন্ধুদের গ্রহণ করে (এই বলে) : আমরা তাদের উপাসনা করি না এজন্য ভিন্ন যে তারা আমাদের আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ তাদের মধ্যে বিচার করবেন যে বিষয়ে তাদের মতভেদ। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ঠিক পথে চালিত করেন না তাকে যে মিথ্যাবাদী, অকৃতজ্ঞ।

৪ আল্লাহ্‌ যদি নিজের জন্য একটি সন্তান গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন, নিঃসন্দেহ তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তিনি নির্বাচিত করবেন যাদের ইচ্ছা করেন। তাঁর মহিমা কীর্তিত হোক : তিনি আল্লাহ্‌—একক—সর্বজয়ী।

৫ তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সত্যের সঙ্গে, তিনি রাত্রিকে দেন দিনকে আবৃত করতে আর দিনকে দেন রাত্রিকে আবৃত করতে, আর তিনি সেবারত করেছেন সূর্যকে ও চন্দ্রকে, প্রত্যেকে ধাবিত হচ্ছে একটি নির্ধারিত কালের দিকে। তিনি কি মহাশক্তি পরম ক্ষমাশীল নন ?

৬ তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে, তার পর তার থেকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রী, আর তিনি তোমাদের জন্য পাঠিয়েছেন পশুর আটটি জোড়ায় জোড়ায় * তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন তোমাদের মাতৃজঠরে—এক সৃষ্টির পরে অপর সৃষ্টি—তিন স্তর অন্ধকারে। এইই আল্লাহ্ তোমাদের পালয়িতা—তাঁরই রাজত্ব, কোনো উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন। তবে তোমরা কেমন করে বিমুখ হও?

৭ যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তোমাদের সম্পর্কে অনন্যনির্ভর। তিনি প্রসন্ন নন তাঁর দাসদের অকৃতজ্ঞতায়; আর যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে তোমাদের সেই কাজে তিনি প্রসন্ন হন। আর কোনো ভারবাহী অপরের বোঝা বহন করবে না। তার পর তোমাদের প্রভুর কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন; তার পর তিনি তোমাদের জানাবেন কি তোমরা করেছিলে। নিঃসন্দেহ তিনি জানেন কি আছে বুকের ভিতরে।

৮ আর যখন ক্ষতিকর কিছু মানুষকে স্পর্শ করে সে তখন তার পালয়িতাকে ডাকে তাঁর দিকে বার বার ফিরে; তার পর তিনি যখন তাকে তাঁর থেকে অনুগ্রহের ভাগী করেন, সে তা ভুলে যায় যার জন্য সে তাঁকে পূর্বে ডেকেছিল। আর আল্লাহ্‌র প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করায় যেন সে লোকদের ভ্রষ্ট করতে পারে তাঁর পথ থেকে। বলো: তোমার অকৃতজ্ঞতায় কিছুকাল সুখভোগ কর, নিঃসন্দেহ তুমি আগুনের বাসিন্দাদের দলের।

৯ যে অজ্ঞাধীন রাত্রির প্রহরগুলোতে সেজদারত হয়ে ও দাঁড়িয়ে, সাবধান পরলোক সম্বন্ধে, আর আশা রাখে তার পালয়িতার করুণার—(সে কি তুল্য অবিশ্বাসীর)? বলো: যারা জানে

---

* দ্রষ্টব্য ৪ : ১৪৪।

আর যারা জানে না তারা কি তুল্য? যারা জ্ঞানী কেবল তারাই মনোযোগী হয়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১০ বলো: হে আমার বিশ্বাসপরায়ণ দাসগণ, তোমাদের পালয়িতার সীমারক্ষা করো, কেন না যারা এই সংসারে ভালো করে তারা ভালো, আর আল্লাহ্‌র পৃথিবী বিস্তীর্ণ, নিঃসন্দেহ ধৈর্যবানদের প্রাপ্য দেওয়া হবে হিসাব না ক'রে।

১১ বলো: নিঃসন্দেহ আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আল্লাহ্‌র বন্দনা করতে, তাঁর জন্য ধর্ম বিশুদ্ধ করে।

১২ আর আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আমি তাদের অগ্রণী হবো যারা আত্মসমর্পণ ক'রে।

১৩ বলো: যদি আমার প্রভুর অবাধ্য হই তবে আমি ভয় করি এক কঠিন দিনের শাস্তি।

১৪ বলো: আমি আল্লাহ্‌র উপাসনা করি (কেবল) তাঁর জন্য আমার ধর্ম বিশুদ্ধ ক'রে।

১৫ তবে উপাসনা করো তাঁকে ভিন্ন যা ইচ্ছা করো। বলো: নিঃসন্দেহ ক্ষতিগ্রস্ত তারা যারা হারাবে নিজেদের আর তাদের পরিজনদের বিচারের দিনে। নিঃসন্দেহ তা স্পষ্ট ক্ষতি।

১৬ তাদের জন্য থাকবে আগুনের ঢাকা তাদের উপরে আর ঢাকা তাদের নীচে। এর দ্বারা আল্লাহ্ ভয় দেখান তাঁর দাসদের; অতএব হে আমার দাসগণ, আমার সীমা রক্ষা করো।

১৭ আর যারা পুত্তলিকাদের উপাসনা পরিহার করে আর আল্লাহ্‌র দিকে ফেরে, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ; সেজন্য আমার দাসদের সুসংবাদ দাও:

১৮ যারা বাণী শ্রবণ করে তার পর অনুবর্তী হয় যা তার শ্রেষ্ঠ তার, এরাই তারা যাদের আল্লাহ্ চালিত করেছেন, আর এরাই তারা

যারা বিচারবান।

১৯ কী, তবে তার সম্বন্ধে যার বিরুদ্ধে শাস্তির বাণী সত্য হয়েছে
কী, তুমি কি তাকে উদ্ধার করতে পারো যে আগুনের
ভিতরে ?

২০ কিন্তু যারা তাদের পালয়িতার সীমারক্ষা করে তারা পাবে
উঁচুস্থানসমূহ, তাদের উপরে আরো উঁচুস্থানসমূহ, নির্মিত
(তাদের জন্য), তার নিচে দিয়ে বহু নদী প্রবাহিত,
আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি—আল্লাহ্‌ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন
না।

২১ তুমি কি দেখো না যে আল্লাহ্‌ আকাশ থেকে অবতীর্ণ করেন
জল, তার পর তা পৃথিবীতে চালিয়ে দেন ঝরনা রূপে,
তার পর তার দ্বারা উৎপন্ন করেন বহু বর্ণের উদ্ভিদ, তার পর
তা শুকিয়ে যায় তার ফলে তুমি তা দেখো হল্‌দে, তার পর তা
চূর্ণ করা হয়। নিঃসন্দেহ এতে আছে স্মারক বিচারবানদের
জন্য।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২২ যার বক্ষ আল্লাহ্‌ প্রসারিত করেছেন আত্মসমর্পণের জন্য যার
ফলে সে আছে তার পালয়িতার থেকে এক আলোকে, সে কি
(তার মতো যে অবিশ্বাসী) ? না—দুর্ভাগ্য তারা যাদের অন্তর
আল্লাহ্‌র স্মরণ সম্পর্কে কঠিন; এরাই তারা যারা স্পষ্ট
ভ্রান্তিতে।

২ আল্লাহ্‌ অবতীর্ণ করেছেন শ্রেষ্ঠ বিবৃতি—একটি গ্রন্থ; যার
বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সঙ্গে সুসঙ্গত, যা পুনরাবৃত্তি করেছে
যাতে যারা তাদের পালয়িতার ভয় করে তাদের গায়ের চামড়া
শিউরে ওঠে; তার পর তাদের গায়ের চামড়া আর তাদের হৃদয়
নমনীয় হয় আল্লাহ্‌র স্মরণে। এই আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ,

এর দ্বারা তিনি চালিত করেন যাকে ইচ্ছা করেন। আর যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য নেই কোনো চালক।

২৪ যে তার মুখ ঘষবে কেয়ামতের দিনের মহাশাস্তিতে তবে সে কি (তার মতো যে ভালো করে)? অন্যায়কারীদের বলা হবে: আস্বাদ করো যা অর্জন করেছিলে।

২৫ তাদের পূর্ববর্তীরা (পয়গাম্বরদের) প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেজন্য তাদের কাছে শাস্তি এসেছিল কোথা থেকে তারা বুঝতে পারে নি।

২৬ সেজন্য আল্লাহ্ তাদের লাঞ্ছনা আস্বাদ করিয়েছিলেন এই সংসারের জীবনে, আর নিঃসন্দেহ পরকালের শাস্তি আরো বড়। যদি তারা জানতো।

২৭ আর নিঃসন্দেহ আমি লোকদের জন্য কোর্‌আনে দিয়েছি প্রত্যেক রকমের দৃষ্টান্ত যেন তারা চিন্তা করতে পারে—

২৮ একটি আরবী কোর্‌আন, বক্রতাশূন্য, যেন তারা সীমা রক্ষা করতে পারে।

২৯ আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন: একজন মানুষ, তার সঙ্গে আছে অনেক শরিক, তারা পরস্পরের সঙ্গে বিবাদরত; আর অন্য একজন সে একজনেরই অনুরক্ত। এরা দুইজন কি অবস্থায় এক? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। না—তারা অনেকে জানে না।

৩০ নিঃসন্দেহ তুমি মরবে, আর তারাও মরবে।

৩১ তার পর নিঃসন্দেহ কেয়ামতের দিনে তোমরা পরস্পরের সঙ্গে তর্ক করবে তোমাদের পালয়িতার সামনে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

চতুর্বিংশ খণ্ড

৩২ তবে কে তার চাইতে বেশি অন্যায়কারী যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে
মিথ্যা উচ্চারণ করে আর সত্য অস্বীকার করে যখন তা তার
কাছে আসে? জাহান্নামে কি একটি বাসস্থান নেই অবিশ্বাসীদের
জন্য?
৩৩ আর যে সত্য আনে তার সত্য স্বীকার করে—এরাই তারা যারা
সীমা রক্ষা করে।
৩৪ তারা তাদের পালয়িতার কাছে পাবে যা তারা ইচ্ছা করে; এই
কল্যাণকারীদের পুরস্কার;
৩৫ ফলে আল্লাহ্ মাফ ক'রে দেবেন তারা যা করেছিল তার
মন্দতম আর তাদের পুরস্কাব দেবেন তারা যা করেছিল তাব
শ্রেষ্ঠতম।
৩৬ আল্লাহ্ কি তাঁর দাসের জন্য যথেষ্ট নন? আর তারা তোমাকে
ভয় দেখাতে চায় তিনি ভিন্ন আব যারা তাদের দিয়ে; আব
আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোনো পথনির্দেশক
নেই।
৩৭ আর যাকে আল্লাহ্ পথ দেখান, কেউ নেই যে তাকে পথভ্রষ্ট
করতে পারে। আল্লাহ্ কি মহাশক্তি নন? প্রতিবিধানে
সক্ষম?
৩৮ আর যদি তাদের জিজ্ঞাসা করো: কে সৃষ্টি করেছেন আকাশ
ও পৃথিবী, নিঃসন্দেহ তারা বলবে: আল্লাহ্। বলো: তবে কি
তোমরা ভেবে দেখেছ যে আল্লাহ্ ভিন্ন যাদের তোমরা ডাকো,
আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন আমাকে কষ্ট দিতে তবে তারা কি সে
কষ্ট দূর ক'রে দেবে, অথবা আল্লাহ্ যদি আমাকে করুণা করতে
চান তবে তারা কি তা রোধ করবে? বলো: আল্লাহ্ আমার
জন্য যথেষ্ট, তাঁর উপরে নির্ভর করুক নির্ভরকারীরা।

৩৯ বলো : হে আমার জাতি, কাজ করো তোমাদের স্থানে ; আমিও কাজ করছি, এইভাবে তোমরা বুঝবে।

৪০ কে সে যার কাছে আসবে শাস্তি যা তাকে লাঞ্ছিত করবে, আর কার জন্য প্রাপ্য হবে স্থায়ী শাস্তি।

৪১ নিঃসন্দেহ আমি তোমার কাছে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি মানুষদের জন্য, সত্যের সঙ্গে ; সেজন্য যে কেউ পথে চলে তবে তা তার অন্তরাত্মার জন্য, আর যে কেউ পথভ্রষ্ট হয়, তবে সে ভ্রষ্ট হয় তার নিজের সম্বন্ধে ; আর তুমি তাদের উপবে অধ্যক্ষ নও।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৪২ আল্লাহ্‌ প্রাণীদের গ্রহণ করেন তাদের মৃত্যুর সময়ে, আর যারা মরে না, তাদের ঘুমের সময়ে ; তার পর তিনি তাদের রাখেন যাদের জন্য তিনি মৃত্যু বিধান করেছেন, আর অন্যদের ফেরত পাঠান একটি নির্ধারিত কালের জন্য। নিঃসন্দেহ এতে রয়েছে নির্দেশনাবলী সেই লোকদের জন্য যারা চিন্তা করে।

৪৩ অথবা তারা কি সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে আল্লাহ্‌ ভিন্ন ? বলো : কী—যদিও কিছুর উপরে তাদের কর্তৃত্ব নেই, অথবা যদিও তাদের বুদ্ধি নেই ?

৪৪ বলো : সুপারিশ সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র জন্য ; তাঁরই আকাশের ও পৃথিবীর রাজত্ব ; তার পর তাঁর কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

৪৫ আর যখন শুধু আল্লাহ্‌র উল্লেখ হয়, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের হৃদয় সঙ্কুচিত হয়, আর যখন তিনি ভিন্ন অন্যদের উল্লেখ করা হয়, দেখ, তারা খুশী হয়েছে।

৪৬ বলো : হে আল্লাহ্‌, আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা, তুমি বিচার করো তোমার দাসদের মধ্যে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করে সেই বিষয়ে।

৪৭ আর যারা অন্যায়কারী তাদের যদি থাকতো পৃথিবীতে যা আছে সব, আর তার সঙ্গে তার মতো আরো, তারা তা নিশ্চয়ই দিতো কেয়ামতের দিনের শাস্তির ভীষণতা থেকে মুক্তি পাবার জন্য, আর তারা যা কখনো ভাবে নি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তা তাদের কাছে স্পষ্ট হবে।

৪৮ আর তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে মন্দ যা তারা অর্জন করেছিল, আব যা তারা বিদ্রূপ করতো তা তাদের ঘিরবে।

৪৯ যখন ক্ষতিকর কিছু মানুষকে স্পর্শ করে তখন সে আমাকে ডাকে, তার পর যখন আমি তাকে কোনো অনুগ্রহ দিই, সে বলে : নিশ্চয় আমাকে এ দেওয়া হয়েছে (আমার) জ্ঞানের জন্য। না, এ এক পরীক্ষা ; কিন্তু তাদের অনেকেই জানে না।

৫০ তাদের পূর্বে লোকেরা এইই বলেছিল ; কিন্তু যা তারা অর্জন করেছিল তা তাদের কাজে আসে নি।

৫১ অতএব তাদের উপরে পড়েছিল তারা যে মন্দ অর্জন করেছিল ; আর তাদের মধ্যে যারা অন্যায়কারী তাদের উপরে পড়বে যে মন্দ তারা অর্জন করেছে ; আর তারা এড়াতে পারবে না।

৫২ তারা কি জানে না যে আল্লাহ্‌ জীবিকা বাড়ান যার জন্য ইচ্ছা করেন, আর তিনি সঙ্কুচিত করেন ; নিঃসন্দেহ এতে আছে নিদর্শনাবলী সেই লোকদের জন্য যারা বিশ্বাস করে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৫৩ বলো : হে আমার দাসগণ যারা নিজেদের সম্বন্ধে সীমা অতিক্রম করেছ, আল্লাহ্‌র করুণা সম্বন্ধে হতাশ্বাস হ'য়ো না ; নিঃসন্দেহ তিনি সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন ; নিঃসন্দেহ তিনি ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

৫৪ আর তোমাদের পালয়িতার দিকে ফেরো বার বার শাস্তি তোমাদের কাছে অতর্কিতভাবে আসবার পূর্বে, যখন

তোমাদের সাহায্য করা হবে না।

৫৫ আর তোমাদের পালয়িতা থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার যা
শ্রেষ্ঠ তার অনুসরণ করো ; শাস্তি তোমাদের কাছে অতর্কিতে
আসবার পূর্বে, যখন তোমরা সে সম্বন্ধে বেখেয়াল রয়েছ:

৫৬ যেন কোনো প্রাণ না বলে : দুর্ভাগ্য আমার যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে
আমি অমনোযোগী ছিলাম আর আমি ছিলাম বিদ্রূপকারীদের
দলের ;

৫৭ অথবা যেন না বলে : যদি আল্লাহ্ আমাকে চালিত করতেন
তবে নিশ্চয় আমি হতাম সীমারক্ষাকারীদের দলের ;

৫৮ অথবা যেন সে না বলে যখন শাস্তি দেখে : যদি একবার ফিরতে
পারতাম তবে কল্যাণকারীদের দলের হতাম।

৫৯ হাঁ—আমার নিদর্শনাবলী তোমার কাছে এসেছিল কিন্তু তুমি
সেসব প্রত্যাখ্যান করেছিলে আর তুমি ছিলে গর্বিত ; আর তুমি
ছিলে অবিশ্বাসীদের একজন।

৬০ আর কেয়ামতের দিনে তুমি তাদের দেখবে যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে
মিথ্যা বলেছিল তাদের মুখ কালিমাখা। জাহান্নামে কি একটি
বাসস্থান নেই গর্বিতদের জন্য ?

৬১ আর আল্লাহ্ উদ্ধার করবেন তাদের যারা সীমারক্ষা করে ;
তাদের সুকৃতির জন্য ; মন্দ তাদের স্পর্শ করবে না তারা দুঃখও
করবে না।

৬২ আল্লাহ্ স্রষ্টা সব কিছুর, আর সব কিছুর উপরে অধ্যক্ষ।

৬৩ আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁর, আর যারা অবিশ্বাস করে
আল্লাহ্র নির্দেশাবলীতে—এরাই তারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৬৪ বলো : তবে কি তোমরা আমাকে উপাসনা করতে নির্দেশ দাও
আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যদের, হে অজ্ঞের দল !

৬৫ আর নিঃসন্দেহ তোমার কাছে আর তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে
প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে : যদি (আল্লাহ্‌র) অংশী দাঁড় করাও তবে
তোমার কাজ নিঃসন্দেহ বৃথা হবে, আর নিঃসন্দেহ তুমি হবে
ক্ষতিগ্রস্তদের দলের।

৬৬ না—আল্লাহ্‌রই বন্দনা তুমি করো : আর কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত
হও।

৬৭ আর তারা আল্লাহ্‌র কদর করে নি তাঁর প্রাপ্য কদর দিয়ে।
আর কেয়ামতের দিনে সমস্ত পৃথিবী হবে তাঁর মুঠোর মধ্যে,
আর আকাশ গুটিয়ে নেওয়া হবে তাঁর ডান হাতে তাঁর
মহিমা কীর্তিত হোক, আর ঊর্ধ্বে থাকুন তিনি তারা তাঁর
যেসব অংশী দাঁড় করায় সেসবের।

৬৮ আর শৃঙ্গধ্বনি হবে, তার ফলে যারা আছে আকাশে আর যারা
আছে পৃথিবীতে সবাই মূর্ছা যাবে, তারা ব্যতীত যাদের সম্বন্ধে
আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন ; তার পর পুনরায় তা ধ্বনিত হবে, তখন
তারা দাঁড়াবে উৎকর্ণ হয়ে।

৬৯ আর পৃথিবী আলোকিত হবে তার পালয়িতার আলোকে আব
বিবরণ রুজু করা হবে, আর পয়গাম্বরদের আর সাক্ষীদের আনা
হবে, আর তাদের মধ্যে বিচার করা হবে ন্যায়ের সঙ্গে, আর
তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

৭০ আর প্রত্যেক প্রাণকে পুরোপুরি দেওয়া হবে যা সে করেছে ;
আর তিনি ভালো জানেন যা তারা করে।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৭১ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা জাহান্নামে তাড়িত হবে দলে
দলে, যে পর্যন্ত না তারা তার কাছে আসবে ; তখন তার দরজা
গুলো খোলা হবে আর তার দ্বাররক্ষকরা তাদের বলবে :
তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্যে থেকে বাণীবাহকরা

আসেন নি যাঁরা তোমাদের কাছে আবৃত্তি করেছেন তোমাদের
পালয়িতার নির্দেশাবলী আর তোমাদের সাবধান করেছেন
তোমাদের এই আজকার দিনে দেখা হওয়া সম্বন্ধে? তারা
বলবে: হাঁ। কিন্তু অবিশ্বাসীদের অন্য শাস্তির বাণী সত্য
হয়েছে।

৭২ বলা হবে: প্রবেশ করো জাহান্নামের দরজাগুলোর ভিতরে
সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করতে। অতএব মন্দ গর্বিতদের
গন্তব্যস্থান।

৭৩ আর যারা তাদের পালয়িতার সীমারক্ষা করে তাদেরও
দলে দলে নিয়ে যাওয়া হবে বেহেশ্‌তে, যে পর্যন্ত না তারা তার
কাছে আসবে, তখন তার দরজাগুলো খোলা হবে আর তার
দ্বাররক্ষকরা তাদের বলবে: শান্তি তোমাদের প্রতি! তোমরা
ভালো, সেজন্য এতে প্রবেশ করো স্থায়ীভাবে বাস করতে।

৭৪ আর তারা বলবে: (সমস্ত) প্রশংসা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে যিনি
তাঁর প্রতিশ্রুতি আমাদের কাছে সত্য করেছেন, আর তিনি
আমাদের দেশে উত্তরাধিকারী করেছেন, আমরা এই উদ্যানে
বাস করতে পারি যেখানে ইচ্ছা করি। কত মনোহর কর্মীদের
প্রাপ্য।

৭৫ আর তুমি (হে মোহম্মদ) ফেরেশ্‌তাদের দেখবে সিংহাসন
পরিক্রমণ করতে তাদের পালয়িতার প্রশংসা কীর্তন ক'রে।
আর তাদের বিচার করা হবে ন্যায়ের সঙ্গে। আর বলা হবে:
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে (যিনি) বিশ্বজগতের
পালয়িতা।

আল্-মু'মিন্

[আল্-মু'মিন্—বিশ্বাসী—কোর্‌আন শরীফের ৪০ সংখ্যক সূরা। এর ও এর পরের দুইটি সূরার সূচনায় রয়েছে হা-মীম্ এই দুইটি অক্ষর।

এটি মধ্যমক্কীয়। তবে কেউ কেউ এর দুই একটি আয়াতকে মদিনীয় বলেছেন।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ হা-মীম্—প্রশংসিত মহিমময় আল্লাহ্।

২ এই গ্রন্থের অবতরণ আল্লাহ্ থেকে (যিনি) মহাশক্তি, জ্ঞাতা—

৩ পাপের মার্জনাকারী, অনুতাপ গ্রহণকারী, শাস্তি দানে কঠোর, প্রাচুর্যের অধীশ্বর—নেই কোনো উপাস্য তিনি ভিন্ন; তাঁরই কাছে শেষ আগমন।

৪ কেউ তর্ক করে না আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী সম্বন্ধে যারা অবিশ্বাস করে তারা ব্যতীত; সেজন্য শহরে তাদের যথেচ্ছ আচরণ তোমাকে প্রতারিত না করুক।

৫ নূহ্-এর লোকেরা আর তাদের পরের দলরা তাদের পূর্বে (পয়গাম্বরদের) প্রত্যাখ্যান করেছিল, আর প্রত্যেক জাতি মতলব করেছিল তাদের বাণীবাহককে পাকড়াও করতে, আর তারা তর্ক করেছিল মিথ্যার জন্য যেন তার দ্বারা তারা সত্য খণ্ডন করতে পারে; সেজন্য আমি তাদের পাকড়াও করে-ছিলাম; তবে কত কঠোর ছিল আমার শাস্তিদান।

৬ আর এইভাবে তোমার পালয়িতার বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে যারা অবিশ্বাস করেছিল যে তারা আগুনের বাসিন্দা।

৭ আর যারা সিংহাসন বহন করে, আর যারা তাঁর চারপাশে
আছে তারা তাদের পালয়িতার মহিমা কীর্তন করে আর তাঁতে
বিশ্বাস করে, আর ক্ষমা প্রার্থনা করে যারা বিশ্বাস করে, তাদের
জন্য (এই বলে): হে আমাদের পালয়িতা, তুমি সব-কিছু
ধারণ করো করুণায় ও জ্ঞানে, সেজন্য ক্ষমা করো যারা
(তোমার দিকে) ফেরে, আর তোমার পথ অনুসরণ করে,
আর তাদের রক্ষা করো দোযখের শাস্তি থেকে ;

৮ হে আমাদের পালয়িতা, তাদের প্রবেশ করাও সর্বোচ্চ বেহেশ্‌তে,
যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদের দিয়েছ, আর (তাদের সঙ্গে)
তাদের পিতাদের আর তাদের স্ত্রীদের আর তাদের সন্তানদের
যারা কল্যাণকারী ; নিঃসন্দেহ তুমি মহাশক্তি, জ্ঞানী —

৯ আর তাদের থেকে ঠেকিয়ে রাখো মন্দ কাজ ; আর যার থেকে
তুমি মন্দ কাজ সেইদিন ঠেকিয়ে রাখো, নিঃসন্দেহ তাকে
করুণা করেছ ; আর তাই মহাসাফল্য।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১০ নিঃসন্দেহ যারা অবিশ্বাস করে তাদের কাছে ঘোষণা করা হবে :
নিশ্চয় তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র ঘৃণা—যখন তোমাদের
আহ্বান করা হয়েছিল বিশ্বাসে আর তোমরা প্রত্যাখ্যান করে-
ছিলে—অনেক বেশি তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের যে
ঘৃণা তার চাইতে।

১১ তারা বলবে : হে আমাদের পালয়িতা, দুইবার তুমি আমাদের
মৃত্যু দিয়েছিলে আর দুইবার আমাদের জীবন দিয়েছ, যেজন্য
আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করি : তবে কোনো উপায় আছে
কি বেরিয়ে আসবার ?

১২ এ এইজন্য যে যখন শুধু আল্লাহ্‌কে ডাকা হোতো তোমরা
অবিশ্বাস করতে, আর যখন তাঁর অংশী দাঁড় করানো হোতো

তোমরা তখন বিশ্বাস করতে; কিন্তু হুকুম আল্লাহ্‌র (যিনি) মহোচ্চ, শ্রেষ্ঠ।

১৩ তিনি তোমাদের দেখান তাঁর নিদর্শন সমূহ আর তোমাদের জন্য জীবিকা অবতীর্ণ করেন আকাশ থেকে; আর কেউ স্মরণ করে না যে বার বার (তাঁর দিকে) ফেরে সে ব্যতীত;

১৪ সেজন্য আল্লাহ্‌কে ডাকো তাঁর জন্য ধর্ম বিশুদ্ধ করে, অবিশ্বাসীরা যতই বিরূপ হোক—

১৫ স্তরসমূহের উন্নয়নকারী; সিংহাসনের রাজাধিরাজ, তিনি তাঁর আদেশের প্রেরণা নিক্ষেপ করেন তাঁর দাসদের যার উপরে ইচ্ছা করেন যেন সে সাবধান করতে পারে সেইদিনের একত্রিত হওয়া সম্বন্ধে—

১৬ সেইদিন যখন তারা আসবে, তাদের সম্বন্ধে কিছুই লুকোনো থাকবে না আল্লাহ্‌র কাছে। আজ রাজত্ব কার? আল্লাহ্‌র, যিনি এক, সর্বজয়ী।

১৭ এইদিন প্রত্যেক প্রাণ পাবে যা সে অর্জন করেছে; আজ কোনো অবিচার নয়, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ হিসাবে সত্বর।

১৮ আর তাদের সাবধান করো সেইদিন সম্বন্ধে যা নিকটবর্তী হচ্ছে, যখন হৃদয়গুলো কণ্ঠরোধ করবে, অন্যায়কারীদের থাকবে না কোনো বন্ধু, কোনো সুপারিশকারী যার কথা শোনা হবে।

১৯ তিনি জানেন চুপি চুপি চাওয়া দৃষ্টি আর বুকগুলো যা লুকোয়।

২০ আর আল্লাহ্‌ বিচার করেন সত্যের সঙ্গে; আর আল্লাহ্‌ ভিন্ন যাদের তারা ডাকে তারা বিচার করতে পারে না কিছুই; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ শ্রোতা, জ্ঞাতা

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২১ তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নি আর দেখে নি কেমন হয়েছিল তাদের পরিণাম যারা ছিল তাদের পূর্ববর্তী? তারা ছিল এদের

চাইতে বড় শক্তিতে আর যে ধ্বংসাবশেষ তারা রেখে গেছে তাতে; কিন্তু আল্লাহ্ তাদের ধরেছিলেন তাদের পাপের জন্য, আর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তাদের জন্য ছিল না কোনো রক্ষাকারী।

২২ এ এইজন্য যে তাদের কাছে বাণীবাহকরা এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণাবলী নিয়ে, কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল; সেজন্য আল্লাহ্ তাদের পাকড়াও করেছিলেন: নিঃসন্দেহ তিনি শক্তিশালী, প্রতিফল দানে কঠোর।

২৩ আর নিঃসন্দেহ আমি মূসাকে পাঠিয়েছিলাম আমার নির্দেশাবলী আর স্পষ্ট কর্তৃত্ব দিয়ে—

২৪ ফেরাউন, আর হামান, আর কারুনের কাছে; কিন্তু তারা বলেছিল: একজন মিথ্যাবাদী, জাদুকর।

২৫ আর যখন তিনি আমার কাছ থেকে সত্য নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের কাছে তারা বলেছিল: তাঁর সঙ্গে যারা বিশ্বাস করে তাদের পুত্রদের হত্যা করো আর নারীদের বাঁচিয়ে রাখো। আর অবিশ্বাসীদের চক্রান্ত ভ্রান্তিতে ভিন্ন নয়।

২৬ আর ফেরাউন বলেছিল: আমাকে ছেড়ে দাও মূসাকে হত্যা করতে আর সে ডাকুক তার প্রতিপালককে; নিঃসন্দেহ আমি ভয় করি যে সে তোমাদের ধর্ম বদলে দেবে অথবা সে দেশে অহিত প্রকট করবে।

২৭ আর মূসা বলেছিলেন: নিঃসন্দেহ আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণ নিই প্রত্যেক দর্পী থেকে যে হিসাবের দিনে বিশ্বাস করে না।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৮ আর ফেরাউনের লোকদের থেকে একজন বিশ্বাসী ব্যক্তি—যে তার বিশ্বাস লুকিয়ে রেখেছিল—বললে: তুমি কি একটি লোককে হত্যা করবে যেহেতু সে বলে: আমার প্রভু আল্লাহ্

আর নিঃসন্দেহ সে তোমার কাছে তার প্রতিপালন থেকে স্পষ্ট
প্রমাণাবলী এনেছে ? যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার মিথ্যা
তার উপরে বর্তাবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয় তবে তোমার
উপরে পড়বে তার কিছু যার ভয় সে তোমাদের দেখাচ্ছে :
নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ তাকে চালিত করেন না যে সীমা
অতিক্রমকারী, প্রত্যাখ্যানকারী।

২৯ হে আমার জাতি, রাজত্ব আজ তোমাদের, তোমরা দেশে
সর্বপ্রধান, কিন্তু কে আমাদের রক্ষা করবে আল্লাহ্‌র ক্রোধ
থেকে যদি তা আমাদের দিকে আসে ? ফেরাউন বললে :
আমি তোমাদের এমন কিছু দেখাই না যা (নিজে) না দেখি
আর তোমাদের চালিত করি না ঠিক পথে ভিন্ন।

৩০ আর যে ছিল বিশ্বাসী সে বললে : হে আমার জাতি, নিঃসন্দেহ
আমি তোমাদের জন্য তার মতো কিছু ভয় করি যা পড়েছিল
উপজাতিদের উপরে

৩১ তার মতো যা পড়েছিল নূহ্‌-এর জাতির আর আদের আর
সামূদের উপরে, আর তাদের পরবর্তীদের (উপরে), আর
আল্লাহ্‌ তার দাসদের প্রতি অন্যায় চান না ;

৩২ আর হে আমার জাতি, আমি তোমাদের জন্য ভয় করি এক
আহ্বানের দিন সম্বন্ধে—

৩৩ সেইদিন যেদিন তোমরা ফিরবে পালাবার জন্য, তোমাদের জন্য
আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কোনো রক্ষাকারী থাকবে না, আর যাকে
আল্লাহ্‌ পথভ্রান্ত করেন তার জন্য নেই কোনো পথপ্রদর্শক।

৩৪ আর নিঃসন্দেহ পূর্বে ইউসুফ তোমাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট
প্রমাণাবলী নিয়ে, কিন্তু তোমরা বরাবর ছিলে সন্দেহে তিনি
কি এসেছেন সে সম্বন্ধে যে পর্যন্ত না তাঁর মৃত্যু হোলো, তখন
তোমরা বললে : আল্লাহ্‌ তাঁর পরে আর কখনো পয়গাম্বর
পাঠাবেন না। এইভাবে আল্লাহ্‌ তাকে বিভ্রান্ত করেন যে সীমা-

অতিক্রমকারী, সন্দেহকারী।

৩৫ যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী সম্বন্ধে তর্ক করে কোনো বিধান
তাদের কাছে না আসা সত্ত্বেও—এটি আল্লাহ্‌ আর যারা বিশ্বাস
করে তাদের কাছে খুব ঘৃণিত। এইভাবে আল্লাহ্‌ মোহর
মেরে দেন প্রত্যেক গর্বিতের জবরদস্তিপ্রিয়ের হৃদয়ের উপরে।

৩৬ আর ফেরাউন বললে: হে হামান, আমার জন্য এক মিনার
তৈরি করো যেন আমি পেতে পারি পথ—

৩৭ আকাশের পথ, আর যেন পৌছুতে পারি মূসার উপাস্যের কাছে,
আর নিঃসন্দেহ আমি তাকে মনে করি একজন মিথ্যাবাদী।
আর এইভাবে ফেরাউনের জন্য চিত্তাকর্ষক হয়েছিল তার
কাজের যা মন্দ, আর তাকে ফেরানো হয়েছিল পথ থেকে, আর
ফেরাউনের ফন্দি ধ্বংসে (পরিসমাপ্ত হবার জন্য) ভিন্ন ছিল না।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৩৮ আর যে বিশ্বাস করেছিল সে বললে: হে আমার জাতি,
আমার অনুসরণ করো, আমি তোমাদের ঠিক পথে চালাবো;

৩৯ হে আমার জাতি, নিঃসন্দেহ এ সংসারের জীবন (দুই দিনের)
সুখভোগ আর নিঃসন্দেহ পরকালে স্থায়ী গৃহ;

৪০ যে কেউ মন্দ কাজ করে সে প্রতিদান পাবে না তার মতো
কিছু ব্যতীত, আর যে কেউ ভালো কাজ করে, সে পুরুষ
হোক বা নারী হোক, আর সে বিশ্বাস করে—তবে এরাই তারা
যারা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে, তাতে তাদের জীবিকা দেওয়া
হবে হিসাব না ক'রে।

৪১ আর হে আমাদের জাতি, কি আমার হয়েছে যে আমি
তোমাদের ডাকি মুক্তির দিকে আর তোমরা আমাকে ডাকো
আগুনের দিকে?

৪২ তোমরা আমাকে ডাকো যে আমি অবিশ্বাস করবো আল্লাহ্‌তে

আর তাঁর অংশী দাঁড় করাবো তা-কে যার সম্বন্ধে আমার
কোনো জ্ঞান নেই, আর আমি তোমাদের ডাকি মহাশক্তি
পরমক্ষমাশীলের দিকে ;
৪৩ সন্দেহ নেই যে যাতে তোমরা আমাকে ডাকো তার কোনো
দাবি নেই এই সংসারে অথবা পরকালে, আর তোমাদের
ফিরে যাওয়া আল্লাহ্‌র কাছে ; আর সীমা অতিক্রমকারীরা
আগুনের বাসিন্দা।
৪৪ সেজন্য তোমরা মনে রাখবে তোমাদের যা বলি, আর আমি
আমার কাজের ভার দিই আল্লাহ্‌র উপরে : নিঃসন্দেহ
আল্লাহ্‌ তাঁর দাসদের দেখেন।
৪৫ সেজন্য আল্লাহ্‌ তাকে রক্ষা করেছিলেন তারা যে ফন্দি
করেছিল তার মন্দ (ফল) থেকে, আর এক ভীষণ শাস্তি
ঘেরাও করেছিল ফেরাউনের লোকদের—
৪৬ আগুন—তাদের তার সামনে আনা হবে (প্রতি) প্রভাতে ও
সন্ধ্যায়, আর সেইদিন যেদিন সেই সময় আসবে, (বলা হবে) :
ফেরাউনের লোকদের প্রবেশ করাও কঠোর শাস্তিতে।
৪৭ আর যখন তারা আগুনে একজন অপর জনের সঙ্গে তর্ক করবে
তখন দুর্বলরা বলবে যারা ছিল গর্বিত তাদের : নিশ্চয় আমরা
তোমাদের অনুবর্তী ছিলাম, তবে আমাদের থেকে আগুনের
একটি অংশ সরাবে কি ?
৪৮ যারা ছিল গর্বিত তারা বলবে : নিঃসন্দেহ আমরা সবাই আছি
তাতে, নিসন্দেহ আল্লাহ দাসদের মধ্যে বিচার করেছেন।
৪৯ আর যারা আগুনে তারা জাহান্নামের রক্ষীদের বলবে : তোমাদের
পালয়িতাকে ডাকো যেন তিনি শাস্তি থেকে আমাদের অব্যাহতি
দেন একদিন।
৫০ তারা বলবে : তোমাদের বাণীবাহকরা তোমাদের কাছে কি

আসেন নি স্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে? তারা বলবে: হাঁ। তারা বলবে: তবে ডাকো। আর অবিশ্বাসীদের ডাকা ভ্রান্তিতে ভিন্ন নয়।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৫১ নিঃসন্দেহ আমি আমার বাণীবাহকদের সাহায্য করি, আর যারা বিশ্বাস করে, এই সংসারের জীবনে; আর সেইদিম যখন সাক্ষীরা দাঁড়াবে—

৫২ সেইদিন যখন অন্যায়কারীদের অজুহাতে তাদের উপকারে আসবে না, আর তাদের জন্য অভিসম্পাত, আর তাদের জন্য মন্দ গৃহ।

৫৩ আর নিঃসন্দেহ আমি মূসাকে দিয়েছিলাম পথনির্দেশ আর আমি ইসরাইলবংশীয়দের করেছিলাম গ্রন্থের উত্তরাধিকারী।

৫৪ পথনির্দেশ আর স্মারক বিচারবানদের জন্য।

৫৫ সেজন্য ধৈর্য ধরো, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, আর তোমার দোষ ক্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, আর তোমার প্রভুর প্রশংসা কীর্তন করো সন্ধ্যায় ও প্রভাতে।

৫৬ নিঃসন্দেহ যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী সম্বন্ধে তর্ক করে তাদের কাছে এসেছে এমন কোনো বিধান ব্যতিরেকে, তাদের বুকে আর কিছু নেই গণ্যমান্য হওয়া ব্যতীত—যা তারা কখনো লাভ করতে পারবে না; সেজন্য আল্লাহ্‌তে শরণ নাও। নিঃসন্দেহ তিনি শ্রোতা, দ্রষ্টা।

৫৭ নিঃসন্দেহ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি মহত্তর মানুষদের সৃষ্টির চাইতে, কিন্তু অনেক লোকই জানে না।

৫৮ আর অন্ধ আর দৃষ্টিমান তুল্য নয়, যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে আর যারা মন্দ কাজ করে তারা (তুল্য) নয়। কমই তোমরা চিন্তা করো।

৫৯ নিঃসন্দেহ সেই সময় আসছে, কোনো সন্দেহ নেই তাতে
কিন্তু অনেকেই বিশ্বাস করে না।
৬০ আর তোমাদের পালয়িতা বলেছেন: আমাকে ডাকো আমি
তোমাদের উত্তর দেবো, নিঃসন্দেহ যারা অহঙ্কার দেখায় আমার
উপাসনা সম্বন্ধে তারা অচিরে জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত
(হ'য়ে)।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

যিনি
৬১ আল্লাহ্ ~~তিনি~~ যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন রাত্রি যেন
তাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পারো, আর দিন, দেখবার জন্য।
নিঃসন্দেহ আল্লাহ মানুষদের সম্বন্ধে অনুগ্রহের রাজাধিরাজ;
কিন্তু অনেক লোকই অকৃতজ্ঞ।
৬২ এইই আল্লাহ্ তোমাদের পালয়িতা, সব-কিছুর স্রষ্টা, কোনো
উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন। তবে কেমন করে তোমরা বিমুখ
হও?
৬৩ এইভাবে বিমুখ হয়েছিল তারা যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী
প্রত্যাখ্যান করেছিল।
৬৪ আল্লাহ্ তিনি যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য করেছেন বিশ্রাম
স্থান, আর আকাশ, একটি চাঁদোয়া. আর তোমাদের আকৃতি
দিয়েছেন, তার পর তোমাদের আকৃতি পূর্ণাঙ্গ করেছেন, আর
তিনি তোমাদের জীবিকা দিয়েছেন ভালো বস্তু থেকে। এইই
আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। পুণ্যময় তবে আল্লাহ্,
বিশ্বজগতের পালয়িতা।
৬৫ তিনি জীবন্ত—কোনো উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন; সেজন্য তাঁকে
ডাকো তাঁর জন্য ধর্ম বিশুদ্ধ ক'রে, (সমস্ত) প্রশংসা আল্লাহ্‌র
উদ্দেশ্যে (যিনি) বিশ্বজগতের প্রভু।
৬৬ বলো: আমাকে নিষেধ করা হয়েছে তাদের উপাসনা করতে

আল্লাহ্‌ ভিন্ন যাদের তোমরা ডাকো—যখন স্পষ্ট প্রমাণাবলী আমার কাছে এসেছে আমার পালয়িতার কাছ থেকে, আর আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আ ম আত্মসমর্পণ করবো বিশ্বজগতের পালয়িতার কাছে।

৬৭ তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন ধুলা থেকে তার পর একবিন্দু (বীজ) থেকে, তার পর একটি জমাট রক্তখণ্ড থেকে, তার পর তিনি তোমাদের আনেন শিশুরূপে, তার পর (বিধান করেন) যেন তোমরা পৌঁছুতে পারো তোমাদের সবলতায়, আর তারপর যেন তোমরা বৃদ্ধ হতে পারো—আর তোমাদের মধ্যে আছে তারা যাদের মৃত্যু দেওয়া হয় পূর্বেই—আর যেন একটি নির্ধারিত কালে পৌঁছুতে পারো, আর যেন তোমরা বুঝতে পারো।

৬৮ তিনি দেন জীবন আর আনেন মৃত্যু; অতএব তিনি যখন কোনো ব্যাপারের বিধান করেন, তিনি সে সম্বন্ধে শুধু বলেন: হও, আর তা হয়।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৬৯ তুমি কি তাদের দেখো নি যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী সম্বন্ধে তর্ক করে- কেমন ক'রে তারা ফিরে যায়?

৭০ যারা গ্রন্থ প্রত্যাখ্যান করে, আর যা দিয়ে আমি আমার বাণী-বাহকদের পাঠিয়েছি। কিন্তু শীগগিরই তারা বুঝবে—

৭১ যখন বেড়ী ও শিকল তাদের গলায় উঠবে, তাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।

৭২ তপ্ত জলের মধ্যে দিয়ে, তার পর তাদের ধাক্কা দিয়ে দেওয়া হবে আগুনে।

৭৩ তার পর তাদের বলা হবে: কোথায় তা যা তোমরা অংশী খাড়া করেছিলে

৭৪ আল্লাহ্‌ ভিন্ন? তারা বলবে: তারা আমাদের কাছ থেকে

চলে গেছে, না, আমরা পূর্বে আর কিছুকে ডাকি নি। এইভাবে
আল্লাহ্‌ বিভ্রান্ত করেন অবিশ্বাসীদের।
৭৫ এইজন্য যে তোমরা দেশে পরোয়াহীন হয়েছিলে অন্যায়ভাবে,
আর এইজন্য যে উদ্ধত ব্যবহার করেছিলে,
৭৬ জাহান্নামের দরজার ভিতর দিয়ে ঢোকো সেখানে স্থায়ীভাবে
বাস করার জন্য। গর্বিতদের বাসস্থান মন্দ।
৭৭ সেজন্য ধৈর্য ধরো, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য।
আর যার ভয় তাদের দেখানো হচ্ছে তার কিছু তাদের দেখাই,
অথবা তোমাকে মৃত্যু দিই, আমার কাছেই তাদের ফিরিয়ে
আনা হবে।
৭৮ আর নিঃসন্দেহ তোমাব পূর্বে আমি পয়গাম্বরদের পাঠিয়েছি,
আর তাদের মধ্যে কারো কাবো কথা তোমাকে বলেছি,
কারো কারো কথা তোমাকে বলি নি, আর কোনো পয়গাম্বরের
জন্য সঙ্গত ছিল না যে তিনি কোনো নিদর্শন আনবেন
আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিবেকে ; কিন্তু যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ
এসেছে তখন বিচার করা হয়েছিল সত্যের সঙ্গে, আর যারা
মিথ্যা বলেছিল তারা বিনষ্ট হয়েছিল।

নবম অনুচ্ছেদ

৭৯ আল্লাহ্‌ তিনি যিনি তোমাদের জন্য গৃহপালিত জন্তুদের সৃষ্টি
করেছেন যেন তোমরা কতকগুলোর উপরে চড়তে পারো
আর কতকগুলোকে খাও।
৮০ আর তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য আছে বহু উপকার,
আর যেন তাদের সাহায্যে তোমরা অভাব মেটাতে পারো
যা আছে তোমাদের বুকে, আর তাদের উপরে, যেমন
জাহাজে, তোমাদের বহন করা হয়।
৮১ আর তিনি তোমাদের দেখান তাঁর নিদর্শনসমূহ, আর

আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর কোন্‌টি তোমরা প্রত্যাখ্যান করবে ?

৮২ তারা কি তবে দেশে ভ্রমণ করে নি আর দেখে নি কি পরিণাম হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তীদের ? তারা এদের চাইতে ছিল (সংখ্যায়) বেশি আর মহত্তর বলে আর তাদের ধ্বংসাবশেষে (যা তারা রেখে গেছে) পৃথিবীতে, কিন্তু তাদের কোনো কাজে আসে নি যা তারা অর্জন করেছিল।

৮৩ আর যখন তাদের পয়গাম্বররা তাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণাবলী নিয়ে তারা পরোয়াহীন হয়েছিল যে জ্ঞান তাদের কাছে ছিল তাতে ; আর যা তারা বিদ্রূপ করতো তা তাদের ঘেরাও করেছিল।

৮৪ কিন্তু যখন তারা আমার শাস্তি দেখেছিল তারা বলেছিল : আমরা শুধু আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করি আর আমরা অবিশ্বাস করি যা আমরা তাঁর অংশীরূপে দাঁড় করিয়েছিলাম।

৮৫ কিন্তু তাদের বিশ্বাস তাদের উপকারে আসে নি যখন তারা আমার শাস্তি দেখেছে। এই আল্লাহ্‌র ধারা যা বলবৎ রয়েছে তাঁর দাসদের সম্বন্ধে, আর সেক্ষেত্রে অবিশ্বাসীরা বিনষ্ট হবে।

হা মীম্

[হা-মীম্ অথবা ফুস্‌সিলাত (যা স্পষ্ট করা হয়েছে) কোর্‌আন শরীফের ৪১ সংখ্যক সূরা। "হা-মীম্" শীর্ষক সূরাগুলির দ্বিতীয় সূরা এটি।

এটি মধ্যমক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ হা-মীম্—প্রশংসিত মহিমময় আল্লাহ্!

২ একটি অবতরণ করুণাময় কৃপাময় থেকে—

৩ একটি গ্রন্থ যার নির্দেশগুলো স্পষ্ট করা হয়েছে, একটি আরবী কোর্‌আন সেই লোকদের জন্য যারা জানে—

৪ সুসংবাদ ও স্মারক; কিন্তু তাদের অনেকেই ফিরে যায়, ফলে তারা শোনে না।

৫ আর তারা বলে: আমাদের হৃদয় আবরণে রক্ষিত তা থেকে যাতে তুমি (হে মোহম্মদ) আমাদের ডাকো, আর আমাদের কানে রয়েছে বধিরতা, আর আমাদের ও তোমার মধ্যে রয়েছে একটি পর্দা, সেজন্য কাজ ক'রে যাও আমরাও কাজ করছি।

৬ বলো: আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ মাত্র, আমাতে প্রত্যাদিষ্ট হয় যে তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য, সেজন্য তাঁর দিকে সরল পথে চলো আর তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর দুর্ভাগ্য বহুদেববাদীরা—

৭ যারা যাকাত দেয় না, আর তারা অবিশ্বাসী পরলোক সম্বন্ধে।

৮ নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার যা রুদ্ধ হবে না।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৯ বলো : তোমরা কি সত্যই অবিশ্বাস করো তাঁতে যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে, আর তোমরা কি দাঁড় করাও তাঁর সমকক্ষ ? এইই বিশ্বজগতের পালয়িতা।

১০ আর তিনি তাতে স্থাপন করেছেন অনড় পর্বত (যা মাথা তুলে) দাঁড়িয়ে আছে, আর তিনি তা পুণ্যময় করেছেন, আর তাতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন চার দিনে—তুল্য (সবার জন্য) যারা চায় ;

১১ তার পর ফিরলেন তিনি আকাশের দিকে, তখন তা ছিল ধূম, আর বললেন তাকে আর পৃথিবীকে : উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় ; তারা উভয়ে বলেছিল আমরা আসছি অনুগত হয়ে।

১২ এর পর তিনি তাদের বিধান করলেন সাত আকাশে দুই দিনে আর প্রত্যেক আকাশে প্রত্যাদিষ্ট করলেন তার করণীয়। আর আমি নিম্ন আকাশকে শোভিত করেছি প্রদীপসমূহ দিয়ে, আর তাকে করেছি অধৃষ্য। এইই মহাশক্তি ওয়াকিফহালের বিধান।

১৩ কিন্তু যদি তারা ফিরে যায়, তবে বলো : আমি তোমাদের সাবধান করছি এক বজ্রপাত সম্বন্ধে আদ্ ও সামূদের (উপরে যা পড়েছিল তেমন) বজ্রপাতের মতো—

১৪ যখন তাদের বাণীবাহকরা তাদের কাছে এসেছিলেন তাদের সামনে থেকে আর পেছন থেকে এই বলে : আজ কারো উপাসনা ক'রো না আল্লাহ্ ভিন্ন ; তারা বলেছিল : যদি আমাদের পালয়িতা ইচ্ছা করতেন তবে (আমাদের কাছে) নিশ্চয় ফেরেশ্তাদের পাঠাতেন, সেজন্য নিঃসন্দেহ আমরা অবিশ্বাসী যা দিয়ে তোমাদের পাঠানো হয়েছে তাতে।

১৫ আর আদ্ জাতি—তারা দেশে অহঙ্কারী হয়েছিল অযথা, আর তারা বলেছিল আমাদের চাইতে বেশি বলশালী কে? তারা কি দেখে নি যে যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন সেই আল্লাহ্ তাদের চাইতে শক্তিতে বলবত্তর? আর তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আমার নির্দেশাবলী।

১৬ সেজন্য আমি তাদের উপরে পাঠিয়েছিলাম এক ভয়ঙ্কর ঝড় দুর্দিনে, যেন আমি তাদের আস্বাদ করাতে পারি লাঞ্ছনাকর শাস্তি এই সংসারের জীবনে; আর নিঃসন্দেহ পরকালের শাস্তি আরো বেশি লাঞ্ছনাকর, আর তাদের সাহায্য করা হবে না।

১৭ আর সামূদ জাতি—আমি তাদের দেখিয়েছিলাম পথ, কিন্তু তারা অন্ধতা বেশি পছন্দ করেছিল সুপথ থেকে, সেজন্য তাদের পাকড়াও করেছিল এক লাঞ্ছনাকর শাস্তির বজ্রপাত যা তারা অর্জন করেছিল তার জন্যে।

১৮ আর আমি উদ্ধার করেছিলাম তাদের যারা ছিল বিশ্বাসী আর সীমারক্ষাকারী।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১৯ আর যেদিন আল্লাহ্‌র শত্রুদের একত্র করা হবে আগুনের দিকে, তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে,

২০ যে পর্যন্ত না তারা তার কাছে আসবে—তাদের কান আর তাদের চোখ আর তাদের গাত্রচর্ম তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে কি তারা করেছিল সেসম্বন্ধে।

২১ আর তারা তাদের চামড়াকে বলবে: কেন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছ? তারা বলবে: আল্লাহ্ যিনি সব-কিছুকে কথা বলান তিনি আমাদের কথা বলিয়েছেন, আর তিনি তোমাদের প্রথমে সৃষ্টি করেছিলেন, আর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

২২ আর তোমরা নিজেদের আবৃত করো নি পাছে তোমাদের কান
তোমাদের চোখ আর তোমাদের চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে
সাক্ষী দেবে; কিন্তু তোমরা ভেবেছিলে যে তোমরা যা করে-
ছিলে আল্লাহ্ তার অনেকটাই জানেন না।

২৩ আর তোমাদের পালয়িতা সম্বন্ধে তোমাদের এই যে চিন্তা
এইটি তোমাদের ফেলেছে ধ্বংসে, ফলে আজ তোমরা বিনষ্টদের
দলের।

২৪ এর পর যদি তারা ধৈর্য ধরে তবু আগুন তাদের বাসস্থান, আর
যদি তারা সদয়তা চায় তবে তারা তাদের অন্তর্গত নয় যাদের
প্রতি সদয়তা করা হবে।

২৫ আর (সংসারে) আমি তাদের সঙ্গী করেছিলাম যারা তাদের
জন্য চিত্তাকর্ষক করেছিল যা ছিল তাদের সামনে আর যা ছিল
তাদের পেছনে; আর তাদের সম্বন্ধে বাণী সত্য প্রতিপন্ন
হয়েছে: জিনদের ও মানুষদের দলের যারা তোমাদের পূর্বে
গত হয়ে গেছে তারা নিঃসন্দেহ লোকসানে পড়বে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৬ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা বলবে: এই কোর্‌আন শুনো
না, আর তাতে গণ্ডগোল করো, হয়তো তোমরা জয়ী হবে।

২৭ সেজন্য যারা অবিশ্বাস করে তাদের নিঃসন্দেহ আমি কঠিন শাস্তি
আস্বাদ করাবো, আর নিঃসন্দেহ তাদের প্রতিফল দেব তারা
গর্হিত যা করতো তার জন্যে।

২৮ এই আল্লাহ্‌র শত্রুদের প্রতিফল—আগুন, তাতে হবে তাদের
স্থায়ী বসবাস—আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করার
প্রতিফল।

২৯ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা বলবে: হে আমাদের পালয়িতা,
আমাদের তাদের দেখাও জিন ও মানুষদের যারা আমাদের

বিপথে চালিত করেছিল, আমরা তাদের পায়ের নিচে ফেলবো
যেন তারা হয় অধমতম।
৩০ নিঃসন্দেহ যারা বলে : আমাদের পালয়িতা আল্লাহ্, আর তার
পর সোজাভাবে চলে, ফেরেশ্‌তারা তাদের উপরে অবতরণ করে
এই বলে : ভয় ক'রো না, দুঃখ ক'রো না, কিন্তু বেহেশ্‌তের
সুসংবাদ শোনো যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছে ;
৩১ আমরা তোমাদের বন্ধু এই সংসারেব জীবনে আব পরকালে,
আর তাতে তোমরা পাবে যা তোমাদের অন্তর চায়, আর
তোমরা তাতে পাবে যা তোমরা বাঞ্ছা কবো—
৩২ এক সম্বর্ধনা ক্ষমাময় কৃপাময়েব তরফ থেকে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৩৩ আর কে তার চাইতে বেশি ভালো বলে যে আল্লাহ্‌কে ডাকে
আর সৎ কাজ করে আব বলে : নিঃসন্দেহ আমি তাদের দলেব
যারা আত্মসমর্পণকাবী ?
৩৪ আর তুল্য নয় ভালো আব মন্দ। (মন্দকে) প্রতিহত করো
যা তার চাইতে ভালো তাই দিয়ে, ফলে যার ও তোমার মধ্যে
ছিল শত্রুতা (সে হবে) যেন সে ছিল তোমাব অন্তরঙ্গ বন্ধু।
৩৫ আর কাউকে এটি দেওয়া হয় না যারা ধৈর্যবান তাদের ব্যতীত,
আর কাউকে এটি দেওয়া হয় না যারা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান তাদের
ব্যতীত।
৩৬ আর যদি শয়তান থেকে কোনো মন্ত্রণা তোমার কানে পৌছে
তবে শরণ নাও আল্লাহ্‌তে ; নিঃসন্দেহ তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা।
৩৭ আর তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত হচ্ছে রাত্রি ও দিন আর
সূর্য ও চন্দ্র ; সেজদা ক'রো না সূর্যকে ও চন্দ্রকে, আর সেজদা
করো আল্লাহ্‌কে যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন যদি তাঁরই
উপাসনা তোমরা করো।

৩৮ কিন্তু তারা যদি গর্বিত হয়—যারা আছে তোমার পালয়িতার সঙ্গে তারা তাঁর মহিমা কীর্তন করে রাত্রি ও দিন, আর তারা ক্লান্ত হয় না।

৩৯ আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে এইটি যে তুমি পৃথিবীকে দেখো অচঞ্চল, কিন্তু যখন আমি তার উপরে অবতীর্ণ করি জল, তা চঞ্চল হয় ও কেঁপে ওঠে; নিঃসন্দেহ যিনি তাকে প্রাণ দেন তিনি প্রাণদাতা মৃতদের; নিঃসন্দেহ তিনি সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান।

৪০ নিঃসন্দেহ যারা বেঁকে যায় আমাব নির্দেশাবলী সম্বন্ধে তারা আমার থেকে লুকোনো নয়। যাকে আগুনে ছুঁড়ে ফেলা হয় সে ভালো, না, সে, যে কেয়ামতের দিনে আসে নিরাপদে? করো যা ইচ্ছা করাব। নিঃসন্দেহ তিনি দেখেন তোমরা যা করো।

৪১ নিঃসন্দেহ যারা স্মাবকে অবিশ্বাস করে যখন তা তাদেব কাছে আসে (তারা অপরাধী), আর নিঃসন্দেহ এটি এক মহাশক্তি গ্রন্থ—

৪২ মিথ্যা এর কাছে আসতে পারে না এর সামনে থেকে অথবা এর পেছনে থেকে। (এটি) একটি অবতরণ জ্ঞানী প্রশংসিতের কাছে থেকে।

৪৩ কিছুই বলা হয় নি তোমাকে তা ভিন্ন নিঃসন্দেহ যা বলা হয় নি তোমার পূর্ববর্তী পয়গাম্বরদের; নিঃসন্দেহ তোমার প্রভু ক্ষমার রাজাধিরাজ, আর মহাশক্তি, শাস্তিদাতা।

৪৪ আর যদি আমি এটিকে একটি কোর্‌আন (ভাষণ) করতাম ভিন্নদেশীয় ভাষায় তবে তারা নিশ্চয়ই বলতো: কেন এর আয়াতগুলো স্পষ্ট করে বলা হয় নি? কী—এক বিদেশী ভাষা আর একজন আরব? বলো: যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য এটি এক পথনির্দেশ আর আরোগ্য; আর যারা বিশ্বাস করে

না তাদের কানে আছে বধিরতা আর এ তাদের জন্য অন্ধতা।
এরাই তারা যাদের ডাকা হয় বহু দূর থেকে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৪৫ আর নিঃসন্দেহ আমি গ্রন্থ দিয়েছিলাম মূসাকে। কিন্তু তার
সম্বন্ধে মতভেদ হয়েছে। আর যদি না পূর্বেই একটি বাণী
নির্গত হয়ে থাকতো তোমার পালয়িতা থেকে তবে এতদিনে
তাদের মধ্যে বিচাব হয়ে যেতো। আর নিঃসন্দেহ এ সম্বন্ধে
তারা আছে এক অস্বস্তিকব সন্দেহে।

৪৬ যে কেউ ভালো কাজ করে তবে তা তার নিজের জন্য, আর যে
মন্দ কাজ করে, তা তার বিরুদ্ধে। আর তোমার প্রভু তাঁর
দাসদের প্রতি আদৌ অন্যায়কাবী নন।

পঞ্চবিংশ খণ্ড

৪৭ সেই সময়ের জ্ঞানেব হাওয়ালা দেওয়া হয় তাঁকে। আর
কোনো ফল বেরোয় না তাব খোড়ের মধ্যে থেকে আর কোনো
নারী গর্ভধারণ করে না আর সে সন্তান প্রসব করে না তাঁর
জ্ঞানের বাইরে, আর যেদিন তিনি তাদের ডাকবেন: কোথায়
আমার অংশীরা? তারা বলবে: আমরা তোমার কাছে
ঘোষণা করছি আমাদের কেউই সাক্ষী নয়।

৪৮ আর তাদের থেকে দূরে চলে যাবে যা তারা পূর্বে ডাক্‌তো,
আর তারা বুঝবে যে তাদের জন্য কোনো আশ্রয় নেই।

৪৯ ভালোর জন্য প্রার্থনায় মানুষের ক্লান্তি নেই, আর যদি মন্দ
তাকে স্পর্শ করে তবে সে ভগ্নোদ্যম হয় হতাশ্বাস হয়।

৫০ আর যদি আমি তাকে আমার থেকে করুণা আস্বাদ করাই

বিপত্তির পরে যা তাকে স্পর্শ করেছে, সে নিঃসন্দেহ বলবে : এ আমার নিজের, আর আমি মনে করি না যে সেই সময় আসবে, আর যদি আমাকে আমার পালয়িতার কাছে পাঠানো হয়, তবে আমি তাঁর কাছে পাবো যা বেশ ভালো। কিন্তু যারা অবিশ্বাস করেছিল নিঃসন্দেহ তাদের আমি জানাবো কি তারা করেছিল, আর নিঃসন্দেহ তাদের আস্বাদ করাবো কঠোর শাস্তি।

৫১ আর যখন আমি মানুষকে অনুগ্রহ করি সে চলে যায় ও দূরে যায় ; আর যখন মন্দ তাকে স্পর্শ করে, সে দীর্ঘ প্রার্থনা করে।

৫২ বলো : ভাবো, যদি এটি এসে থাকে আল্লাহ্‌র থেকে, তার পর তোমরা এতে অবিশ্বাস কবছ—তবে কে তার চাইতে বেশি পথভ্রান্ত যে বিরুদ্ধতা করেছে দীর্ঘকাল ধরে ?

৫৩ আমি তাদের আমার নিদর্শনাবলী দেখাবো দূরে দূরে, আর তাদের মধ্যে, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে এ সত্য। তোমার পালয়িতা সম্বন্ধে এই কি যথেষ্ট নয় যে তিনি সব-কিছুর উপরে সাক্ষী ?

৫৪ হাঁ—নিঃসন্দেহ তারা সন্দেহে আছে তাদের পালয়িতার সঙ্গে দেখা হওয়া সম্বন্ধে ; হাঁ—নিশ্চয় তিনি সব-কিছু ঘিরে আছেন।

আশ্-শূরা

[আশ্-শূরা—পরামর্শ—কোর্‌আন শরীফের ৪২ সংখ্যক সূরা। এই শব্দটি আছে এই সূরার ৩৮ সংখ্যক আয়াতে—" · · · আর তাদের কাজকর্ম চলে নিজেদের মধ্য পরামর্শক্রমে।"

এটি মধ্যমক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ হা-মীম্—প্রশংসিত মহিমময়,

২ আইন—সীন—কাফ—জ্ঞাতা শ্রোতা ক্ষমতাবান আল্লাহ্।

৩ এইভাবে মহাশক্তি জ্ঞানী আল্লাহ্ তোমাকে প্রত্যাদেশ দেন, আর তোমার পূর্ববর্তীদেব (প্রত্যাদেশ দিয়েছিলেন)।

৪ তাঁরই যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে, আর তিনি মহোচ্চ, মহাশক্তি।

৫ তাদের উপরের আকাশ প্রায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে পারতো—আর ফেরেশ্‌তারা তাদের পালয়িতার মহিমা কীর্তন করে আর ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের জন্য যারা আছে পৃথিবীতে; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্—তিনি ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

৬ আর যারা তাঁকে ভিন্ন অন্যদের রক্ষাকারী বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী; আর তুমি নও তাদের উপরকার অধ্যক্ষ।

৭ আর এইভাবে আমি তোমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছি একটি আরবী কোর্‌আন (ভাষণ) যেন তুমি নগরজননী ও তার আশপাশকে সাবধান করতে পারো, আর যেন তুমি সতর্ক করতে পারো সেই একত্রিত হওয়ার দিন সম্পর্কে যাতে কোনো সন্দেহ নেই—একদল স্থান পাবে উদ্যানে, আর অপর দল, আগুনে।

৮ আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তাদের একজাতি করতে পারতেন ; কিন্তু তিনি তাঁর করুণায় আনেন যাকে ইচ্ছা করেন, আর অন্যায়কারীদের—তাদের নেই কোনো রক্ষাকারী বন্ধু অথবা সহায়।

৯ অথবা তারা কি রক্ষাকারী বন্ধু গ্রহণ করেছে তাঁকে ভিন্ন ? কিন্তু আল্লাহ্ই বন্ধু, আর তিনিই মৃতকে জীবন দেন, আর তিনিই সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১০ আর যে কোনো বিষয়ে তোমরা মতভেদ করো সে বিষয়ে রায় আল্লাহ্র ; এইই আল্লাহ্, আমার পালয়িতা, তাঁর উপরে আমি নির্ভর করি, আর তাঁর দিকে আমি ফিরি।

১১ আকাশ ও পৃথিবীর উদ্ভাবয়িতা, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, আর গৃহপালিত পশুদের থেকেও স্ত্রী পশুদের, এইভাবে তিনি তোমাদের বহুগুণিত করেন। তাঁর তুল্য নয় কিছুই। আর তিনি শ্রোতা, দ্রষ্টা।

১২ তাঁরই আকাশের ও পৃথিবীর চাবি। তিনি জীবিকা বাড়ান যার জন্য ইচ্ছা করেন আর কমানও : নিঃসন্দেহ তিনি জ্ঞাতা সব কিছুর।

১৩ তিনি তোমাদের জন্য বিধান করেছেন সেই ধর্ম যা তিনি আদেশ করেছিলেন নূহ্-কে, আর যা আমি তোমাকে প্রত্যাদেশ করেছি, আর যা আমি আদেশ করেছিলাম ইব্রাহিমকে আর মূসাকে আর ঈসাকে এই ব'লে : ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রাখো আর তাতে বিচ্ছিন্ন হ'য়ো না। তুমি বহুদেববাদীদের যেদিকে ডাকো তা তাদের জন্য ভীতিকর। আল্লাহ্ তাঁর জন্য নির্বাচিত করেন যাকে ইচ্ছা করেন, আর তিনি তাঁর দিকে চালিত করেন যে (তাঁর দিকে) ফেরে।

১৪ আর তারা নিজেদের মধ্যে ঈর্ষা-বিদ্বেষের ফলে বিচ্ছিন্ন হয় নি যে পর্যন্ত না জ্ঞান তাদের কাছে এসেছিল ; আর যদি একটি বাণী তোমার পালয়িতা থেকে পূর্বেই বহির্গত না হয়ে থাকতো, একটি নির্ধারিত কালের জন্য, তবে নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে রায় দেওয়া হোতো। আর তাদের পরে যাদের গ্রন্থের উত্তরাধিকারী করা হয়েছিল নিঃসন্দেহ তারা এ সম্বন্ধে অস্বস্তিকর সন্দেহে রয়েছে।

১৫ তবে এর দিকে আহ্বান করো আর সোজা চলো যেমন তোমাকে আদেশ করা হয়েছে ; আর তাদের কামনার অনুবর্তী হ'য়ো না, আর বলো : আমি বিশ্বাস করি তাতে গ্রন্থের যা আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন, আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে তোমাদের মধ্যে ন্যায়-বিচার করতে : আল্লাহ্ আমাদের প্রভু আর তোমাদের প্রভু, আর আমাদের কাজ আমাদের হবে আর তোমাদের কাজ তোমাদের হবে ; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো তর্কবিতর্ক না হোক ; আল্লাহ্ আমাদের একত্রিত করবেন, আর তাঁর কাছেই ফিরে যাওয়া।

১৬ আর যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে তর্ক করে তাঁর স্বীকৃত হবার পরে তাদের তর্ক তাদের পালয়িতার কাছে বৃথা, আর তাদের উপরে ক্রোধ নেমে এসেছে ; আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

১৭ আল্লাহ্ তিনি যিনি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন সত্যের সঙ্গে আর তুলাদণ্ড ; আর কেমন ক'রে তোমাদের জানানো যাবে যে সময় নিকটবর্তী হতে পারে।

১৮ আর যারা এতে বিশ্বাস করে না তারা চায় একে ত্বরান্বিত করতে, আর যারা বিশ্বাস করে তারা ভীত এ থেকে, আর তারা জানে যে এটি সত্য। যারা বিতর্ক করে সেই সময় সম্বন্ধে তারা কি নয় বহু দূরে নিয়ে যাওয়া ভ্রান্তিতে ?

১৯ আল্লাহ্ তাঁর দাসদের প্রতি সদয়; তিনি জীবিকা দেন যাকে ইচ্ছা
করেন ; আর তিনি মহাবল, মহাশক্তি।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২০ যে কেউ চায় পরলোকের ফসল, আমি বাড়িয়ে দিই তার
ফসল। আর যে কেউ চায় এই দুনিয়ার ফসল আমি তা থেকে
তাকে দিই, আর পরকালে তার জন্য নেই কোনো প্রাপ্য।

২১ অথবা তাদের কি (আল্লাহ্র) অংশী আছে যারা তাদের জন্য
ধর্মে তা বৈধ করেছে যা আল্লাহ্ বৈধ করেন নি ? আর যদি
একটি মীমাংসাকারী বাক্য (পূর্বেই উচ্চারিত) না হয়ে থাকতো,
তবে নিশ্চয় তাদের মধ্যে রায় দেওয়া হোতো। আর অন্যায়-
কারীরা নিঃসন্দেহ কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

২২ তুমি অন্যায়কারীদের দেখবে ভীত যা তারা অর্জন করেছে তার
জন্য, আর তা নিশ্চয় তাদের উপরে পড়বে ; আর যারা বিশ্বাস
করে ও ভালো কাজ করে তারা থাকবে উদ্যানের ফুলে ভরা
ময়দানে, তারা তাদের পালয়িতার কাছ থেকে পাবে যা তারা
ইচ্ছা করে। এইটি হবে শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ।

২৩ এরই সুসংবাদ আল্লাহ্ দেন তাঁর দাসদের—যারা বিশ্বাস করে
আর ভালো কাজ করে। বলো : আমি এর জন্য তোমাদের
কাছে কোনো মজুরি চাই না রক্তসম্পর্কীয়দের মধ্যে প্রেম
ব্যতিরেকে। আর যে ভালো অর্জন করে আমি তাকে তাতে
আরো ভালো দিই। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃতজ্ঞ।

২৪ অথবা তারা কি বলে : সে আল্লাহ্ সম্বন্ধে এক মিথ্যা রচনা
করেছে ? কিন্তু আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তিনি তোমার
হৃদয়ে মোহর মেরে দিতেন ; আর আল্লাহ্ মিথ্যা মুছে দেবেন
আর প্রতিষ্ঠিত করবেন সত্য তাঁর বাণীর দ্বারা। নিঃসন্দেহ
তিনি জানেন যা আছে বুকের ভিতরে।

২৫ আর তিনি তাঁর দাসদের থেকে গ্রহণ করেন অনুতাপ, আর ক্ষমা
করেন মন্দ কাজ ; আর তিনি জানেন যা তোমরা করো।
২৬ আর তিনি তাদের উত্তর দেন যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ
করে, আর তাদের আরো দেন তাঁর অনুগ্রহ-প্রাচুর্য থেকে ;
আর অবিশ্বাসীদের—তাদের জন্য আছে কঠোর শাস্তি।
২৭ আর যদি আল্লাহ্ তাঁর দাসদের জীবিকা বাড়িয়ে দিতেন, তারা
নিঃসন্দেহ সংসারে বিদ্রোহ করতো ; কিন্তু তিনি তা পাঠান
একটি পরিমাপ মতো যেমন তাঁর ইচ্ছা ; নিঃসন্দেহ তিনি তাঁর
দাসদের সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল, দ্রষ্টা।
২৮ আর তিনিই বৃষ্টি পাঠান তাদের হতাশ্বাস হওয়ার পরে, আর
প্রসারিত করেন তাঁর করুণা ; আর তিনি রক্ষাকারী বন্ধু,
প্রশংসিত।
২৯ আর তাঁর নিদর্শন সমূহের একটি হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি,
আব তাদের উভয়ে যে সব প্রাণী তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন ; আর
তিনি সক্ষম তাদের একত্রিত করতে যখন ইচ্ছা করেন।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৩০ আর যে সব বিপত্তি তোমাদের আঘাত করে তা তোমাদের
হাত যা অর্জন করেছে তার জন্য ; আর তিনি অনেকই ক্ষমা
করেন।
৩১ আর পৃথিবীতে তোমরা এড়িয়ে যেতে পারবে না ; আর আল্লাহ্
ভিন্ন তোমাদের জন্য নেই কোনো রক্ষাকারী বন্ধু অথবা
সহায়।
৩২ আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে হচ্ছে সমুদ্রে পাহাড়ের মতো
জাহাজগুলো।
৩৩ যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে তিনি বাতাসকে করেন নিশ্চল, আর
তার ফলে তারা নিস্তব্ধ হয়ে থাকে তার উপরে। নিঃসন্দেহ

এতে নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যবান কৃতজ্ঞের জন্য।

৩৪ অথবা তিনি তাদের তলিয়ে দেন তারা যা অর্জন করেছে তার জন্য—আর তিনি অনেক ক্ষমা করেন—

৩৫ আর যেন, যারা আমার নির্দেশাবলী সম্বন্ধে তর্ক করে তারা জানতে পারে, তাদের জন্য কোনো আশ্রয়স্থান নেই।

৩৬ সুতরাং যা কিছু তোমাদের দেওয়া হয়েছে তা শুধু এই সংসারের জীবনে উপভোগের জন্য, আর যা আল্লাহ্‌র কাছে আছে তা বেশি ভালো, আর বেশি স্থায়ী তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে; আর তাদের পালয়িতার উপরে নির্ভর করে,

৩৭ আর যারা পরিহার করে চলে বড় পাপ ও অশালীনতা, আর যখন তারা ক্রুদ্ধ হয়—ক্ষমা করে;

৩৮ আর যারা তাদের পালয়িতার ডাকে সাড়া দেয়, আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে আর তাদের কাজকর্ম চলে নিজেদের মধ্যে পরামর্শক্রমে, আর যারা ব্যয় করে (দানে) তাদের আমি যা দিয়েছি তা থেকে;

৩৯ আর যারা, যখন তাদের প্রতি বড় রকমের অন্যায় করা হয়, আত্মরক্ষা করে।

৪০ আর মন্দের প্রতিদান তার তুল্য মন্দ, কিন্তু যে কেউ ক্ষমা করে আর ভালো করে, তবে তার পুরস্কার আছে আল্লাহ্‌ থেকে; নিঃসন্দেহ তিনি অন্যায়কারীদের ভালোবাসেন না।

৪১ আর যে কেউ আত্মরক্ষা করে তার উপরে অত্যাচার হবার পরে—তবে এরাই তারা যাদের বিরুদ্ধে কোনো (নিন্দার) পথ নেই।

৪২ (নিন্দার) পথ কেবল তাদেরই বিরুদ্ধে যারা লোকদের উপরে অত্যাচার করে আর যারা দেশে বিদ্রোহ করে অন্যায় ভাবে; এরাই তারা যাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

৪৩ আর যে কেউ ধৈর্য ধারণ করে ও ক্ষমা করে—নিঃসন্দেহ তাই হচ্ছে কাজের মধ্যে কাজ।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৪৪ আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তবে তাঁর পরে তার জন্য কোনো রক্ষাকারী বন্ধু নেই। আর তুমি অন্যায়কারীদের দেখবে যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করেছে (কেমন) বলছে: ফিরে যাওয়ার কোনো পথ আছে কি?

৪৫ আর তুমি তাদেব দেখবে এর সামনে আনা হয়েছে বিনত দশায় লাঞ্ছনার জন্য, তাকাচ্ছে ভীত চোখে। আব যারা বিশ্বাসী তারা বলবে. নিঃসন্দেহ মহাক্ষতিগ্রস্ত তাবা যারা বিচারের দিনে হারিয়েছে নিজেদের আর তাদেব পরিজনদের। অন্যায়-কারীরা কি নিঃসন্দেহ স্থায়ী শাস্তিতে নয়?

৪৬ আর সাহায্য করাব জন্য তাদের কোনো বন্ধু থাকবে না আল্লাহ্ ভিন্ন। আব যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন, তবে তার জন্য কোনো পথ নেই।

৪৭ তোমাদের পালয়িতার (ডাকে) উত্তর দাও আল্লাহ্ থেকে সেইদিন আসবার পূর্বে যাকে ফেবানো যাবে না। কোনো আশ্রয় তোমাদের নেই সেইদিন। অস্বীকাব কববাব (ক্ষমতাও) তোমাদেব নেই।

৪৮ কিন্তু যদি তারা বিমুখ হয়—আমি তোমাকে পাঠাই নি তাদের উপরে একজন রক্ষকরূপে। তোমার উপরে (বাণী) পৌঁছে দেওয়ার ভার ভিন্ন নয়। আর নিশ্চয় যখন মানুষকে আমি আস্বাদ করাই আমার কাছ থেকে করুণা, সে তাতে খুশী হয়, আর যদি কোনো মন্দ তাদের আঘাত করে তাদের হাত পূর্বে যা পাঠিয়েছে তার জন্য, তবে নিঃসন্দেহ মানুষ অকৃতজ্ঞ।

৪৯ আল্লাহ্‌রই আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব, তিনি সৃষ্টি করেন যা

ইচ্ছা করেন : তিনি কন্যা সন্তান দেন যাকে ইচ্ছা করেন আর
পুত্র সন্তান দেন যাকে ইচ্ছা করেন ;
৫০ অথবা তিনি তাদের পুত্র ও কন্যা দুইই দেন, আর তিনি বন্ধ্যা
করেন যাকে ইচ্ছা করেন। নিঃসন্দেহ তিনি জ্ঞাতা, ক্ষমতাবান।
৫১ আর এ কোনো মানুষের জন্য নয় যে আল্লাহ্ তার সঙ্গে কথা
বলবেন প্রত্যাদেশ (প্রেরণা) যোগে ভিন্ন অথবা পর্দার
আড়ালে থেকে, অথবা তিনি বাণীবাহককে পাঠান তাঁর আদেশ
প্রত্যাদিষ্ট করতে তাঁর অনুমতিক্রমে যা তিনি ইচ্ছা করেন।
নিঃসন্দেহ তিনি মহীয়ান, জ্ঞানী।
৫২ আর এইভাবে আমি তোমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছি আমার
আদেশের এক প্রেরণা। তুমি জানতে না গ্রন্থ কি আর বিশ্বাস
কি। কিন্তু আমি এটিকে করেছি এক আলোক যার দ্বারা
আমি চালিত করি আমার দাসদের যাকে ইচ্ছা করি। আর
নিঃসন্দেহ তুমি সরল পথের দিকে চালিত করেছ—
৫৩ আল্লাহ্‌র পথ—যাঁর যা আছে আকাশে আর যা আছে
পৃথিবীতে সব। সব ব্যাপার কি শেষে আল্লাহ্‌তে পৌঁছে না?

আয্‌-যুখ্‌রুফ

[কোর্‌আন শরীফের ৪৩ সংখ্যক সূরা আয্‌-যুখরুফ—সোনার অলংকার ; এই শব্দটি আছে এই সূরার ৩৫ সংখ্যক আয়াতে।

এটি মধ্যমক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ হা-মীম্‌—প্রশংসিত মহিমময় (আল্লাহ্‌)।

২ ভাবো সেই গ্রন্থের কথা যা স্পষ্ট করে ;

৩ নিঃসন্দেহ আমি এটিকে এক আরবী কোর্‌আন (ভাষণ) করেছি যেন তোমরা বুঝতে পারো।

৪ আর নিঃসন্দেহ এটি আছে গ্রন্থের (বিধানসমূহের) মূল লেখনে যা আমার কাছে—মহোচ্চ, জ্ঞানসমৃদ্ধ।

৫ কী—আমি তবে স্মারক তোমাদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নেবো যেহেতু তোমরা এক সীমা অতিক্রমকারী জাতি ?

৬ আর কতজন নবী আমি পূর্বের লোকদের মধ্যে পাঠিয়েছি !

৭ আর তাদের কাছে কোনো নবী আসেন নি যাঁকে তারা বিদ্রূপ না করতো।

৮ তারপর আমি তাদের ধ্বংস করেছিলাম যারা ছিল এদের চাইতে বেশি শক্তিশালী ; আর পূর্বের লোকদের দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী হয়েছে।

৯ আর যদি তুমি তাদের জিজ্ঞাসা করো, কে সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী ? নিশ্চয় তারা বলবে · মহাশক্তি জ্ঞাতা তাদের সৃষ্টি করেছেন—

১০ তিনি যিনি পৃথিবীকে করেছেন তোমাদের বিশ্রামস্থল, আর

এতে তৈরি করেছেন তোমাদের জন্য পথ যেন তোমরা পথ পেতে
পারো।

১১ আর তিনি আকাশ থেকে পাঠান পানী পরিমাণ মতো, তা দিয়ে
আমি প্রাণবন্ত করি একটি মৃত দেশকে; এই ভাবেই তোমাদের
আনা হবে ;

১২ আর তিনি সব-কিছুর যুগল সৃষ্টি করেছেন, আর তোমাদের
জন্য তৈরি করেছেন জাহাজ আর গৃহপালিত জন্তু যাদের উপর
তোমরা চড়ো ;

১৩ যেন তোমরা তাদের পিঠের উপরে চড়তে পারো আর
তোমাদের পালয়িতার অনুগ্রহ স্মরণ করতে পারো যখন তোমরা
তাদের উপরে আসীন হয়েছ, আর বলো : মহিমা কীর্তিত হোক
তাঁর যিনি এদের আমাদের সেবারত করেছেন, আর আমরা
তাতে সক্ষম ছিলাম না।

১৪ আর নিঃসন্দেহ আমাদের পালয়িতার কাছে আমরা ফিরবো।

১৫ আর তারা তাঁকে দেয় তাঁর দাসদের একভাগকে। নিঃসন্দেহ
মানুষ স্পষ্টতঃ অকৃতজ্ঞ।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১৬ অথবা তিনি নিজে যা সৃষ্টি করেছেন তার থেকে নিজের জন্য
নিয়েছেন কন্যাদের আর তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন
পুত্রদের ?

১৭ আর যখন তাদের কাউকে সেই সংবাদ দেওয়া হয়—যার
দৃষ্টান্ত সে দাঁড় করায় করুণাময়ে—তাদের মুখ কালিবর্ণ হয়
আর সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়।

১৮ (তারা তবে আল্লাহ্‌র সঙ্গে তুলনা করে) যা বাইরের সাজসজ্জা
দিয়ে তৈরি আর (যা) বচসায় স্পষ্ট করে বলতে পারে না ?

১৯ আর তারা ফেরেশ্‌তাদের বানায়—যারা করুণাময়ের দাস—

মেয়ে। তারা কি তাদের সৃষ্টি করা দেখেছিল? তাদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হবে আর তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।

২০ আর তারা বলে: যদি করুণাময় ইচ্ছা করতেন তবে আমরা কখনো তাদের উপাসনা করতাম না।—তাদের সে বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান নেই, তারা কেবল মিথ্যা কথা বলে।

২১ অথবা তাদের কি আমি এর পূর্বে কোনো গ্রন্থ দিয়েছি ফলে তা তারা ধরে আছে?

২২ না—কেন না তারা মাত্র বলে: আমরা আমাদের পিতা-পিতামহদের একটি ধর্মে দেখেছি, আর নিঃসন্দেহ আমরা তাদের পদচিহ্নের দ্বারা চালিত।

২৩ আর এইভাবে তোমার পূর্বে কোনো বসতিতে আমি কোনো সাবধানকারী পাঠাই নি যাদের, যারা তাতে আরামময় জীবন যাপন করতো তারা না বলেছে: নিঃসন্দেহ আমরা আমাদের পিতাপিতামহদের একটি ধর্মে দেখেছি, আর নিশ্চয় আমরা তাদের পদচিহ্নের অনুসারী।

২৪ (সাবধানকারী) বলেছিলেন: কী—যদিও আমি এনে থাকি শ্রেষ্ঠতর পথনির্দেশ তোমাদের পিতাপিতামহদের যা অনুসরণ করতে দেখেছিলে তার চাইতে? তারা বলেছিল: নিঃসন্দেহ আমরা অবিশ্বাসী যা দিয়ে তোমাকে পাঠানো হয়েছে তাতে।

২৫ সেজন্য আমি তাদের প্রতিফল দিয়েছিলাম। তবে দেখো কেমন হয়েছিল প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২৬ আর যখন ইব্রাহিম তাঁর পিতাকে ও তাঁর লোকদের বলেছিলেন: নিঃসন্দেহ আমি মুক্ত তোমরা যার উপাসনা করো তা থেকে;

২৭ তাঁকে ব্যতীত যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, কেন না নিঃসন্দেহ

তিনি আমাকে চালিত করবেন।

২৮ আর তিনি এটিকে তাঁর বংশধরদের মধ্যে একটি অনশ্বর বাণী করেছিলেন যেন তারা ফিরতে পারে।

২৯ না—কিন্তু আমি এদের৺ পিতাপিতামহদের জীবন উপভোগ করতে দিয়েছিলাম যে পর্যন্ত না তাদের কাছে এসেছিল সত্য আর একজন বাণীবাহক (যিনি) স্পষ্ট করেছিলেন।

৩০ আর যখন তাদের কাছে সত্য এসেছিল তারা বলেছিল : এ জাছু, আর আমরা নিশ্চয় এতে অবিশ্বাসী।

৩১ আর তারা বলে : এই কোর্‌আন কেন অবতীর্ণ হয় নি ছুই শহরের* কোনো বড় লোকের কাছে ?

৩২ তারা কি তোমার পালয়িতার করুণা বণ্টন করে ? আমি এই ছুনিয়ার জীবনে তাদের জীবিকা তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছি যেন তাদের কেউ কেউ অপর থেকে সেবা নিতে পারে ; আর তোমার পালয়িতার করুণা বেশি ভালো তারা যা সঞ্চয় করে তা থেকে।

৩৩ আর সব মানুষ যদি একজাতি না হোতো তবে নিঃসন্দেহ করুণা-ময়ে অবিশ্বাসীদের আমি দিতাম তাদের ঘরে রূপোর ছাদ আর (রূপোর) সিঁড়ি যা দিয়ে তারা ওঠে ;

৩৪ আর (রূপোর তৈরি) তাদের ঘরের দরজা আর যেসব আসনের উপরে তারা হেলান দিয়ে বসে,

৩৫ আর অন্যান্য সোনার অলঙ্কার।† আর এইসব এই সংসারের জীবনে উপভোগের বস্তু ভিন্ন নয়। আর পরকাল তোমার পালয়িতার কাছে কেবল তাদের জন্য যারা সীমারক্ষা করে।

* মক্কা ও তায়েফ।

† অর্থাৎ এমন সব বৈভবের সত্যকার মূল্য নেই, কিন্তু অবিশ্বাসীদের এমন বৈভব দেওয়া হয়েছে দেখলে অন্যেরা বিভ্রান্ত হতে পারে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৩৬ আর করুণাময়ের স্মরণ সম্বন্ধে যার দৃষ্টি ক্ষীণ, তাকে আমি দিই
একজন শয়তান—সে হয় তার সঙ্গী।

৩৭ আর নিঃসন্দেহ তারা তাদের আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফেরায় আর
তারা মনে করে তারা ঠিক পথে চালিত—

৩৮ যে পর্যন্ত না সে আমার কাছে আসে, (তখন) সে বলে : হায়
যদি আমার ও তোমার মধ্যে দূরত্ব হোতো পূর্বের ও পশ্চিমের।
অতএব মন্দ সেই সঙ্গী।

৩৯ আর যেহেতু তোমরা ছিলে অন্যায়কারী সেজন্য আজ
তোমাদের লাভের হবে না শাস্তিতে তোমরা যে অংশী আছ
সেইটি।

৪০ কী—তবে তুমি কি শোনাতে পারো বধিরকে, অথবা চালিত
করতে পারো অন্ধকে আর যে রয়েছে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে?

৪১ কিন্তু যদি তোমাকে আমি নিয়ে নিই, নিঃসন্দেহ আমি তাদের
প্রতি হবো প্রতিবিধানকারী।

৪২ অথবা নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে দেখাবো যার প্রতিশ্রুতি আমি
তাদের দিয়েছি, কেন না আমি তাদের উপরে পূর্ণ ক্ষমতার
অধিকারী।

৪৩ সেজন্য তা ধরে থাকো যা তোমার কাছে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে,
নিঃসন্দেহ তুমি আছ সরল পথের উপরে।

৪৪ আর নিঃসন্দেহ এটি তোমার জন্য একটি স্মারক, আর তোমার
লোকদের জন্য, আর অচিরে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।

৪৫ আর তোমার পূর্বে আমার যেসব বাণীবাহককে পাঠিয়েছিলাম
তাদের জিজ্ঞাসা করো কখনো কি আমি উপাসনার জন্য
উপাস্যদের দাঁড় করিয়েছি করুণাময় ব্যতীত।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৪৬ আর নিঃসন্দেহ আমি মূসাকে আমার নির্দেশাবলীসহ পাঠিয়েছিলাম ফেরাউন ও তার প্রধানদের কাছে, সুতরাং তিনি বলেছিলেন : নিঃসন্দেহ আমি বিশ্বজগতের পালয়িতার বাণীবাহক।

৪৭ কিন্তু যখন তিনি তাদের কাছে এসেছিলেন আমার নির্দেশাবলী নিয়ে, দেখো, তারা তাঁদের উপহাস করেছিল।

৪৮ আর আমি তাদের এমন নিদর্শন দেখাই নি যা না ছিল তার (পূর্ববর্তীর) মতন অথবা তার চাইতে আরো বড় ; আর আমি ধরেছিলাম তাদের শাস্তি দিয়ে যেন তারা ফেরে।

৪৯ আর তারা বলেছিল : হে জাদুকর, তোমার প্রভুকে ডাকো আমাদের জন্য, কেন না তিনি তোমার সঙ্গে অঙ্গীকার করেছেন, আমরা নিশ্চয় ঠিক পথে চলবো।

৫০ কিন্তু যখন আমি তাদের থেকে শাস্তি দূর করেছিলাম, দেখো, তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল।

৫১ আর ফেরাউন তার লোকদের কাছে ঘোষণা করেছিল : হে আমার জাতি, মিশরের রাজ্য কি আমার নয় ? আর এইসব নদী আমার নিচে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, তোমরা কি তা বোঝো না ?

৫২ না—আমি বেশি ভালো এই লোকটার চাইতে যে ঘৃণিত, আর স্পষ্ট করে কথাই বলতে পারে না ;

৫৩ তবে কেন সোনার কঙ্কন তাকে পরানো হয় নি, অথবা কেন তার সঙ্গে আসে নি ফেরেশ্‌তারা সঙ্গী হয়ে ?

৫৪ এইভাবে সে তার লোকদের প্ররোচিত করেছিল তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে, আর তারা তার অনুবর্তী হয়েছিল ; নিঃসন্দেহ তারা ছিল একটি সীমা অতিক্রমকারী জাতি।

৫৫ অতএব যখন তারা আমাকে ক্রুদ্ধ করেছিল, আমি তাদের প্রতিফল দিয়েছিলাম, আর তাদের ডুবিয়ে দিয়েছিলাম—একসঙ্গে সবাইকে।

৫৬ আর তাদের আমি করেছিলাম এক পূর্ববর্তী ব্যাপার, আর পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৫৭ আর যখন মরিয়মের পুত্রের কোনো দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, দেখো, তোমার লোকেরা তাতে কলরব তোলে।

৫৮ আর তারা বলে: আমাদের উপাস্য ভালো অথবা সে? তারা আপত্তি তোলে না তর্ক করার জন্য ভিন্ন। না, তারা বিবাদপ্রিয় লোক।

৫৯ তিনি আর কিছু ছিলেন না একজন দাস ব্যতীত—যাঁর উপরে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম, আর আমি তাঁকে করেছিলাম ইসরাইলবংশীয়দের জন্য এক দৃষ্টান্ত।

৬০ আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে তোমাদের মধ্যে ফেরেশ্‌তাদের বসাতে পারতাম পৃথিবীতে প্রতিনিধি হবার জন্য।

৬১ আর নিঃসন্দেহ এটি হচ্ছে (সেই) সময়ের জ্ঞান; সেজন্য সে বিষয়ে সন্দেহে থেকো না, আর আমার (আল্লাহ্‌র) অনুসরণ করো। এই সরল পথ।

৬২ আর শয়তান তোমাদের ফিরিয়ে না দিক। নিঃসন্দেহ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

৬৩ আর যখন ঈসা এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণাবলী নিয়ে তিনি বলেছিলেন: আমি তোমাদের কাছে এসেছি জ্ঞান নিয়ে, আর তোমরা যে বিষয়ে ভিন্ন মতের হয়েছ তার কিছু কিছু স্পষ্ট করতে; সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো, আর আমার

অনুবর্তী হও।

৬৪ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ আমার প্রভু আর তোমাদের প্রভু, সেজন্য তাঁর উপাসনা করো, এইই সরল পথ।

৬৫ কিন্তু তাদের বিভিন্ন দল মতভেদ করেছিল, সেজন্য দুর্ভাগ্য তারা যারা অন্যায় করেছিল, এক কঠিন দিনের শাস্তির কারণে।

৬৬ তারা কি আর কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে সেই সময়ের জন্য ভিন্ন? তা তাদের উপর এসে পড়বে অতর্কিতে, আর তখন তারা টের পাবে না।

৬৭ বন্ধুরা সেদিন হবে শত্রু একে অন্যের—তারা ভিন্ন যারা সীমারক্ষা করে।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৬৮ হে আমার দাসগণ, আজ তোমাদের জন্য কোনো ভয় নেই, তোমরা দুঃখও করবে না—

৬৯ যারা বিশ্বাস করেছিল আমার নির্দেশাবলীতে আর ছিল আত্মসমর্পিত;

৭০ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করো—তোমরা ও তোমাদের পত্নীরা—তোমাদের আনন্দিত করা হবে।

৭১ তাতে তাদের সামনে ফেরানো হবে সোনার খাঞ্চা আর পান-পাত্র, আর তাতে থাকবে যা অন্তর চায় আর চোখ তৃপ্ত হয়, আর তাতে তোমরা থাকবে স্থায়ীভাবে।

৭২ আর এই উদ্যানে তোমাদের দেওয়া হয়েছে উত্তরাধিকাররূপে যা তোমরা করেছিলে তার জন্য।

৭৩ তাতে তোমাদের জন্য আছে বহু ফল যা তোমরা খাবে।

৭৪ নিশ্চয় অপরাধীরা স্থায়ীভাবে থাকবে জাহান্নামের শাস্তিতে।

৭৫ তা তাদের থেকে কমানো হবে না আর তাতে তারা হতাশ্বাস হবে।

৭৬ আর আমি তাদের প্রতি অন্যায় করি নি কিন্তু তারা নিজেরা
অন্যায় করেছিল।

৭৭ আর তারা ডেকে বলবে : হে ভারপ্রাপ্ত, তোমাদের পালয়িতা
আমাদের নিঃশেষিত করুন। সে বলবে : নিঃসন্দেহ তোমরা
অপেক্ষা করবে।

৭৮ নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের জন্য সত্য এনেছি ; কিন্তু তোমাদেব
অনেকে সত্যের প্রতি বিমুখ।

৭৯ অথবা তারা কি কিছু মীমাংসা কবে ফেলেছে ? তবে নিঃসন্দেহ
আমি মীমাংসাকারী।

৮০ অথবা তারা কি ভাবে যে আমি শুনি না যা তারা লুকোয় আর
তাদের গোপন আলোচনা ? না—তাদেব সঙ্গে আমার যে
বাণীবাহক আছে তারা লেখে

৮১ বলো : যদি করুণাময়ের একটি পুত্র থাকতো তবে আমি
উপাসকদের অগ্রবর্তী।

৮২ মহিমা কীর্তিত হোক আকাশ ও পৃথিবীর পালয়িতার,
সিংহাসনের প্রভুর, তারা (তাঁতে) যা আরোপ করে তার
ঊর্ধ্বে।

৮৩ অতএব তাদের তলিয়ে যেতে দাও আর খেলতে দাও যে পর্যন্ত
না তাদের দেখা হয় তাদের সেই দিনেব সঙ্গে যার ভয় তাদেব
দেখানো হয়েছে।

৮৪ আর তিনিই আকাশে উপাস্য আর পৃথিবীতে উপাস্য, আর
তিনিই জ্ঞানী, জ্ঞাতা।

৮৫ আর পুণ্যময় তিনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব যাঁর, আর
তাদের দুইয়ের মধ্যে যা আছে ; আর তাঁরই কাছে সেই সময়ের
জ্ঞান, আর তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

৮৬ আর তাঁকে ভিন্ন যাদের তারা ডাকে তাদের সুপারিশের কোনো

ক্ষমতা নেই—তিনি ভিন্ন যিনি সত্যের সাক্ষী জ্ঞাতসারে।

৮৭ আর যদি তুমি তাদের জিজ্ঞাসা করো কে তাদের সৃষ্টি করেছেন, তারা নিশ্চয়ই বলবে: আল্লাহ্। তবে তারা কেমন ক'রে বিমুখ হয়!

৮৮ আর তিনি বলেন: হে আমার পালয়িতা, নিঃসন্দেহ তারা (এমন) এক জাতি যারা বিশ্বাস করে না।

৮৯ সেজন্য তাদের থেকে ফেরো আর বলো: শান্তি; কেন না তারা শীগগিরই জানতে পারবে।

আদ্-দুখান্

[আদ্-দুখান্—ধোঁয়া—কোর্‌আন শরীফের ৪৪ সংখ্যক সূরা। এর দশম আয়াতে এই শব্দটি আছে।

এটি মধ্যমক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ হা-মীম্—প্রশংসিত মহিমময় আল্লাহ্।

২ ভাবো গ্রন্থের কথা যা স্পষ্ট করে।

৩ নিঃসন্দেহ আমি এটি অবতীর্ণ করেছিলাম এক পুণ্যময় রাত্রিতে—নিঃসন্দেহ আমি চিরসতর্ককারী—

৪ তাতে প্রত্যেক জ্ঞানপূর্ণ নির্দেশ সুস্পষ্ট করা হয়—

৫ আমার কাছ থেকে যাওয়া নির্দেশ; নিঃসন্দেহ আমি (বাণী-বাহকদের) প্রেরয়িতা—

৬ তোমার পালয়িতার কাছ থেকে এক করুণা; নিঃসন্দেহ তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা,

৭ আকাশ ও পৃথিবীর প্রভু, আর তাদের মধ্যে যা আছে—যদি তোমরা সুনিশ্চিত হতে চাও।

৮ নেই কোনো উপাস্য তিনি ভিন্ন, যিনি প্রাণ দেন ও মৃত্যু ঘটান, তোমাদের পালয়িতা আর তোমাদের পূর্বকালের পিতা-পিতামহদের পালয়িতা।

৯ না—তারা সন্দেহে—তারা খেলছে।

১০ সেজন্য সেই দিনের প্রতীক্ষা করো যখন আকাশে দেখা দেবে স্পষ্ট ধোঁয়া *।

---

* হাদিসে বলা হয়েছে এমন ধোঁয়ায় বা ধুলায় মক্কা আচ্ছন্ন হয়েছিল মক্কা-বিজয়ের পূর্বে দীর্ঘ অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের জন্য।

১১ যা মানুষদের উপরে এসে পড়বে ; এ এক কঠিন শাস্তি।

১২ (তখন তারা বলবে) : হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের থেকে শাস্তি দূর করো, নিঃসন্দেহ আমরা বিশ্বাস করি।

১৩ কেমন ক'রে তাদের স্মরণ করানো হবে যখন তাদের কাছে এসেছিলেন একজন রসুল (সত্য) সুস্পষ্ট ক'রে ?

১৪ আর তারা তাঁর থেকে ফিরেছিল, আর বলেছিল : শেখানো - পাগল।

১৫ নিশ্চয় শাস্তি আমি কিছু পরিমাণে সরিয়ে নেবো, (কিন্তু) তোমরা নিশ্চয় ফিরে যাবে (মন্দে)।

১৬ যেদিন আমি তাদের ধরবো আরো শক্ত ধরায়, (তখন) নিশ্চয় আমি প্রতিফল দেবো।

১৭ আর নিঃসন্দেহ তাদের পূর্বে আমি ফেরাউনের লোকদের পরীক্ষা করেছিলাম আর তাদের কাছে এসেছিলেন এক সম্মানিত রসুল।

১৮ এই ব'লে : আল্লাহ্‌র দাসদের আমাকে দিয়ে দাও, নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে একজন বিশ্বস্ত বাণীবাহক,

১৯ আর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে নিজেদের বড় ক'রো না ; নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের কাছে এনেছি এক স্পষ্ট নির্দেশ।

২০ আর নিঃসন্দেহ আমি আশ্রয় চেয়েছি আমার পালয়িতায় আর তোমাদের পালয়িতায় যেন তোমরা আমাকে পাথর মেরে না মেরে ফেলো।

২১ আর যদি তোমরা আমাতে বিশ্বাস না করো তবে আমাকে যেতে দাও।

২২ তার পর তিনি তাঁর পালয়িতাকে ডেকেছিলেন (এই বলে) : এরা এক অপরাধী জাতি।

২৩ (তাঁর পালয়িতা বলেছিলেন): তবে আমার দাসদের নিয়ে

রওনা হও রাতে ; নিঃসন্দেহ তোমাদের অনুসরণ করা হবে ;
২৪ আর সমুদ্রকে পেছনে রেখে যাও—শান্ত ; নিশ্চয় তারা হচ্ছে
একটি সৈন্যদল যাদের ডুবিয়ে দেওয়া হবে।
২৫ কত বাগান ও ফোয়ারা তারা পেছনে ফেলে এসেছে !
২৬ আর শস্যক্ষেত আর সম্মানিত গৃহ !
২৭ আর কত ভালো বস্তু যা দিয়ে তারা আনন্দিত হয়েছিল :
২৮ এইভাবেই। আর আমি যেসব অন্য লোকদের দিয়েছিলাম
উত্তরাধিকারীরূপে।
২৯ আর আকাশ ও পৃথিবী তাদের জন্য কাঁদে নি, আর তাদের
বিরাম দেওয়া হয় নি।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৩০ আর নিঃসন্দেহ আমি ইসরাইলবংশীয়দের উদ্ধার করেছিলাম
লাঞ্ছনাকর শাস্তি থেকে—
৩১ ফেরাউন থেকে—নিঃসন্দেহ সে ছিল সীমা অতিক্রমকারীদের
অন্তর্গত, মহাউদ্ধত।
৩২ আর নিঃসন্দেহ আমি তাদের নির্বাচিত করেছিলাম, জেনে শুনে,
সব জাতির উপরে।
৩৩ আর আমি তাদের নিদর্শনাবলী দিয়েছিলাম যাতে ছিল এক
স্পষ্ট পরীক্ষা।
৩৪ নিশ্চয় এরা বলছে :
৩৫ আমাদের প্রথম মৃত্যু ভিন্ন আর কিছু নেই, আর আমাদের
পুনরায় তোলা হবে না।
৩৬ তাহলে আমাদের পিতাপিতামহদের নিয়ে এসো যদি সত্যবাদী
হও।

৩৭ তারা ভালো, না, তুব্বার * লোকেরা আর তাদের পূর্ববর্তীরা ? আমি তাদের ধ্বংস করেছিলাম যেহেতু তারা নিঃসন্দেহ ছিল অপরাধী।

৩৮ আর আমি আকাশ ও পৃথিবী আর এই দুইয়ের মধ্যে যা আছে খেলার জন্য সৃষ্টি করি নি।

৩৯ আমি তাদের সৃষ্টি করি নি সত্যের সঙ্গে ভিন্ন, কিন্তু তাদের অনেকে জানে না।

৪০ নিঃসন্দেহ মীমাংসা করার দিন তাদের নির্ধারিত কাল, তাদের সবার,

৪১ সেইদিন যেদিন বন্ধু বন্ধুর কোনো কাজে আসবে না; তাদের সাহায্য করাও হবে না—

৪২ তারা ব্যতীত যাদের উপরে আল্লাহ্ করুণা করবেন; নিঃসন্দেহ তিনি মহাশক্তি, কৃপাময়।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৪৩ নিশ্চয় যাক্কুমের গাছ

৪৪ পাপীদের খাদ্য।

৪৫ গালানো পিতলের মতো তা টগ্‌বগ্‌ করে ফুটবে (তাদের) পেটে,

৪৬ ফুটন্ত পানীর টগ্‌বগ করার মতো।

৪৭ ধরো তাকে তার পর তাকে টেনে নিয়ে যাও দোযখের মধ্যভাগে;

৪৮ তার পর তার মাথার উপরে ঢালো ফুটন্ত পানীর শাস্তি।

৪৯ আস্বাদ করো—নিশ্চয় তুমি ছিলে মহাশক্তি, সম্মানিত;

৫০ নিঃসন্দেহ এ হচ্ছে যে সম্বন্ধে তোমরা সন্দেহ করতে

৫১ নিশ্চয় যারা সীমারক্ষাকারী তারা থাকবে নিরাপদ স্থানে—

* দক্ষিণ আরবের এক অঞ্চলের রাজাদের নাম, যেমন ফেরাউন ছিল মিশরের রাজাদের নাম।

৫২ উদ্যান ও ঝরনার মধ্যে—

৫৩ রেশমে ও ফুলতোলা রেশমে সজ্জিত : পরস্পরের মুখোমুখি
হয়ে।

৫৪ এইভাবেই। আর তাদের সম্মিলিত করবো সুন্দরী আয়ত-
লোচনাদের সঙ্গে।

৫৫ সেখানে তারা চাইবে প্রত্যেক ফল নিরাপত্তায় ;

৫৬ সেখানে তারা আস্বাদ করবে না মৃত্যু প্রথম মৃত্যু ব্যতীত ; আর
আমি তাদের রক্ষা করবো দোযখের শাস্তি থেকে ;—

৫৭ তোমার পালয়িতা থেকে অনুগ্রহ-প্রাচুর্য ; এইই মহাসাফল্য ।

৫৮ আর আমি একে তোমার রসনায় সহজ করেছি যেন তারা মন
দিতে পারে।

৫৯ সেজন্য অপেক্ষা করো ; নিঃসন্দেহ তারা অপেক্ষা করছে।

আল্-জাসিয়াহ্

[কোর্আন শরীফের ৪৫ সংখ্যক সূরা আল্-জাসিয়াহ —নতজানু। এই সূরার ২৮ আয়াতে ওই শব্দটি আছে।
এটি মধ্যমক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ হা-মীম্—প্রশংসিত মহিমময় আল্লাহ্ ।
২ গ্রন্থের অবতরণ আল্লাহ্ থেকে (যিনি) মহাশক্তি, জ্ঞানী।
৩ নিঃসন্দেহ আকাশে ও ধরণীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য ;
৪ আর তোমাদের সৃষ্টিতে আর প্রাণীদের থেকে তিনি যাদের ছড়িয়ে দেন—তাতে নিদর্শনাবলী রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা সুনিশ্চিত ;
৫ আর রাত্রি ও দিনের পার্থক্যে, আর আল্লাহ্ যে জীবিকা পাঠান আকাশ থেকে, তার পর তার দ্বারা পৃথিবীতে প্রাণ সঞ্চার করেন তার মৃত্যুর পরে, আর বাতাসের পরিবর্তনে, নিদর্শনাবলী রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা বোঝে।
৬ এই হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী যা আমি তোমার কাছে আবৃত্তি করি সত্যের সঙ্গে। তবে আল্লাহ্ ও তাঁর নির্দেশাবলীর পরে কোন্ ব্যাপারে তারা বিশ্বাস করবে ?
৭ হতভাগ্য প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপী—
৮ যে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী শোনে যখন (তা) তার কাছে আবৃত্তি করা হয়, তার পর অহঙ্কার দেখিয়ে চলে যেন সেসব সে শোনে নি। সেজন্য তাকে সংবাদ দাও কঠিন শাস্তির।
৯ আর যখন সে আমার কোনো আয়াতের কথা জানে সে তা তামাশা ব'লে গ্রহণ করে। এরাই তারা যাদের জন্য আছে

শাস্তি লাঞ্ছনাকর।

১০ তাদের সামনে জাহান্নাম, আর তারা যা অর্জন করেছে তার
কিছুই তাদের কাজে আসবে না—তারাও না আল্লাহ্‌ ভিন্ন
যাদের তারা গ্রহণ করেছিল রক্ষাকারী বন্ধুরূপে। আর তাদের
জন্য আছে মহাশাস্তি।

১১ এইই পথনির্দেশ ; আর যারা তাদের পালয়িতার নির্দেশাবলীতে
অবিশ্বাস করে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি অপবিত্রতার
জন্য।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১২ আল্লাহ্‌ তিনি যিনি তোমাদের সেবারত করেছেন সমুদ্রকে যেন
জাহাজগুলো তাতে চলতে পারে তাঁর আদেশে, আর যেন
তোমরা তাঁর অনুগ্রহপ্রাচুর্যের অন্বেষণ করতে পারো, আর
যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।

১৩ আর তিনি তোমাদের সেবারত করেছেন যা কিছু আছে আকাশে
আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে—সব তাঁর থেকে ; নিঃসন্দেহ
এতে আছে নিদর্শনাবলী সেই লোকদের জন্য যারা
চিন্তা করে।

১৪ যারা বিশ্বাস করে তাদের বলো তারা তাদের ক্ষমা করুক যারা
আল্লাহ্‌র দিনের আশা করে না, যেন তিনি (আল্লাহ্‌) লোকদের
প্রতিদান দিতে পারেন তারা যা উপার্জন করে তার জন্য।

১৫ যে কেউ ভালো কাজ করে তা তার অন্তরাত্মার জন্য, আর যে
কেউ মন্দ করে তা তার বিরুদ্ধে। তার পর তোমাদের
ফিরিয়ে আনা হবে তোমাদের পালয়িতার কাছে।

১৬ আর নিঃসন্দেহ আমি ইসরাইলবংশীয়দের দিয়েছিলাম গ্রন্থ আর
জ্ঞান আর নবীত্ব, আর তাদের জীবিকা দিয়েছিলাম যা ভালো
তা থেকে, আর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম বিশ্বজগতে।

১৭ আর আমি তাদের দিয়েছিলাম স্পষ্ট নির্দেশসমূহ। কিন্তু তারা
মতভেদ করে নি, নিজেদের মধ্যে ঈর্ষা বিদ্বেষের ফলে, যে পর্যন্ত
না তাদের লাভ হয়েছিল জ্ঞান। নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা
কেয়ামতের দিনে তাদের মধ্যে বিচার করবেন তারা যে বিষয়ে
মতভেদ করেছিল সে বিষয়ে।
১৮ তার পর আমি তোমাকে স্থাপিত করেছি আদেশের স্পষ্ট ধারার
উপরে; সেজন্য তার অনুসরণ করো, আর তাদের কামনার
বশীভূত হ'য়ো না যারা জানে না।
১৯ নিঃসন্দেহ তারা আদৌ তোমার কাজে আসবে না আল্লাহ্‌র
বিরুদ্ধে; আর নিঃসন্দেহ অন্যায়কারীরা পরস্পরের বন্ধু; আর
আল্লাহ্‌ তাদের বন্ধু যারা সীমারক্ষা করে।
২০ এইই মানুষদের জন্য স্পষ্ট সতর্কীকরণ, আর পথনির্দেশ, আর
করুণা, সেই লোকদের জন্য যারা নিঃসন্দেহ।
২১ না—যারা মন্দ কাজ করেছে তারা কি ভাবে যে আমি তাদের
সমতুল্য করবো তাদের যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে
—তাদের জীবন ও তাদের মৃত্যু কি তুল্য হবে? মন্দ তাদের
সিদ্ধান্ত।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২২ আর আল্লাহ্‌ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সত্যের সঙ্গে আর
যেন প্রত্যেক প্রাণকে দেওয়া হয় যা সে অর্জন করেছে, আর
তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।
২৩ তাকে কি তুমি দেখেছ যে তার কামনাকে গ্রহণ করেছে তার
উপাস্যরূপে? আর আল্লাহ্‌ পথভ্রষ্ট করেন জেনে, আর একটি
মোহর মেরে দিয়েছেন তার কানের উপরে আর তার হৃদয়ের
উপরে আর একটি আবরণ দিয়েছেন তার চোখের উপরে। কে
তবে তাকে চালিত করতে পারে আল্লাহ্‌র পরে? তবে তোমরা

কি স্মরণ করবে না ?

২৪ আর তারা বলে : আমাদের এই সংসারের জীবন ভিন্ন আর
কিছু নেই—আমরা বাঁচি আর আমরা মরি, আর কিছুই
আমাদের ধ্বংস করে না সময় ভিন্ন। আর এ বিষয়ে তাদের
কোনো জ্ঞান নেই, তারা কেবল অনুমান করে।

২৫ আর যখন আমার স্পষ্ট নির্দেশাবলী তাদের কাছে আবৃত্তি করা
হয়, তাদের যুক্তি আর কিছু নয় এ ভিন্ন যে তারা বলে : আমাদের
পিতাপিতামহদের ফিরিয়ে আনো যদি সত্যবাদী হও।

২৬ বলো : আল্লাহ্‌ তোমাদের জীবন দেন, তার পর তিনি তোমাদের
মৃত্যু ঘটান, তার পর তিনি তোমাদের একত্রিত করবেন
কেয়ামতের দিনে—এতে নেই কোনো সন্দেহ। কিন্তু অনেক
লোকই জানে না।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৭ আর আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহ্‌র ; আর সেইদিন যখন
সেই সময় আসবে সেদিন তারা ধ্বংস হবে যারা মিথ্যার অনুসরণ
করে।

২৮ আর তুমি দেখবে প্রত্যেক জাতি নতজানু হয়েছে, প্রত্যেক
জাতিকে ডাকা হবে তার (কার্যাবলীর) বিবরণের দিকে :
আজ তোমরা প্রতিদান পাবে যা করেছিলে তার :

২৯ এই আমার বিবরণ যা তোমাদের বিরুদ্ধে বলে ন্যায়ের সঙ্গে,
নিশ্চয় আমি লিখে রেখেছি তোমরা যা করেছিলে ;

৩০ তার পর যারা বিশ্বাস করেছিল ও ভালো কাজ করেছিল, তাদের
পালয়িতা তাদের প্রবেশ করাবেন তাঁর করুণায় ; এই-ই উজ্জ্বল
সাফল্য।

৩১ আর যারা অবিশ্বাস করেছিল—কী আমার নির্দেশাবলী কি
তোমাদের কাছে আবৃত্তি করা হয় নি ? কিন্তু তোমরা ছিলে

গর্বিত, আর তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়,
৩২ আর যখন বলা হয়েছিল : নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, আর সেই সময় সম্বন্ধে—কোনো সন্দেহ নেই সে বিষয়ে, তোমরা বলেছিলে : আমরা জানি না কি সেই সময়, আর তাকে মনে করি না অনুমান ভিন্ন, আর আমরা আদৌ সুনিশ্চিত নই।
৩৩ আর তারা যা করেছিল তার মন্দ ফল তাদের জন্য প্রত্যক্ষ হবে আর যে সম্বন্ধে তারা বিদ্রূপ করেছিল তা তাদের ঘিরবে।
৩৪ আর বলা হবে : আজ আমি তোমাদের পরিত্যাগ করেছি যেহেতু আজকার দিনের একত্রিত হওয়াকে তোমরা অবহেলা করেছিলে, আর তোমাদের বাসস্থান আগুন, আর তোমাদের জন্য নেই কোনো সহায়,
৩৫ এই জন্য যে তোমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী গণ্য করেছিলে তামাশা বলে, আর এই সংসারের জীবন তোমাদের ভুলিয়েছিল। অতএব সেইদিন তাদের সেখান থেকে আনা হবে না, তাদের প্রতি সদয়তাও করা হবে না।
৩৬ সেজন্য সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র (যিনি) আকাশের পালয়িতা ও পৃথিবীর পালয়িতা আর বিশ্বজগতের পালয়িতা ;
৩৭ আর তাঁরই আকাশে ও পৃথিবীতে যে মহিমা (রয়েছে), আর তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী।

আল্-আহ্কাফ

[আল্-আহ্কাফ কোর্আন শরীফের ৪৬ সংখ্যক সূরা, এর অর্থ, বালির পাহাড়। এই শব্দটি আছে এই সূরার ২১ আয়াতে।

এটি হা-মীম্ শীর্ষক সূরাগুলির শেষ সূরা। এটি মধ্যমক্কীয়, তবে এর কয়েকটি আয়াত মদিনীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

ষড়্বিংশ খণ্ড

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ হা-মীম্—প্রশংসিত মহিমময় আল্লাহ্।

২ গ্রন্থের অবতরণ আল্লাহ্ থেকে (যিনি) মহাশক্তি, জ্ঞানী।

৩ আমি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করি নি, আর এই দুইয়ের মধ্যে যা আছে, সত্যের সঙ্গে ভিন্ন, আর একটি নির্ধারিত কালের জন্য; আর যারা অবিশ্বাস করে তারা ফিরে দাঁড়ায় তা থেকে যে সম্বন্ধে তাদের সাবধান করা হয়।

৪ বলো : তোমরা কি ভেবেছ তার সম্বন্ধে আল্লাহ্ ভিন্ন যা তোমরা ডাকো? দেখাও আমাকে পৃথিবীর কি তারা সৃষ্টি করেছে, অথবা আকাশে তাদের একটি অংশ আছে কি? এর পূর্বের একটি গ্রন্থ আমার কাছে আনো, অথবা জ্ঞানের কিছু নিদর্শন (তোমাদের উক্তির সমর্থনে) যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৫ আর কে বেশি বিপথে গেছে তার চাইতে যে আল্লাহ ভিন্ন তাদের ডাকে যারা তার (ডাকের) জবাব দেবে না কেয়ামতের দিন পর্যন্ত; আর তারা বেখেয়াল তাদের ডাক সম্বন্ধে ?

৬ আর যখন মানুষদের একত্রিত করা হবে তারা হবে তাদের শত্রু আর অস্বীকার করবে (তাদের যে) আরাধনা করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে।

৭ আর যখন আমার স্পষ্ট নির্দেশাবলী তাদের কাছে আবৃত্তি করা হয়, যারা অবিশ্বাস করে, তারা সত্য যখন তাদের কাছে আসে, তখন বলে : এ স্পষ্ট জাদু।

৮ না—তারা বলে : সে তা তৈরি করেছে। বলো : যদি আমি তৈরি করে থাকি, তোমরা আমার জন্য আল্লাহ্‌র-তরফ-থেকে-আসা কিছুর উপর কোনো কর্তৃত্ব করো না; তিনি যথেষ্ট আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে; আর তিনি ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

৯ বলো : আমি পয়গাম্বরদের মধ্যে নতুন কিছু নই, আর আমি জানি না আমার প্রতি অথবা তোমাদের প্রতি কি করা হবে, আমি আর কিছুর অনুসরণ করি না আমার কাছে যা প্রত্যাদিষ্ট হয় তা ভিন্ন, আর আমি স্পষ্ট সতর্ককারী ভিন্ন আর কিছু নই।

১০ বলো : ভেবেছ কি—এ (এই গ্রন্থ) যদি হয় আল্লাহ্‌ থেকে, আর তোমরা এতে অবিশ্বাস করছ, আর ইসরাইলবংশীয়দের একজন* এর মতো কিছুর সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে আর বিশ্বাস করেছে, আর তোমরা অহঙ্কারে পূর্ণ, তবে (কি হবে তোমাদের দশা)? নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ অন্যায়কারী লোকদের চালিত করেন না।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে বলে : যদি এটি হোতো ভালো-কিছু তবে তাতে তারা আমাদের অগ্রবর্তী হতে পারতো না। আর যেহেতু তারা চায় না যে এর দ্বারা তারা ঠিক পথে চালিত হবে তারা বলে : এ এক পুরাতন মিথ্যা।

---

* আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন্‌ সালাম নামক মদিনার একজন বিদ্বান্‌ ইহুদী কোর্‌-আনের সত্যতায় বিশ্বাস ক'রে মুসলমান হয়েছিল—তার কথা এখানে বলা হয়েছে, এই এর সাধারণ ব্যাখ্যা।

১২ আর এর পূর্বে মূসার গ্রন্থ ছিল একটি পথনির্দেশ আর একটি
করুণা, আর এই গ্রন্থ তাকে সমর্থন করছে আরবী ভাষায়,
যেন এটি সতর্ক করতে পারে তাদের যারা অন্যায়কারী, আর
সুসংবাদ দেয় কল্যাণকারীদের।
১৩ নিঃসন্দেহ যারা বলে : আমাদের প্রভু আল্লাহ্, আর তার পর
ঠিক পথে চলে, তাদের কোনো ভয় নেই, তারা দুঃখও করবে না।
১৪ এরাই বেহেশ্‌তের বাসিন্দা, থাকবে সেখানে স্থায়ীভাবে—তারা
যা করেছে তার প্রতিদান।
১৫ আর আমি মানুষদের জন্য প্রশস্ত বলেছি তাদের পিতামাতার
প্রতি ভালো করা; তার মাতা তাকে গর্ভে ধারণ করেছিল
কষ্টের সঙ্গে আর কষ্টের সঙ্গে সে তাকে জন্ম দিয়েছিল, আর
তাকে ধারণ আর তার স্তন্য দান চলে ত্রিশ মাস, যে পর্যন্ত না
সে তার পরিণতি লাভ করে চল্লিশ বৎসর বয়সে, (তখন)
সে বলে : হে আমার পালয়িতা আমাকে উদ্বুদ্ধ করো যেন
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারি সেই অনুগ্রহের জন্য যার দ্বারা
তুমি সম্মানিত করেছ আমাকে আর আমার পিতামাতাকে,
আর যেন আমি ভালো কাজ করতে পারি যা তোমাকে খুশী
করে, আর আমার সন্তানদের সম্পর্কে আমার প্রতি কল্যাণ
করো; নিঃসন্দেহ আমি তোমার দিকে ফিরেছি, আর নিঃসন্দেহ
আমি তাদের অন্তর্গত যারা আত্মসমর্পণ করে।
১৬ এরাই তারা যাদের কাছ থেকে আমি গ্রহণ করি তারা যা
করেছে তার যা শ্রেষ্ঠ, আর উপেক্ষা করি তাদের মন্দ কাজ—
(তারা) বেহেশ্‌তের বাসিন্দাদের দলের। (এই) সত্যের
প্রতিশ্রুতি যা তাদের কাছে করা হয়েছিল।
১৭ আর যে তার পিতামাতাকে বলে : আঃ, জ্বালাতন করলে—
তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ যে আমাকে আনা হবে যখন
বহু পুরুষ গত হয়ে গেছে আমার পূর্বে? আর তারা দুজনেই

প্রার্থনা করে আল্লাহ্‌র সাহায্যের জন্য : দুর্ভাগ্য তোমার, বিশ্বাস করো, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য! কিন্তু সে বলে : এ আর কিছু নয় সেকালের লোকদের কাহিনী ব্যতীত।

১৮ এরাই তারা তাদের পূর্বে-গত-হয়ে-যাওয়া জিন ও মানুষদের মধ্যে যাদের সম্বন্ধে বাণী সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে; নিঃসন্দেহ তারা ক্ষতিগ্রস্ত।

১৯ আর সবার জন্য আছে স্তর, তারা যা করেছে সেই অনুসারে, যেন তিনি তাদের প্রতিদান দিতে পারেন তাদের কাজের জন্য; আর তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

২০ আর সেইদিন যারা অবিশ্বাসী তাদের যখন আগুনের সামনে আনা হবে (তাদের বলা হবে) : তোমাদের ভালো জিনিস তোমরা উড়িয়ে দিয়েছিলে তোমাদের দুনিয়ার জীবনে আর সেখানে আরাম চেয়েছিলে, সেজন্য আজ তোমাদের প্রতিদান দেওয়া হবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি দিয়ে যেহেতু তোমরা দেশে গর্বিত ছিলে অযথা আর যেহেতু তোমরা সীমা অতিক্রম করেছিলে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২১ আর আদ্‌দের ভাইকে স্মরণ করো, যখন তিনি তাঁর জাতিকে সতর্ক করেছিলেন বালির পাহাড়ের অঞ্চলে; আর নিঃসন্দেহ সতর্ককারীরা এসেছিলেন তাঁর পূর্বে ও তাঁর পরে এই বলে : আল্লাহ্‌ ভিন্ন আর কারো বন্দনা ক'রো না, নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের জন্য ভয় করি এক ভয়ঙ্কর দিনের শাস্তি।

২২ তারা বলেছিল : তুমি কি এসেছ আমাদের উপাস্যদের থেকে আমাদের ফেরাতে? তাহলে আমাদের কাছে আনো যার ভয় আমাদের দেখাচ্ছ, যদি তুমি সত্যবাদীদের দলের হও।

২৩ তিনি বলেছিলেন : জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই কাছে, আর আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিই যে বাণী দিয়ে আমাকে

পাঠানো হয়েছে, কিন্তু আমি দেখছি তোমরা একটি অজ্ঞ দল।
২৪ এর পর যখন তারা তা দেখলে এক নিবিড় মেঘ হয়ে তাদের উপত্যকাগুলির দিকে আসছে, তারা বললে: এ এক মেঘ, আমাদের জন্য আনছে বৃষ্টি। না—এ তাই যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে—এক বাতাসের ঝাপটা যাতে আছে কঠিন শাস্তি—
২৫ ধ্বংস করবে সব কিছু এর পালয়িতার আদেশে; ফলে তারা এমন হোলো যে তাদের ঘরগুলি ভিন্ন আর কিছু দেখা গেল না। এইভাবে আমি প্রতিদান দিই অপরাধী লোকেদের।
২৬ আর নিঃসন্দেহ আমি তাদের যেমন প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম তেমনভাবে তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করি নি; আর আমি তাদের দিয়েছিলাম কান, আর চোখ, আর হৃদয়; কিন্তু তাদের কান আর তাদের চোখ আর তাদের হৃদয তাদের কাজে আসে নি কিছুই যেহেতু তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী; আর যা তারা বিদ্রূপ করেছিল তা তাদের ঘিরেছিল।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৭ আর নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের চারপাশের শহরগুলোকে ধ্বংস করেছি, আর নির্দেশাবলীর পুনরাবৃত্তি করেছি যেন তোমরা ফিরতে পারো।
২৮ তবে কেন তারা তাদের সাহায্য করে নি আল্লাহ্‌ ভিন্ন যাদের তারা গ্রহণ করেছিল উপাস্যরূপে (তাঁর) নিকটবর্তী হবার জন্য? না—তারা তাদের বিভ্রান্ত করেছিল; আর এ ছিল তাদের মিথ্যা, আর (মিথ্যা ছিল) যা তারা তৈরি করেছিল।
২৯ আর যখন আমি জিনদের এক দলকে তোমার দিকে ফিরিয়ে-ছিলাম যারা কোর্‌আন শুনেছিল, আর যখন তারা এর সামনে এসেছিল, বলেছিল: চুপ করো, তার পর যখন তা শেষ করা

হয়েছিল তারা ফিরে গিয়েছিল তাদের লোকেদের কাছে সতর্ককারী হয়ে।

৩০ তারা বলেছিল : হে আমাদের জাতি, নিঃসন্দেহ আমরা একটি গ্রন্থ শুনেছি (যা) অবতীর্ণ মূসার পরে— এর পূর্বে যা আছে তা সমর্থন ক'রে আর চালিত করে একটি সরল পথের দিকে ;

৩১ হে আমার জাতি, উত্তর দাও এই আল্লাহ্‌র আহ্বানকারীর (ডাকে) আর তাঁতে (আল্লাহ্‌তে) বিশ্বাস করো, তিনি (আল্লাহ্‌) ক্ষমা করবেন তোমাদের কিছু কিছু অপরাধ আর তোমাদের রক্ষা করবেন এক কঠিন শাস্তি থেকে।

৩২ আর যে কেউ আল্লাহ্‌র আহ্বানকারীর (ডাকেব) উত্তর দেয় না সে কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারবে না পৃথিবীতে, আর তোমরা তাঁকে ভিন্ন পাবে না কোনো রক্ষাকারী বন্ধু ; এরা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে।

৩৩ তারা কি দেখে নি যে আল্লাহ্‌, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী আর ক্লান্ত হন নি তার দ্বারা তিনি সক্ষম মৃতকে জীবন দিতে ? হাঁ, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান।

৩৪ আর সেইদিন, যারা অবিশ্বাস করে তাদের যখন আগুনের সামনে আনা হবে ; (তাদের বলা হবে) : একি সত্য নয় ? তারা বলবে : হাঁ—আমাদের পালয়িতার শপথ ! তিনি বলবেন : তবে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো যেহেতু তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে।

৩৫ সেজন্য ধৈর্য ধরো যেমন ধৈর্য ধরেছিলেন বাণীবাহকদের মধ্যে যাঁরা বীরহৃদয় তাঁরা ; আর তাদের জন্যে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না। সেই দিন যখন তারা দেখবে যার প্রতিশ্রুতি তাদেব দেওয়া হয়েছে (তাদের মনে হবে) যেন তারা দিনমানের এক ঘড়ির বেশি দেরি করে নি। পূর্ণাঙ্গ বাণী। তবে কেউ কি বিধ্বস্ত হবে সীমা অতিক্রমকারী লোকেরা ব্যতীত।

মোহম্মদ

[কোর্‌আন শরীফের ৪৭ সংখ্যক সূরা মোহম্মদ—হযরতের নামের উল্লেখ আছে এর দ্বিতীয় আয়াতে।

এটি মদিনীয় এই অনেকের মত—প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের যুদ্ধের পূর্বে এটি অবতীর্ণ হয়। এর ১৮ সংখ্যক আয়াতে অবতীর্ণ হয়েছিল হযরতের মক্কা থেকে মদিনায় চলে যাবার কালে।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ যারা অবিশ্বাস করে আর আল্লাহ্‌র পথ থেকে (লোকদের) ফেরায়, তিনি তাদের কাজ বৃথা করবেন।

২ আর যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে আর মোহম্মদের উপরে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে—আর তা তাদের পালয়িতা থেকে আসা সত্য—তিনি তাদের মন্দ থেকে তাদের মুক্তি দেবেন, আর তাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করবেন।

৩ এ এইজন্য যে যারা অবিশ্বাস করে তারা মিথ্যার অনুবর্তী হয়, আর যারা বিশ্বাস করে তারা তাদের পালয়িতা থেকে আসা সত্যের অনুবর্তী হয়। এইভাবে আল্লাহ্ মানুষদের সামনে বিবৃত করেন তাদের দৃষ্টান্তগুলো।

৪ সেজন্য যখন অবিশ্বাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে মিলিত হও তখন গর্দান মারা (চলবে) যে পর্যন্ত না তাদের পর্যুদস্ত করেছ, তার পর মজবুত করে বন্দী করা; আর তার পর হয় সদয়ভাবে মুক্তিদান, না হয় মুক্তিপণ গ্রহণ, যে পর্যন্ত না যুদ্ধ তার (অস্ত্রের) ভার নামায়। এইই (বিধান), আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তবে তিনি তাদের প্রতিফল দিতে পারতেন (তোমাদের সাহায্য না নিয়ে); কিন্তু (এই বিধান হয়েছে) তিনি তোমাদের কারো

দ্বারা কারো পরীক্ষা করবেন। আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত
হয়, তিনি তাদের কাজকে কখনো লক্ষ্যহারা হতে দেবেন না ;
৫ তিনি তাদের চালিত করবেন আর উন্নত করবেন তাদের অবস্থা,
৬ আর তাদের উদ্যানে প্রবেশ করাবেন যা তিনি তাদের জ্ঞাত
করেছেন।
৭ হে বিশ্বাসিগণ, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র সহায় হও, তিনি তোমাদের
সহায় হবেন, আর তোমাদের পদক্ষেপ দৃঢ় করবেন।
৮ আর যারা অবিশ্বাসী তাদের জন্য আছে ধ্বংস, আর তাদের
কাজকে তিনি বৃথা করেছেন।
৯ এ এইজন্য যে আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি তারা
বিমুখ, সেজন্য তিনি তাদের কাজকে অর্থহীন করেছেন।
১০ তারা কি দেশে ভ্রমণ করে নি আর দেখে নি কি হয়েছিল তাদের
পূর্ববর্তীদের পরিণাম? আল্লাহ্‌ তাদের উপরে এনেছিলেন
ধ্বংস, আর অবিশ্বাসীরা তুল্য-কিছু লাভ করবে।
১১ এ এই হেতু যে আল্লাহ্‌ হচ্ছেন বিশ্বাসীদের রক্ষাকারী বন্ধু,
আর এই হেতু যে অবিশ্বাসীদের কোনো রক্ষাকারী বন্ধু থাকবে
না তাদের জন্য।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১২ যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌
তাদের প্রবেশ করাবেন উদ্যানসমূহে যাদের নীচে দিয়ে বইছে
বহু নদী ; আর যারা অবিশ্বাস করে তারা সুখভোগ করে ও খায়
যেমন খায় পশুরা, আর আগুন তাদের আবাসস্থল।
১৩ আর কত শহর যা ছিল আরো বেশি শক্তিশালী তোমার শহরের
চাইতে যা তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে—আমি তাদের ধ্বংস
করেছি ; আর তাদের ছিল না কোনো সহায়।
১৪ যে তার প্রভুর কাছে থেকে এক স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছে সে কি

তাদের মতো যাদের জন্য চিত্তাকর্ষক করা হয়েছে যা তারা করে,
আর তারা অনুসরণ করে তাদের কামনা ?
১৫ সীমা রক্ষাকারীদের যে উদ্যানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার
উপমা এই : তাতে আছে পানীর নদী যা পরিবর্তিত হয় না,
আর দুধের নদী যার স্বাদ বদলায় না, আর মদিরার নদী যারা
পান করে তাদের তৃপ্তিকর, আর ছাঁকা মধুর নদী ; আর তাদের
জন্য সেসবে আছে সব ফল, আর তাদের পালয়িতার তরফ
থেকে ক্ষমা। (এরা কি) তাদের মতো যারা আগুনে স্থায়ীবাসী
আর যাদের পান করানো হবে ফুটন্ত পানী, ফলে তা ছিঁড়ে
ফেলবে তাদের নাড়ী ?
১৬ আর তাদের মধ্যে আছে কিছু লোক যারা তোমার কথা শোনে
যে পর্যন্ত না তারা তোমার কাছে থেকে চলে যায়, তখন, যাদের
জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের তারা জিজ্ঞাসা করে : তিনি তখন যা
বললেন তা কি ? এরাই তারা যাদের হৃদয়ের উপরে আল্লাহ্‌
মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তারা তাদের কামনার অনুসরণ
করে।
১৭ আর যারা পথে চলে, তিনি বাড়িয়ে দেন তাদের সুগতি আর
তাদের দেন তাদের সীমারক্ষা।
১৮ তারা কি তবে আর কিছুর প্রতীক্ষা করে সেই সময় ব্যতীত
যেন তা তাদের কাছে আসে অতর্কিতে ? আর তার চিহ্নাবলী
এসে পড়েছে, কিন্তু যখন তা তাদের উপরে এসে পড়বে তখন
কেমনভাবে সেই স্মরণ করানোকে তারা নেবে। *
১৯ সেজন্য জানো যে আল্লাহ্‌ ভিন্ন উপাস্য নেই, আর তোমার
দোষত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো—আর বিশ্বাসী ও

* হাদিসে উক্ত হয়েছে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল হযরত যখন মক্কা ত্যাগ করে সজলচোখে শেষবারের মতো তার দিকে চেয়েছিলেন।

বিশ্বাসিনীদের (দোষত্রুটির) জন্য, আর আল্লাহ্‌ জানেন তোমাদের ফিরে যাবার জায়গা আর তোমাদের বাসের জায়গা।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২০ আর যারা বিশ্বাস করে তারা বলে : কেন একটি সূরা অবতীর্ণ হয় নি ? কিন্তু যখন একটি আদেশপূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়, আর তাতে যুদ্ধের উল্লেখ আছে, তখন যাদের অন্তরে আছে ব্যাধি তাদের তুমি দেখো তোমার দিকে তাকাচ্ছে তার মতো যে মূর্ছা যাচ্ছে। অতএব হতভাগ্য তারা।

২১ অনুবর্তিতা ও সদয় বাক্য (ছিল ভালো); কিন্তু যখন ব্যাপারের মীমাংসা হয়ে গেছে তখন তাই নিঃসন্দেহ তাদের জন্য ভালো হবে যদি তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সত্যপরায়ণ থাকে।

২২ তোমাদের যদি শাসনভার দেওয়া যায় তবে কি তোমরা দেশে অহিত করবে আর তোমাদের রক্ত-সম্পর্ক ছিন্ন করবে ?

২৩ এরাই তারা যাদের আল্লাহ্‌ অভিশপ্ত করেছেন, সেজন্য তিনি তাদের বধির করেছেন আর তাদের চোখ অন্ধ ক'রে দিয়েছেন।

২৪ তারা কি তবে কোর্‌আন সম্বন্ধে ভাববে না ? অথবা হৃদয়-গুলোর উপরে তালা দেওয়া কি ?

২৫ নিঃসন্দেহ যারা তাদের পিঠ ফেরায় পথনির্দেশ তাদের কাছে সুস্পষ্ট হবার পরে তাদের জন্য শয়তান এটি একটি হাল্কা ব্যাপার করেছে। আর তিনি তাদের বিরাম দিচ্ছেন।

২৬ এ এইজন্য যে যারা ঘৃণা করে আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তাদের বলে : আমরা তোমাদের অনুবর্তী হবো কিছু কিছু ব্যাপারে; আর আল্লাহ্‌ জানেন তাদের গোপন কথা।

২৭ কিন্তু কেমন হবে যখন ফেরেশ্‌তারা তাদের একত্রিত করবে তাদের মুখে ও তাদের পিঠে আঘাত ক'রে ?

২৮ এ এইজন্য যে তারা তার অনুসরণ করে যা আল্লাহ্‌কে রুষ্ট করে আর তাঁর সন্তোষের প্রতিকূল, সেজন্য তিনি তাদের কাজ বৃথা করেছেন।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৯ অথবা যাদের অন্তরে আছে ব্যাধি তারা কি ভাবে যে আল্লাহ্‌ বাইরে আনবেন না তাদের বিদ্বেষ?

৩০ আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে আমি তাদের তোমাকে দেখাতাম তার ফলে তুমি নিশ্চয়ই তাদের চিনতে পারতে তাদের লক্ষণের দ্বারা। আর নিঃসন্দেহ তুমি তাদের জানবে (তাদের) কথার ইঙ্গিতের দ্বারা; আর আল্লাহ্‌ ওয়াকিফহাল তোমাদের কাজ সম্বন্ধে।

৩১ আর নিশ্চয় আমি তোমাদের পরীক্ষা করবো যে পর্যন্ত না তোমাদের (মধ্যেকার) তাদের আমি জেনেছি যারা সংগ্রামশীল আর ধৈর্যবান, আর তোমাদের সম্বন্ধে বিবরণ পরীক্ষা করেছি।

৩২ নিঃসন্দেহ যারা অবিশ্বাস করে; আর ফিরে যায় আল্লাহ্‌র পথ থেকে আর রসুলের বিরোধী হয় পথনির্দেশ তাদের কাছে স্পষ্ট হবার পরে, তারা আল্লাহ্‌র ক্ষতি করতে পারে না কিছুই, আর তিনি তাদের কাজ বৃথা করবেন।

৩৩ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌র অনুবর্তী হও আর বাণীবাহকের অনুবর্তী হও, আর তোমাদের কাজ বিফল ক'রো না।

৩৪ নিঃসন্দেহ যারা অবিশ্বাস করে আর আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফিরে যায়, আর তার পর প্রাণত্যাগ করে অবিশ্বাসী রূপে, তাদের আল্লাহ্‌ কখনো ক্ষমা করবেন না।

৩৫ আর অবসাদগ্রস্ত হ'য়ো না আর শান্তির জন্য (কাতর) প্রার্থনা ক'রো না আর তোমরাই হবে উপরহাত, আর আল্লাহ্‌

তোমাদের সঙ্গে আর তিনি তোমাদের কাজ বিফল করবেন না।

৩৬ এই সংসারের জীবন মাত্র খেলা ও আমোদপ্রমোদ, আর যদি বিশ্বাসী হও ও সীমারক্ষা করো তবে তিনি দেবেন তোমাদের প্রাপ্য, আর তোমাদের কাছ থেকে তোমাদের ধনসম্পদ চাইবেন না।

৩৭ আর যদি তোমাদের থেকে তা চান আর তোমাদের অনুনয় করেন, তবে তোমরা কৃপণতা করবে, আর তিনি প্রকাশ করবেন তোমাদের বিতৃষ্ণা।

৩৮ নিঃসন্দেহ তোমরা তারা যাদের আহ্বান করা হয়েছে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার জন্য, কিন্তু তোমাদের মধ্যে আছে কিছু লোক যারা কৃপণতা করে, আর যে কৃপণতা করে সে কৃপণতা করে তার অন্তরাত্মার বিরুদ্ধে, আর আল্লাহ্‌ ধনাঢ্য আর তোমরা নিঃস্ব; আর যদি তোমরা ফিরে যাও তবে তিনি তোমাদের স্থানে আনবেন অন্য লোকদের, আর তারা তোমাদের মতন হবে না।

আল্-ফত্‌হ্

[আল্-ফত্‌হ্—বিজয়—কোর্‌আন শরীফের ৪৮ সংখ্যক সূরা। হোদায়বিয়ার সন্ধির পরে (ষষ্ঠ হিজরীতে) এটি মদিনায় অবতীর্ণ হয়। হোদায়বিয়ায় মুসলমান ও কোরেশ্‌দের মধ্যে একটি শান্তিরক্ষার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। তার কয়েকটি শর্ত মুসলমানেরা খুশী মনে গ্রহণ করতে পারে নি। কিন্তু সন্ধি নিষ্পন্ন হওয়ার পরে ঐশীবাণীতে বলা হয়, এটি হোলো হযরতের জন্য এক উজ্জ্বল বিজয়। এটি তেমন বিজয়ই হয়েছিল। কেন না, এই সন্ধির ফলে অমুসলমানেরা ইসলামের মহৎ আদর্শ বুঝে দেখবার সময় পেল ও অল্প দিনেই তারা অনেকে ইসলামধর্ম গ্রহণ করলো।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ নিঃসন্দেহ তোমাকে বিজয় দিয়েছি—একটি উজ্জ্বল বিজয়।

২ যেন আল্লাহ্ ক্ষমা করতে পারেন তোমার বিগত দিনের দোষত্রুটি ও আগামী দিনের দোষত্রুটি আর যেন পূর্ণাঙ্গ করতে পারেন তোমার উপরে তাঁর অনুগ্রহ, আর যেন তোমাকে চালিত করতে পারেন সরল পথে—

৩ আর যেন আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করতে পারেন এক প্রবল সাহায্য দিয়ে।

৪ তিনিই সান্ত্বনা অবতীর্ণ করেছিলেন বিশ্বাসীদের অন্তরে যেন তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে আরো বিশ্বাসের যোগ হতে পারে ; আর আকাশের ও পৃথিবীর সব সেনাদল আল্লাহ্‌র ; আর আল্লাহ্ চিরজ্ঞাতা, জ্ঞানী—

৫ যেন তিনি বিশ্বাসীদের ও বিশ্বাসিনীদের প্রবেশ করাতে পারেন উদ্যানসমূহে যাদের নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী, সেসবে স্থায়ী ভাবে বাস করার জন্য, আর যেন তাদের থেকে দূর করতে পারেন

তাদের পাপ ; আর আল্লাহ্‌র সমীপে এটি এক মহাসাফল্য—
৬ আর যেন শাস্তি দিতে পারেন কপট পুরুষদের ও নারীদের আর বহুদেববাদী পুরুষদের ও নারীদের—আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে যারা গর্হিত চিন্তা পোষণ করে ; তাদের জন্য অকল্যাণের চক্র ঘোরে, আর আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি ক্রোধ করেছেন, আর তাদের অভিসম্পাত করেছেন, আর তাদের জন্য তৈরি করেছেন জাহান্নাম— মন্দ সেই গন্তব্যস্থান।

৭ আর আকাশের ও পৃথিবীর সেনাদল আল্লাহ্‌র ; আর আল্লাহ্‌ চিরশক্তিমান, জ্ঞানী।

৮ নিঃসন্দেহ তোমাকে আমি পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে সুসংবাদদাতারূপে আর সতর্ককারীরূপে—

৯ যেন তোমরা আল্লাহ্‌ আর তাঁর বাণীবাহককে বিশ্বাস করতে পারো আর তাঁকে সাহায্য ও সম্মান করতে পারো, আর যেন তাঁর (আল্লাহ্‌র) মহিমা ঘোষণা করতে পারো প্রাতে ও সন্ধ্যায়।

১০ নিঃসন্দেহ যারা তোমার কাছে আনুগত্য স্বীকার করে তারা আল্লাহ্‌রই কাছে আনুগত্য স্বীকার করে—আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপরে ; সেজন্য যে কেউ (তার প্রতিজ্ঞা) ভঙ্গ করে সে তা ভঙ্গ করে তার অন্তরাত্মারই অকল্যাণরূপে, আর যে কেউ আল্লাহ্‌র সঙ্গে তার অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাকে দেবেন মহাপুরস্কার।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ যেসব বেদুঈন আরব পেছনে রয়ে গিয়েছিল তারা তোমাকে বলবে : আমাদের সম্পত্তি ও আমাদের পরিজন আমাদের ব্যাপৃত রেখেছিল, সেজন্য আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তারা তাদের জিহ্বা দিয়ে তাই বলে যা নেই তাদের অন্তরে। বলো : আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কে তোমাদের জন্য কিছু করবার ক্ষমতা রাখে যদি তিনি তোমাদের অপকার করতে চান অথবা

উপকার করতে চান ? না, আল্লাহ্‌ ওয়াকিফহাল তোমরা যা
করো সে সম্বন্ধে।
১২ না, তোমরা বরং ভেবেছিলে যে পয়গাম্বর ও বিশ্বাসীরা কখনো
তাদের পরিজনের কাছে ফিরে আসবে না ; আর তোমাদের
অন্তরে এটি রূপ পেয়েছিল, আর তোমরা কুচিন্তা পোষণ
করেছিলে— আর তোমরা একটি অপদার্থ দল।
১৩ আর যে কেউ আল্লাহ্‌তে আর তাঁর পয়গাম্বরে বিশ্বাস করে
না—নিঃসন্দেহ অবিশ্বাসীদের জন্য আমি তৈরি করেছি জ্বলন্ত
আগুন।
১৪ আর আল্লাহ্‌রই আকাশের ও পৃথিবীর রাজত্ব; তিনি ক্ষমা
করেন যাকে খুশী আব শাস্তি দেন যাকে খুশী ; আর আল্লাহ্‌
ক্ষমাশীল, ফলদাতা।
১৫ যখন তোমরা যুদ্ধেলব্ধ দ্রব্য হস্তগত করতে যাত্রা করবে তখন
যাদের পেছনে রেখে যাওয়া হয়েছিল তারা বলবে : আমাদের
তোমাদের সঙ্গে যাবাব অনুমতি দাও। তারা আল্লাহ্‌ব বাণী
বদলাতে চায়। বলো : কিছুতেই তোমরা আমাদের অনুগামী
হতে পারবে না—পূর্বে আল্লাহ্‌ এই বলেছেন। কিন্তু তারা
বলবে : তোমরা আমাদেব ঈর্ষা করো। না তারা অল্প বৈ
বোঝে না।
১৬ যাদের পেছনে রেখে যাওয়া হয়েছিল সেই বেদুঈন আরবদের
বলো : শীগগিরই তোমাদের ডাকা হবে এক প্রবল জাতির
বিরুদ্ধে, তাদের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা
আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর যদি তোমরা অনুগত হও তবে
আল্লাহ্‌ তোমাদের দেবেন এক উত্তম পুরস্কার; আর যদি
তোমরা বিমুখ হও, পূর্বে যেমন বিমুখ হয়েছিলে, তবে আল্লাহ্‌
তোমাদের দেবেন কঠিন শাস্তি।
১৭ দোষ নেই অন্ধের, দোষ নেই খঞ্জের, দোষ নেই রুগ্ণের (যদি

তারা যুদ্ধে না যায়) আর যে কেউ আল্লাহ্‌র ও তাঁর পয়গাম্বরের অনুগত হয় তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন উদ্যানসমূহে যাদের নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী, আর যে কেউ বিমুখ হয় তিনি তাকে শাস্তি দেবেন কঠোরভাবে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১৮ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ বিশ্বাসীদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন যখন তারা বৃক্ষতলে * তোমার আনুগত্য স্বীকার করেছিল, আর তিনি (আল্লাহ্‌) জ্ঞাত ছিলেন কি ছিল তাদের অন্তরে; সেজন্য তিনি তাদের উপরে অবতীর্ণ করেছিলেন সান্ত্বনা আর তাদের পুরস্কার দিয়েছিলেন অবিলম্বিত বিজয় †—

১৯ আর প্রচুর যুদ্ধে লব্ধ সামগ্রী যা তারা গ্রহণ করবে, আর আল্লাহ্‌ চিরশক্তিমান, জ্ঞানী।

২০ আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য অঙ্গীকার করেছেন প্রচুর যুদ্ধেলব্ধ দ্রব্য যা তোমরা গ্রহণ করবে, আর এইটি তিনি তোমাদের দিয়েছেন অগৌণে, আর তোমাদের থেকে লোকদের হাত ঠেকিয়ে রেখেছেন যেন এটি বিশ্বাসীদের জন্য একটি নিদর্শন হতে পারে—আর যেন তিনি তোমাদের চালিত করতে পারেন এক সরল পথে—

২১ এবং আরো (যুদ্ধেলব্ধ সামগ্রী) যা তোমরা এখনও আয়ত্ত করতে পারো নি ‡ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ তাকে ঘিরে আছেন আর সব কিছুর উপরে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা বিদ্যমান।

২২ আর যারা অবিশ্বাসী তারা যদি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তবে নিঃসন্দেহ তারা পিঠ ফেরাবে; তখন তারা পাবে না কোনো রক্ষক অথবা কোনো সহায়।

---

* হোদায়বিয়ায়। † খয়বর বিজয়।

‡ টীকাকাররা বলেছেন, পারস্য-আদি বিজয়ের ইঙ্গিত এখানে রয়েছে।

২৩ এই আল্লাহ্‌র ধারা যা পূর্বেও দেখা গেছে, আর আল্লাহ্‌র ধারায় তোমরা কোনো পরিবর্তন পাবে না।
২৪ আর তিনি তাদের হাত তোমাদের থেকে আর তোমাদের হাত তাদের থেকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন মক্কা উপত্যকায় তাদের উপরে তোমাদের বিজয় দান করার পরে; আর আল্লাহ্‌ দেখেন তোমরা যা করো সব
২৫ এরাই তারা যারা অবিশ্বাসী আর তোমাদের বাধা দিয়েছিল পবিত্র মসজিদে যেতে আর বাধা দিয়েছিল কোরবানির পশুদের তাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছোতে যদি বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসিনী নারী সেখানে না থাকতো, যাদের তোমরা জানো না ব'লে (যুদ্ধে) দলিত করতে ও তাতে অজানিতভাবে তাদের প্রতি অপরাধ করে ফেলতে—আল্লাহ্‌ তাঁর করুণায় প্রবেশ করাতে পারেন যাকে খুশী—যদি (বিশ্বাসীরা ও অবিশ্বাসীরা) স্পষ্টভাবে বিচ্ছিন্ন থাকতো তবে তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী তাদের আমি কঠিন শাস্তি দিতাম।
২৬ যারা অবিশ্বাসী যখন তারা তাদের অন্তরে পোষণ করলো এক-গুঁয়েমি—অজ্ঞতার যুগের একগুঁয়েমি—তখন আল্লাহ্‌ তাঁর সান্ত্বনা অবতীর্ণ করলেন তাঁর বাণীবাহক আর বিশ্বাসীদের উপরে, আর তাদের দিয়ে পালন করালেন সীমারক্ষার বাণী, আর এতে তাদের অধিকার ছিল আর এর যোগ্য তারা ছিল; আর আল্লাহ্‌ সব বিষয়ে জানেন।

২৭ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ তাঁর বাণীবাহকের প্রতি স্বপ্ন সত্য প্রতিপন্ন করেছেন; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হ'লে তোমরা পবিত্র

---

* হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত মান্য করতে মুসলমানেরা খুব ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন।

মসজিদে প্রবেশ করবে নিরাপদে, কেউ মস্তক মুণ্ডন ক'রে কেউ তাদের চুল কেটে, নির্ভয় হ'য়ে : কিন্তু, তিনি জানেন যা তোমরা জানো না, সেজন্য তার পূর্বে একটি নিকটবর্তী বিজয় তিনি ঘটিয়েছেন।

২৮ তিনি তাঁর বাণীবাহককে পাঠিয়েছেন পথনির্দেশসহ আর সত্যধর্ম-সহ যেন তিনি (আল্লাহ্‌) একে (এই ধর্মকে) সমগ্র ধর্মের উপরে বিজয়ী করতে পারেন আর সাক্ষীরূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

২৯ মোহম্মদ আল্লাহ্‌র বাণীবাহক, আর যারা তাঁর সঙ্গে আছে তারা অবিশ্বাসীদের প্রতি অনমনীয় আর নিজেদের (লোকদের) মধ্যে করুণহৃদয় ; তুমি দেখবে তারা মাথা নত করছে, সেজদা করছে, আল্লাহ্‌র কৃপা ও সন্তোষ কামনা ক'রে ; তাদের চিহ্ন রয়েছে তাদের কপালের উপরে সেজদা করার চিহ্ন, তাদের এই বর্ণনা তওরাতে, তাদের (এই) বর্ণনা ইঞ্জিলে—বপন করা শস্যের মতো যা তার অঙ্কুর উদ্‌গত করে, তা পুষ্ট ও সবল হয়, আর তার কাণ্ডের উপরে ভর ক'রে দাঁড়ায় বপনকারীদের আনন্দবর্ধন ক'রে—যেন তার দ্বারা তিনি (আল্লাহ্‌) ক্ষুব্ধ করতে পারেন অবিশ্বাসীদের। যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের জন্য অঙ্গীকার করছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

* হযরত স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি ও তাঁর অনুবর্তীরা হজ করছেন। এই স্বপ্নকে সত্য জ্ঞান ক'রে তিনি প্রায় দেড় হাজার শিষ্যসহ মক্কার অভিমুখে রওনা হন ও মক্কার অদূরে হোদায়বিয়ায় উপনীত হন। হোদায়বিয়ায় যে সন্ধি হয় সেই সন্ধির শর্তানুসারে সে বৎসর তাঁদের হজ করা বন্ধ থাকে। কিন্তু হজ না ক'রে হযরত ওমর ফিরতে রাজী হন না। তাঁকে ও অন্যান্য মুসলমানকে বোঝানো হয় এই বাণীর দ্বারা।

আল্-হুজুরাত

[আল্-হুজুরাত —বাসগৃহসমূহ কোর্‌আন শরীফের ৪৯ সংখ্যক সূরা। এর চতুর্থ আয়াতে এই শব্দটি আছে। এটি অবতীর্ণ হয় হিজরী নবম বৎসরে যখন ভব্য আচরণে অনভ্যস্ত বহু উপজাতি হযরতের বশ্যতা স্বীকার করতে আসে।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ হে বিশ্বাসিগণ, আগ বাড়াবে না আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সামনে আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

২ হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু ক'রো না নবীর কণ্ঠস্বরের উপরে, আর তাঁর সঙ্গে উঁচু গলায় কথা ব'লো না যেমন তোমরা পরস্পরের সঙ্গে উঁচু গলায় বলো, পাছে তোমাদের কাজ বৃথা হয়; আর তোমরা সে বিষয়ে বেখেয়াল।

৩ নিঃসন্দেহ যারা তাদের স্বর নিচু করে আল্লাহ্‌র রসুলের সামনে, এরাই তারা যাদের হৃদয় আল্লাহ্ পরীক্ষা করেছেন সীমা রক্ষার জন্য; তাদের জন্য আছে ক্ষমা আর সুমহৎ প্রাপ্য।

৪ যারা তোমাকে ডাকে বাসগৃহগুলোর পেছনে থেকে, তাদের অনেকের কোনো বুদ্ধি নেই।

৫ আর যদি তারা ধৈর্য ধরে যে পর্যন্ত না তুমি তাদের কাছে বেরিয়ে আসো, তবে নিঃসন্দেহ তা তাদের জন্য বেশি ভালো; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

৬ হে বিশ্বাসিগণ যদি কোনো সীমা অতিক্রমকারী তোমাদের কাছে সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তা বিচার ক'রে দেখো, পাছে তোমরা

লোকেদের ক্ষতি করো অজ্ঞানে তার পর দুঃখ করো যা করেছ
সেজন্য।

৭ আর জেনো যে তোমাদের মধ্যে আছেন আল্লাহ্‌র রসুল; তিনি
যদি বহু বিষয়ে তোমাদের অনুবর্তী হন তবে তোমরা নিঃসন্দেহ
বিপদে পড়বে, কিন্তু আল্লাহ্‌ ধর্মবিশ্বাসকে তোমাদের প্রিয়
করেছেন আর তোমাদের হৃদয়ে আকর্ষণীয় করেছেন, আর তিনি
তোমাদের বিতৃষ্ণাজনক করেছেন অবিশ্বাস আর সীমালঙ্ঘন আর
বিদ্রোহ। এরাই তারা যারা যথার্থভাবে চালিত—

৮ আল্লাহ্‌র দান-প্রাচুর্যে ও অনুগ্রহে; আর আল্লাহ্‌ জ্ঞাতা, জ্ঞানী।

৯ আর যদি বিশ্বাসীদের দুইদল বিবাদ করে, তাদের মধ্যে শান্তি-
স্থাপন করো, কিন্তু যদি তাদের একদল অপর দলের প্রতি অন্যায়
করে—তার সঙ্গে যুদ্ধ করো যে অন্যায় করে যে পর্যন্ত না তারা
ফেরে আল্লাহ্‌র নির্দেশে। তার পর যদি তারা ফেরে তবে
শান্তিস্থাপন করো সুবিচারের সঙ্গে আর ন্যায়সঙ্গত ভাবে।
নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ভালোবাসেন ন্যায়-আচরণকারীদের।

১০ নিঃসন্দেহ বিশ্বাসীরা (পরস্পরের) ভাই, সেজন্য শান্তি স্থাপন
করো তোমাদের ভাইদের মধ্যে, আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা
করো যেন তোমরা করুণা লাভ করতে পারো।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ হে বিশ্বাসিগণ, একদল অন্যদলকে উপহাস না করুক, হতে পারে
তারা তাদের চাইতে ভালো, আর নারীরা অন্য নারীদের উপহাস
না করুক, হতে পারে তারা তাদের চাইতে ভালো, আর
তোমাদের নিজেদের লোকদের নিন্দা ক'রো না আর অবজ্ঞাজনক-
ভাবে পরস্পরের নাম উল্লেখ ক'রো না; বিশ্বাস বরণের পরে
অবজ্ঞাজনক নাম মন্দ, আর যে কেউ না ফেরে, এরাই তারা
যারা অন্যায়কারী।

১২ হে বিশ্বাসিগণ, সন্দেহ যথাসম্ভব এড়িয়ে যাও, কেন না নিঃসন্দেহ কোনো কোনো সন্দেহ অপরাধ, আর গুপ্তচর হ'য়ো না, আর তোমাদের কেউ পরোক্ষে অপরের নিন্দা না করুক। তোমাদের কেউ কি চায় তার মৃত ভাইয়ের মাংস খাবে? কিন্তু তোমরা তা ঘৃণা করো। আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ বার বার ফেরেন (করুণায়) কৃপাময়।

১৩ হে জনগণ, নিঃসন্দেহ তোমাদের আমি সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে, আর তোমাদের জাতি ও পরিবার করেছি যেন তোমরা পরস্পরকে জানতে পারো। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের মধ্যে সব চাইতে সম্মানিত সে যে সব চাইতে ভালো সীমারক্ষাকারী। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ বিজ্ঞ, ওয়াকিফহাল।

১৪ যাযাবর আরবরা বলে: আমরা বিশ্বাস করি। বলো: তোমরা বিশ্বাস করো না কিন্তু বলো: আমরা আত্মসমর্পণ করি; আর ধর্মবিশ্বাস এখনও তোমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে নি, আর যদি তোমরা আল্লাহ্‌র ও তাঁর রসুলের অনুবর্তী হও তিনি তোমাদের কাজের (পুরস্কারের) কিছুই কমাবেন না, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

১৫ তারাই (প্রকৃত) বিশ্বাসী যারা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে আর তাঁর রসুলে, তার পর তারা সন্দেহ করে না আর আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে তাদের ধনসম্পত্তি ও জীবন দিয়ে; এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ।

১৬ বলো: তোমরা কি আল্লাহ্‌কে শেখাবে তোমাদের ধর্ম যখন আল্লাহ্‌ জানেন যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু পৃথিবীতে? আর আল্লাহ্‌ জ্ঞাতা সব কিছুর।

১৭ তারা যে আত্মসমর্পণ করেছে তাতে তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছে (এই তারা ভাবে)। বলো: তোমাদের আত্মসমর্পণ

আমার প্রতি অনুগ্রহ ভেবো না, না—আল্লাহ্‌ তোমাদের অনুগ্রহ
করেছেন যেহেতু তোমাদের চালিত করেছেন বিশ্বাসে যদি
তোমরা সত্যপরায়ণ হও।
১৮ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ জানেন আকাশে ও পৃথিবীতে যা অদৃশ্য,
আর আল্লাহ্‌ দেখেন তোমরা যা করো।

কাফ

[কাফ কোর্‌আন শরীফের ৫০ সংখ্যক সূরা—সূরার সূচনায় এই অক্ষরটি আছে।

এটিকে কেউ কেউ বলেছেন প্রাথমিক মক্কীয়। কেউ কেউ বলেছেন মধ্যমক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ কাফ—সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌। ভাবো গৌরবান্বিত কোর্‌আনের কথা।

২ না—তারা আশ্চর্য হয় যে তাদের কাছে এসেছে তাদের মধ্যে থেকে এক সতর্ককারী, সেজন্য অবিশ্বাসীরা বলে : এ এক অদ্ভুত ব্যাপার—

৩ কী, যখন আমরা মরে গেছি আর হয়েছি ধুলো! এ তো বহু দূর থেকে ফিরে আসা!

৪ আর আমি নিশ্চয় জানি পৃথিবী তাদের কি নিয়ে যায়, আর আমার কাছে আছে এক লেখন যা (লিখে) রাখে।

৫ না—তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল যখন তা তাদের কাছে এসেছিল, সেজন্য এখন তারা গোলমেলে দশায়।

৬ তারা কি তাদের উপরকার আকাশের দিকে তাকায় না—কেমন ক'রে আমি তা তৈরি করেছি আর তাকে শোভিত করেছি, আর তাতে নেই কোনো ফাঁক।

৭ আর পৃথিবী—তাকে আমি করেছি সমতল আর তাতে স্থাপন করেছি পাহাড়, আর তাতে আমি জন্মিয়েছি প্রত্যেক রকমের সুন্দর সুন্দর কত কি—

৮ দেখার জন্য, আর স্মারকরূপে প্রত্যেক বার-বার-ফেরা দাসের জন্য;

৯ আর আমি আকাশ থেকে অবতীর্ণ করি পুণ্য জল, তার পর তার
দ্বারা আমি বাড়িয়ে তুলি বাগান, আর শস্য যা কাটা হয়,
১০ আর দীর্ঘ খেজুর গাছ তাতে কাঁদিগুলো ঘনভাবে সাজানো
একের উপর আর—
১১ দাসদের জন্য জীবিকা ; আর এর দ্বারা আমি মৃত জমিতে প্রাণ-
সঞ্চার করি। এইভাবেই হবে মৃতদের পুনর্জীবন দান।
১২ তাদের পূর্বে (অন্যেরা) প্রত্যাখ্যান করেছিল, নূহ্-এর
লোকেরা, আর রাসের অধিবাসীরা, আর সামূদ,
১৩ আর আদ্, আর ফেরাউন, আর লূতের ভাইয়েরা,
১৪ আর বনের অধিবাসীরা, আর তুব্বার-র লোকেরা, সবাই
পয়গাম্বরদের প্রত্যাখ্যান করেছিল, সুতরাং আমার প্রতিশ্রুতি
সত্য হয়েছিল।
১৫ আমি কি ক্লান্ত হয়েছিলাম প্রথম সৃষ্টিকালে? তবুও তারা
সন্দেহে নতুন সৃষ্টি সম্বন্ধে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১৬ নিঃসন্দেহ আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি, আর আমি জানি তার
অন্তর তাকে কি মন্ত্রণা দেয়, আর আমি তার নিকটতর তার
ঘাড়ের শিরার চাইতে—
১৭ যখন দুইজন গ্রহণকারী গ্রহণ করে ডাইনে ব'সে ও বাঁয়ে ব'সে,
১৮ সে একটি কথা উচ্চারণ করে না যার জন্য নেই তার হাতের
কাছে এক প্রহরী।
১৯ আর মৃত্যুর মূর্ছা সত্যই আসবে, এই তাই যা তোমরা এড়াতে
চাইতে।
২০ আর শৃঙ্গধ্বনি হবে ; সেইই ভয়ের দিন।
২১ আর প্রত্যেক প্রাণ আসবে তার সঙ্গে এক চালক আর এক
সাক্ষী নিয়ে।

২২ নিঃসন্দেহ তোমরা এ সম্বন্ধে ছিলে বেখেয়াল; কিন্তু এখন আমি
তোমাদের থেকে তোমাদের আবরণ সরিয়ে দিয়েছি, সেজন্য
আজ তোমাদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।
২৩ আর তার সঙ্গী বলবে: এই আমার সঙ্গে তৈরি আছে।
২৪ তোমরা দুইজন জাহান্নামে ফেলো প্রত্যেক বিদ্রোহী
অকৃতজ্ঞকে—
২৫ ভালোর নিষেধকারীকে, সীমা-অতিক্রমকারীকে, সন্দেহ-
কারীকে—
২৬ যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে দাঁড় করায় অন্য উপাস্য, সেজন্য ফেলো
তাকে কঠিন শাস্তিতে।
২৭ তার সঙ্গী বলবে: হে আমাদের পালয়িতা, আমি তাকে
বিদ্রোহী করি নি, কিন্তু সে নিজেই ছিল ভ্রান্তিতে দূরগামী।
২৮ তিনি বলবেন: আমার সামনে বচসা ক'রো না যখন আমি
তোমাদের পূর্বেই সাবধান-বাণী দান করেছি:
২৯ আমার বাণী পরিবর্তিত হবে না আর আমি দাসদের প্রতি
আদৌ অন্যায়কারী নই।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৩০ সেদিন যখন আমি জাহান্নামকে বলবো: তুমি পূর্ণ হয়েছ?
আর সে বলবে: আরো আছে কি?
৩১ আর বেহেশ্‌ত্‌ তাদের নিকটবর্তী করা হবে যারা সীমারক্ষাকারী
—(তা) আর দূরে নয়:
৩২ এই তা যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল—প্রত্যেকের
জন্য যে বার বার ফেরে (আল্লাহ্‌র দিকে) রক্ষা করে (সীমা),
৩৩ যে করুণাময়কে ভয় করে গোপনে আর আসে একটি অনুতপ্ত
হৃদয় নিয়ে:
৩৪ এতে প্রবেশ করো শান্তিতে, এই স্থায়ী বাসের দিন।

৩৫ তারা তাতে পাবে যা তারা ইচ্ছা করে, আর আমার কাছে আছে আরো বেশি।

৩৬ আর কত পুরুষ আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি যারা ছিল তাদের চাইতে বেশি শক্তিশালী, ফলে বহু অঞ্চল তারা দখল করেছিল। (আজ তাদের জন্য) কোনো আশ্রয়স্থল আছে কি ?

৩৭ নিঃসন্দেহ এতে আছে স্মারক তার জন্য যার হৃদয় আছে, অথবা যে কান দেয় আর সে সাক্ষ্য বহন করে।

৩৮ আর নিঃসন্দেহ আমি আকাশ ও পৃথিবী আর তাদের মধ্যে যা আছে সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে, আর কোনো ক্লান্তি আমাকে স্পর্শ করে নি।

৩৯ সেজন্য ধৈর্য ধরো তারা যা বলে তাতে, আর তোমার পালয়িতার প্রশংসা কীর্তন করো সূর্যোদয়ের পূর্বে আর (তার) অস্ত-গমনের পূর্বে।

৪০ আর রাত্রে তাঁর মহিমা কীর্তন করো, আর সেজদা করার পরে।

৪১ আর শোনো সেইদিন যখন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে একটি কাছের জায়গা থেকে ;

৪২ যে দিন তারা সত্যই ঘোষণা শুনবে সেইদিন (কবর থেকে) বেরিয়ে আসার দিন।

৪৩ নিশ্চয় আমি জীবন দিই আর মৃত্যু ঘটাই, আর আমারই কাছে শেষ আসা—

৪৪ যেদিন পৃথিবী ছিন্নভিন্ন হবে তাদের দ্রুত আসায়—সেই একত্রিত হওয়া আমার জন্য সহজ।

৪৫ আমি ভালো জানি কি তারা বলে, আর তুমি তাদের উপরে জবরদস্তি করতে পারো না ; সেজন্য কোর্‌আনের সাহায্যে স্মরণ করাও তাকে যে আমার প্রতিশ্রুতিকে ভয় করে।

আয্-যারিয়াত্

[আয্-যারিয়াত্—যারা বিক্ষিপ্ত করে—কোর্আন শরীফের ৫১ সংখ্যক সূরা। এর প্রথম আয়াতে এই শব্দটি আছে। আল্লাহ্‌র করুণা তাঁর বিধানের ভিতর দিয়ে কেমন দিকে দিকে বিক্ষিপ্ত হয় এর প্রথম চার আয়াতে সেই কথা বলা হয়েছে মনে হয়।

এটি প্রাথমিক মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ ভাবো—যারা বিক্ষিপ্ত করে বিক্ষিপ্ততায়,

২ তার পর যারা ভার বহন করে (বৃষ্টির ভার),

৩ তার পর যারা ধীরে চলে যায় (সমুদ্রের উপর দিয়ে),

৪ তার পর যারা বিতরণ করে (কল্যাণ) আদেশক্রমে,

৫ নিঃসন্দেহ তা সত্য যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছে;

৬ আর নিঃসন্দেহ বিচার সুনিশ্চিত।

৭ ভাবো আকাশের কথা - বহু পথপূর্ণ:

৮ নিঃসন্দেহ তোমরা বহু মতের (সত্য সম্বন্ধে)।

৯ তাকে এর থেকে ফেরানো হয় যে এর প্রতি বিমুখ।

১০ মরুক মিথ্যাবাদীরা

১১ যারা গহ্বরে—বেখেয়াল!

১২ তারা জিজ্ঞাসা করে: বিচারের দিন কখন?

১৩ সেইদিন যেদিন তারা শাস্তি পাবে আগুনে।

১৪ স্বাদ গ্রহণ করো তোমাদের অত্যাচারের; এইই তাই যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে।

১৫ নিঃসন্দেহ যারা সীমারক্ষা করে তারা স্থান পাবে বেহেশ্‌তে আর ফোয়ারায়—

১৬ গ্রহণ করে যা তাদের পালয়িতা তাদের দেন, নিঃসন্দেহ পূর্বে তারা ছিল সৎকর্মশীল.

১৭ রাত্রে তারা ঘুমোতো অল্পই ;

১৮ আর প্রভাতে তারা চাইত ক্ষমা ;

১৯ আর তাদের ধনসম্পদের একটি অংশে হক ছিল তার যে ভিক্ষুক আর তার যে বঞ্চিত।

২০ আর পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে তাদের জন্য যারা নিঃসন্দেহ,

২১ আর তোমাদের অন্তরেও, তবে তোমরা দেখবে না ?

২২ আর আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবিকা, আর যার ভয় তোমাদের দেখানো হয়েছে।

২৩ আর আকাশ ও পৃথিবীর পালয়িতার শপথ ! নিঃসন্দেহ এ সত্য, এমন কি যেমন তোমরা কথা বলো।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২৪ ইব্রাহিমের সম্মানিত অতিথিদের সম্বন্ধে সংবাদ তোমার কাছে এসেছে কি ?

২৫ যখন তারা তাঁর কাছে এলো তারা বললে : শান্তি। তিনি বললেন : শান্তি : (ভাবলেন) অপরিচিত লোক।

২৬ তার পর তিনি গেলেন তাঁর পরিজনদের কাছে, আর তারা আনলো একটি মোটা (ঝল্‌সানো) বাছুর।

২৭ আর তিনি তা রাখলেন তাদের সামনে ; বললেন : কি, তোমরা খাবে না ?

২৮ সুতরাং তাদের সম্বন্ধে তাঁর মনে ভয়ের সঞ্চার হোলো। তারা বললে : ভয় ক'রো না। আর তারা তাঁকে দিলে এক জ্ঞানবান পুত্রের সংবাদ।

২৯ তখন তাঁর স্ত্রী সামনে এলেন দুঃখার্ত হয়ে, আর তিনি তাঁর মুখে আঘাত করে বললেন : এক বাঁজা বুড়ী।

৩০ তারা বললে : এইই বলেছেন আমাদের পালয়িতা, নিঃসন্দেহ তিনি জ্ঞানী, ওয়াকিফহাল।

সপ্তবিংশ খণ্ড

৩১ তিনি বললেন : কি তোমাদের কাজ হে ফেরেশ্‌তাগণ ?

৩২ তারা বললে : নিশ্চিতই আমরা প্রেরিত হয়েছি এক অপরাধী দলের প্রতি ;

৩৩ যেন আমরা তাদেব উপরে বর্ষণ করতে পাবি কাদার পাথর ;

৩৪ (আমরা) চিহ্নিত তোমার পালয়িতার দ্বাবা সীমা অতিক্রম-কারীদের (ধ্বংসের) জন্য।

৩৫ তার পর আমি উদ্ধার করেছিলাম তাদের মধ্যে যারা ছিল বিশ্বাসী,

৩৬ কিন্তু আমি তাদের মধ্যে পাই নি আত্ম-সমর্পণকারী একটি পরিবার ব্যতীত।

৩৭ আর আমি সেখানে রেখেছিলাম একটি নিদর্শন তাদের জন্য যারা ভয় করে কঠিন শাস্তির।

৩৮ আর মূসায় (আছে একটি নিদর্শন) যখন আমি তাঁকে ফেরাউনেব কাছে পাঠিয়েছিলাম স্পষ্ট কর্তৃত্ব দিয়ে ;

৩৯ কিন্তু সে ফিরে গিয়েছিল তার সৈন্যদলসহ আর বলেছিল : একজন জাদুকর, অথবা একজন পাগল।

৪০ সেজন্য আমি ধরেছিলাম তাকে আর তার সৈন্যদলকে ; আর তাদের নিক্ষেপ করেছিলাম সমুদ্রে—আর সে ছিল দোষী।

৪১ আর আদ্‌ জাতিতে (রয়েছে একটি নিদর্শন)—যখন আমি তাদের উপরে পাঠিয়েছিলাম ধ্বংসের ঝড়।

৪২ তা কিছুই রেখে দেয় নি যার উপরে প্রবাহিত হয়েছিল, আর সব করেছিল যেন ছাই।

৪৩ আর সামূদ জাতিতে—যখন তাদের বলা হয়েছিল : জীবন উপভোগ করো কিছুকাল।

৪৪ কিন্তু তারা বিদ্রোহ করেছিল তাদের পালয়িতার আদেশ সম্পর্কে, সেজন্য ঘর্ঘর ধ্বনি তাদের ধরেছিল যখন তারা চেয়ে দেখছিল।

৪৫ আর তারা পারে নি উঠে দাঁড়াতে, নিজেদের রক্ষাও করতে পারে নি।

৪৬ আর পূর্ববর্তী নূহ্-এর লোকেরা—নিঃসন্দেহ তারা ছিল এক সীমা অতিক্রমকারী জাতি।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৪৭ আর আমি আকাশ সৃষ্টি করেছি শক্তির দ্বারা, আমি তার বিশাল বিস্তারের নির্মাতা।

৪৮ আর আমি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি—কত সদয় (তার) বিস্তারকারী।

৪৯ আর সব কিছু আমি সৃষ্ট করেছি জোড়ায় জোড়ায়, যেন তোমরা স্মরণ করতে পারো।

৫০ সেজন্য সত্বর আশ্রয় নাও আল্লাহ্‌তে ; নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে তাঁর কাছ থেকে একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

৫১ আর আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য উপাস্য দাঁড় করাবে না ; নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের কাছে তাঁর কাছ থেকে একজন স্পষ্ট সতর্ক-কারী।

৫২ এইভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে কোনো বাণীবাহক আসেন নি যখন তারা না বলেছিল : জাদুকর, অথবা একজন পাগল।

৫৩ এ কি তারা একে অন্যকে উত্তরাধিকারের মতো দিয়ে গেছে না—তারা সীমা অতিক্রমকারী লোক।

৫৪ অতএব তাদের থেকে ফেরো কেন না তুমি নির্দোষ,

৫৫ আর সতর্ক করো, কেন না সতর্ক করা বিশ্বাসীদের উপকার
করে।

৫৬ আর আমি জিনজাতি ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করি নি আমার
উপাসনা করার জন্য ভিন্ন।

৫৭ আমি তাদের কাছে থেকে চাই না কোনো জীবিকা আর চাই
না যে তারা আমাকে খাওয়াবে।

৫৮ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ জীবিকাদাতা, অক্ষুণ্ণ শক্তির অধীশ্বর।

৫৯ অতএব যারা অন্যায়কারী, নিঃসন্দেহ তাদের জন্য আছে এক
মন্দ দিন, সেই মন্দ দিনের মতো (যা অতীতে এসেছিল) তাদের
তুল্যদের জন্য, সেজন্য তা ত্বরান্বিত করতে তারা আমাকে না
বলুক।

৬০ সেজন্য দুর্ভাগ্য তারা যারা অবিশ্বাস করে—তাদের সেই দিনের
জন্য যার ভয় তাদের দেখানো হয়েছে।

আত্-তুর

[কোর্আন শরীফের ৫২ সংখ্যক সূরা আত-তূর—পাহাড়।
এটি প্রাথমিক মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ ভাবো পাহাড়ের কথা,
২ আর লিখিত গ্রন্থ
৩ এক প্রসারিত লেখ্যে,
৪ আর যে গৃহ পরিদর্শন করা হয়।
৫ আর সুউন্নত ছাদ,
৬ আর পরিপূর্ণ রাখা সমুদ্র
৭ নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতার শাস্তি সুনিশ্চিত ;
৮ কেউ নেই যে তা এড়াতে পারে।
৯ যেদিন আকাশ এক পার্শ্ব থেকে অন্য পার্শ্ব পর্যন্ত আন্দোলিত হবে,
১০ আর পাহাড়রা চলে যাবে ত্বরিতে,
১১ তবে সেইদিন হতভাগ্য প্রত্যাখ্যানকারীরা—
১২ যারা বৃথা বাক্যালাপে খেলা করে—
১৩ সেইদিন যেদিন তাদের ধাক্কা দিয়ে ফেলা হবে জাহান্নামের আগুনে।
১৪ এই সেই আগুন যা তোমরা মিথ্যা বলতে,
১৫ এ তবে কি জাদু ? না, তোমরা দেখছ না ?
১৬ তবে এতে ঢোকো, সহ্য করো ধৈর্যের সঙ্গে অথবা সহ্য না করো ধৈর্যের সঙ্গে, একই তা তোমাদের জন্য ; তোমাদের প্রতিদান

দেওয়া হবে যা করেছ শুধু তার জন্য।

১৭ নিঃসন্দেহ যারা সীমারক্ষাকারী, তারা থাকবে বেহেশ্‌তে ও আনন্দে—

১৮ সুখী তাদের পালয়িতা তাদের যা দিয়েছেন তার জন্য আর যেহেতু তাদের পালয়িতা তাদের থেকে দূর করেছেন দোযখের আগুনের শাস্তি।

১৯ খাও আর পান করো সুখে, যা করেছিলে তার জন্য—

২০ হেলান দিয়ে বসে সারি সারি সিংহাসনের উপরে, আর আমি তাদের সম্মিলিত করবো আযতলোচনাদের সঙ্গে।

২১ আর যারা বিশ্বাস করে আর তাদের সন্তানরা তাদের অনুবর্তী হয় বিশ্বাসে, আমি তাদের সম্মিলিত করবো তাদের সন্তানদের সঙ্গে, আর আমি তাদের কাজের কিছুই তাদের জন্য কমিয়ে দেবো না—প্রত্যেক লোক খাতক যা সে অর্জন করেছে তার জন্য।

২২ আর তাদের আমি সরবরাহ করবো ফল ও মাংস যা তারা ইচ্ছা করে।

২৩ তারা তাতে একটি পাত্র একজনের থেকে অন্যজনে ফেরাবে, যাতে থাকবে না বৃথা কিছু অথবা পাপ।

২৪ আর তাদের চারিদিকে ঘুরবে তাদের (বেহেশ্‌তী) ভৃত্যরা, যেন তারা লুকোনো মুক্তা।

২৫ তাদের কেউ কেউ অপরদের দিকে এগিয়ে যাবে পরস্পরকে প্রশ্ন করে,

২৬ এই বলে: নিঃসন্দেহ পূর্বে আমাদের পরিজনদের জন্য আমরা ভীত ছিলাম।

২৭ কিন্তু আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন আর আমাদের রক্ষা করেছেন উত্তপ্ত বাতাসের শাস্তি থেকে,

২৮ নিঃসন্দেহ আমরা তাঁকে ডেকেছিলাম পূর্বে, নিঃসন্দেহ তিনি সদয় কৃপাময়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২৯ সেজন্য স্মরণ করাও কেন না তোমার পালয়িতার অনুগ্রহে তুমি গণক নও, পাগলও নও।

৩০ অথবা তারা কি বলে : একজন কবি—যার জন্য আমরা সময়ের দুর্ঘটনার অপেক্ষায় থাকতে পারি।

৩১ বলো : অপেক্ষা করো, কেন না নিশ্চয় তোমাদের মতো আমিও তাদের দলের যারা অপেক্ষা করছে।

৩২ তাদের বুদ্ধি কি তাদের বলে এই করতে ? অথবা তারা কি এক সীমা অতিক্রমকারী দল ?

৩৩ অথবা তারা কি বলে : সে এটি তৈরি করেছে ? না— তারা বিশ্বাস করে না।

৩৪ তবে তারা আনুক এর মতো বাণী যদি তারা সত্যবাদী হয়।

৩৫ অথবা তারা কি সৃষ্ট হয়েছিল কিছুই না থাকা থেকে, অথবা তারা কি সৃষ্টিকর্তা ?

৩৬ অথবা তারা কি সৃষ্টি করেছিল আকাশ ও পৃথিবী ? না—তারা নিশ্চিত নয়।

৩৭ অথবা তাদের কাছে কি আছে তোমাদের পালয়িতার ধনভাণ্ডার অথবা তাদের কি দেওয়া হয়েছে (তার) কর্তৃত্ব ?

৩৮ অথবা তাদের কি আছে কোনো সিঁড়ি যার সাহায্যে তারা বাইরে থেকে শোনে ? তবে তাদের শ্রোতা আনুক স্পষ্ট নির্দেশ।

৩৯ অথবা তাঁর কি আছে কন্যা আর তোমাদের আছে পুত্র ?

৪০ অথবা তুমি (মোহম্মদ) তাদের কাছে কি চাও মজুরি যার ফলে তারা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে ?

৪১ অথবা অদৃশ্য কি তাদের সামনে যার ফলে তারা তা লিখে ফেলে?

৪২ অথবা তারা কি চক্রান্ত করতে চায়? কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে তারা চক্রান্তে পড়বে।

৪৩ অথবা তাদের কি উপাস্য আছে আল্লাহ্ ভিন্ন? আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তিত হোক তারা যা দাঁড় করায় তার উর্ধ্বে।

৪৪ আর যদি তারা দেখতো আকাশের এক টুকরো ভেঙে পড়েছে, তারা বলতো : স্তূপ-করা মেঘ।

৪৫ সেজন্য তাদের ছেড়ে দাও যে পর্যন্ত না তারা তাদের সেইদিন দেখে যাতে হতভম্ব হবে—

৪৬ সেইদিন যেদিন তাদের ফন্দি তাদের কাজে আসবে না, তাদের সাহায্যও করা হবে না।

৪৭ আর নিঃসন্দেহ যারা অন্যায়কারী তাদের জন্য আছে এক বড় শাস্তি; কিন্তু তাদের অনেকে জানে না।

৪৮ আর ধৈর্য ধারণ করো তোমার প্রভুর হুকুম সম্বন্ধে, কেন না নিঃসন্দেহ তুমি আমার চোখের সামনে,আর তোমার পালয়িতার প্রশংসা কীর্তন করো যখন উঠে দাঁড়াও,

৪৯ আর রাত্রেও তাঁর মহিমা কীর্তন করো, আর নক্ষত্রদের অস্ত-গমন কালে।

আন্-নজ্‌ম্

[আন্‌—নজ্‌ম্‌-নক্ষত্র—কোর্‌আন শরীফের ৫৩ সংখ্যক সূরা। এর প্রথম আয়াতে এই শব্দটি আছে।

এটি প্রাথমিক মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ ভাবো নক্ষত্রের কথা যখন তা অস্ত যায়;

২ তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট নন, প্রবঞ্চিতও নন,

৩ আর তিনি (নিজের) কামনা থেকে কথা বলেন না।

৪ এ আর কিছু নয় প্রত্যাদেশ ব্যতীত যা প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে,

৫ যা তাঁকে শিখিয়েছে এক প্রবল শক্তির অধিকারী, *

৬ একজন বীর্যবন্ত, তার পর সে স্পষ্ট দৃশ্যমান হয়েছিল,

৭ তার পর সে ছিল চক্রবালের উচ্চতম স্থানে।

৮ তার পর সে কাছে এসেছিল আর অবতরণ করেছিল

৯ যে পর্যন্ত না সে ছিল দুই ধনুক দূরে অথবা তার চাইতে কাছে,

১০ আর তিনি প্রত্যাদিষ্ট করেছিলেন তাঁর দাসকে যা প্রত্যাদিষ্ট করেছিলেন।

১১ হৃদয় মিথ্যা বলে নি যা তা দেখেছিল (সে সম্বন্ধে),

১২ তবে তোমরা কি তার সঙ্গে বিতর্ক করবে যা সে দেখেছিল সে সম্বন্ধে ?

১৩ আর নিঃসন্দেহ সে তাকে দেখেছিল অন্য এক সময়ে †

১৪ দূরতম সীমার সিদ্‌রা ‡ গাছের কাছে

* জিব্রিল

† সাধারণতঃ ভাবা হয় মে'রাজের সময়ে।

‡ সিদ্‌রা ছায়াতরু, আমাদের দেশের বটগাছের মতো।

১৫ যার কাছে আছে বাগান, লোকদের আশ্রয় নেবার জায়গা।
১৬ যখন যা ঢেকে দেয় তা সিদ্‌রা গাছকে ঢেকে দিয়েছিল—
১৭ চোখ তখন ফেরে নি, আর সীমা অতিক্রম করে নি।
১৮ নিঃসন্দেহ সে দেখেছিল তার পালয়িতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।
১৯ তবে তুমি লাত্‌ আর উয্‌যার কথা * ভেবেছ ?
২০ আর মানাত, যেটি তৃতীয়, অন্যটি ?
২১ তোমাদের জন্য ছেলে আর তাঁর জন্য মেয়ে ?
২২ এ অসঙ্গত বিভাগ।
২৩ তারা নাম ভিন্ন আর কিছু নয় তোমরা সে সব নাম দিয়েছ, তোমরা ও তোমাদের পিতাপিতামহরা আল্লাহ্‌ ; তাদের জন্য অবতীর্ণ করেন নি কোনো নির্দেশ। তারা আর কিছুর অনুসরণ করে না অনুমাণ আর কামনা ব্যতীত যা তাদের অন্তর চায়। আর নিঃসন্দেহ পথপ্রদর্শন তাদের কাছে এসেছে তাদের পালয়িতা থেকে।
২৪ অথবা মানুষ কি তাই পাবে যা সে কামনা করে ?
২৫ কিন্তু আল্লাহ্‌রই শেষ ও সূচনা।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২৬ আর কত ফেরেশ্‌তা আছে আকাশে যার সুপারিশে আদৌ কাজ দেয় না—আল্লাহ্‌র অনুমতি দানের পরে ব্যতীত—তাকে যাকে তিনি ইচ্ছা করেন আর যার প্রতি তিনি প্রসন্ন।
২৭ নিঃসন্দেহ যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তারা ফেরেশ্‌তাদের নাম দেয় মেয়েদের নাম।
২৮ আর এই বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই ; তারা অনুমান ভিন্ন

* প্রাচীন আরবদের দুই প্রতিমার নাম। মানাতও তাদের এক প্রতিমার নাম।

আর কিছুর অনুসরণ করে না, আর নিশ্চয় অনুমান সত্যের বিরুদ্ধে কোনো কাজে আসে না।

২৯ সেজন্য তার দিক থেকে ফেরো যে আমার স্মারক থেকে ফিরে যায় আর সংসারের জীবন ভিন্ন আর কিছু চায় না।

৩০ এই তাদের জ্ঞানের সমষ্টি; নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা ভালো জানেন তাকে যে তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয় আর তিনি ভালো জানেন তাকে যে ঠিক পথে চলে।

৩১ আর আল্লাহ্‌রই যা আছে আকাশে আর যা আছে পৃথিবীতে যেন তিনি প্রতিদান দিতে পারেন তাদের যারা মন্দ কাজের মন্দ করে আর তাদের যারা ভালো কাজ করে ভালো ভাবে।

৩২ যারা নিজেদের রক্ষা করে বড় পাপ ও অশালীনতা থেকে—(সেসবের) সম্মুখীন হওয়া ভিন্ন—(তাদের জন্য) নিঃসন্দেহ তোমার প্রভুর ক্ষমা অশেষ। তিনি তোমাদের ভালো জানেন যখন থেকে তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে আর যখন তোমরা লুকোনো ছিলে মাতৃজঠরে। সেজন্য নিজেদের প্রতি পবিত্রতার আচরণ করো না। তিনি ভালো জানেন তাকে যে সীমা রক্ষা করে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৩৩ তবে তাকে কি দেখেছ যে ফিরে যায়?

৩৪ সে একটু দেয়, তার পর কৃপণতা করে।

৩৫ তার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যার ফলে সে দেখতে পারে?

৩৬ অথবা, তাকে কি সংবাদ দেওয়া হয় নি মূসার গ্রন্থে কি আছে?

৩৭ আর ইব্রাহিমের—যিনি পূর্ণাঙ্গতা দিয়েছিলেন (এই শিক্ষার):

৩৮ কোনো ভারবাহী অন্যের বোঝা বহন করবে না,

৩৯ আর মানুষের কিছুই লাভ হবে না তা ভিন্ন যার জন্য সে প্রয়াসী হয়েছে।

৪০ আর তার প্রয়াস অচিরে দৃষ্টিগোচর হবে ;

৪১ তাহলে সে তার প্রাপ্য পাবে পুরোপুরি ;

৪২ আর এই তোমার প্রভুর দিকে লক্ষ্য ;

৪৩ আর তিনিই (লোকদের) হাসান আর তিনিই (তাদের) কাঁদান,

৪৪ আর তিনিই মৃত্যু ঘটান আর জীবন দেন ;

৪৫ আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন যুগল — নর ও নারী ;

৪৬ বিন্দুপরিমাণ বীজ থেকে যখন তা বিন্যস্ত হয় ;

৪৭ আর তাঁর উপরেই দ্বিতীয়বার আনার ভার ;

৪৮ আর তিনিই সমৃদ্ধ করেন আর (সমৃদ্ধি ধারণ করতে দেন ;)

৪৯ আর তিনিই লুব্ধক নক্ষত্রের প্রভু ;

৫০ আর তিনি ধ্বংস করেছিলেন প্রাচীন কালের আদ্ জাতিকে;

৫১ আর সামূদকে—তিনি রেহাই দেন নি ;

৫২ আর পূর্বে নূহ-এর লোকেদের ; নিশ্চয় তারা ছিল অত্যন্ত অন্যায়কারী আর বিদ্রোহী ;

৫৩ আর তিন ধ্বংস করেছিলেন আল্-মুতাফিকাহ্

৫৪ ফলে তাদের ঢেকে দিয়েছিলেন যা ঢেকে দেয় (তাই দিয়ে) ।

৫৫ তোমাদের পালয়িতার কোন্ উপকার সম্বন্ধে বিতর্ক করবে ?

৫৬ এই (ব্যক্তি) প্রাচীনকালের সতর্ককারীদের একজন সতর্ককারী।

৫৭ নিকটের ঘটনা এগোচ্ছে,

৫৮ তা দূর করতে নেই কেউ আল্লাহ্ ভিন্ন।

৫৯ এই বিবৃতিতে তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ ?

৬০ আর তোমরা হাসবে—আর কাঁদবে না ?

৬১ যখন তোমরা আমোদ করছ ?

৬২ অতএব আল্লাহ্‌কে সেজদা করো, আর (তাঁর) বন্দনা করো।

---

* লূতের লোকদের গ্রামগুলির মা কি এই নাম ছিল।

আল্-কমর্

[আল্-কমর্— চন্দ্র—কোর্আন শরীফের ৫৪ সংখ্যক সূরা। এর প্রথম আয়াতে এই শব্দটি আছে। হযরতের ইঙ্গিতে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল এটি তাঁর সম্বন্ধে এক বিখ্যাত অলৌকিক ঘটনা। তবে যুক্তিবাদীরা বলেন, সে-সময়ে চন্দ্রগ্রহণের ফলে এমন একটি দৃশ্য লোকদের চক্ষুগোচর হয়েছিল।

এটি প্রাথমিক মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্-র নামে

১ সময় নিকটবর্তী হয়েছিল আর চাঁদ দ্বিখণ্ড হয়েছিল।

২ আর যদি তারা কোনো নিদর্শন দেখে তারা ফিরে যায় ও বলে : দীর্ঘস্থায়ী জাদু।

৩ তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল আর তাদের নিজেদের কামনার অনুসরণ করেছিল, আর প্রত্যেক ব্যাপার মীমাংসায় পৌঁছবে।

৪ আর নিঃসন্দেহ কিছু সংবাদ তাদের কাছে এসেছে যাতে আছে নিষেধ—

৫ সুপরিণত জ্ঞান—কিন্তু সতর্ককারীরা কাজে আসে না।

৬ সেজন্য তাদের থেকে ফেরো সেই দিনের জন্য যেদিন আহ্বানকারী তাদের আহ্বান করবে এক কঠিন ব্যাপারে—

৭ তাদের চোখ অবনত, বেরোচ্ছে তাদের কবর থেকে, যেন তারা ছড়িয়ে পড়া পঙ্গপাল,

৮ সত্বর যাচ্ছে আহ্বানকারীর কাছে। অবিশ্বাসীরা বলবে : এ বড় কঠিন দিন।

৯ তাদের পূর্বে নূহ্-এর লোকেরা প্রত্যাখ্যান করেছিল, এইভাবে তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আমার দাসকে আর (তাঁকে)

বলেছিল : পাগল ; আর তিনি প্রতিহত হয়েছিলেন।

১০ সেজন্য তিনি তাঁর পালয়িতাকে ডেকেছিলেন : আমি পরাভূত হয়েছি, অতএব সাহায্য দাও।

১১ তার পর আমি আকাশের দরজা খুলে দিয়েছিলাম বর্ষণশীল জলের সঙ্গে,

১২ আর দেশে জল বইয়ে দিয়েছিলাম ঝরনায়, তার ফলে জল পুঞ্জীভূত হয়েছিল নির্ধারিত পরিমাপ অনুযায়ী,

১৩ আর আমি তাঁকে তাতে বহন করেছিলাম যা ছিল তক্তা ও পেরেকের তৈরি ;

১৪ তা সঞ্চলিত হয়েছিল আমার চোখের সামনে—প্রতিদান তার জন্যে যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

১৫ আর নিঃসন্দেহ আমি তা রেখেছিলাম একটি নিদর্শনরূপে। কিন্তু কেউ কি আছে যে মনে করবে ?

১৬ তবে কেমন ছিল আমার শাস্তি আর সতর্ক-করা।

১৭ আর নিঃসন্দেহ কোর্‌আনকে আমি করেছি স্মরণের জন্য সহজ, কিন্তু কেউ কি আছে যে স্মরণ করবে ?

১৮ আদ্ প্রত্যাখ্যান করেছিল—অতএব কেমন হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্ক-করা ?

১৯ নিশ্চয় তাদের উপরে আমি পাঠিয়েছিলাম এক প্রচণ্ড ঝড় এক কঠিন দুর্দিনে—

২০ লোকেদের উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল যেন তারা ছিল ছিন্নমূল খেজুরের গুঁড়ি।

২১ তবে কেমন ছিল আমার শাস্তি আর সতর্ক-করা।

২২ আর নিঃসন্দেহ আমি কোর্‌আনকে করেছি স্মরণের জন্য সহজ, কিন্তু কেউ কি আছে যে স্মরণ করবে ?

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২৩ সামূদ সতর্ক করাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

২৪ সুতরাং তারা বলেছিল : কী—আমাদের মধ্যেকার একজন মানুষ, তাকে অনুসরণ করবো ? তবে নিশ্চয় আমরা ভুলে আর বিপদে পড়বো—

২৫ স্মারক তবে আমাদের মধ্যে তার উপরেই এসে পড়লো ! না—সে এক নির্লজ্জ মিথ্যুক।

২৬ কাল তারা জানবে কে মিথ্যুক কে নির্লজ্জ।

২৭ নিশ্চয় আমি পাঠাচ্ছি উষ্ট্রীকে তাদের এক পরীক্ষার জন্য ; সেজন্য তাদের দেখো আর ধৈর্য ধারণ করো।

২৮ আর তাদের জানিয়ে দাও যে পানী তাদের মধ্যে (তাদের ও উষ্ট্রীর মধ্যে) ভাগ করা হবে, প্রত্যেক পানের সাক্ষী থাকবে।

২৯ কিন্তু তারা তাদের সঙ্গীকে ডেকেছিল, সে (তলোয়ার) নিয়েছিল আর তার পা কেটে দিয়েছিল।

৩০ তবে কেমন হয়েছিল আমার শাস্তিদান আর সাবধান করা।

৩১ নিঃসন্দেহ তাদের উপরে আমি পাঠিয়েছিলাম একটি মাত্র ধ্বনি, ফলে তারা হয়েছিল এক খোঁয়াড়-তৈরিকারকের (কাছে) শুক্‌নো ডালপালার মতো।

৩২ আর নিঃসন্দেহ আমি কোর্‌আনকে করেছি স্মরণের জন্য সহজ, কিন্তু কেউ কি আছে যে স্মরণ করবে ?

৩৩ লূতের লোকেরা সতর্ক করাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

৩৪ নিঃসন্দেহ তাদের উপরে আমি পাঠিয়েছিলাম এক পাথরবর্ষী ঝড়—লূতের অনুবর্তীরা ব্যতিরেকে ; তাদের আমি উদ্ধার করেছিলাম সূর্যোদয়ের কিছু পূর্বে—

৩৫ আমার কাছ থেকে এক অনুগ্রহ—এই ভাবেই আমি প্রতিদান দিই তাকে যে কৃতজ্ঞ।

৩৬ আর নিশ্চয় আমি তাদের সাবধান করেছিলাম আমার ভীষণ
পাকড়ানো সম্পর্কে, কিন্তু তারা সন্দেহ করেছিল আমার সতর্ক
করায়।

৩৭ এমন কি তারা তাঁর কাছে তাঁর অতিথিদের চেয়েছিল কুকর্মের
জন্য—আর আমি তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছিলাম : তবে
স্বাদ গ্রহণ করো আমার শাস্তির আমার সাবধান করার পরে।

৩৮ আর নিঃসন্দেহ নির্ধারিত শাস্তি তাদের উপরে পড়েছিল
প্রভাতে ;

৩৯ তবে স্বাদ গ্রহণ করো আমার শাস্তির আমার সাবধান করার
পরে।

৪০ আর নিশ্চয় আমি কোর্আনকে করেছি স্মরণের জন্য সহজ,
কিন্তু কেউ কি আছে যে স্মরণ করবে ?

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৪১ আর নিঃসন্দেহ সাবধান-বাণী এসেছিল ফেরাউনের লোকদের
কাছে।

৪২ তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আমার সব নির্দেশ, সেজন্য আমি
তাদের ধরেছিলাম মহাশক্তি ক্ষমতার অধিকারীর মতো।

৪৩ তোমাদের অবিশ্বাসীরা কি তাদের চাইতে ভালো, অথবা
তোমাদের জন্য ধর্মগ্রন্থে কিছু অব্যাহতি আছে কি ?

৪৪ অথবা তারা কি বলে : আমরা এক সৈন্যদল,পরস্পরকে সাহায্য
করার জন্য মিলিত ?

৪৫ শীগগিরই সৈন্যদল বিধ্বস্ত হবে আর তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে।

৪৬ না—সেই ক্ষণ তাদের জন্য প্রতিশ্রুত সময়, আর সেই সময়
হবে অতি ক্ষতিকর ও তিক্ত।

৪৭ নিশ্চয় অপরাধীরা ভ্রমে আর বিপদে।

৪৮ সেইদিন যখন তাদের মুখ ঘষড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে
আগুনে : স্বাদ গ্রহণ করো দোযখের ছোঁওয়ার !

৪৯ নিশ্চয় আমি সব-কিছু সৃষ্টি করেছি পরিমাপ অনুসারে।

৫০ আর আমার হুকুম একটি-যেন নিমেষপাত।

৫১ আর নিশ্চয় আমি তোমাদের তুল্যদের পূর্বেই ধ্বংস করেছি
কিন্তু কেউ কি আছে যে স্মরণ করবে ?

৫২ আর যা তারা করেছে সব (লিখিত) আছে লেখায় ;

৫৩ আর ছোটো আর বড় সব-কিছু লেখা হয়।

৫৪ নিঃসন্দেহ যারা সীমা রক্ষা করে তারা থাকবে বেহেশ্‌তে আর
নদীসমূহের মধ্যে—

৫৫ সত্যের আসনে, শক্তির অধিকারী রাজার সামনে।

আর-রহ্‌মান

[আর-রহ্‌মান—দয়াময়—কোর্‌আন শরীফের ৫৫ সংখ্যক সূরা—প্রাথমিক মক্কীয়। আর-রহ্‌মান ও আর-রহীম্ এই দুই শব্দ সম্বন্ধে সূরা ফাতেহার আলোচনা করা হয়েছে।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ দয়াময়,

২ শিখিয়েছেন কোর্‌আন।

৩ সৃষ্টি করেছেন মানুষকে,

৪ দিয়েছেন তাকে প্রকাশের ভাষা।

৫ সূর্য ও চন্দ্র চলেছে নির্দিষ্ট নিয়মে।

৬ আর তৃণ ও বৃক্ষরাজি করছে নতি (সেজদা)।

৭ আর আকাশকে করেছেন সুউন্নত, আর স্থাপন করেছেন (ন্যায়-অন্যায়ের) মানদণ্ড,

৮ যেন তোমরা লঙ্ঘন না করো সেই মানদণ্ড।

৯ আর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখো সেই মানদণ্ড নিষ্ঠার সঙ্গে, মাপে ক'রো না কমতি।

১০ আর ধরণীকে প্রসারিত করেছেন তিনি জীবের জন্য,

১১ আছে তাতে ফল আর গুচ্ছ সমেত খেজুরের গাছ,

১২ আর আছে শস্য—তুষ ও সুগন্ধ-যুক্ত।

১৩ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

১৪ গড়েছেন তিনি মানুষকে কাদা দিয়ে যেমন গড়া হয় কুম্ভকারের পাত্র।

১৫ আর 'জিন' জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তিনি অনলশিখা দিয়ে।

১৬ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার ?
১৭ পালয়িতা তিনি দুই পূর্বের আর পালয়িতা তিনি দুই পশ্চিমের ।*
১৮ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার ?
১৯ দুই প্রবহমান জলরাশিকে দিয়েছেন তিনি সম্মিলিত হতে,—
২০ আছে তাদের মধ্যে ব্যবধান যা তারা অতিক্রম করতে পারে না।
২১ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার ?
২২ দুই থেকেই আসে মুক্তা ও প্রবাল।
২৩ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার ?
২৪ আর তাঁরই যত সমুদ্রে ভাসমান পর্বততুল্য জাহাজ।
২৫ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার ?

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২৬ এর (ধরণীর) উপরে যা কিছু আছে পাবে লোপ,
২৭ আর থাকবে শুধু তোমার পালয়িতার আনন (সত্তা)—মহা-গৌরবান্বিত পরমসদয়
২৮ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার ?
২৯ আর প্রার্থনা করে তাঁরই কাছে যা কিছু আছে অন্তরীক্ষে ও ভূমণ্ডলে, নিয়ত বিরাজ করেন তিনি মহিমায়।
৩০ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার ?
৩১ অবিলম্বে আমি মীমাংসা করবো তোমাদের বিষয়ে হে সম্প্রদায়-দ্বয়।
৩২ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার ?
৩৩ হে 'জিন' জাতি ও মানবদল, যদি ক্ষমতা রাখো আকাশ ও

* শীতে ও গ্রীষ্মে সূর্যের উদয় ও অস্তগমনের বিভিন্ন স্থান সম্বন্ধে বলা হোলো।

পৃথিবীর সীমা থেকে বেরিয়ে যাবার তবে যাও বেরিয়ে, কিন্তু পারবে না বেরিয়ে যেতে (আমার) নির্দেশ ব্যতীত।

৩৪ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

৩৫ তোমাদের উভয়ের জন্য পাঠানো হবে আগুনের শিখা ও ধূম, তখন পারবে না তোমরা নিজেদের বাঁচাতে।

৩৬ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

৩৭ আর যখন আকাশ হবে দীর্ণ, হবে চামড়ার মতো লাল—

৩৮ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

৩৯ সেদিন জিজ্ঞাসা করা হবে না কোনো মানুষকে তার অপরাধ সম্বন্ধে, না কোনো 'জিন'কে।

৪০ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

৪১ অপরাধীদের সেদিন চেনা যাবে তাদের লক্ষণের দ্বারা, আর ধরা হবে তাদের চুলের ঝুঁটিতে ও পায়ে।

৪২ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

৪৩ এই সেই জাহান্নাম অপরাধীর দল যাকে মিথ্যা বলতো—

৪৪ ছুটোছুটি করবে তারা এর (আগুনের) আর টগবগ ক'রে ফোটা পানীর চারিদকে।

তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৪৬ আর যে ভয় রাখে তার প্রভুর সামনে দাঁড়াবার তার জন্য আছে দুইটি উদ্যান।

৪৭ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

৪৮ (সেই দুই উদ্যান) বহুশাখান্বিত।

৪৯ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

৫০ উভয়ে প্রবাহিত দুই প্রস্রবণ।

৫১ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

৫২ উভয়ে রয়েছে প্রত্যেক ফল জোড়ায় জোড়ায়।

৫৩ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

৫৪ (বেহেশ্ত্বাসীরা) তাকিয়া হেলান দিয়ে বসবে ফরাশে, তার ভিতরের আস্তরণ কারুখচিত রেশমের; আর দুই উদ্যানের ফল সব হাতের নাগালে।

৫৫ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

৫৬ সে সবের মধ্যে থাকবে নতনয়নাগণ—স্পর্শ করে নি তাদের এর পূর্বে মানুষ অথবা জিন্।

৫৭ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

৫৮ তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল।

৫৯ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

৬০ ভালোর পুরস্কার ভালো ভিন্ন আর কি হবে?

৬১ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

৬২ আর এই দুই ভিন্ন আছে আরো দুই উদ্যান।

৬৩ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

৬৪ দুইটিই গাঢ় সবুজ (প্রায় কালো)।

৬৫ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

৬৬ উভয়ের মধ্যে রয়েছে দুই উচ্ছলিত উৎস।

৬৭ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে

অস্বীকার ?

৬৮ উভয়ের মধ্যে আছে ফল আর খেজুর আর ডালিম।

৬৯ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার ?

৭০ সে সবের মধ্যে আছে কল্যাণী মনোরমাগণ।

৭১ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার ?

৭২ সুনয়না (হূর) তারা সুরক্ষিত তাঁবুর ভিতরে।

৭৩ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার ?

৭৪ স্পর্শ করে নি তাদের এর পূর্বে মানুষ বা জিন্।

৭৫ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার ?

৭৬ বসে আছে (তারা) সবুজ তাকিয়া হেলান দিয়ে মনোহর গালিচার উপরে।

৭৭ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার ?

৭৮ কল্যাণময় তোমার পালয়িতার নাম (যিনি) মহাগৌরবান্বিত পরমসদয়।

আল্-ওয়াকিয়াহ্

[আল্-ওয়াকিয়াহ্—ঘটনা—৫৬ সংখ্যক সূরা—প্রাথমিক মক্কীয়। এর কয়েকটি আয়াত মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছিল।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ যখন ঘটনা ঘটলো—

২ ঘটবেই যে তাতে ভুল নেই—

৩ (কাউকে) লাঞ্ছিত ক'রে (কাউকে) সম্মানিত ক'রে,

৪ যখন পৃথিবী আলোড়িত হবে বিষম আলোড়নে,

৫ আর পাহাড়গুলো হবে চূর্ণ-বিচূর্ণ—

৬ তারা হবে যেন বিক্ষিপ্ত ধূলি—

৭ আর তোমরা হবে তিন রকমের :

৮ (প্রথমে) ডানহাতের দিকের দল—কি হবে ডান হাতের দলের?

৯ আর (তার পর) বাঁ হাতের দল—কি হবে বাঁ হাতের দলের?

১০ আর যারা প্রথম তারা প্রথমই—

১১ এরাই তারা যাদের (আল্লাহ্‌র) নিকটে আনা হবে,

১২ আনন্দময় উদ্যানে,

১৩ আগেকার কালের দল থেকে সংখ্যায় অনেক,

১৪ আর অল্প কয়েকজন পরের কালের দল থেকে

১৫ কারুখচিত সিংহাসনে,

১৬ হেলান দিয়ে ব'সে পরস্পরকে সামনে ক'রে—

১৭ তাদের পরিচর্যা করবে চিরতরুণরা,

১৮ আবখোরা আর আবতারা আর নির্মল সুরাপাত্র (হাতে) নিয়ে—

১৯ তাদের শিরঃপীড়া হবে না তাতে, চৈতন্য বিলোপও হবে না,

২০ আর ফল যা তারা পছন্দ করবে,

২১ আর পাখীর গোশ্‌ত্‌ যা তারা চায়,

২২ আর (আছে) হূর (আয়তলোচনা মনোরমাগণ),

২৩ প্রচ্ছন্ন মুক্তার মতো—

২৪ তারা যা করতো তার পুরস্কারস্বরূপ।

২৫ সেখানে তারা শুনবে না কোনো বৃথা কথা অথবা পাপ কথা,

২৬ আর কিছুই না কেবল এই বাণী—শান্তি—শান্তি।

২৭ আর ডান হাতের দল, কি হবে ডান হাতের দিকের দলের ?

২৮ (স্থান পাবে) কণ্টকহীন বদরী তরুতলে,

২৯ থাকে থাকে সাজানো আছে কদলী ফল,

৩০ বিস্তৃত ছায়ায়,

৩১ আর পানী উছলে উঠছে,

৩২ আর ফল অপর্যাপ্ত,

৩৩ নাগালের বাইরে নয় নিষিদ্ধও নয়,

৩৪ আর উঁচু সিংহাসনে ;

৩৫ দেখো, তাদের আমি সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করেছি—

৩৬ আর তাদের করেছি কুমারী,

৩৭ প্রেমময়ী সমবয়স্কা,

৩৮ ডানহাতের লোকদের জন্য।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৩৯ আগেকার কালের অনেকে সেই দলে,

৪০ পরের কালেরও অনেকে।

৪১ আর বাঁহাতের দলের লোক—কি হবে বাঁহাতের দলের লোকের ?

৪২ (থাকবে) উত্তপ্ত বাতাসে ও ফুটন্ত পানীতে,

৪৩ কালো ধোঁয়ার ছায়ায়—

৪৪ শীতল নয় স্নিগ্ধও নয়।

৪৫ এর পূর্বে এরাই ছিল আরামে-আয়েসে,

৪৬ আর রত ছিল মহাপাপে ;

৪৭ আর বলতো : যখন আমরা মরে হয়েছি ধুলো আর হাড় তখন নাকি আমাদের ফিরিয়ে তোলা হবে !

৪৮ আর আমাদের পূর্বপুরুষদেরও !

৪৯ বলো (হে মোহম্মদ) : হাঁ—যারা পূর্বের আর যারা পরের,

৫০ সবাইকে নিঃসন্দেহ একত্রিত করা হবে নির্ধারিত দিনে নির্ধারিত সময়ে,

৫১ তখন তোমরা যারা ভুল করছ আর অস্বীকার করছ

৫২ নিশ্চয় ভক্ষণ করবে যক্কুমবৃক্ষ থেকে—

৫৩ তোমাদের উদর পূর্ণ করবে তাই দিয়ে,

৫৪ তার উপরে পান করবে তপ্তজল—

৫৫ পান করবে যেমন (পিপাসার্ত) উট পান করে।

৫৬ এই হবে তাদের অভ্যর্থনা বিচারের দিনে।

৫৭ আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি সে-সত্য কি স্বীকার করবে না ?

৫৮ যা নির্গত করো (শুক্র) তা কি তোমরা দেখেছ ?

৫৯ তার সৃষ্টি কি তোমরা করো, না তার সৃষ্টিকর্তা আমি

৬০ আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যুর বিধান করেছি আর আমি প্রতিহত হবো না—

৬১ যেন আমি তোমাদের রূপান্তরিত করতে পারি আর (তোমাদের) এমন করতে পারি যা তোমরা জানো না।

৬২ নিঃসন্দেহ প্রথম সৃষ্টি তোমরা জানো, তবে তোমরা কেন ভাবো না ?

৬৩ যা বপন করো তা তোমরা দেখেছ ?

৬৪ তা কি বর্ধিত করো তোমরা না তার বর্ধনকারী আমি ?

৬৫ আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে তা চিটেয় পরিণত করতে পারতাম, তখন তোমাদের আফসোসের আর অবধি থাকতো না :

৬৬ হায়—আমরা ঋণগ্রস্ত হলাম,

৬৭ শুধু তাই নয় আমরা বঞ্চিত হলাম।

৬৮ যে জল তোমরা পান করো তার কথা ভেবেছ ?

৬৯ এই জল মেঘ থেকে নামাও তোমরা, না নামাই আমি ?

৭০ ইচ্ছা করলে তা আমি বিস্বাদ করতে পারতাম—তবে তোমরা ধন্যবাদ দাও না কেন ?

৭১ যে আগুন তোমরা ঘর্ষণ ক'রে বার করো তার কথা ভেবেছ ?

৭২ তার গাছকে বর্ধিত করেছ তোমরা, না তার বর্ধনকারী আমি ?

৭৩ তাকে আমি মরুভূমির জন্য স্মারক ও লাভের বস্তু করেছি।

৭৪ অতএব (হে মোহম্মদ) তোমার মহান্ পালয়িতার নাম কীর্তন করো।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৭৫ না—আমি নক্ষত্র-পতনের শপথ করছি—

৭৬ নিঃসন্দেহ এটি একটি মহা শপথ—যদি তোমরা জানতে।

৭৭ নিঃসন্দেহ এটি একটি সম্মানিত কোর্‌আন (ভাষণ)—

৭৮ গুপ্ত গ্রন্থে স্থিত—

৭৯ শুচি না হয়ে কেউ এটি স্পর্শ করবে না—

৮০ বিশ্বজগতের পালয়িতার দ্বারা অবতারিত।

৮১ এই উক্তি কি তোমরা নাপছন্দ করো ?

৮২ একে অস্বীকার করাকে করো তোমাদের জীবিকা ?

৮৩ তবে কেন যখন প্রাণ কণ্ঠ পর্যন্ত আসে ;

৮৪ আর তখন তোমরা চেয়ে চেয়ে দেখছ ;

৮৫ আর আমি তার বেশি নিকটবর্তী তোমাদের চাইতে কিন্তু

তোমরা দেখো না—

৮৬ তবে কেন, যদি (আমার) অধীন না হও,

৮৭ তোমরা তাকে (সেই প্রাণকে) জোর করে ফিরিয়ে না দাও, যদি সত্যবাদী হও?

৮৮ তারপর যদি সে (আল্লাহ্‌র) নিকটে আকৃষ্টদের একজন হয়,

৮৯ তবে (লাভ করে) প্রাণের আরাম, পর্যাপ্তি, আর আনন্দময় উদ্যান;

৯০ আর যদি সে ডানহাতের দলের হয়,

৯১ তবে (এই সম্ভাষণ)—তোমার শান্তি লাভ হোক—ডানহাতের দলের কাছ থেকে।

৯২ আর যদি সে অস্বীকারকারীদের আর ভ্রান্তদের দলের হয়,

৯৩ তবে অভ্যর্থনা হবে ফুটন্ত জল—

৯৪ আর দোযখে দগ্ধ হওয়া।

৯৫ নিঃসন্দেহ এটি অসন্দিগ্ধ সত্য।

৯৬ অতএব (হে মোহম্মদ) তোমার মহান প্রতিপালকের নাম কীর্তন করো।

আল্‌-হাদীদ

[আল্‌-হাদীদ—লোহা—কোর্‌আন শরীফের ৫৭ সংখ্যক সূরা। এর ২৫ সংখ্যক আয়াতে এই শব্দটি আছে।

এটি মদিনীয়, অষ্টম কি নবম হিজরিতে অবতীর্ণ হয়েছিল।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করে যা-কিছু আছে আকাশে আর পৃথিবীতে, আর তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী।

২ তাঁরই আকাশের ও পৃথিবীর রাজত্ব, তিনি প্রাণ দেন আর মৃত্যু ঘটান, আর তিনি সব-কিছুর উপরে ক্ষমতাবান।

৩ তিনি সূচনা আর শেষ, আর বাহির আর ভিতর; আর সব-কিছু সম্বন্ধে তিনি জ্ঞাতা।

৪ তিনিই আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন ছয় দিনে, তার পর আরোহণ করলেন তিনি সিংহাসন। তিনি জানেন যা পৃথিবীর ভিতরে প্রবেশ করে আর যা তার থেকে বেরিয়ে আসে, আর যা আকাশ থেকে নেমে আসে আর যা তাতে উত্থান করে, আর তিনি তোমাদের সঙ্গে যেখানেই তোমরা থাকো, আর আল্লাহ্‌ দেখেন যা তোমরা করো।

৫ তাঁরই আকাশের ও পৃথিবীর রাজত্ব, আর আল্লাহ্‌তেই ফিরিয়ে নেওয়া হয় (সব) ব্যাপার।

৬ তিনি রাত্রিকে প্রবিষ্ট করান দিনে আর দিনকে প্রবিষ্ট করান রাত্রিতে, আর তিনি জানেন কি আছে বুকের ভিতরে।

৭ বিশ্বাস করো আল্লাহ্‌তে আর তাঁর বাণীবাহকে, আর তা থেকে ব্যয় করো যার উত্তরাধিকারী তোমাদের আমি করেছি, কেন না

তোমাদের যারা বিশ্বাস করে ও ব্যয় করে (দানে) তাদের জন্য আছে মহৎ প্রাপ্য।

৮ আর কি তোমাদের হয়েছে যে তোমরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করবে না, আর রসুল তোমাদের ডাকছেন যে তোমরা তোমাদের পালয়িতায় বিশ্বাসী হবে, আর নিঃসন্দেহ তিনি (আল্লাহ্‌) তোমাদের পূর্বেই একটি অঙ্গীকারে আবদ্ধ করেছেন যদি তোমারা বিশ্বাসী হও ?

৯ তিনিই স্পষ্ট নির্দেশাবলী অবতীর্ণ করেন তাঁর দাসের উপরে যেন তিনি তোমাদের আনতে পারেন অন্ধকার থেকে আলোকে আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য পরম স্নেহময়, কৃপাময়।

১০ আর কি তোমাদের হয়েছে যে তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে না ? আর যখন আল্লাহ্‌রই আকাশ ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার ? তোমাদের মধ্যে তারা তুল্য নয় যারা বিজয়ের (মক্কা বিজয়ের) পূর্বে ব্যয় করেছিল আর যুদ্ধ করেছিল (আর যারা তা করে নি), তারা স্তরে উচ্চতর তাদের চাইতে যারা পরে ব্যয় করেছিল ও যুদ্ধ করেছিল, আর প্রত্যেক দলকেই আল্লাহ্‌ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কল্যাণের আর আল্লাহ্‌ জানেন যা তোমরা করো।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ কে সে যে আল্লাহ্‌কে দেবে উত্তম ঋণ* ফলে তার জন্য তিনি তা দ্বিগুণিত করবেন, আর তার জন্য আছে সম্মানিত পুরস্কার।

১২ সেইদিন তুমি বিশ্বাসী পুরুষদের আর বিশ্বাসিনী নারীদের দেখবে —তাদের আলোক জ্বলছে তাদের সামনে ও তাদের ডান হাতের দিকে : আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ—বেহেশ্‌ত্‌ যার নিচে-

---

* বিনা সুদে ঋণ। অথবা যে ঋণ শোধ দেওয়ার চিন্তা করা হয় নি।

দিয়ে বহু নদী প্রবাহিত, তাতে বাস করবে স্থায়ীভাবে—এই-ই
মহাসাফল্য।

১৩ সেইদিন যেদিন যখন কপট পুরুষরা আর কপট নারীরা বলবে
যারা বিশ্বাসী তাদের: আমাদের উপরে দৃষ্টিপাত করো যেন
আমরা তোমাদের আলোক থেকে আলোক নিতে পারি। বলা
হবে: ফিরে যাও আর আলোকের খোঁজ করো। তার
পর তাদের দুই দলের মধ্যে বিভেদ দাঁড় করানো হবে একটি
দেয়াল দিয়ে যাতে থাকবে একটি দরজা, তার ভিতরের দিক,
তাতে থাকবে করুণা, আর বাইরের দিক, তার সামনে থাকবে
শাস্তি।

১৪ তারা তাদের ডেকে বলবে: আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম
না? তারা বলবে: হাঁ, কিন্তু তোমরা পরস্পরকে প্রলুব্ধ
করেছিলে, আর ইতস্তত করেছিলে, আর সন্দেহ করেছিলে,
আর বৃথা কামনা তোমাদের প্রতারিত করেছিল যে পর্যন্ত না
এসেছিল আল্লাহ্‌র বিধান, আর মহা প্রতারক প্রতারিত
করেছিল তোমাদের আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে।

১৫ সেজন্য আজ কোনো মুক্তিপণ গৃহীত হবে না তোমাদের কাছ
থেকে, অথবা তাদের কাছ থেকে যারা অবিশ্বাস করেছিল;
তোমাদের আবাসস্থল আগুন, তা তোমাদের বন্ধু: আর মন্দ
গন্তব্যস্থান।

১৬ এখনও কি সময় হয় নি যে যারা বিশ্বাস করে তাদের হৃদয় বিনত
হবে আল্লাহ্‌র স্মরণে আর সত্যের যা এসেছে (তাদের জন্য)?
আর তারা তাদের মতো না হোক যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল
কিন্তু তাদের জন্য সময় দীর্ঘায়িত হয়েছিল, ফলে তাদের হৃদয়
কঠিন হয়েছিল আর তাদের অনেকেই সীমা অতিক্রমকারী।

১৭ জেনো যে আল্লাহ পৃথিবীতে প্রাণ সঞ্চার করেন তার মৃত্যুর পরে,

নিঃসন্দেহ আমি নির্দেশাবলী তোমাদের জন্য স্পষ্ট করেছি যেন তোমরা বুঝতে পারো।

১৮ নিঃসন্দেহ দানশীল পুরুষ আর দানশীলা নারী, আর যারা আল্লাহ্‌কে দেয় উত্তম ঋণ—তা তাদের জন্য দ্বিগুণিত হবে, আর তাদের জন্য আছে সম্মানিত পুরস্কার।

১৯ আর যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌তে আর তাঁর রসুলে—এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ, আর শহীদরা তাদের পালয়িতার সন্নিকটে; তারা পাবে তাদের পুরস্কার আর তাদের আলোক; আর যারা অবিশ্বাস করে আর প্রত্যাখ্যান করে আমার নির্দেশাবলী, এরাই তারা যারা নরকানলের বাসিন্দা।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২০ জেনো: এই সংসারের জীবন মাত্র আমোদ ও খেলা, আর স্ফূর্তি, আর নিজেদের মধ্যে বড়াই, আর ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রতিযোগিতা—বৃষ্টির মতো যার গাছপালা বাড়িয়ে তোলার গুণে চাষীরা খুশী হয়, তার পর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি দেখবে তা হরিৎ বর্ণ হয়েছে, তার পর তা হয় খড়, আর পরকালে আছে কঠোর শাস্তি, আর ক্ষমা আল্লাহ্ থেকে আর (তাঁর) প্রসন্নতা; আর এই সংসারের জীবন কিছু নয় প্রতারণার ব্যাপার ভিন্ন।

২১ নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করো তোমাদের পালয়িতার ক্ষমার জন্য আর একটি উদ্যানের জন্য যার বিস্তার আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তারের তুল্য। * এটি আছে তাদের জন্য যারা

* সম্রাট হেরাক্লিয়াসের এক দূত হযরতকে জিজ্ঞাসা করেছিল, যদি স্বর্গের বিস্তার হয় আকাশ ও পৃথিবীর মতো তবে নরক থাকবে কোথায়? হযরত বলেছিলেন; আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষিত হোক, রাত্রি কোথায় যখন দিন আসে?

আল্লাহ্‌তে আর তাঁর রসুলগণে বিশ্বাস করে, এই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-প্রাচুর্য : তিনি এটি দেন যাকে ইচ্ছা করেন ; আর আল্লাহ্‌ প্রাচুর্যের রাজাধিরাজ, মহাশক্তি।

২২ বিপত্তির কিছুই পতিত হয় না পৃথিবীর উপরে অথবা তোমাদের অন্তরাত্মায় যা একটি গ্রন্থে নেই তা আমার ঘটাবার পূর্বে, নিশ্চয় তা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।

২৩ অতএব তোমরা দুঃখ ক'রো না যা তোমরা পাও নি সেজন্য, আর উল্লসিতও হ'য়ো না যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন সেজন্য, আর আল্লাহ্‌ ভালোবাসেন না কোনো অহঙ্কারী দাম্ভিককে—

২৪ যারা কৃপণ আর অপরদের নির্দেশ দেয় কৃপণতা করতে, আর যে কেউ ফিরে যায়, তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌, তিনি যিনি অনন্য-নির্ভর, প্রশংসিত।

২৫ নিশ্চয় আমি পয়গাম্বরদের পাঠিয়েছি স্পষ্ট প্রমাণাদি সহ। আর তাঁদের সঙ্গে পাঠিয়েছি গ্রন্থ ও (ন্যায়-অন্যায়ের) মানদণ্ড যেন লোকেরা ন্যায় রক্ষা করতে পারে, আর আমি লোহা অবতীর্ণ করেছি যাতে আছে কঠিন আঘাত আর মানুষের জন্য বহু উপকার, আর যেন আল্লাহ্‌ জানতে পারেন কে তাঁকে ও তাঁর বাণীবাহকদের সাহায্য করে গোপনে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ মহাবল, মহাশক্তি।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৬ নিঃসন্দেহ আমি নূহ্‌কে ও ইব্রাহিমকে পাঠিয়েছিলাম আর আমি তাঁদের সন্তানদের দিয়েছিলাম পয়গাম্বরত্ব আর গ্রন্থ, ফলে তাদের মধ্যে আছে সে যে পথে চলে। আর তাদের অনেকেই সীমা লঙ্ঘনকারী।

২৭ তার পর আমি আমার পয়গাম্বরদের তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়েছিলাম, আর আমি পরে মরিয়মের পুত্র ঈসাকে পাঠাই,

আর তাঁকে আমি দিয়েছিলাম ইঞ্জিল (বাইবেল), আর যারা
তাঁর অনুসরণ করেছিল তাদের অন্তরে আমি দিয়েছিলাম সদয়তা
ও করুণা, আর সন্ন্যাসিত্ব তারা তৈরি করেছিল, আমি তা
তাদের জন্য বিধান করি নি, শুধু আল্লাহ্‌র প্রসন্নতা লাভের
জন্য, কিন্তু তা তারা পালন করে নি যথাযোগ্য ভাবে ; সেজন্য
তাদের যারা বিশ্বাসী আমি তাদের দিয়েছিলাম তাদের পুরস্কার,
আর তারা অনেকে সীমা অতিক্রমকারী।
২৮ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো আর তাঁর বাণীবাহকে
বিশ্বাস করো, তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের দেবেন তাঁর করুণার
দুই ভাগ, আর তোমাদের জন্য একটি আলোক তৈরি করবেন
যাতে তোমরা চলবে, আর তোমাদের ক্ষমা করবেন ; আর
আল্লাহ ক্ষমাশীল, কৃপাময়—
২৯ যেন গ্রন্থধারিগণ জানতে পারে যে তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-
প্রাচুর্য আদৌ নিয়ন্ত্রিত করে না, আর অনুগ্রহ-প্রাচুর্য আল্লাহ্‌র
হাতে, তিনি দেন তা যাকে ইচ্ছা করেন ; আর আল্লাহ্ অনুগ্রহ-
প্রাচুর্যের রাজাধিরাজ, মহাশক্তি।

আল্‌-মুজাদিলাহ্‌

[আল্‌-মুজাদিলাহ্‌—বিতর্ককারিণী—কোর্‌আন শরীফের ৫৮সংখ্যক সূরা। এর প্রথম আয়াতেই এই বিতর্কের কথা আছে। স্ত্রী পরিত্যাগ করার এই ধরনের রীতি ছিল এক প্রাচীন আরব-রীতি।

এর অবতরণ কাল হিজরি চতুর্থ অথবা পঞ্চম বৎসর।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

অষ্টাবিংশ খণ্ড

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ আল্লাহ্‌ নিশ্চয় তার কথা শুনেছেন যে তোমার কাছে বিতর্ক করেছে তার স্বামী সম্বন্ধে আর আল্লাহ্‌র কাছে অভিযোগ করেছে, আর আল্লাহ্‌ তোমাদের দুজনেরই বক্তব্য শুনেছেন; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

২ তোমাদের যারা তাদের স্ত্রীদের ত্যাগ করে তাদের পিঠ তাদের মা'দের পিঠের মতো ব'লে, তারা তাদের মা নয়, তাদের মা আর কেউ নয় যারা তাদের জন্ম দিয়েছে তারা ছাড়া, আর নিঃসন্দেহ তারা উচ্চারণ করে এক গর্হিত কথা আর একটি মিথ্যা; আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

৩ আর যারা তাদের স্ত্রীদের ত্যাগ করে তাদের পিঠ তাদের মা'দের পিঠের মতো ব'লে, তার পর যা বলেছে তা প্রত্যাহার করে, সেক্ষেত্রে একটি দাসকে মুক্ত করতে হবে পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে। এই তোমাদের করতে বলা হচ্ছে; আর আল্লাহ্‌ জানেন তোমরা যা করো।

৪ কিন্তু যে (সংগতি) পাবে না, সে পর পর দুই-মাস রোযা করুক পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে; আর যে তাতে সমর্থ নয় সে

ষাট জন দুঃস্থকে খাওয়াক। এ এই জন্য যে তোমরা বিশ্বাসী
হবে আল্লাহ্‌তে আর তাঁর রসুলে, আর এই আল্লাহ্‌র সীমা;
আর অবিশ্বাসীদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

৫ নিঃসন্দেহ যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা
লাঞ্ছিত হবে যেমন লাঞ্ছিত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তীরা; আর
নিশ্চয় আমি অবতীর্ণ করেছি স্পষ্ট নির্দেশাবলী; আর
অবিশ্বাসীদের জন্য আছে অপমানকর শাস্তি—

৬ যেদিন আল্লাহ্‌ তাদের তুলবেন সবাইকে একসঙ্গে, তার পর
তাদের জানাবেন কি তারা করেছিল, আল্লাহ্‌ তাঁর হিসাব
রেখেছেন আর তারা তা ভুলে গেছে; আর আল্লাহ্‌ সব-কিছুর
সাক্ষী।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৭ তুমি কি দেখো নি যে আল্লাহ্‌ জানেন যা আছে আকাশে আর
যা আছে পৃথিবীতে? কোথাও তিনজনের গোপন পরামর্শ-
সভা নেই তিনি নন যার চতুর্থ জন, অথবা পাঁচজনের, তিনি
নন যার ষষ্ঠ জন, অথবা তার কম অথবা তার বেশি, কিন্তু তিনি
আছেন তাদের সঙ্গে যেখানেই তারা থাকুক। তার পর তিনি
তাদের জানাবেন কেয়ামতের দিনে কি তারা করেছিল।
নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ জ্ঞাতা সব-কিছুর।

৮ তুমি কি তাদের দেখো নি যাদের নিষেধ করা হয়েছিল গোপন
পরামর্শ-সভা করতে আর পরে তারা করেছিল যা তাদের
নিষেধ করা হয়েছিল? আর তারা গোপন পরামর্শ-সভা করে
পাপ ও বিদ্রোহের জন্য আর রসুলের প্রতি অবাধ্যতার জন্য;
আর যখন তারা তোমার কাছে আসে তারা তোমাকে
সম্ভাষণ করে আল্লাহ্‌ তোমাকে যেভাবে সম্ভাষণ করেন না, *

* হাদিসে উক্ত হয়েছে ইহুদিরা হযরতকে "আস্‌সালামো আলায়কা"

আর তারা মনে মনে বলে : কেন আল্লাহ্ আমাদের শাস্তি দেবেন আমরা যা বলি তার জন্য? জাহান্নাম তাদের জন্য যথেষ্ট ; তারা তাতে প্রবেশ করবে, আর মন্দ সেই গন্তব্যস্থান।

৯ হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা গোপন পরামর্শ করো, পরস্পরকে পাপ ও বিদ্রোহ ও রসূলের প্রতি অবাধ্যতার পরামর্শ দিও না, বরং পরস্পরকে পরামর্শ দাও ভালোর, আর মন্দ সম্বন্ধে সতর্কতার, আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো যাঁর কাছে তোমরা একত্রিত হবে।

১০ নিঃসন্দেহ গোপন পরামর্শ কেবল শয়তানের (কাজ) যেন সে ক্ষুব্ধ করতে পারে বিশ্বাসীদের, আর সে তাদের আঘাত দিতে পারে না আদৌ আল্লাহ্‌র অনুমতি ভিন্ন ; আর আল্লাহ্‌র উপরে বিশ্বাসীরা নির্ভর করুক।

১১ হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমাদেব বলা হয় (তোমাদের) মজলিসে জায়গা ক'রে দাও তখন জায়গা ক'রে দাও, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য জায়গা ক'রে দেবেন ; আর যখন বলা হয় : উঠে দাঁড়াও, তখন উঠে দাঁড়াও। আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে তাদের উচ্চ মর্যাদায় উঁচু করবেন যারা বিশ্বাস করে আর যাদের জ্ঞান আছে, আর আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা করো।

১২ হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা রসূলের সঙ্গে পরামর্শ করো তখন পরামর্শের পূর্বে কিছু দান করো ; এই তোমাদের জন্য ভালো ও পবিত্রতর ; কিন্তু যদি না পাও, তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

১৩ তোমরা কি ভয় করো যে তোমাদের পরামর্শের পূর্বে তোমরা দান করতে (পারবে না)? অতএব যখন তোমরা এটি করবে না, আর আল্লাহ্ তোমাদের দিকে ফিরেছেন (করুণায়), তখন

সম্ভাষণ না করে বলতো "আস্‌সামো আলায়কা," তার অর্থ—তোমার মরণ হোক।

উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো আর যাকাত দাও, আর আল্লাহ্ ও
তাঁর রসুলের অনুবর্তী হও। আর আল্লাহ্ জ্ঞাত তোমরা যা
করো সে সম্বন্ধে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১৪ তুমি কি তাদের দেখো নি যারা বন্ধুরূপে গ্রহণ করে সেই
লোকদের আল্লাহ্ যাদের প্রতি রুষ্ট? তারা তোমাদেরও নয়
তাদেরও নয়, আর তারা মিথ্যা হলফ করে জেনে।
১৫ আল্লাহ্ তাদের জন্য তৈরি করেছেন কঠোর শাস্তি; নিঃসন্দেহ
তারা যা করে তা মন্দ।
১৬ তারা তাদের শপথগুলোকে করে আবরণ আর (লোকদের)
ফেরায় আল্লাহ্‌র পথ থেকে: সুতরাং তাদের জন্য আছে
লাঞ্ছনাকর শাস্তি।
১৭ তাদের ধনসম্পত্তি আর তাদের সন্তান-সন্ততি তাদের কোনো
কাজে আসবে না আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে। এরাই তারা যারা
আগুনের অধিবাসী, তাতে তারা বাস করবে স্থায়ীভাবে।
১৮ যেদিন আল্লাহ্ তাদের সবাইকে তুলবেন তখন তারা তাঁর কাছে
হলফ করবে যেমন তারা (এখন) তোমাদের কাছে হলফ করে,
আর তারা কল্পনা করবে যে তাদের (নির্ভর করার মতো) কিছু
আছে; নিঃসন্দেহ তারাই মিথ্যাবাদী।
১৯ শয়তান তাদের পেয়ে বসেছে, সেজন্য সে তাদের ভুলিয়ে দিয়েছে
আল্লাহ্‌র স্মরণ; এরাই শয়তানের দল; শয়তানের দল কি
নিঃসন্দেহ ক্ষতিগ্রস্ত দল নয়?
২০ নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে—তারা
হবে হীনতম।
২১ আল্লাহ্ বিধান করেছেন: নিঃসন্দেহ আমি জয়ী হবো, আমি
আর আমার বাণীবাহকরা। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মহান্, মহাশক্তি।

২২ যারা আল্লাহ্‌তে ও পরকালে বিশ্বাস করে তাদের কাউকে
তুমি পাবে না তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর
রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে যদিও তারা তাদের পিতা অথবা পুত্র
অথবা ভাই অথবা তাদের গোষ্ঠীর লোক হয়। এরাই তারা
যাদের অন্তরের উপরে তিনি লিখে দিয়েছেন বিশ্বাস আর তাদের
বলবৃদ্ধি করেছেন তাঁর কাছ থেকে এক প্রেরণা দিয়ে। আর তিনি
তাদের প্রবেশ করাবেন বেহেশ্‌তে যার নিচে দিয়ে প্রবাহিত
বহু নদী, সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করতে; আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি
প্রসন্ন আর তারা তাঁর প্রতি প্রসন্ন; এরাই আল্লাহ্‌র দল;
নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র দলই কি বিজয়ী নয়?

আল্‌-হাশর্

[আল্‌-হাশর—নির্বাসন—কোর্‌আন শরীফের ৫৯ সংখ্যক সূরা। মদিনার বনি নাযিরের নির্বাসনের কথা এতে বলা হয়েছে। তাদের সঙ্গে কপট মুসলমানদের যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল তার কথাও এতে আছে। এর অবতরণ কাল হিজরি চতুর্থ বৎসর]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করে যা আছে আকাশে আর যা আছে পৃথিবীতে, আর তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী।

২ তিনি গ্রন্থধারীদের যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের নিজেদের গৃহ থেকে বার করে দিয়েছিলেন প্রথম নির্বাসনে *। তুমি ভাবো নি যে তারা চলে যাবে। আর তারা সুনিশ্চিত ছিল তাদের দুর্গ তাদের রক্ষা করবে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধ; কিন্তু আল্লাহ্‌ তাদের কাছে পৌঁছেছিলেন এমন স্থান থেকে যা তারা আশঙ্কা করে নি, আর তাদের অন্তরে ভয় নিক্ষেপ করেছিলেন, ফলে তারা তাদের গৃহগুলি বিনষ্ট করেছিল তাদের নিজেদের হাত দিয়ে আর বিশ্বাসীদের হাত দিয়ে। সেজন্য শিক্ষা গ্রহণ করো হে দৃষ্টিমানগণ।

৩ আর যদি এ না হোতো যে আল্লাহ্‌ তাদের জন্য নির্বাসন বিধান করেছেন তবে নিশ্চয় তিনি তাদের শাস্তি দিতেন এই সংসারে, আর পরকালে তাদের জন্য আছে আগুনের শাস্তি।

৪ এ এইজন্য যে তারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধতা করেছিল; আর যে কেউ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধতা করে, তবে

* এরা দ্বিতীয়বার নির্বাসিত হয়েছিল সিরিয়ায়, হযরত ওমরের শাসনকালে।

নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র শাস্তি দানে কঠোর।

৫ যা কিছু খেজুর গাছ তোমরা কেটে ফেলে দিলে অথবা তাদের মূলের উপরে খাড়া রেখেছিলে, তা আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে যেন তিনি দিশাহারা করতে পারেন সীমা অতিক্রমকারীদের।

৬ আর যুদ্ধলব্ধ সামগ্রীরূপে তাদের থেকে আল্লাহ্‌ তাঁর রসুলকে যা দিয়েছিলেন তার জন্য তোমরা কোনো ঘোড়া অথবা আরোহীযুক্ত উট ধাওয়া করাও নি, আর আল্লাহ্‌ তাঁর রসুলকে নির্দেশ দেন যার বিরুদ্ধে তিনি ইচ্ছা করেন; আর সব-কিছুর উপরে আল্লাহ্‌ ক্ষমতাবান।

৭ আর আল্লাহ্‌ তাঁর পয়গাম্বরকে শহরের লোকদের থেকে যুদ্ধেলব্ধ সামগ্রীরূপে যা দেন তা আল্লাহ্‌র জন্য, আর রসুলের জন্য, আর নিকট-আত্মীয়দের জন্য, আর অনাথ নিঃস্ব আর পথচারীদের জন্য, ফলে তা যেন তোমাদের মধ্যেকার ধনীদের বস্তু না হয়; আর পয়গাম্বর যা তোমাদের দেন তাই গ্রহণ করো, আর যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন, নিরস্ত থাকো, আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ প্রতিদানে কঠোর।

৮ (তা) সেই নিঃস্বদের জন্য যারা দেশত্যাগ করেছিল যাদের তাদের গৃহ ও সম্পত্তি থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল। যারা অন্বেষণ করে আল্লাহ্‌র প্রাচুর্যের আর (তাঁর) প্রসন্নতার, আর সাহায্য করে আল্লাহ্‌কে ও তাঁর বাণীবাহককে; এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ

৯ আর যারা তাদের পূর্বে এই শহরে (মদিনায়) ও ধর্মে প্রবেশ করেছিল তারা তাদের ভালোবাসে যারা তাদের কাছে আশ্রয়ের জন্য পালিয়ে এসেছে, আর তাদের বুকে প্রয়োজন বোধ করে না তাদের যা দেওয়া হয়েছে তার, আর তাদের (দাবি) অগ্রগণ্য মনে করে যদিও দারিদ্র্যে তারা কষ্ট পায়;

আর যে কেউ রক্ষা পায় তার অন্তরের কৃপণতা থেকে—এরাই তারা যারা সফলকাম।

১০ আর যারা তাদের পরে (ধর্মে) এসেছিল তারা বলে : হে আমাদের প্রতিপালক, ক্ষমা করো আমাদের আর আমাদের ভাইদের যারা ধর্মে আমাদের পূর্ববর্তী হয়েছিল, আর আমাদের হৃদয়ে কোনো বিদ্বেষ রেখো না তাদের প্রতি যারা বিশ্বাস করে, হে আমাদের প্রতিপালক, নিঃসন্দেহ তুমি স্নেহময়, কৃপাময়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ তুমি কি তাদের দেখো নি যারা কপট? তাদের গ্রন্থধারী ভাইদের যারা অবিশ্বাসী তারা তাদের বলে : তোমাদের যদি তাড়িয়ে দেওয়া হয়, আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে যাবো, আর তোমাদের সম্পর্কে আমরা কারো অনুবর্তী হবো না, আর যদি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হয় আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সাহায্য করবো। আর আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।

১২ এরা যদি বিতাড়িত হয়, তারা এদের সঙ্গে যাবে না, আর যদি এদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হয়, তারা এদের সাহায্য করবে না, আর যদি সাহায্য করে তারা নিশ্চয়ই পিঠ ফেরাবে; তার পর তাদের সাহায্য করা হবে না।

১৩ ভয়রূপে তোমরা তাদের বুকে আল্লাহ্‌র চাইতে আরো ভীষণ; এ এইজন্য যে সম্প্রদায় হিসাবে তারা অবোধ;

১৪ তারা সংঘবদ্ধ হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না সুরক্ষিত বসতি অথবা দেওয়ালের আড়ালে থেকে ভিন্ন; তাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ খুব প্রবল; তুমি তাদের ভাবতে পারো এক দেহ, আর তাদের হৃদয় বিযুক্ত, এ এইজন্য যে তারা একটি যারা বুদ্ধিহীন।

১৫ তাদের অল্প পূর্ববর্তীদের মতো * তারা তাদের কাজের মন্দ ফল
ভোগ করেছে, আর তাদের জন্য আছে কঠোর শাস্তি।
১৬ শয়তানের মতো যখন সে মানুষকে বলে : অবিশ্বাস করো
কিন্তু যখন সে অবিশ্বাস করে, সে বলে ঃ নিশ্চয় তোমার সঙ্গে
আমার কোনো সম্বন্ধ নেই, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র ভয়
করি (যিনি) বিশ্বজগতের প্রভু।
১৭ সেজন্য তাদের উভয়ের পরিণাম এই যে তারা উভয়ে থাকবে
আগুনে তাতে দীর্ঘকাল বাস করার জন্য ; আর এই অন্যায়-
কারীদের প্রতিফল।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১৮ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো, আর প্রত্যেক প্রাণ
ভাবুক কি সে আগামী দিনের জন্য পাঠিয়েছে ; আর আল্লাহ্‌র
সীমা রক্ষা করো ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ওয়াকিফহাল তোমরা
যা করো সে সম্বন্ধে।
১৯ আর তাদের মতো হ'য়ো না যারা আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করেছে,
সেজন্য তিনি তাদের পরিত্যাগ করিয়েছিলেন তাদের অন্তর ;
এরাই তারা যারা সীমা-অতিক্রমকারী।
২০ তুল্য নয় আগুনের বাসিন্দারা আর বেহেশ্‌তের বাসিন্দারা :
বেহেশ্‌তের বাসিন্দারাই সফলকাম।
২১ আমি যদি এই কোর্‌আন পাহাড়ের উপরে অবতীর্ণ করতাম
তবে তুমি তাকে দেখতে ভেঙে পড়তে, দীর্ণ হয়ে আল্লাহ্‌র
ভয়ের জন্য ; আর এই দৃষ্টান্ত আমি মানুষদের কাছে বিবৃত
করি যেন তারা চিন্তা করে।
২২ তিনিই আল্লাহ্‌ যিনি ভিন্ন নেই অন্য উপাস্য—জ্ঞাতা অদৃশ্যের
ও দৃশ্যের—তিনি করুণাময়, কৃপাময়।

* বোধ হয় বদরে নিহত কোরেশদের কথা বলা হয়েছে।

২৩ তিনি আল্লাহ্, নেই কোনো উপাস্য তিনি ভিন্ন—রাজা, পবিত্র, শান্তি, বিশ্বাসী, রক্ষক, মহাশক্তি, মহাবল, সর্বমহিমাধর—আল্লাহর মহিমান্বিত হোন তারা (তাঁর) যেসব অংশী দাঁড় করায় সেসব থেকে।

২৪ তিনি আল্লাহ্ স্রষ্টা, নির্মাতা, রূপদাতা, তাঁরই শ্রেষ্ঠ নামরাজি, যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে (সব) তাঁর মহিমা কীর্তন করে, আর তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী।

আল্-মুম্তাহানাহ্

[আল্-মুম্তাহানাহ্—যাকে (যে স্ত্রীলোককে) পরীক্ষা করা হয়েছে—কোর্আন শরীফের ৬০ সংখ্যক স্থরা। এর অবতরণের আনুমানিক কাল অষ্টম হিজরি। হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত পরে যেভাবে কিছু পরিবর্তিত হয় তার কথা এতে আছে।

এটি মদিনীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ হে বিশ্বাসিগণ, আমার শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না; তোমরা কি তাদের বন্ধুত্ব দেবে যখন তারা অবিশ্বাস করে যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে তাতে—তাড়িয়ে দিয়েছে পয়গাম্বরকে ও তোমাদের যেহেতু তোমরা বিশ্বাস করো আল্লাহ্‌তে, তোমাদের প্রতিপালকে? যদি তোমরা এসে থাকো আমার পথে সংগ্রাম করতে, আমার প্রসন্নতা অন্বেষণ করতে (তবে তাদের বন্ধুত্ব দেখাবে না)। তোমরা কি তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্ব দেখাবে যখন আমি ভালো জানি কি তোমরা লুকোও আর কি তোমরা ঘোষণা করো? আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ এটি করে নিঃসন্দেহ সে সরল পথের দিশা হারিয়েছে।

২ যদি তারা তোমাদের সম্পর্কে উপর হাত হতে পারে, তারা হবে তোমাদের শত্রু, আর তাদের হাত আর তাদের জিহ্বা তোমাদের দিকে প্রসারিত হবে মন্দভাবে আর তারা চায় যে তোমরা অবিশ্বাস করো।

৩ তোমাদের রক্ত সম্পর্ক আর তোমাদের সন্তান-সন্ততি কিছুই তোমাদের সাহায্য করবে না কেয়ামতের দিনে; তিনি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করবেন; আর আল্লাহ্ দেখে

তোমরা যা করো।

৪ নিঃসন্দেহ তোমাদের জন্য ভালো দৃষ্টান্ত রয়েছে ইব্রাহিমের ও তাঁর সঙ্গে যারা ছিল যখন তারা তাদের লোকদের বলেছিল: নিশ্চয় আমরা দায়শূন্য তোমাদের সম্বন্ধে আর তোমরা আল্লাহ্ ভিন্ন যার উপাসনা করো সেসম্বন্ধে, আমরা তোমাদের সঙ্গে সংস্রব চুকিয়ে দিয়েছি, আর শত্রুতা ও ঘৃণা চিরদিনের জন্য আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যে পর্যন্ত না তোমরা শুধু আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করো—কিন্তু ইব্রাহিম তাঁর পিতাকে যা বলেছিলেন তাতে নয় (তিনি বলেছিলেন): "নিশ্চয় আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো আর আল্লাহ্ থেকে আসা কিছুর উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব নেই",—হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার উপরেই আমরা নির্ভর করি, আর তোমারই কাছে আমরা ফিরি আর তোমারই কাছে শেষ আসা।

৫ হে আমাদের পালয়িতা, যারা অবিশ্বাস করে তাদের শিকার আমাদের ক'রো না, আর হে আমাদের প্রভু, আমাদের ক্ষমা করো, নিশ্চয় তুমি মহাশক্তি, কৃপাময়।

৬ নিঃসন্দেহ তোমাদের পক্ষে তাদের ক্ষেত্রে আছে একটি ভালো দৃষ্টান্ত তার জন্য যে ভয় করে আল্লাহ্‌কে, আর শেষ দিন। আর যে কেউ ফিরে যায়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্—তিনি মহাশক্তি, প্রশংসিত।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৭ হতে পারে আল্লাহ্ বন্ধুত্ব ঘটাবেন তোমাদের ও তাদের মধ্যে যাদের সঙ্গে তোমাদের শত্রুভাব। আর আল্লাহ্ ক্ষমতাবান; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

৮ যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নি ধর্মের জন্য আর তোমাদের তাড়িয়ে দেয় নি তোমাদের গৃহ থেকে, আল্লাহ্ তাদের সম্বন্ধে

তোমাদের নিষেধ করেন না যে তোমরা তাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করবে আর তাদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হবে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন ন্যায়পরায়ণদের । *

৯ আল্লাহ্ কেবল তাদের সঙ্গে তোমাদের বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল ধর্মের জন্য আর তোমাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল তোমাদের গৃহ থেকে, আর তোমাদের বার করে দেওয়ায় সাহায্য করেছিল ; আর যে কেউ তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তবে তারা অন্যায়কারী ।

১০ হে বিশ্বাসিগণ, যখন বিশ্বাসিনী নারীরা তোমাদের কাছে আসে শরণার্থিনী হয়ে, তবে তাদের পরীক্ষা করো, আল্লাহ্ ভালো জানেন তাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে ; তার পর যদি বোঝো তারা বিশ্বাসিনী, তবে তাদের অবিশ্বাসীদের কাছে ফিরে পাঠাবে না, এরা তাদের জন্য বৈধ নয়, তারাও তাদের জন্য বৈধ নয়, আর তাদের দিয়ে দাও যা তারা ব্যয় করেছে, আর তোমাদের কোনো দোষ হবে না তাদের বিয়ে করায় যখন তোমরা তাদের দেন-মোহর দিয়েছ ; আর অবিশ্বাসিনী নারীদের বিবাহ-বন্ধন মান্য করে চ'লো না । আর তোমরা তাদের জন্য যা ব্যয় করেছ তা ফেরত চাও, আর তারা ফেরত চাক্ যা তারা ব্যয় করেছে । এইই আল্লাহ্‌র রায় ; তিনি তোমাদের মধ্যে বিচার করেন, আর আল্লাহ্ জ্ঞাতা, জ্ঞানী ।

১১ আর যদি তোমাদের স্ত্রীদের (দেনমোহর) কিছু তোমাদের থেকে অবিশ্বাসীদের কাছে চলে গিয়ে থাকে, তার পর তোমাদের সুযোগ আসে, (তবে) যাদের স্ত্রীরা চলে গেছে তাদের দাও যা তারা ব্যয় করেছে, আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো যাঁতে

* হযরতের যুদ্ধ করার হেতুর উপরে প্রচুর আলোকপাত করছে এই আয়াতটি ও এর পরের আয়াত ।

তোমরা বিশ্বাস করো।

১২ হে নবী, যখন বিশ্বাসিনী নারীরা তোমার কাছে আসে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে যে তারা কোনো কিছুকে আল্লাহ্‌র অংশী করবে না, আর চুরি করবে না, আর ব্যভিচার করবে না, আর তাদের সন্তান হত্যা করবে না, আর কোনো মিথ্যা তৈরি করবে না যা তারা উদ্ভাবন করেছে তাদের হাত ও তাদের পায়ের মধ্যে; আর যা ভালো তাতে তোমার অবাধ্য হবে না—তবে তাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করো আর তাদের জন্য আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা করো; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

১৩ হে বিশ্বাসিগণ, সেই লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রো না যাদের প্রতি আল্লাহ্‌ ক্রুদ্ধ—যারা পরলোক সম্বন্ধে হতাশ্বাস যেমন অবিশ্বাসীরা হতাশ্বাস যারা কবরে আছে তাদের সম্বন্ধে।

আস্-সফ্

[আস্-সফ্—সারি বা সার—কোর্‌আন শরীফের ৬১ সংখ্যক সূরা ; এর চতুর্থ আয়াতে এই শব্দটি আছে।

এটিকে মদিনীয় জ্ঞান করা হয়—এর অবতরণের আনুমানিক সময় চতুর্থ হিজরি।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করে যা-কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে ; আর তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী।

২ হে বিশ্বাসিগণ, কেন তোমরা তা বলো যা তোমরা করো না ?

৩ এটি আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত যে তোমরা তা বলবে যা করো না।

৪ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন তাদের যারা তাঁর পথে যুদ্ধ করে সারবন্দী ভাবে—যেন তারা এক নিরেট গাঁথুনি।

৫ আর যখন মূসা তাঁর লোকদের বলেছিলেন : হে আমার জাতি, কেন তোমরা আমাকে কষ্ট দাও ? আর তোমরা জানো যে আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র এক বাণীবাহক ? কিন্তু যখন তারা বিমুখ হয়েছিল আল্লাহ্ তাদের হৃদয় বিমুখ করেছিলেন ; আর আল্লাহ্ চালিত করেন না সীমা-অতিক্রমকারী লোকদের।

৬ আর যখন মরিয়ম-পুত্র ঈসা বলেছিলেন : হে ইসরাইলবংশীয়গণ, নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র রসুল, সত্য প্রমাণিত করি যা আমার পূর্বে তওরাতে ছিল আর সুসংবাদ দিই একজন রসুল সম্বন্ধে যিনি আমার পরে আসবেন. তাঁর নাম

আহ্‌মদ (প্রশংসিত *) ; কিন্তু তিনি যখন তাদের কাছে এলেন
স্পষ্ট প্রমাণাবলীসহ, তারা বললে : এ স্পষ্ট জাদু ।

৭ আর কে তার চাইতে বেশি অন্যায়কারী যে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে
মিথ্যা তৈরি করে যখন তাকে আহ্বান করা হয় আত্মসমর্পণের
(ইসলামের) দিকে? আর আল্লাহ্‌ অন্যায়কারীদের চালিত
করেন না ।

৮ তারা আল্লাহ্‌র আলোক নিভিয়ে দিতে চায় তাদের মুখ দিয়ে :
কিন্তু আল্লাহ্‌ পূর্ণাঙ্গ করবেন তাঁর আলোক তা অবিশ্বাসীরা
যতই বিরূপ হোক ।

৯ তিনিই তাঁর বাণীবাহককে পাঠিয়েছিলেন পথনির্দেশ আর সত্য-
ধর্ম দিয়ে যেন তিনি তাকে স্থান দিতে পারেন সব ধর্মের উপরে,
যদিও বহুদেববাদীরা তাতে বিমুখ ।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১০ হে বিশ্বাসিগণ, আমি কি তোমাদের নিয়ে যাবো একটি পণ্যের
দিকে যা তোমাদের রক্ষা করবে এক কঠিন শাস্তি থেকে ?

১১ তোমরা বিশ্বাস করবে আল্লাহ্‌তে ও তাঁর রসূলে আর সংগ্রাম
করবে আল্লাহ্‌র পথে তোমাদের ধনসম্পত্তি ও জীবন দিয়ে।
তাই তোমাদের জন্য ভালো যদি তোমরা জানতে।

১২ তিনি ক্ষমা করবেন তোমাদের দোষ ত্রুটি আর তোমাদের প্রবেশ
করাবেন উদ্যান সমূহে যাদের নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী, আর
সর্বোচ্চ বেহেশ্‌তে উৎকৃষ্ট গৃহে ; এই মহাসাফল্য ।

১৩ আরো অন্য একটি যা তোমরা ভালোবাস : আল্লাহ্‌ থেকে সাহায্য
আর নিকটবর্তী বিজয়। আর সুসংবাদ দাও বিশ্বাসীদের ।

---

* গ্রীক বাইবেলে এঁর নাম বলা হয়েছে **Paraclete**, ইংরেজীতে **Comforter.** পিক্‌থল বলেছেন : পূর্বাঞ্চলের খ্রীষ্টানদের অনেকে ভাবতো হযরত মোহম্মদ এই প্রতিশ্রুত রসূল, আর অনেকে ভাবতো এই প্রতিশ্রুত রসূল পরে আসবেন।

১৪ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌র সহায় হও, যেমন মরিয়ম পুত্র ঈসা তাঁর
শিষ্যদের বলেছিলেন : কারা আমার সহায় আল্লাহ্‌র অভিমুখে ?
শিষ্যেরা বলেছিল : আমরা আল্লাহ্‌র (অভিমুখে) সাহায্যকারী।
এইভাবে ইসরাইলবংশীয়দের একদল বিশ্বাস করেছিল আর
অন্যদল অবিশ্বাস করেছিল ; তার পর যারা বিশ্বাস করেছিল
আমি তাদের সাহায্য করেছিলাম তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে, আর
তারা উপরহাত হয়েছিল।

আল্-জুম্'আহ্

[আল্-জুম্'আহ্—সম্মেলন, অর্থাৎ শুক্রবারের সম্মেলন—কোর্‌আন শরীফের ৬২ সংখ্যক সূরা।

এটি মদিনীয়। এর অবতরণের কাল দ্বিতীয় হিজরি থেকে চতুর্থ হিজরি।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করে যা-কিছু আছে আকাশে আর যা-কিছু আছে পৃথিবীতে, (তিনি) প্রভু, পবিত্র, মহাশক্তি, জ্ঞানী।

২ তিনি নিরক্ষরদের মধ্যে, তাদের থেকে, পাঠিয়েছেন এক রসুলকে যিনি তাদের কাছে আবৃত্তি করেন তাঁর নির্দেশাবলী, আর তাদের শিক্ষা দেন গ্রন্থ ও জ্ঞান, যদিও এর পূর্বে তারা ছিল স্পষ্ট বিপথে,

৩ আর তাদের ভিতর থেকে অন্যদের, যারা এখনও তাদের সঙ্গে যোগ দেয় নি; আর তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী।

৪ এইই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-প্রাচুর্য; তিনি এটি দেন যাকে ইচ্ছা করেন; আর আল্লাহ্ অনুগ্রহের রাজাধিরাজ।

৫ যাদের তওরাতের ভার দেওয়া হয়েছিল, তার পর তারা তা অনুসরণ করে নি, তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গ্রন্থবাহী গর্দভের মতো; যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করে তাদের দৃষ্টান্ত মন্দ; আর আল্লাহ্ অন্যায়কারী লোকদের চালিত করেন না।

৬ বলো: হে ইহুদিগণ, যদি তোমরা মনে করো যে সব মানুষের মধ্যে তোমরা আল্লাহ্‌র প্রিয়, তবে মৃত্যু চাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৭ কিন্তু তারা কখনো তা কামনা করবে না, তাদের হাত পূর্বে যা পাঠিয়েছে সেজন্য; আর আল্লাহ্ অন্যায়কারীদের সম্বন্ধে জানেন।

৮ বলো : মৃত্যু, যা থেকে তোমরা পালাও, নিশ্চয় তার সঙ্গে
তোমাদের দেখা হবে, আর তোমাদের পাঠানো হবে অদৃশ্যের ও
দৃশ্যের জ্ঞাতার কাছে। আর তিনি তোমাদের জানাবেন কি
তোমরা করেছিলে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৯ হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমাদেব উপাসনার জন্য আহ্বান করা হয়
সম্মেলনের দিনে, তখন আল্লাহ্‌র স্মরণে সত্বর হও, আর ক্রয়-
বিক্রয় ত্যাগ করো ; তাই তোমাদের জন্য ভালো, যদি তোমবা
বোঝো।
১০ কিন্তু যখন উপাসনা শেষ হয়েছে তখন দেশে ছড়িয়ে পড়ো আর
আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-প্রাচুর্য অন্বেষণ করো, আর আল্লাহ্‌কে
প্রচুরভাবে স্মরণ করো যেন তোমরা সফল হতে পারো।
১১ আব যখন তারা দেখে পণ্যদ্রব্য অথবা আমোদ তারা সেখানে
ভেঙে পড়ে, আর তোমাকে দাঁড় করিয়ে রাখে। বলো . যা
আল্লাহ্‌র কাছে তা ভালো আমোদের চাইতে আর পণ্যদ্রব্যের
চাইতে, আর আল্লাহ্‌ স্পষ্ট জীবিকাদাতা।

আল্-মুনাফিকূন

[আল্-মুনাফিকূন্—কপটগণ—কোর্আন শরীফের ৬৩ সংখ্যক সূরা। এটি মদিনীয়—ওহোদের যুদ্ধের পরে চতুর্থ হিজরির মধ্যে এটি অবতীর্ণ হয়েছিল এই ভাবা হয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ যখন কপটরা তোমার কাছে আসে, তারা বলে : আমরা সাক্ষ্য-দান করি যে তুমি নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রসুল—আর আল্লাহ্ জানেন যে নিঃসন্দেহ তুমি তাঁর রসুল—আর আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে কপটরা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী।

২ তারা তাদের শপথগুলোকে করে এক আবরণ, যেন তারা (তোমাদের) ফেরাতে পারে আল্লাহ্‌র পথ থেকে। নিশ্চয় যা তারা করে তা মন্দ।

৩ এ এইজন্য যে তারা বিশ্বাস করার পরে অবিশ্বাস করেছে, সেজন্য তাদের হৃদয়ের উপরে একটি মোহর মারা হয়েছে, ফলে তারা বোঝে না।

৪ আর যখন তুমি তাদের দেখো, তাদের দেহ তোমাকে সন্তুষ্ট করবে, আর যদি তারা কথা বলে, তুমি তাদের কথা শুনবে, (তারা) যেন কাঠের বড় বড় কুঁদো ডোরা-কাটা-কাপড়ে ঢাকা; তারা মনে করে প্রত্যেক আওয়াজ তাদের বিরুদ্ধে। তারা শত্রু, সেজন্য তাদের সম্বন্ধে সাবধান হও; আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুন : কোথা থেকে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়?

৫ আর যখন তাদের বলা হয় : এসো আল্লাহ্‌র রসুল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। তারা তাদের মুখ ঘুরিয়ে নেয়, আর

তুমি দেখো তারা ফিরে যাচ্ছে অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে।

৬ তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো অথবা তাদের জন্য ক্ষমা
প্রার্থনা না করো, আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন না। নিঃসন্দেহ
আল্লাহ্ চালিত করেন না সীমা অতিক্রমকারী লোকদের।

৭ তারাই বলে : যারা আল্লাহ্‌র রসূলের সঙ্গে আছে তাদের জন্য
খরচ ক'রো না যে পর্যন্ত না তারা ছত্রভঙ্গ হয়। আর
আল্লাহ্‌রই আকাশ ও পৃথিবীর ধনভাণ্ডার; কিন্তু কপটরা
বোঝে না।

৮ তারা বলে : যদি আমরা মদিনায় ফিরে যাই তবে যারা শক্তিশালী
তারা বার করে দেবে দুর্বলদের। আর আল্লাহ্‌রই শক্তি, আর
তাঁর বাণীবাহকের ও বিশ্বাসীদের : কিন্তু কপটরা জানে না।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৯ হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের ধনসম্পত্তি অথবা তোমাদের সন্তান-
সন্ততি তোমাদের না ফেরাক আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে। আর যে
তা করে—তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

১০ আর আমি তোমাদের যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো (দানে)
মৃত্যু তোমাদের কারো কাছে আসার পূর্বে, ফলে সে তখন
বলবে : হে আমার প্রভু, কেন তুমি আমাকে বিরাম দাও নি
এক নিকটবর্তী কাল পর্যন্ত যার ফলে আমি দান করতে পারতাম
আর সৎকর্মশীলদের দলের হতে পারতাম?

১১ আর আল্লাহ্ কোনো প্রাণকে বিরাম দেন না যখন তার নির্ধারিত
সময় এসেছে, আর আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা করো।

আত্-তাগাবুন

[আত্-তাগাবুন—মোহ অপসরণ—কোর্‌আন শরীফের ৬৪ সংখ্যক সূরা। এর আনুমানিক অবতরণকাল হিজরি প্রথম বৎসর। কেউ কেউ এটিকে অন্ত্যমক্কীয়ও বলেছেন।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করে যা-কিছু আছে আকাশে আর যা-কিছু আছে পৃথিবীতে; তাঁরই রাজত্ব আর তাঁরই প্রশংসা, আর তিনি সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান।

২ তিনি তোমাদেব সৃষ্টি করেছেন; তার পর তোমাদের কেউ অবিশ্বাসী আর কেউ বিশ্বাসী, আর আল্লাহ্ দেখেন তোমরা যা করো।

৩ তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সত্যের সঙ্গে, আর তিনি তোমাদের আকৃতি দিয়েছেন, তার পর তোমাদের আকৃতিকে করেছেন উৎকৃষ্ট, আর তাঁর কাছেই শেষ প্রত্যাবর্তন।

৪ তিনি জানেন কি আছে আকাশে আর পৃথিবীতে আর তিনি জানেন কি তোমরা লুকোও আর কি তোমরা প্রকাশ করো। আর আল্লাহ্ জানেন কি আছে বুকের ভিতরে।

৫ তাদের সংবাদ কি তোমাদের কাছে পৌঁছে নি যারা পূর্বে অস্বীকার করেছিল, আর তার পর তাদের আচরণের মন্দ ফল আস্বাদ করেছিল, আর তাদের লাভ হয়েছিল এক কঠোর শাস্তি?

৬ এ এইজন্য যে তাদের কাছে তাদের পয়গাম্বররা এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণাবলী নিয়ে; কিন্তু তারা বলেছিল: তবে কি মানুষরা

আমাদের চালাবে ? অতএব তারা অবিশ্বাস করেছিল আর
ফিরে গিয়েছিল, আর আল্লাহ্‌র (কিছুতে) প্রয়োজন নেই,
আর আল্লাহ্‌ অনন্যনির্ভর—প্রশংসিত।
৭ যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে যে তাদের তোলা হবে না।
বলো : হাঁ, আমার পালয়িতাব শপথ, নিশ্চয় তোমাদের তোলা
হবে, তার পর নিশ্চয় তোমাদের জানানো হবে কি তোমরা
করেছিলে। আর তা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।
৮ সেজন্য আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করো, আর তাঁর রসূলে, আর যে
আলোক আমি অবতীর্ণ কবেছি ; আর আল্লাহ্‌ খবর রাখেন
তোমরা যা করো তার।
৯ যেদিন তিনি তোমাদের একত্রিত করবেন একত্রিত হবার দিনে—
সেদিন মোহ অপসরণের দিন ; আব যে কেউ বিশ্বাস করে
আল্লাহ্‌তে ও ভালো কাজ করে, তিনি তার থেকে দূর করে
দেবেন তার মন্দ আর তাকে প্রবেশ করাবেন উদ্যানে যাতে বহু
নদী প্রবাহিত সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করতে ; এ মহাসাফল্য।
১০ আর যারা অবিশ্বাস করে আর আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান
করে তারাই আগুনের বাসিন্দা—তাতে বাস করবে স্থায়ীভাবে
আর মন্দ সেই গন্তব্যস্থান।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ কোনো বিপত্তি আসে না আল্লাহ্‌র অনুমতি ভিন্ন, যে
কেউ আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে তিনি তার হৃদয়কে পথে চালিত
করেন ; আর আল্লাহ্‌ সব কিছু সম্বন্ধে অভিজ্ঞ।
১২ আর আল্লাহ্‌র অনুবর্তী হও আর রসূলের অনুবর্তী হও ; কিন্তু
যদি তোমরা ফিরে যাও তবে আমার রসূলের উপরে মাত্র ভার
(বাণী) স্পষ্ট পৌঁছে দেওয়া।
১৩ আল্লাহ্‌—নেই তিনি ভিন্ন অন্য উপাস্য—আর তাঁর (আল্লাহ্‌র)

উপরে বিশ্বাসীরা নির্ভর করুক।

১৪ হে বিশ্বাসিগণ, নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের সন্তানদের মধ্যে রয়েছে তোমাদের শত্রু, সেজন্য তাদের সম্বন্ধে সাবধান হও, আর যদি মুছে ফেলো আর উপেক্ষা করো আর ক্ষমা করো, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

১৫ তোমাদের ধনসম্পত্তি আর তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য মাত্র পরীক্ষার (ব্যাপার), আর আল্লাহ্—তাঁর কাছে আছে মহৎ প্রাপ্য।

১৬ সেজন্য যথাসাধ্য আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো, আর শোনো আর অনুবর্তী হও, আর ব্যয় করো (দানে)—এই তোমাদের অন্তরাত্মার জন্য ভালো। আর যে কেউ রক্ষা পায় তার অন্তরের লোভ থেকে তবে এরাই তারা যারা সফলকাম।

১৭ যদি আল্লাহ্‌কে ঋণ দাও উত্তম ঋণ * তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণিত করবেন; আর ক্ষমা করবেন; আর আল্লাহ্ কৃতজ্ঞ, স্নেহময়,

১৮ অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা, মহাশক্তি, জ্ঞানী।

* বিনা সুদে ঋণ

আত্-তালাক

[আত্-তালাক—তালাক বা স্ত্রীত্যাগ— কোর্‌আন শরীফের ৬৫ সংখ্যক সূরা।

এটি মদিনীয়—এর অবতরণের আনুমানিক কাল ষষ্ঠ হিজরি। তালাক সম্পর্কিত আইন এর দ্বারা কিছু বিশেষিত হয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ হে নবী, যখন তোমরা স্ত্রীলোকদের তালাক দাও তাদের তালাক দাও নির্ধারিত সময়ের জন্য, * আর নির্ধারিত দিনের হিসাব রাখো, আর তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো। তাদের গৃহ থেকে তাদের বার করে দিও না, তারা নিজেরাও চলে যাবে না, যদি না তারা স্পষ্ট অশালীনতা আচরণ করে। আর এই আল্লাহ্‌র সীমা, আর যে কেউ আল্লাহ্‌র সীমার বাইরে যায় সে নিশ্চয় তার অন্তরাত্মার প্রতি অন্যায় করে। তুমি জানো না যে আল্লাহ্ তার পর কিছু নতুন ব্যাপার ঘটাতে পারেন।

২ অতঃপর যখন তারা তাদের নির্ধারিত কালে পৌঁছে, তখন তাদের রাখো ভালো ভাবে অথবা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হও ভালো ভাবে; আর তোমাদের মধ্যে থেকে দুইজন ন্যায়বান লোককে সাক্ষী করো আর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য (ন্যায়ে) অবিচলিত রাখো। যে কেউ আল্লাহ্‌তে আর শেষ দিনে বিশ্বাস করে তাকে এই উপদেশ দেওয়া হয়, আর যে কেউ আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করে, তিনি তার জন্য একটি উপায় করে দেন,

---

* দ্রষ্টব্য, ২ : ২২৮

৩ আর তাকে জীবিকা দেবেন কোথা থেকে তা সে ভাবে নি ;
আর যে কেউ আল্লাহ্‌তে নির্ভর করে—তিনি তার জন্য যথেষ্ট ;
নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ পৌঁছেন তাঁর উদ্দেশ্যে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্
সব-কিছুর জন্য এক পরিমাপ ধার্য করেছেন।

৪ আর তোমাদের যেসব নারীরা তাদের ঋতু সম্বন্ধে নিরাশ্বাস
হয়েছে—যদি তাদের সন্দেহ থাকে তবে তাদের নির্ধারিত কাল
হবে তিন মাস। আর তাদেরও যাদের (পর পর) তিন ঋতু
হয় নি; আর গর্ভবতী নারীদের জন্য তাদের নির্ধারিত কাল
হচ্ছে যখন তারা তাদের ভার নামায়। আর যে কেউ আল্লাহ্‌র
সীমা রক্ষা করে, তিনি তার জন্য সহজ করে দেবেন তার কাজ।

৫ এই আল্লাহ্‌র আদেশ যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন তোমাদের
প্রতি, আর যে কেউ আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করে তিনি তার থেকে
দূর করে দেবেন তার মন্দ আর তার জন্য বাড়িয়ে দেবেন
প্রাপ্য।

৬ তাদের স্থান দাও যেখানে তোমরা থাক, তোমাদের সংগতি
অনুসারে, আর তাদের দুঃখ দিও না তাদের জীবন তাদের জন্য
কষ্টদায়ক করতে ; আর যদি তারা গর্ভবতী হয় তবে তাদের জন্য
ব্যয় করো যে পর্যন্ত না তারা তাদের ভার নামায় ; তার পর যদি
তারা তোমাদের জন্য (সন্তানকে) দুধ দেয় তবে তাদের প্রাপ্য
তাদের দাও ; আর তোমাদের মধ্যে পরস্পরকে বলো যা ভালো
তাই করতে ; আর যদি তোমাদের মতভেদ হয় তবে অন্য
স্ত্রীলোক দুধ দেবে।

৭ যার প্রাচুর্য আছে সে তার প্রাচুর্য থেকে ব্যয় করুক, আর যার
জীবিকা তার জন্য পরিমিত সে তাই থেকে ব্যয় করুক আল্লাহ্
যা তাকে দিয়েছেন, আল্লাহ্ কোনো প্রাণের উপরে ভার
চাপান না যতটা তাকে দিয়েছেন তা ভিন্ন। আল্লাহ্ কষ্টের
পরে আনেন আরাম।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৮ কত না শহর বিদ্রোহী হয়েছিল তার পালয়িতার ও তাঁর
রসুলদের নির্দেশ সম্বন্ধে, সেজন্য আমি তাদের হিসাব তলব
করেছিলাম কড়া হিসাব তলবে, আর তাদের শাস্তি দিয়েছিলাম
কঠিন শাস্তি দিয়ে।
৯ সেজন্য তা তার কাজের মন্দ ফল আস্বাদ করেছিল, আর তার
কাজের পরিণাম হয়েছিল ক্ষতি।
১০ আল্লাহ্‌ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি তৈরি করেছেন; সেজন্য
আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো হে জ্ঞানী লোকেরা যারা বিশ্বাস
করো। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ তোমাদের কাছে অবতীর্ণ করেছেন
এক স্মারক—
১১ একজন রসুল যিনি তোমাদের কাছে আবৃত্তি করেন আল্লাহ্‌র
স্পষ্ট নির্দেশাবলী যেন যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে
তাদের তিনি আনতে পারেন অন্ধকার থেকে আলোকে; আর
যে কেউ আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে তিনি
তাকে প্রবেশ করাবেন উদ্যানসমূহে যাদের নিচে দিয়ে বহু নদী
প্রবাহিত তাতে চিরদিনের জন্য বাস করতে। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌
তাকে দিয়েছেন এক উৎকৃষ্ট জীবিকা।
১২ আল্লাহ্‌ তিনি যিনি তৈরি করেছেন সাত আকাশ, আর পৃথিবী
সম্বন্ধে তার অনুরূপ; বিধান তাদের মধ্যে অবতরণ করে চলেছে,
যেন তোমরা জানতে পারো যে আল্লাহ্‌ সব-কিছুর উপরে
ক্ষমতাবান; আর আল্লাহ্‌ নিঃসন্দেহ বেষ্টন ক'রে আছেন সব
(তাঁর) জ্ঞানে।

আত্-তাহ্‌রিম

[আত্-তাহ্‌রিম—নিষিদ্ধ করা—কোর্‌আন শরীফের ৬৬ সংখ্যক সূরা। এটি মদিনীয়। এর অবতরণ কাল অনুমানিক নবম হিজরি। সেই কালে হযরতের কনিষ্ঠ পুত্র ইব্রাহিম (তিনি শৈশবে পরলোকে গমন করেন) ও তাঁর মাতা হযরত মারিয়া হযরতের কাছে যে সমাদর পান তাতে হযরতের অন্যান্য পত্নী ঈর্ষান্বিত হন। সেই ঈর্ষার ফলে হযরতের সঙ্গেও তাঁদের মনোমালিন্য ঘটে, আর হযরত একমাস কাল পত্নীদের সংস্রব এড়িয়ে চলার সংকল্প গ্রহণ করেন। মধু হযরতের প্রিয় ছিল, এইকালে হযরত আয়েশা ও হযরত হাফসাকে খুশী করার জন্য তিনি মধুপান ত্যাগ করেন। এই সূরার প্রথম চার আয়াতে এই সবের ইঙ্গিত আছে। বিস্তারিত বিবরণ হযরতের জীবনীতে পাওয়া যাবে]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ হে নবী, কেন তুমি (নিজের জন্য)* তা নিষিদ্ধ করেছ যা আল্লাহ্ তোমার জন্য বৈধ করেছেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের খুশী করতে চাও; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

২ আল্লাহ্ নিঃসন্দেহ তোমাদের জন্য বৈধ করেছেন তোমাদের শপথ-গুলো থেকে মুক্তির উপায় আর আল্লাহ্ তোমাদের রক্ষাকারী ; আর তিনি জ্ঞাতা, জ্ঞানী।

৩ আর যখন পয়গাম্বর তাঁর এক স্ত্রীকে গোপনে একটি সংবাদ দিয়েছিলেন, আর যখন তিনি (সেই স্ত্রী) পরে তা প্রকাশ করেছিলেন, আর আল্লাহ্ তাঁকে (পয়গাম্বরকে) তা জানিয়ে ছিলেন, তিনি (পয়গাম্বর) জানিয়েছিলেন তার একটি অংশ আর চেপে গিয়েছিলেন অন্য অংশ, ফলে, যখন তিনি (পয়গাম্বর) তাঁকে (স্ত্রীকে) সে সম্বন্ধে বলেছিলেন তখন তিনি (স্ত্রী) বলেছিলেন : কে আপনাকে এই সংবাদ দিয়েছে? তিনি

---

* মধুপান অথবা বিবি মারিয়ার সঙ্গ, অথবা স্ত্রীদের সঙ্গ।

বলেছিলেন : (যিনি) জ্ঞাতা ওয়াকিফহাল তিনি আমাকে
সংবাদ দিয়েছেন।

৪ যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহ্‌র দিকে ফেরো (অনুতপ্ত হয়ে)
—কেন না তোমাদের হৃদয় চেয়েছিল (এই নিষিদ্ধ করা), আর
যদি তোমরা একে অন্যকে সাহায্য করো তাঁর (পয়গাম্বরের)
বিরুদ্ধে, তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্—হাঁ তিনি তাঁর রক্ষাকারী বন্ধু,
আর জিব্রিল, আর বিশ্বাসীরা যারা সৎকর্মশীল, আর তাদের
পরে ফেরেশ্‌তারা, তাঁর সাহায্যকারী।

৫ হতে পারে তাঁর পালয়িতা, যদি তিনি তোমাদের তালাক দেন,
তোমাদের পরিবর্তে তাঁকে দেবেন তোমাদের চাইতে
উৎকৃষ্টতর স্ত্রী—আত্মসমর্পিতা, বিশ্বাসিনী, বিনতা, অনুতাপ-
কারিণী, উপাসনারতা, রোযাপালনকারিণী, বিধবা এবং কুমারী।

৬ হে বিশ্বাসিগণ, নিজেদের ও তোমাদের পরিজনদের রক্ষা করো
সেই আগুন থেকে যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর, তার উপরে আছে
ফেরেশ্‌তারা অনুকম্পাহীন ও বলবান, তারা অবাধ্য হয় না
আল্লাহ্ যা হুকুম করেন সে বিষয়ে, আর করে যা আদেশ করা
হয় :

৭ হে অবিশ্বাসিগণ, আজকের দিনে তোমাদের জন্য কোনো অজু-
হাত খাড়া ক'রো না, তোমাদের মাত্র প্রতিদান দেওয়া হচ্ছে,
যা তোমরা করতে তার জন্য।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৮ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌র দিকে ফেরো অকৃত্রিম ফেরায় : হতে
পারে তোমাদের পালয়িতা তোমাদের থেকে তোমাদের মন্দ
দূর করে দেবেন, আর তোমাদের প্রবেশ করাবেন উদ্যানসমূহে
যাদের নিচে দিয়ে বহু নদী প্রবাহিত—সেইদিন যাতে আল্লাহ্

---

* দ্রষ্টব্য ৫ : ৮৯। হযরত হাফ্‌সা বলেছিলেন হযরত আয়শাকে।

লাঞ্ছিত করবেন না নবীকে আর যারা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাস করে, তাদের আলোক তাদের সামনে চলবে আর তাদের ডান হাতের উপরে, তারা বলবে : হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের ক্ষমা করো ; নিঃসন্দেহ তুমি ক্ষমতাবান সব-কিছুর উপরে।

৯ হে নবী, অবিশ্বাসীদের আর কপটদের সঙ্গে সংগ্রাম করো, আর
তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় হও, আর তাদের গৃহ জাহান্নাম, আর মন্দ
সেই গন্তব্যস্থান।

১০ আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন যারা অবিশ্বাস করে তাদের—নূহ্-
এর পত্নী আর লূতের পত্নী, তারা উভয়ে ছিল আমার দুইজন
সাধু-আত্মা দাসের অধীনে, কিন্তু তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল
তাদের বিরুদ্ধে ফলে তারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তাদের কোনো
কাজে আসেন নি, আর বলা হয়েছিল : আগুনে প্রবেশ করো
যারা প্রবেশ করে তাদের সঙ্গে।

১১ আর যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন
—ফেরাউনের স্ত্রী, যখন সে বলেছিল : হে আমার প্রতিপালক
আমার জন্য বেহেশতে তোমার সঙ্গে একটি গৃহ তৈরি করো,
আর আমাকে উদ্ধার করো ফেরাউন ও তার কাজ থেকে, আর
আমাকে উদ্ধার করো অন্যায়কারী লোকদের থেকে।

১২ আর মরিয়ম, ইমরানের কন্যা, যিনি রক্ষা করেছিলেন তাঁর
াবরণীয় (অঙ্গ) সেজন্য আমি তাঁতে শ্বাস দিয়েছিলাম
আমার আত্মা (প্রেরণা) থেকে। আর তিনি সত্য জেনেছিলেন
তাঁর পালয়িতার বাণী আর তাঁর গ্রন্থ, আর তিনি ছিলেন বিনতা
বিনতদের মধ্যে।

আল্‌-মুল্‌ক্‌

[আল্‌-মুল্‌ক্‌—রাজত্ব—কোর্‌আন শরীফের ৬৭ সংখ্যক সূরা। এটি মধ্য মক্কীয়। কোরেশদের ক্ষমতা-গর্বের ও হঠকারিতার পরিণাম মন্দ এই কথা এতে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

ঊনত্রিংশ খণ্ড

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ কল্যাণময় তিনি যাঁর হাতে রাজত্ব, আর তিনি সব-কিছুর উপরে ক্ষমতাবান,—

২ যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন কে তোমাদের মধ্যে কাজে সব চাইতে ভালো, আর তিনি মহাশক্তি, ক্ষমাশীল।

৩ তিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশ স্তরে স্তরে—করুণাময়ের সৃষ্টিতে কোনো অসামঞ্জস্য পাবে না তুমি—পুনরায় দেখ—বিশৃঙ্খলা কী দেখছ ?

৪ তবে বার বার ফেরাও চোখ—তোমার দৃষ্টি ফিরে আসবে তোমাতে নিস্তেজ ও ক্লান্ত হ'য়ে।

৫ নিঃসন্দেহ আমি আকাশ শোভিত করেছি প্রদীপসমূহের দ্বারা আর সে সবকে করেছি শয়তানের তাড়াবার যন্ত্র *, আর তাদের জন্য তৈরি করেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি,—

* এর একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে শয়তানরা যখন আকাশের রহস্য জানতে চেষ্টা করে তখন তাদের উল্কা ছুঁড়ে মারা হয়। অন্য ব্যাখ্যা হচ্ছে জ্যোতিষ্কদের নিয়ে জ্যোতিষীরা চিরদিন বিভ্রান্ত হচ্ছে।

৬ আর যারা তাদের পালয়িতায় অবিশ্বাস করে তাদের জন্য
জাহান্নামের শাস্তি—আর তা মন্দ গন্তব্যস্থান।
৭ যখন তারা তাতে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তারা শুনবে তার উচ্চ গর্জন
আর তা স্ফীত হতে' থাকবে—
৮ যেন ক্রোধে ফেটে পড়বে। যখনই একদল তাতে নিক্ষিপ্ত হবে
তার প্রহরীরা তাকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের কাছে কি
কোনো সতর্ককারী আসেন নি?
৯ তারা বলবে: হাঁ—নিঃসন্দেহ—একজন সতর্ককারী আমাদের
কাছে এসেছিলেন, কিন্তু আমরা অস্বীকার করেছিলাম ও
বলেছিলাম: আল্লাহ্ কিছুই অবতীর্ণ করেন নি, তোমরা বড়
রকমের পথভ্রান্তির মধ্যে ভিন্ন নও।
১০ আর তারা বলবে: যদি আমরা শুনতাম অথবা আমাদের বুদ্ধি
থাকতো তবে আমরা জ্বলন্ত আগুনের বাসিন্দা হতাম না।
১১ তাহলে তারা নিজেদের দোষ স্বীকার করবে। তবে বহুদূরে
অবস্থিত থাকুক জ্বলন্ত আগুনের বাসিন্দারা (করুণা থেকে)।
১২ নিঃসন্দেহ যারা তাদের পালয়িতার ভয় রাখে গোপনে, তাদের
জন্য আছে ক্ষমা আর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।
১৩ আর তোমাদের কথা গোপন করো আর প্রকাশ করো, নিঃসন্দেহ
তিনি জানেন যা আছে বুকের ভিতরে।
১৪ যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মের জ্ঞাতা
—ওয়াকিফহাল।

'দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১৫ তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিনীত (সুগম)—
সেজন্য এর বিস্তৃত দিকসমূহে গমন করো, আর ভক্ষণ করো
তাঁর দেওয়া জীবিকা থেকে, আর তাঁর কাছেই হবে মৃত্যুর পরে
প্রত্যাবর্তন।

১৬ যিনি অন্তরীক্ষে আছেন তাঁর কাছে থেকে কী তোমরা এই নিরাপত্তা গ্রহণ করেছ যে তিনি পৃথিবীর দ্বারা তোমাদের গ্রাস করাবেন না যখন নিঃসন্দেহ তা আন্দোলিত হবে?

১৭ অথবা যিনি অন্তরীক্ষে আছেন তাঁর কাছে থেকে তোমরা কী এই নিরাপত্তা গ্রহণ করেছ যে তিনি তোমাদের উপরে প্রস্তরবর্ষী মেঘ পাঠাবেন না? কিন্তু তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার ভয় প্রদর্শন;

১৮ আর নিঃসন্দেহ এদের পূর্ববর্তীরাও প্রত্যাখ্যান করেছিল—তখন কেমন ছিল আমার অসন্তোষ।

১৯ তারা কি দেখে নি তাদের উপরে পাখীদের (পাখা) ছড়িয়ে দেওয়া আর গুটিয়ে নেওয়া? তাদের ধরে রাখেন করুণাময় ভিন্ন আর কে? নিঃসন্দেহ তিনি দেখেন সব।

২০ অথবা কে সে যে তোমাদের সাহায্যের জন্য হবে সৈন্যদল দয়াময় ব্যতীত? নিঃসন্দেহ অবিশ্বাসীরা ভ্রান্তির মধ্যে ভিন্ন নয়।

২১ অথবা কে সে যে তোমাদের দেবে খাদ্য যদি তিনি বন্ধ করেন তাঁর দেওয়া জীবিকা? না, তারা অনড় অবাধ্যতায় ও বিতৃষ্ণায়।

২২ যে আপন মুখের দিকে ঝুঁকে চলে (জন্তুর মতো) সে ভালো চালিত, না সে যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে?

২৩ বলো: তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন আর তোমাদের জন্য তৈরি করেছেন কান আর চোখ আর অন্তরাত্মা; অল্পই তোমরা ধন্যবাদ জানাও।

২৪ বলো: তিনি তোমাদের পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, আর তাঁরই কাছে তোমরা একত্রিত হবে।

২৫ আর তারা বলে: কখন এই ওয়াদা সত্য হবে যদি তোমরা সত্যবাদী হও?

২৬ বলো : (তার) জ্ঞান আল্লাহ্‌রই কাছে, আমি স্পষ্ট সতর্ককারী ভিন্ন আর কিছু নই।

২৭ কিন্তু যখন তারা তা নিকটে দেখবে তখন যারা অবিশ্বাসী তাদের মুখ হবে মলিন, আর বলা হবে, এ তাই যা তোমরা চাইতে।

২৮ বলো : তোমরা কী ভেবেছ, আল্লাহ্‌ আমাকে ও আমার সঙ্গীদের ধ্বংসই করুন অথবা আমাদের উপরে করুণাই করুন, কিন্তু কে অবিশ্বাসীদের রক্ষা করবে কঠোর শাস্তি থেকে ?

২৯ বলো : তিনি দয়াময়—তাঁতে আমরা বিশ্বাস করি আর তাঁর উপরে আমরা নির্ভর করি ; অতএব অবিলম্বে তোমরা জানবে কে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে।

৩০ বলো : ভেবেছ কী, তোমাদের (সব) পানী যদি চলে যায় মাটির নিচে তবে কে সে যে তোমাদের জন্য আনবে বহতা পানী ?

আল্-কলম

[আল্-কলম—কলম—কোর্আন শরীফের ৬৮ সংখ্যক সূরা—
এটি অতিপ্রাথমিক মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ নূন্—(ভাবো) দোয়াত, আর কলম, আর যা তারা লেখে
(তার কথা);
২ তোমার পালয়িতার অনুগ্রহে তুমি পাগল নও।
৩ আর নিঃসন্দেহ তোমার পুরস্কার হবে অব্যাহত।
৪ আর নিঃসন্দেহ তুমি মহৎ চরিত্রের।
৫ ফলে তুমি দেখবে আর তারাও দেখবে
৬ তোমাদের মধ্যে কে উন্মত্ত।
৭ নিঃসন্দেহ তোমার প্রতিপালক ভালো জানেন কে তাঁর পথ
থেকে ভ্রষ্ট আর তিনি ভালো জানেন পথে-চালিতদের।
৮ অতএব অন্যায়কারীদের অনুবর্তী হ'য়ো না।
৯ তারা চায় তুমি নমনীয় হও তবে তারাও নমনীয় হবে।
১০ আর অনুগত হ'য়ো না প্রত্যেক হীন শপথকারীর—
১১ নিন্দুকের, যে নিন্দা ক'রে বেড়াচ্ছে,
১২ কল্যাণের নিষেধকারীর, সীমা অতিক্রমকারীর, পাপীর,
১৩ নীচের, এসব ভিন্ন অসৎ-চরিত্রের।
১৪ এইজন্য যে সে বিত্তবান আর সন্তান-সন্ততিযুক্ত—
১৫ যখন আমার নির্দেশাবলী তার কাছে পড়া হয় সে বলে:
সেকালের লোকদের গল্প।

১৬ আমি দাগ দেবো তার উঁচু নাকে *।
১৭ নিশ্চয় আমি তাদের পরীক্ষা করবো যেমন পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের মালিকদের যখন তারা শপথ করেছিল যে তারা নিশ্চয় ভোরে ফসল কাটবে,—
১৮ আর ব্যতিক্রম করে নি (আল্লাহ্‌র ইচ্ছা সম্বন্ধে)।
১৯ তার পর এক দুর্বিপাক তার উপরে এসে পড়েছিল তোমার পালয়িতা থেকে যখন তারা ঘুমোচ্ছিল।
২০ ফলে প্রভাতে তা হোলো যেন (তার ফসল) তুলে নেওয়া হয়েছে।
২১ আর প্রভাতে তারা একে অন্যকে ডাকলে
২২ এই বলে : তোমাদের ফসল ক্ষেতে যাও ভোরে যদি (ফসল) কাটতে চাও।
২৩ তাই তারা গেল, একে অন্যকে নিচু গলায় বললে :
২৪ হাভাতে কেউ আজ তোমার ক্ষেতে না ঢুকুক।
২৫ আর প্রভাতে তারা গেল শক্তিশালী হয়ে।
২৬ কিন্তু যখন তা দেখলে তারা বললে : নিশ্চয় আমাদের ভুল হয়েছে—
২৭ না—আমরা বঞ্চিত হয়েছি।
২৮ তাদের মধ্যে যে সব চাইতে ভালো সে বললে : তোমাদের কি বলি নি, কেন আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করো না ?
২৯ তারা বললে : আমাদের প্রতিপালকের মহিমা কীর্তিত হোক, নিশ্চয় আমরা অন্যায় করেছি।
৩০ তার পর তাদের কেউ কেউ অন্যের কাছে গেল নিজেদের নিন্দা ক'রে :

* ওয়ালিদ বিন্ মুগিরার নাক ছিল উঁচু—বদরের যুদ্ধে সে নাকে আঘাত পায়।

৩১ তারা বললে : দুর্ভাগ্য আমাদের, নিঃসন্দেহ আমরা সীমা অতিক্রম
করেছিলাম ;
৩২ হতে পারে আমাদের পালয়িতা এর পরিবর্তে এর চাইতে ভালো
যা তাই দেবেন ; নিঃসন্দেহ আমাদের পালয়িতার কাছেই আমরা

৩৩ এই হয়েছিল শাস্তি, আর নিঃসন্দেহ পরকালের শাস্তি আরো
বড়—যদি তারা জানতো।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৩৪ নিঃসন্দেহ যারা সীমা রক্ষা করে তারা তাদের পালয়িতার কাছে
পাবে আনন্দময় বেহেশ্‌ত।
৩৫ কী—তবে কি আমি আত্মসমর্পিতদের করবো অপরাধী ?
৩৬ কি হয়েছে তোমাদের ? কি ভাবে তোমরা বিচার করো ?
৩৭ অথবা তোমাদের কি কোনো গ্রন্থ আছে যাতে তোমরা পড়ো
৩৮ যে, নিশ্চয় তোমরা তাই পাবে যা তোমরা পছন্দ করো ?
৩৯ অথবা, আমার কাছে থেকে কি শপথের দ্বারা সমর্থিত
কেয়ামতের-দিনে-পর্যন্ত বলবৎ এমন অঙ্গীকার পেয়েছ যে
তোমরা নিশ্চয় তাই পাবে যা তোমাদের রায় হয় ?
৪০ তাদের জিজ্ঞাসা করো তাদের কে এর জন্য জামিন হবে।
৪১ অথবা তাদের (আল্লাহ্‌ ভিন্ন) অংশী দেবতা আছে কি ?
তবে তারা তাদের অংশী দেবতাদের আনুক যদি তারা সত্যবাদী
হয়।
৪২ সেইদিন যখন সংকট দেখা দেবে আর তাদের বলা হবে সেজদা
করতে কিন্তু তারা সক্ষম হবে না—
৪৩ তাদের চোখ অবনত—লাঞ্ছনায় তারা বিহ্বল—আর তাদের
আহ্বান করা হয়েছিল সেজদা করতে যখন তারা ছিল অক্ষত।
৪৪ অতএব ছেড়ে দাও আমাকে ও তাকে যে প্রত্যাখ্যান করে এই

বাণী আমি তাদের চালিয়ে নিয়ে যাবো ধাপে ধাপে কোথা
থেকে তারা তা জানে না ;
৪৫ আর আমি তাদের সহ্য করি ; নিঃসন্দেহ আমার ফাঁদ মজবুত।
৪৬ অথবা তুমি কি তাদের কাছ থেকে চাও মজুরি যার ফলে তারা
ঋণগ্রস্ত হয় ?
৪৭ অথবা তাদের কি যা অদৃশ্য (তার জ্ঞান) আছে যার ফলে তারা
তা লিখে রাখে ?
৪৮ সেজন্য ধৈর্য ধরো তোমার পালয়িতার রায় সম্বন্ধে, আর মাছের
সঙ্গীর * মতো হয়ো না যিনি ডেকেছিলেন যখন বিপদে
পড়েছিলেন ;
৪৯ যদি এ না হোতো যে তাঁর পালয়িতার থেকে অনুগ্রহ তাঁর কাছে
পৌঁছেছে তবে নিশ্চয় তিনি পরিত্যক্ত হতেন যখন তিনি ছিলেন
করুণাবঞ্চিত।
৫০ কিন্তু তাঁর প্রভু তাঁকে নির্বাচিত করেছিলেন আর তাঁকে স্থান
দিয়েছিলেন সাধু-আত্মাদের মধ্যে।
৫১ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা যেন তোমাকে তাদের চোখ
দিয়ে আঘাত করবে যখন তারা স্মারক শোনে, আর তারা বলে :
নিঃসন্দেহ সে পাগল।
৫২ আর এটি জাতিদের কাছে স্মারক ভিন্ন নয়।

---

* ইউনুসের।

আল্ হাক্কাহ্

[আল্-হাক্কাহ্—অসংশয়িত সত্য—কোর্আন শরীফের ৬৯ সংখ্যক সূরা। এর প্রথম তিন আয়াতে এই শব্দটি আছে।

এটি মধ্যমক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ অসংশয়িত সত্য !

২ কি সেই অসংশয়িত সত্য ?

৩ আর কেমন করে তোমাকে বোঝানো যাবে অসংশয়িত সত্য কি ?

৪ সামূদ আর আদ্ আঘাতকারী বিপত্তিকে মিথ্যা বলেছিল।

৫ তার পর সামূদ—তারা বিধ্বস্ত হয়েছিল বিদ্যুতের দ্বারা ;

৬ আর আদ্—তারা বিধ্বস্ত হয়েছিল এক ভয়ঙ্কর গর্জন-করা ঝড়ের দ্বারা—

৭ যাকে তিনি তাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেছিলেন দীর্ঘ সাত রাত্রি আর আট দিন, ফলে লোকদের তুমি তাতে দেখতে পেতে ভূতলশায়ী, যেন তারা খেজুর গাছের ফাঁপা গুঁড়ি।

তার পর অবশিষ্ট কিছু কি দেখো ?

৯ আর ফেরাউন, আর তার পূর্ববর্তীরা, আর বিধ্বস্ত শহরগুলো গর্হিত (কাজ) করেছিল—

১০ যেহেতু তারা তাদের প্রতিপালকের বাণীবাহকের অবাধ্য হয়েছিল, সেজন্য তিনি তাদের ধরেছিলেন শক্ত ধরায়।

১১ নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের জাহাজে বহন করেছিলাম যখন পানী উঁচু হয়েছিল,

১২ যেন আমি .তা করতে পারি তোমাদের জন্য এক স্মারক, আর
• যেন মনে-রাখা কানগুলো মনে রাখতে পারে।
১৩ আর যখন শৃঙ্গধ্বনি হবে একটি ধ্বনিতে,
১৪ আর পৃথিবী আর পাহাড়গুলো উপরে তোলা হবে আর চূর্ণ
করা হবে এক আছাড়ে ;
১৫ সেইদিন মহাঘটনা ঘটবে ;
১৬ আর আকাশ বিদীর্ণ হবে, সেই দিনের জন্য তা হবে ভঙ্গুর ;
১৭ আর ফেরেশ্‌তারা তার পার্শ্বগুলোতে দাঁড়াবে,আর তাদের উপরে
সেইদিন আটজন বহন করবে তোমার প্রভুর সিংহাসন।
১৮ সেইদিন তোমরা অনাবৃত হবে – তোমাদের কোনো রহস্য
গোপন থাকবে না।
১৯ তার পর যার বই দেওয়া হবে তার ডান হাতে, সে বলবে : নাও,
আমার এই বই পড়ো :
২০ নিঃসন্দেহ আমি জানতাম যে আমাকে আমার হিসাব দিতে
হবে।
২১ সুতরাং সে থাকবে আনন্দময় জীবনে :
২২ উঁচু উদ্যানে—
২৩ যার ফলের থোকাগুলো হাতের নাগালে—
২৪ খাও আর পান করো আনন্দে যা তোমরা পূর্বে করেছিলে বিগত
দিনে তার জন্য।
২৫ আর যাকে তার বই দেওয়া হবে তার বাঁ হাতে, সে বলবে : হায়
যদি আমার বই কখনো আমাকে না দেওয়া হোতো,—
২৬ আমি জানতাম না কি আমার হিসাব :
২৭ হায়, যদি এতে শেষ হোতো :
২৮ আমার ধনসম্পদ আমার কোনো কাজে আসে নি,
২৯ আমার কর্তৃত্ব আমার থেকে চলে গেছে।

৩০ (বলা হবে) : তাকে ধরো, তার পর তার উপরে এক শিকল চড়াও,

৩১ তার পর তাকে ফেলো জ্বলন্ত আগুনে,

৩২ তার পর তাকে ঢোকাও এক শিকলে যার দৈর্ঘ্য সত্তর হাত,

৩৩ নিশ্চয় সে বিশ্বাস করতো না মহান্ আল্লাহ্‌তে,

৩৪ সে নিঃস্বদের খাবার দিতেও উৎসাহ দেখাতো না ;

৩৫ সেজন্য আজ এখানে তার নেই কোনো প্রেমিক ;

৩৬ কোনো খাদ্যও নেই আবর্জনা ভিন্ন—

৩৭ যা কেউ খায় না পাপীরা ব্যতীত,

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৩৮ কিন্তু না—আমি শপথ করি যা দেখছ সবের,

৩৯ আর যা দেখছ না (সেসবের),

৪০ এ নিশ্চয় এক সম্মানিত রসূলের বাণী ;

৪১ আর এ একজন কবির বাণী নয়,—সামান্যই তোমরা বিশ্বাস করো।

৪২ আর এ একজন গণকের বাণী নয়,—সামান্যই তোমরা চিন্তা করো।

৪৩ এ অবতরণ বিশ্বজগতের পালয়িতা থেকে।

৪৪ আর যদি সে আমার সম্পর্কে কিছু বাণী তৈরি করে থাকে,

৪৫ তবে নিশ্চয়ই আমি তাকে ধরতাম ডান হাত দিয়ে।

৪৬ আর তার পর ছিন্ন করতাম তার মূল শিরা ;

৪৭ আর তোমরা কেউ আমাকে তা থেকে ফেরাতে পারতে না।

৪৮ আর নিঃসন্দেহ এ স্মারক তাদের জন্য যারা সীমা রক্ষা করে।

৪৯ আর নিশ্চয় আমি জানি যে তোমাদের কেউ কেউ প্রত্যাখ্যান-
কারী।

৫০ আর নিঃসন্দেহ এটি এক মহা মনঃক্ষোভ অবিশ্বাসীদের জন্য,

৫১ আর নিঃসন্দেহ এ নিশ্চিত সত্য।

৫২ সেজন্য কীর্তন করো তোমার প্রভুর নাম (যিনি) মহামহিম।

আল্-মা'আরিজ

আল্-মা'আরিজ—উত্থানের পথ—কোরআন শরীফের ৭০ সংখ্যক সূরা। এই সূরায় তৃতীয় আয়াতে এই শব্দটি আছে।

এটি প্রাথমিক মক্কীয়।

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ একজন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করেছে শাস্তি সম্বন্ধে, যা ঘটবে

২ অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে, কেউ নেই তা রোধ করতে পারে

৩ আল্লাহ্ থেকে (যিনি) উত্থানের পথের অধীশ্বর।

৪ তাঁর অভিমুখে আরোহণ করে ফেরেশ্‌তারা ও প্রেরণা (আত্মা) যার একদিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বৎসর।

৫ সেজন্য ধৈর্য অবলম্বন করো শোভন ধৈর্যে।

৬ নিঃসন্দেহ তারা একে মনে করে বহু দূরে,

৭ আর আমি দেখি নিকটে।

৮ সেইদিন যেদিন আকাশ হবে গলানো তামার মতো,

৯ আর পাহাড়গুলো হবে পশমের থোকা,

১০ আর বন্ধু জিজ্ঞাসা করবে না বন্ধুর কথা,

১১ (যদিও) তাদের পরস্পরকে দেখানো হবে। অপরাধী যে সে চাইবে সেইদিনের শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে তার সন্তানদের মূল্যে,

১২ আর তার স্ত্রী, আর তার ভাই,

১৩ আর তার নিকট-আত্মীয় যে তাকে আশ্রয় দিয়েছিল,

১৪ আর যা-কিছু আছে পৃথিবীতে (তাদের মূল্যে),—যদি তারা তাকে মুক্তি দিতে পারে।

১৫ কখনোই না! নিঃসন্দেহ এটি এক জ্বলন্ত আগুন,
১৬ দগ্ধ করার জন্য উদ্‌গ্রীব,
১৭ ঐ তাকে ডাকে যে ফিরেছিল আর পালিয়েছিল (সত্য থেকে),
১৮ আর জমিয়েছিল আর বন্ধ ক'রে রেখেছিল।
১৯ নিঃসন্দেহ মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ব্যস্ত ক'রে—
২০ অত্যন্ত ব্যথাতুর যখন মন্দ তাকে স্পর্শ করে,—
২১ আর কৃপণ যখন সুদিন তাকে স্পর্শ করে,—
২২ তারা ভিন্ন যারা উপাসনাকারী,
২৩ যারা তাদের উপাসনায় নিত্য নিযুক্ত,
২৪ আর যাদের ধনসম্পত্তিতে স্বীকৃত অধিকার রয়েছে,
২৫ তার যে ভিক্ষা করে, তার যে বঞ্চিত,
২৬ আর যারা বিচারের দিনকে সত্য বলে জানে,
২৭ আর যারা তাদের পালয়িতার শাস্তি সম্বন্ধে ভীত—
২৮ নিশ্চয় তাদের পালয়িতার শাস্তি এমন যার সামনে নির্ভয় হওয়া যায় না—
২৯ আর যারা তাদের আবরণীয়ের সংরক্ষক,
৩০ তাদের স্ত্রীদের সম্বন্ধে অথবা যাদের তাদের দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করেছে তাদের সম্বন্ধে ভিন্ন, কেন না এসব নিশ্চয় নিন্দনীয় নয়;
৩১ কিন্তু যে এর বাইরে যেতে চায় তবে এরাই তারা যারা সীমা অতিক্রম করে,
৩২ আর যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে,
৩৩ আর যারা তাদের সাক্ষ্যে অবিচল,
৩৪ আর যারা তাদের উপাসনার সংরক্ষক;
৩৫ এরাই স্থান পাবে বেহেশ্‌তে—সম্মানিত।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৩৬ কিন্তু কি হয়েছে তাদের যারা অবিশ্বাস করে, আর তারা

তোমার দিকে চেয়ে থাকে, চোখ বড় ক'রে,

৩৭ দক্ষিণে ও বামে, দলে দলে !

৩৮ তাদের প্রত্যেক লোক কি চায় যে তাকে প্রবেশ করানো হবে আনন্দময় বেহেশ্‌তে ?

৩৯ কখনোই না ; নিশ্চয়—কি দিয়ে তাদের তৈরি করেছি তারা তা জানে।

৪০ কিন্তু না ! উদয়স্থানসমূহের আর অস্তগমনের স্থানসমূহের প্রভুর শপথ, নিঃসন্দেহ আমি সমর্থ

৪১ তাদের স্থলে তাদের চাইতে ভালোদের আনতে, আর আমি পরাজিত হবার নই।

৪২ সেজন্য তাদের গল্প করতে ও খেলতে দাও যে পর্যন্ত না তারা সম্মুখীন হয় তাদের শাস্তির যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেওয়া হয়েছে।

৪৩ সেইদিন যেদিন তারা তাদের কবরগুলো থেকে আসবে ব্যস্ত হয়ে যেন তারা ত্রস্তপদে যাচ্ছে একটি লক্ষ্যের পানে।

৪৪ তাদের চোখ অবনত, লাঞ্ছনা তাদের বিহ্বল করেছে; এই সেইদিন যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেওয়া হয়েছিল।

নূহ্‌

[নূহ্‌—কোর্‌আন শরীফের ৭১ সংখ্যক সূরা। হযরত নূহ্‌-এর তাঁর জাতির ভিতরে প্রচারের কথা বলা হয়েছে এতে।

এটি অন্ত মক্কীয়]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ নিঃসন্দেহ আমি নূহ্‌কে তাঁর লোকদের কাছে পাঠিয়েছিলাম, এই বলে: তোমার লোকদের সাবধান করো তাদের উপরে এক কঠিন শাস্তি এসে পড়ার পূর্বে।

২ তিনি বলেছিলেন: হে আমার জাতি, নিঃসন্দেহ আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী তোমাদের কাছে:

৩ আল্লাহ্‌র উপাসনা করো, আর তাঁর সীমা রক্ষা করো, আর আমার অনুবর্ত্তী হও;

৪ তিনি ক্ষমা করবেন তোমাদের কিছু কিছু দোষ-ত্রুটি, আর কিছু বিরাম দেবেন এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত; নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নির্ধারিত কাল যখন আসে তখন তা মুলতবী রাখা যায় না— যদি তোমরা জানতে।

৫ তিনি বলেছিলেন: হে আমার পালয়িতা; নিঃসন্দেহ আমি আমার জাতিকে ডেকেছি রাত্রিতে ও দিনে।

৬ কিন্তু আমার ডাকা কেবল বাড়িয়েছে তাদের পালিয়ে যাওয়া।

৭ আর যখনই আমি তাদের আরো ডাকি যেন তুমি তাদের ক্ষমা করতে পারো, তারা তাদের কানে আঙুল দেয়, আর নিজেদের আবৃত করে তাদের পোষাকে, আর গোঁ ধরে, আর অহঙ্কারে স্ফীত হয়।

৮ তার পর নিশ্চয় আমি তাদের ডেকেছি উঁচু গলায়,
৯ তার পর নিশ্চয় আমি তাদের বলেছি প্রকাশ্যে আর তাদের
বলেছি গোপনে,
১০ তার পর আমি বলেছি তোমাদের পালয়িতার কাছে ক্ষমা
প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই তিনি চিরক্ষমাশীল,
১১ তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে উন্মুক্ত করবেন প্রচুর বৃষ্টি,
১২ আর তোমাদের সাহায্য করবেন ধনসম্পত্তি ও বহু পুত্র দিয়ে,
আর তোমাদের জন্য তৈরি করবেন বহু নদী ;
১৩ কি তোমাদের হয়েছে যে তোমরা আল্লাহ্‌ থেকে মর্যাদার আশা
রাখো না ?
১৪ আর যখন তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন (বিভিন্ন) স্তরের
ভিতর দিয়ে *।
১৫ দেখো না আল্লাহ্‌ সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন কেমন স্তরে
স্তরে !
১৬ আর চাঁদকে তাতে করেছেন এটি আলোক ; আর সূর্যকে
করেছেন একটি প্রদীপ।
১৭ আর আল্লাহ্‌ তোমাদের পৃথিবী থেকে বর্ধিত করেছেন এক
বিকাশরূপে।
১৮ তার পর তিনি তোমাদের তাতে ফিরে পাঠান ; তার পর তিনি
তোমাদের আনবেন (নতুন) আনায়,
১৯ আর আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিস্তৃত,
২০ যেন তোমরা তাতে চলতে পারো চাওড়া পথে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২১ নূহ্‌ বলেছিলেন : হে আমার পালয়িতা, নিঃসন্দেহ তারা আমার
অবাধ্য হয়েছে আর তার অনুবর্তী হয়েছে যার ধনসম্পত্তি আর
সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ভিন্ন আর কিছু বাড়ায় না ;

* মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বিচিত্র স্তর অথবা বিবর্তনের বিচিত্র স্তর।

২২ আর তারা এক বড় ফাঁদ ফেঁদেছে,

২৩ আর তারা বলছে : তোমাদের উপাস্যদের কিছুতেই পরিত্যাগ
ক'রো না, পরিত্যাগ ক'রো না ওয়াদ্, সুওয়া, ইয়াগুস-কে অথবা
ইয়াউক ও নস্‌র্-কে।*

২৪ আর নিশ্চয় তারা বহুজনকে পথভ্রান্ত করেছে, আর তুমি
(আল্লাহ্) অন্যায়কারীদের আর কিছু বাড়াও না তাদের ভ্রান্তি
ব্যতীত।

২৫ তাদের অপরাধের জন্য তাদের ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারপর
প্রবেশ করানো হয়েছিল আগুনে, আর তারা কোনো সহায় পায়
নি আল্লাহ্ ভিন্ন।

২৬ আর নূহ্ বলেছিলেন : হে আমার পালয়িতা, দেশে কোনো
বাসিন্দা রেখো না অবিশ্বাসীদের থেকে,

২৭ কেন না যদি তাদের রাখো তবে তারা বিপথে নেবে তোমার
দাসদের আর জন্ম দেবে না দুর্বৃত্ত ও অকৃতজ্ঞদের ব্যতীত।

২৮ হে আমার পালয়িতা, ক্ষমা করো আমাকে আর আমার
পিতামাতাকে, আর যে আমার গৃহে আসে বিশ্বাসী হয়ে, আর
বিশ্বাসী পুরুষদের আর বিশ্বাসিনী নারীদের, আর অন্যায়
কারীদের আর কিছু বাড়িও না—তাদের ধ্বংস ব্যতীত।

* আরবদের দেবতাদের নাম।

আল্‌-জিন্ন্

[আল্-জিন্ন্—জিন—কোর্‌আন শরীফের ৭২ সংখ্যক সূরা।

এটি অন্ত্যমক্কীয়—তায়েফ থেকে হযরতের ফিরে আসবার কালে এটি অবতীর্ণ হয়েছিল, এই অনেকের মত। কোর্‌আনে জিন্ বলতে দুর্ধর্ষ প্রকৃতির ভিন্ন-জাতীয় লোক বোঝা হয়েছে, আবার এক ধরনের অশরীরী আত্মাও—Elemental spirit—বোঝা হয়েছে।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে।

১ বলো: এটি আমার কাছে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে যে একদল জিন শুনেছিল, আর তারা বলেছিল, নিশ্চয় আমরা এক আশ্চর্যজনক কোর্‌আন শুনেছি—

২ যা চালিত করে যথার্থ পথে, সেজন্য আমরা তাতে বিশ্বাস করি আর আমরা কাউকে আমাদের পালয়িতার সঙ্গে অংশী দাঁড় করাবো না,

৩ আর তিনি—সুউন্নত হোক আমাদের পালয়িতার মহিমা—স্ত্রী অথবা পুত্র গ্রহণ করেন নি;

৪ আর আমাদের মধ্যে যে নির্বোধ সে আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে বলতো (এমন) জঘন্য মিথ্যা;

৫ আর আমরা ভেবেছিলাম যে মানুষ ও জিন্ আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা বলবে না;

৬ আর মানুষদের কেউ কেউ জিনদের কারো কারো আশ্রয় নিতো। ফলে তারা বাড়িয়েছিল তাদের বিদ্রোহ (আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে,)

৭ আর তারা ভেবেছিল, যেমন তোমরা ভাবো, যে আল্লাহ্‌

কাউকে ভুলবেন না—(মৃতদের থেকে,)
৮ আর আমরা আকাশে পৌঁছুতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু দেখেছিলাম তা পূর্ণ সবল প্রহরীদের দিয়ে ও অগ্নিশিখা দিয়ে ;
৯ আর আমরা তার কোনো কোনো বসবার জায়গায় বসতাম চুরি ক'রে শুনবার জন্য, কিন্তু যে শুনতো সে দেখতো তার জন্য একটি অনল-শিখা অপেক্ষা ক'রে আছে,
১০ আর আমরা জানি না যারা পৃথিবীতে আছে—তাদের সবার জন্য মন্দ রয়েছে কি না ; অথবা তাদের পালয়িতা তাদের চালিত করতে চান কি না ;
১১ আর আমাদের কেউ কেউ ভালো আর আমাদের অন্যেরা তাদের থেকে বহু দূরে—আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন-পন্থী।
১২ আর আমরা জানি যে আল্লাহ্‌কে এড়িয়ে যেতে পারি না পৃথিবীতে আর তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারি না উড়ে গিয়েও ;
১৩ আর আমরা যখন পথনির্দেশ শুনেছি—আমরা তাতে বিশ্বাস করেছি, সেজন্য যে কেউ তার পালয়িতায় বিশ্বাস করে, সে ক্ষতির ভয় করবে না, লাঞ্ছনারও না ;
১৪ আর আমাদের কেউ কেউ সমর্পিতচিত্ত আর কেউ কেউ অন্যায়-কারী, আর যারা আল্লাহ্‌তে আত্মসমর্পণ করেছে তারা লক্ষ্য করেছে যথার্থ পথ,
১৫ আর যারা অন্যায়কারী—তারা জাহান্নামের ইন্ধন।
১৬ আর যদি তারা বহুদেববাদীরা) ঠিক পথে চলে, আমি তাদের পানের জন্য দেবো প্রচুর জল,
১৭ যেন আমি তাদের পরীক্ষা করতে পারি তার দ্বারা, আর যে কেউ তার পালয়িতার স্মরণ থেকে ফিরে যায়,তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন চিরবর্ধমান শাস্তিতে।
১৮ আর মসজিদগুলো আল্লাহ্‌র, সেজন্য আর কাউকে আহ্বান

করো না আল্লাহ্‌র সঙ্গে,

১৯ আর যখন আল্লাহ্‌র দাস দাঁড়িয়েছিলেন তাঁকে আহ্বান ক'রে
তারা তাঁর চারিদিকে ভিড় করেছিল তাঁকে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ ক'রে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২০ বলো : আমি আমার প্রতিপালককে ডাকি, আর আমি কাউকে
তাঁর অংশী করি না ;

২১ বলো : আমি কর্তৃত্ব করি না তোমাদের আঘাতের অথবা
উপকারের উপরে ;

২২ বলো : নিশ্চয় কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারে না আল্লাহ্‌
থেকে, তাঁকে ভিন্ন কোনো আশ্রয়ও আমি পেতে পারি না ;

২৩ (আমার) শুধু পৌঁছে দেওয়া আল্লাহ্‌ থেকে আর তাঁর বাণী-
সমূহ, আর যে কেউ অবাধ্য হয় আল্লাহ্‌র আর তাঁর বাণী-
বাহকের, তবে নিশ্চয় তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন—
বাস করবে তাতে দীর্ঘকাল।

২৪ যে পর্যন্ত না তারা তা দেখে যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেওয়া
হয়েছে (তারা সন্দেহ করতে থাকবে) তার পর তারা জানবে
কে দুর্বলতর সহায়তায় আর হীনতর সংখ্যায়।

২৫ বলো : আমি জানি না যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছে
তা নিকটে, অথবা আমার পালয়িতা তার জন্য একটি কাল
নির্ধারিত করবেন :

২৬ অদৃশ্যের জ্ঞাতা অতএব কারো কাছে তিনি তাঁর রহস্য প্রকাশ
করেন না—

২৭ তাঁর কাছে ভিন্ন যাঁকে তিনি বাণীবাহক নির্বাচিত করেন,

* তায়েফের লোকেরা হযরতের প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেছিল তার ইঙ্গিত এখানে রয়েছে ভাবা হয়।

তার পর নিঃসন্দেহ তিনি তাঁর সামনে ও পেছনে প্রহরী রাখেন,
২৮ যেন তিনি (আল্লাহ্) জানতে পারেন যে তাঁরা তাঁদের
পালয়িতার বাণী পৌঁছে দিয়েছেন, আর তিনি ঘিরে আছেন
তাদের সব কাজ, আর তিনি লিখে রাখেন সব কিছুর সংখ্যা।

আল্-মুয্যাম্মিল

[আল্-মুয্যাম্মিল—বস্ত্রাবৃত—কোর্আন শরীফের ৭৩ সংখ্যক স্থরা। হেরা গিরিগুহায় প্রথম প্রত্যাদেশ লাভের পরে হযরত গৃহে ফিরে নিজেকে বস্ত্রাবৃত করেন। তাঁর সেই অবস্থায় জিব্রিল এসে তাঁকে সম্ভাষণ করে। এর শেষ আয়াতটি মদিনীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্র নামে

১ হে বস্ত্রাবৃত,

২ রাত্রি জাগরণ করো অল্প সময় ব্যতীত,

৩ তার অর্ধেক, অথবা তার কিছু কম করো,

৪ অথবা তার কিছু বাড়াও, আর আবৃত্তি করো কোর্আন ছন্দ অনুযায়ী।

৫ নিঃসন্দেহ আমি তোমার উপরে নামাবো এক গুরুভার বাণী।

৬ নিঃসন্দেহ রাত্রি জাগরণ এমন যখন অনুভূতি আরো তীক্ষ্ণ আর বাণী আরো স্থিরলক্ষ্য ;

৭ নিঃসন্দেহ দিনে তোমার দীর্ঘকর্মপরম্পরা।

৮ আর স্মরণ করো তোমার পালয়িতার নাম আর তাঁতে মনোযোগী হও একান্ত মনোযোগে।

৯ পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক, কোনো উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন—সেজন্য তাঁকে গ্রহণ করো অধ্যক্ষরূপে।

১০ আর ধৈর্য ধরো যা তারা বলে সে সম্বন্ধে ; আর তাদের পরিহার করো শোভন পরিহারে।

১১ আর ছেড়ে দাও আমাকে আর প্রত্যাখ্যানকারীদের, সচ্ছলতার আর আরামের মালিকদের ; আর তাদের বিরাম দাও অল্পকাল।

১২ নিশ্চয় আমার কাছে আছে ভারী শিকল আর জ্বলন্ত আগুন,
১৩ আর খাদ্য যা গলা আটকায়, আর কঠিন শাস্তি।
১৪ সেইদিন যেদিন পৃথিবী ও পাহাড়গুলো কম্পিত হবে, আর পাহাড়গুলো হবে বালির স্তূপ ছড়িয়ে দেওয়া।
১৫ নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের কাছে এক বাণীবাহক পাঠিয়েছি তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে; যেমন এক বাণীবাহক আমি পাঠিয়েছিলাম ফেরাউনের কাছে।
১৬ কিন্তু ফেরাউন পয়গাম্বরের বিরুদ্ধাচারী হয়েছিল, ফলে আমি তাকে ধরেছিলাম শক্ত ধরায়।
১৭ তবে কেমন ক'রে তোমরা নিজেদের রক্ষা করবে, যদি অবিশ্বাস করো, সেইদিন যেদিন ছেলেপিলেদের চুল সাদা করবে?
১৮ তার ফলে আকাশ বিদীর্ণ হবে; তাঁর প্রতিশ্রুতি চিরসফল।
১৯ নিঃসন্দেহ এটি একটি স্মারক। অতএব যে ইচ্ছা করে সে তার প্রতিপালকের দিকে পথ নিক।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২০ নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা জানেন যে রাত্রির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ আর (কখনো) তার অর্ধেক আর (কখনো) এক তৃতীয়াংশ তুমি জাগো আর তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদের একটি দল। আর আল্লাহ্ পরিমাপ করেন রাত্রির ও দিনের। তিনি জানেন যে তোমরা* এটি গণনা করো না, সেজন্য তিনি তোমাদের দিকে ফিরেছেন (করুণায়): সেজন্য কোর্আনের ততটা আবৃত্তি করো যা তোমাদের জন্য সহজ। আর তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে রুগ্ণ ব্যক্তিরা আছে, আর অন্যেরা যারা দেশে ভ্রমণ করে আল্লাহ্র প্রাচুর্যের অন্বেষণ ক'রে, আর অন্যেরা যারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে, সেজন্য এর ততটা পড়ো

* মুসলমান সর্বসাধারণ

যতটা সহজসাধ্য; আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো, আর যাকাত দাও, আর আল্লাহ্‌কে দাও উত্তম ঋণ; আর যা কিছু ভালো তোমরা নিজেদের জন্য পূর্বে পাঠাও তা পাবে আল্লাহ্‌র কাছে; তাই ভালো আর শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য; আর আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা করো; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

আল্-মুদ্দাস্সির

[আল্-মুদ্দাস্সির—পোষাক-পরিহিত—কোর্আন শরীফের ৭৪ সংখ্যক সূরা। প্রথম প্রত্যাদেশ লাভের সম্ভবতঃ ছয় মাস পরে হযরত এই প্রত্যাদেশ লাভ করেন। এতে তাঁকে আদেশ করা হয় তাঁর লব্ধ সত্য প্রকাশ্যভাবে প্রচার তিনি আরম্ভ করুন।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ হে পোষাক-পরিহিত,

২ ওঠো, তার পর সতর্ক করো,

৩ আর তোমার প্রতিপালক—তাঁর মহিমা কীর্তন করো',

৪ আর তোমার পোষাক—তা পবিত্র করো,

৫ আর কদর্যতা—পরিহার করো;

৬ আর অনুগ্রহ ক'রো না পুনরায় বেশি পাবার জন্য;

৭ আর তোমার পালয়িতার উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধরো;

৮ যেহেতু শৃঙ্গ ধ্বনিত হবে;

৯ নিশ্চয় সেইদিন হবে দুঃখের দিন,

১০ অবিশ্বাসীদের জন্য—আরামের নয়;

১১ ছেড়ে দাও আমাকে আর তাকে যাকে আমি একা সৃষ্টি করেছিলাম;

১২ আর তার পর তাকে দিয়েছিলাম প্রচুর ধনসম্পদ।

১৩ আর পুত্রদের—সামনে উপস্থিত,

১৪ আর তার জন্য সব ব্যাপার সুসমঞ্জস করেছিলাম।

১৫ তার পরও সে চায় যে আরো বাড়িয়ে দিই।

১৬ না—কেন না নিঃসন্দেহ সে আমার নির্দেশাবলী সম্বন্ধে হয়েছে ঘোর বিরোধী।

১৭ তার উপরে আমি আনবো এক ভয়ঙ্কর শাস্তি।

১৮ কেন না নিশ্চয় সে জেনেছিল, আর ফন্দি করেছিল ;

১৯ নিপাত যাক সে—কেমন ফন্দি সে করেছিল :

২০ পুনরায়—নিপাত যাক সে—কেমন ফন্দি সে করেছিল ;

২১ তার পর সে তাকিয়ে দেখেছিল,

২২ তার পর সে ভ্রূকুটি করেছিল আর অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল।

২৩ তারপর সে ফিরে গিয়েছিল গর্বে

২৪ আর বলেছিল : এ আর কিছু নয় সেকালের জাদু—

২৫ এ আর কিছু নয় একজন মানুষের কথা ভিন্ন।

২৬ আমি ফেলবো তাকে জ্বলায়।

২৭ আর কেমন ক'রে তোমাকে বোঝানো যাবে যে সেই জ্বলা কি!

২৮ তা কিছুই অবশিষ্ট রাখে না, তা কিছুই ছেড়ে দেয় না।

২৯ তা কুঁকড়ে দেয় মানুষকে।

৩০ এর উপরে আছে উনিশ জন।

৩১ আর আমি ফেরেশ্‌তাদের ভিন্ন আগুনের প্রহরী করি নি,
আর আমি তাদের সংখ্যা নির্ধারণ করি নি যারা অবিশ্বাস করে
তাদের পরীক্ষার জন্য ভিন্ন যেন যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে
তারা সুনিশ্চিত হতে পাবে, আর যারা বিশ্বাস করে তারা
বিশ্বাসে বর্ধিত হতে পারে, আর যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে আর
যারা বিশ্বাসী তারা যেন সন্দেহ না করে, আর যাদের অন্তরে
আছে ব্যাধি আব যারা অবিশ্বাসী তারা যেন বলতে পারে :
আল্লাহ্‌ এই রূপকের দ্বারা কি বোঝাতে চান? এই ভাবে
আল্লাহ্‌ পথভ্রষ্ট করেন যাকে ইচ্ছা করেন, আর তিনি চালিত
করেন যাকে ইচ্ছা করেন, আর কেউ জানে না তোমার
পালয়িতার সৈন্যদলকে তিনি ব্যতীত, আর এ আর কিছু নয়
মানুষদের কাছে স্মারক ভিন্ন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৩২ না—ভাবো চন্দ্রের কথা।

৩৩ আর রাত্রির কথা যখন তা বিগত হয়,

৩৪ আর প্রভাত যখন তা উজ্জ্বল হয়,

৩৫ নিঃসন্দেহ এটি এক অতি বড় (নিদর্শন)—

৩৬ এক সাবধান বাণী মানুষের জন্য।

৩৭ তোমাদের মধ্যে তার জন্য যে সামনে যেতে চায় অথবা পেছনে থাকতে চায়।

৩৮ প্রত্যেক প্রাণ জামিন যা সে অর্জন করে তার জন্য—

৩৯ ডান হাতের লোকেরা ব্যতীত,

৪০ উদ্যানসমূহে তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করবে

৪১ অপরাধীদের সম্বন্ধে :

৪২ কি তোমাদের এই জ্বলায় এনেছে ?

৪৩ তারা বলবে আমরা উপাসনাকারীদের অন্তর্গত ছিলাম না ;

৪৪ আর আমরা দরিদ্রদের খাবার দিতাম না,

৪৫ আর আমরা বৃথা তর্ক করতাম বৃথা তর্ককারীদের সঙ্গে।

৪৬ আর আমরা বিচারের দিনকে মিথ্যা বলতাম

৪৭ যে পর্যন্ত না যা সুনিশ্চিত তা আমাদের মধ্যে এসেছিল।

৪৮ অতএব সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনো উপকারে আসবে না।

৪৯ কি তবে হয়েছে তাদের যে স্মারক থেকে ফিরে যায় ?

৫০ যেন তারা ভয়-পাওয়া গাধা

৫১ যা পালিয়েছে সিংহ থেকে।

৫২ না– তাদের প্রত্যেকে চায় যে তাকে দেওয়া হোক খোলা পৃষ্ঠা ;

৫৩ না—কিন্তু তারা পরকালের ভয় করে না।

৫৪ না—নিশ্চয় এটি এক স্মারক।

৫৫ সুতরাং যে কেউ চায় সে স্মরণ করুক।

৫৬ আর তারা স্মরণ করবে না যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। আর তিনি সীমা রক্ষার উৎস, আর ক্ষমার উৎস।

আল্-কিয়ামাহ্

[আল্ কিয়ামাহ্—কেয়ামত বা পুনরুত্থান—কোর্আন শরীফের ৭৫ সংখ্যক সূরা। এর প্রথম আয়াতে এই শব্দটি আছে।
এটি প্রাথমিক মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ না—আমি শপথ করি কেয়ামতের দিনের,

২ না—আমি শপথ করি আত্মসমালোচনা-পরায়ণ প্রাণের (যে এই গ্রন্থ সত্য)।

৩ মানুষ কি ভাবে যে আমি তার হাড়গুলো সংগ্রহ করবো না?

৪ হাঁ, নিশ্চয়, আমি তার আঙুলগুলো পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ করতে সক্ষম!

৫ না, মানুষ অস্বীকার করতে চায় যা তার সামনে আছে।

৬ সে জিজ্ঞাসা করে কেয়ামতের দিন কবে?

৭ যখন দৃষ্টি দিশাহারা হয়,

৮ আর চন্দ্র অন্ধকার হয়,

৯ আর সূর্য ও চন্দ্র একত্রিত করা হয়,

১০ মানুষ সেদিন বলবে: কোথায় পালানো যাবে?

১১ কিছুতেই না—আশ্রয়ের কোনো স্থান নেই!

১২ সেদিন আশ্রয় কেবল তোমার পালয়িতার কাছে।

১৩ মানুষকে সেদিন জানানো হবে সে সম্বন্ধে যা সে পূর্বে পাঠিয়েছিল আর যা সে পাঠায় নি।

১৪ না—মানুষ তার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী,

১৫ যদিও সে অজুহাত দেখায়।

১৬ এর দ্বারা তোমার জিহ্বা নেড়ো না একে ত্বরান্বিত করতে *।

---

* অর্থাৎ কোর্আন তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণভাবে পেতে চেয়ো না।

১৭ নিঃসন্দেহ আমার উপরে আছে এর সংগ্রহের (দায়িত্ব) আর এর আবৃত্তি।

১৮ সেজন্য যখন আমি এটি আবৃত্তি করি তখন সেই আবৃত্তি অনুসরণ করো।

১৯ পুনরায়—আমার উপরে রয়েছে এর ব্যাখ্যা।

২০ না—তোমরা ভালোবাস বর্তমান জীবন,

২১ আর অবহেলা করো পরকাল।

২২ সেদিন (কতকগুলো) মুখ হবে উজ্জ্বল,

২৩ তাদের পালয়িতার দিকে চেয়ে।

২৪ আর সেইদিন অন্য মুখগুলো হবে আশাহীন

২৫ এই জেনে যে কোনো বড় বিপত্তি তাদের উপরে পড়তে যাচ্ছে।

২৬ না—যখন প্রাণ আসে কণ্ঠে ;

২৭ আর মানুষরা বলে : কোথায় সেই জাদুকর (যে তাকে এখন রক্ষা করতে পারে) ?

২৮ আজ সে জানে যে এ বিদায় নেওয়া,

২৯ আর যন্ত্রণা জমা হয় যন্ত্রণার উপরে,

৩০ তোমার প্রতিপালকের দিকে সেদিন হবে চালনা।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৩১ সে তবে সত্য স্বীকার করে নি, উপাসনাও করে নি,

৩২ কিন্তু সত্যকে বলেছিল মিথ্যা আর ফিরে গিয়েছিল,

৩৩ তার পর সে তার অনুবর্তীদের কাছে গিয়েছিল গর্বিতভাবে পা ফেলে,

৩৪ কাছে তোমার কাছে (ধ্বংস),

৩৫ পুনরায়, কাছে তোমার কাছে (ধ্বংস)।

৩৬ মানুষ কি ভাবে যে তাকে ঘুরতে দেওয়া হবে লক্ষ্যহীন ভাবে ?

৩৭ সে কি ছিল না একবিন্দু তরল পদার্থ যা বেরিয়েছিল বেগে ?

৩৮ তার পর সে হোলো রক্তখণ্ড, তার পর (আল্লাহ্) তাকে আকৃতি দিলেন ও পূর্ণাঙ্গ করলেন।

৩৯ তার পর তিনি তাকে যুগল করলেন—পুরুষ ও স্ত্রী।

৪০ তিনি কি সক্ষম নন মৃতকে প্রাণ দিতে ?

আল্-ইন্সান্ অথবা আদ্-দহ্র

[আল্-ইন্সান্ অথবা আদ্-দহর—মানুষ অথবা সময়—কোর্আন শরীফের ৭৬ সংখ্যক সূরা। এই দুটি শব্দই এর প্রথম আয়াতে আছে।

এটি প্রাথমিক মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ নিঃসন্দেহ মানুষের উপরে এসেছিল একটি সময় যখন সে ছিল এক অনুল্লেখযোগ্য বস্তু।

২ নিঃসন্দেহ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি একবিন্দু ঘন তরল পদার্থ থেকে তাকে পরীক্ষার জন্য। সেজন্য আমি তাকে করেছি শ্রোতা, দ্রষ্টা।

৩ নিঃসন্দেহ আমি তাকে পথ দেখিয়েছি—সে কৃতজ্ঞ হোক অথবা অবিশ্বাসী হোক।

৪ নিঃসন্দেহ অবিশ্বাসীদের জন্য আমি তৈরি করেছি শিকল আর বেড়ী আর জ্বলন্ত আগুন।

৫ নিঃসন্দেহ পুণ্যাত্মারা একটি পেয়ালা থেকে পান করবে যাতে মিশ্রিত থাকবে কর্পূরের পানী,

৬ একটি ফোয়ারা—যা থেকে আল্লাহ্‌র দাসরা পান করবে, তা উথ্‌লে তোলা হবে পর্যাপ্তভাবে,

৭ (কেন না) তারা ব্রত পালন করে আর একটি দিনের ভয় করে যার মন্দ দূরে দূরান্তে ছড়িয়ে পড়বে।

৮ আর তাঁর প্রেমে খাদ্য দেয় নিঃস্বকে আর অনাথকে আর বন্দীকে

(এই বলে): আমরা তোমাদের খাদ্য দিই কেবল আল্লাহ্‌র

জন্য আর তোমাদের থেকে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও চাই না ;

১০ নিঃসন্দেহ আমরা আমাদের পালয়িতা থেকে ভয় করি এক কঠিন বিপত্তিপূর্ণ দিন।

১১ সেজন্য আল্লাহ্ তাদের থেকে দূর করে দেবেন সেইদিনের অকল্যাণ আর তাদের সাক্ষাৎ করাবেন আরাম ও সুখের সঙ্গে,

১২ আর তাদের প্রতিদান দেবেন উদ্যান ও রেশমী পোযাক দিয়ে যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যবান,

১৩ সেখানে উঁচু আসনে হেলান দিয়ে তারা পাবে না সূর্যোত্তাপ অথবা হিম,

১৪ তাদের ছায়া হবে তাদের উপরে নিবিড়, আর তাদের থোকা থোকা ফল নত হয়ে আসবে,

১৫ আর রূপার পাত্র তাদের মধ্যে ফেরানো হবে, আর কাচের বৃহৎ পানপাত্র,

১৬ কাচের (মতো উজ্জ্বল) কিন্তু রূপার তৈরি; তারা তার পরিমাপ করেছে একটি পরিমাপ অনুযায়ী *।

১৭ তাদের তাতে পান করানো হবে একটি পাত্র থেকে যাতে মিশ্রিত থাকবে যান্‌জাবীল (আদা,)

১৮ আর একটি ফোয়ারা থেকে যার নাম সাল্‌সাবীল।

১৯ আর তাদের চারপাশে ঘুরবে তরুণরা যাদের বয়স কখনো বদলাবে না; যখন তাদের দেখবে তাদের মনে করবে ছড়ানো

২০ আর যখন তুমি দেখবে তুমি সেখানে দেখবে আনন্দ আর এক মহারাজ্য।

* অর্থাৎ তারা তা পাবে তাদের কর্মের অনুযায়ী।

২১ তাদের পরিধানে থাকবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম আর পুরু রেশম
সোনায় বোনা, আর তাদের পরানো হবে রূপার কাঁকন, আর
তাদের প্রভু তাদের পান করাবেন এক পবিত্র পানীয়।
২২ (আর তাদের বলা হবে): নিঃসন্দেহ এ হচ্ছে তোমাদের জন্য
প্রতিদান, আর তোমাদের প্রয়াস স্বীকৃত হবে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২৩ নিঃসন্দেহ আমিই তোমার কাছে কোর্‌আন অবতীর্ণ করেছি—
এক প্রত্যাদেশ।
২৪ সেজন্য ধৈর্য ধরো আল্লাহ্‌র আদেশের জন্য, আর তাদের মধ্যে-
কার কোনো অপরাধীর অথবা অকৃতজ্ঞের অনুবর্তী হয়ো না।
২৫ আর কীর্তন করো তোমার প্রভুর নাম প্রাতে ও সন্ধ্যায়।
২৬ আর রাত্রির একটি অংশে তাঁকে সেজদা করো আর তাঁর মহিমা
কীর্তন করো সারা রাত ধ'রে।
২৭ নিঃসন্দেহ এরা ভালোবাসে যা অস্থায়ী। আর অবহেলা করে
এদের সামনের এক কঠিন দিন।
২৮ আমিই তাদের সৃষ্টি করেছি আর দৃঢ় করেছি তাদের গঠন,
আর যখন আমি ইচ্ছা করি তখন তাদের বদলাবো আর
তাদের জায়গায় আনবো তাদের তুল্যদের।
২৯ নিঃসন্দেহ এটি এক স্মারক; সুতরাং যে ইচ্ছা করে সে নিক তার
প্রভুর দিকে পথ।
৩০ আর তোমরা ইচ্ছা করো না আল্লাহ্‌র ইচ্ছা করা ভিন্ন, নিশ্চয়
আল্লাহ্‌ জ্ঞাতা।
৩১ তিনি প্রবেশ করান তাঁর করুণায় যাকে ইচ্ছা করেন, আর
অন্যায়কারীদের জন্য—তিনি তাদের জন্য তৈরি করেছেন
কঠোর শাস্তি।

আল্‌-মুর্‌সালাত

[আল্‌-মুর্‌সালাত—প্রেরিতগণ—কোর্‌আন শরীফের ৭৭ সংখ্যক সূরা। এর প্রথম আয়াতেই এই শব্দটি আছে ।

এটি প্রাথমিক মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ ভাবো প্রেরিত বাতাসদের কথা—একের পর আর ;

২ ভাবো গর্জন করা ঝড়দের কথা ;

৩ আর তাদের কথা যারা পৃথিবীর উদ্ভিদ বর্ধিত করে :

৪ তার পর তাদের কথা যারা কুলোর বাতাস দিয়ে পৃথক করে ;

৫ তার পর তাদের কথা যারা স্মারক নিয়ে আসে,—

৬ মার্জনা করতে অথবা সতর্ক করতে—

৭ নিশ্চয় যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছে তা অবশ্য ঘটবে

৮ অতএব যখন তারারা নির্বাপিত হবে,

৯ আর যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে,

১০ আর যখন পাহাড়দের উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে,

১১ আর যখন বাণীবাহদের আনা হবে তাঁদের নির্ধারিত সময়ে—

১২ কোন্‌ দিনের জন্য সময় নির্ধারিত হয়েছে ?

১৩ মীমাংসার দিনের জন্য।

১৪ আর কেমন ক'রে তোমাকে বোঝানো যাবে মীমাংসার দিন কি !

১৫ হতভাগ্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সেই দিন।

১৬ পূর্বের লোকদের কি আমি ধ্বংস করি নি ?

১৭ তার পর পরবর্তী লোকদের কি করাই নি অনুসরণ ?

১৮ এইভাবে চিরদিন আমি আচরণ ক'রে থাকি অপরাধীদের প্রতি।
১৯ হতভাগ্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সেইদিন।
২০ তোমাদের কি আমি সৃষ্টি কবি নি এক হীন তবল পদার্থ থেকে ?
২১ তার পর তা আমি স্থাপন কবি এক নিবাপদ স্থানে,
২২ একটি নির্ধারিত কালের জন্য,
২৩ এইভাবে আমি বিন্যস্ত করেছিলাম— কত উৎকৃষ্ট আমাব বিন্যাস
২৪ হতভাগ্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সেইদিন।
২৫ আমি কি পৃথিবীকে কবি নি এক আধাব
২৬ জীবিত ও মৃত উভয়ের জন্য ,
২৭ আর তাতে কি স্থাপন করি নি উচু পাহাড আর তাতে কি তোমাদের পান করতে দিই নি সুমিষ্ট জল ?
২৮ হতভাগ্য প্রত্যাখ্যানকাবীরা সেইদিন।
২৯ (তোমাদেব বলা হবে) যাও তাব মধ্যে যা তোমরা অস্বীকাব কবতে,
৩০ যাও তিন স্তর আবরণেব মধ্যে,
৩১ (তবু যা) উপশম করে না অথবা আশ্রয় দেয় না আল্লাহ্‌র তাপ থেকে :—
৩২ নিঃসন্দেহ স্ফুলিঙ্গ তোলে প্রাসাদেব মতো ,
৩৩ (অথবা) যেন তাবা সোনালী বঙেব উট।
৩৪ হতভাগ্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সেইদিন,
৩৫ আজকের দিনে তারা কথা বলবে না।
৩৬ আর তাদেব অনুমতি দেওয়া হবে না যেন তাবা অজুহাত দর্শাতে পারে।
৩৭ হতভাগ্য প্রত্যাখ্যানকাবীরা সেইদিন!
৩৮ আজ মামাংসার দিন—আমি তোমাদের আর পূর্বকালের লোকদের একত্র করেছি।
৩৯ যদি এখন তোমাদের কোনো বুদ্ধি থাকে তবে বুদ্ধিতে আমাকে

হারিয়ে দাও !

৪০ হতভাগ্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সেইদিন !

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৪১ নিঃসন্দেহ যারা সীমা রক্ষা করেছিল তারা থাকবে ছায়ায় ও ফোয়ারার মধ্যে।

৪২ আর ফল যা তারা চায়।

৪৩ খাও আর পান করো আনন্দে যা তোমরা করেছিলে তার জন্য।

৪৪ নিঃসন্দেহ এইভাবেই আমি প্রতিদান দিই সৎকর্মশীলদের।

৪৫ হতভাগ্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সেইদিন !

৪৬ খাও আর ভোগ করো (পৃথিবীতে) অল্প কালের জন্য—নিঃসন্দেহ তোমরা অপরাধী।

৪৭ হতভাগ্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সেইদিন।

৪৮ আর যখন তাদের বলা হয়: (সেজদার জন্য) নত হও, তারা নত হয় না।

৪৯ হতভাগ্য প্রত্যাখ্যানকারীরা।

৫০ তবে এর কোন্ বাণীতে তারা বিশ্বাস করবে ?

আন্-নবা

[আন্-নবা—সংবাদ—অর্থাৎ কেয়ামতের সংবাদ—কোর্আন শরীফের ৭৮ সংখ্যক সূরা। এটি প্রাথমিক মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

ত্রিংশ খণ্ড

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ কি সম্বন্ধে তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করছে?

২ মহাসংবাদ সম্বন্ধে।

৩ যে বিষয়ে তাদের মতভেদ আছে?

৪ না—শীগ্‌গিরই তারা জানবে।

৫ না—না শীগ্‌গিরই তারা জানবে।

৬ আমি কি পৃথিবীকে করি নি সমতল ক্ষেত্র।

৭ আর পাহাড়গুলোকে করি নি তার খুঁটি?

৮ আর তোমাদের সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়;

৯ আর তোমাদের ঘুমকে করেছি (তোমাদের জন্য) বিশ্রাম,

১০ আর রাত্রিকে করেছি আবরণ;

১১ আর দিনকে করেছি জীবিকার জন্য,

১২ আর তোমাদের উপর তৈরি করেছি মজবুত সাত (আকাশ),

১৩ আর তৈরি করেছি একটি অত্যুজ্জ্বল প্রদীপ,

১৪ আর মেঘ থেকে পাঠাই পানী প্রবল ধারায়;

১৫ যেন তার দ্বারা জন্মাতে পারি শস্য ও গাছপালা,

১৬ আর বাগান বহু-পত্রপল্লবে ভরা।

১৭ নিঃসন্দেহ বিচারের দিন এক নির্ধারিত কাল—

১৮ সেইদিন যেদিন শৃঙ্গধ্বনি হবে আর তোমরা আসবে দলে দলে,

১৯ আর আকাশ খোলা হবে—হবে যেন সব ফটক ;

২০ আর পাহাড়গুলো হবে সঞ্চালিত—হবে যেন মরীচিকা।

২১ নিঃসন্দেহ দোযখ ওৎ পেতে আছে—

২২ সীমালঙ্ঘনকারীদের বাসস্থান—

২৩ তাতে থাকবে তারা বহুকাল।

২৪ সেখানে স্বাদ গ্রহণ করবে না শীতলতার, পাবে না পানীয়—

২৫ তপ্ত পানীয় ও অবশ করা হিম ভিন্ন আর কিছু—

২৬ কর্মের অনুপাতে প্রতিদান।

২৭ নিঃসন্দেহ তারা হিসাবের কথা ভাবে নি .

২৮ আমার নিদর্শনসমূহকে বলেছিল মিথ্যা—জোরে বলেছিল মিথ্যা।

২৯ সব-কিছু আমি লিখে রেখেছি লেখায়।

৩০ অতএব স্বাদ গ্রহণ করো (যা অর্জন করেছ) : তোমাদের বাড়তি কিছুই দেবো না শাস্তি ব্যতীত।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৩১ নিঃসন্দেহ সীমারক্ষাকারীদের জন্য সাফল্য লাভ—

৩২ ঘেরা বাগান আর আঙুর.

৩৩ আর কিশোরীরা সঙ্গিনী,

৩৪ আর পূর্ণপানপাত্র ;—

৩৫ সেখানে কখনো তারা শুনবে না বৃথা কথা অথবা মিথ্যা কথা ,

৩৬ তোমার পালয়িতার কাছ থেকে প্রাপ্য—হিসাব মতো পুরস্কার—

৩৭ আকাশের ও পৃথিবীর পালয়িতা ও তাদের মধ্যে যা কিছু আছে —করুণাময়—তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করতে পারে না কেউ।

৩৮ সেইদিন যেদিন রূহ্ (আত্মা, প্রেরণা) ও ফেরেশ্তারা সারবেঁধে দাঁড়াবে, তারা কথা বলবে না সে ব্যতীত যাকে করুণাময় অনুমতি দেবেন, আর সে বলবে ঠিক কথা।

৩৯ সেইদিন সত্য দিন ; অতএব যে কেউ চায় সে তার পালয়িতার শরণার্থী হোক।

৪০ নিঃসন্দেহ তোমাদের সাবধান করছি এক নিকটবর্তী শাস্তি সম্বন্ধে—যেদিন মানুষ দেখবে তার দুই হাত পূর্বে কি পাঠিয়েছে ; আর যে অবিশ্বাসী সে বলবে : আহা আমি যদি ধুলা হতাম।

আন্-নাযি'আত্

[আন্-নাযি'আত—যারা টেনে আনে—৭৯ সংখ্যক স্থরা—প্রাথমিক মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ ভাবো তাদের কথা—যারা টেনে নিয়ে যায় ধ্বংসে,

২ যেসব উল্কা ছুটছে,

৩ যেসব নিঃসঙ্গ তারা ভাসছে,

৪ যেসব ফেরেশতা ত্বরিত গমনে চলেছে,

৫ যারা ঘটনা নিয়ন্ত্রিত করে,

৬ যেদিন যার কাঁপবার সে কাঁপবে,

৭ তার পর যা অবশ্য ঘটবার তা ঘটবে,

৮ সেদিন বহুহৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত হবে:

৯ তাদের চোখ হবে অবনত;

১০ তারা বলছে: আমাদের সত্যই কি প্রথম অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া হবে;

১১ আমরা যদি হই পচে-যাওয়া হাড় ?

১২ তারা বলে: তেমন ফিরে আসা হবে লোকসানের ব্যাপার।

১৩ কিন্তু একটি মাত্র ধ্বনি হবে,

১৪ আর তারা হবে জাগ্রত।

১৫ তোমার কাছে পৌঁছেছে কি মূসার কাহিনী,

১৬ যখন তাঁর পালয়িতা তাঁকে আহ্বান করেছিলেন পুণ্য তুওয় উপত্যকায়—

১৭ (বলেছিলেন): যাও ফেরাউনের কাছে, সে নিঃসন্দেহ বিদ্রোহ

করেছে,

১৮ আর বলো তাকে : তোমার কি ইচ্ছা আছে বিশুদ্ধ হবার ?

১৯ তাহলে আমি তোমাকে তোমার পালয়িতার দিকে পরিচালিত করবো যেন তুমি ভয় করো (তাঁকে)।

২০ আর তিনি তাকে দেখালেন মহানিদর্শন।

২১ কিন্তু সে অবিশ্বাস করলো ও অবাধ্য হোলো।

২২ তার পর সে চলে গেল দ্রুত ;

২৩ তার পর লোক জড়ো করলো ও সবাইকে ডাকলো ;

২৪ আর ঘোষণা করলো : আমি (ফেরাউন) তোমাদের পালয়িতা, মহামহিম।

২৫ সেজন্য আল্লাহ্ তাকে পাকড়াও করলেন—(করলেন তাকে) পরকালের ও পূর্বের জীবনের শাস্তির দৃষ্টান্তস্থল।

২৬ নিঃসন্দেহ এতে আছে শিক্ষা যে ভয় করে তার জন্য।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২৭ কঠিনতর তোমাদের সৃষ্টি করা, না আকাশ সৃষ্টি করা যা তিনি করেছেন ?

২৮ এর উচ্চতা তিনি বাড়িয়েছেন আর শৃঙ্খলা বিধান করেছেন,

২৯ তা থেকে তিনি রাত্রিকে অন্ধকার করেছেন আর প্রভাত বার করেছেন।

৩০ আর তার পর পৃথিবীকে সুবিস্তৃত করেছেন,

৩১ এর থেকে তিনি বার করেছেন জল আর চারণভূমি,

৩২ আর পাহাড়গুলোকে তিনি করেছেন অচঞ্চল—

৩৩ তোমাদের ও তোমাদের গৃহপালিত পশুদের জন্য তাতে আছে খাদ্যের আয়োজন

৩৪ কিন্তু যখন সেই মহাদুর্বিপাক আসবে,

৩৫ যেদিন মানুষ স্মরণ করবে তার (সমস্ত) প্রচেষ্টা।

৩৬ আর দোযখ প্রত্যক্ষ হবে, যার দেখবার চোখ আছে তার সামনে,

৩৭ তার পর, যে বিদ্রোহ করেছিল,

৩৮ আর পক্ষপাতী ছিল ইহলোকের জীবনের—

৩৯ নিঃসন্দেহ দোযখ হবে তার বাসস্থান।

৪০ আর যে ভয় রেখেছে তার পালয়িতার সামনে দাঁড়াবার, আর রোধ করেছিল তার প্রাণকে বাসনা থেকে—

৪১ নিঃসন্দেহ বেহেশ্‌ত হবে তার বাসস্থান।

৪২ লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে বিচারের দিন সম্বন্ধে—কখন তা এসে পৌঁছবে :

৪৩ কি সম্বন্ধে ? এ সম্বন্ধে তোমার কি বলবার আছে ? (তোমার কাজ হচ্ছে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া,)

৪৪ তোমার পালয়িতার দিকে সেই বিষয়ের (জ্ঞানের) সীমা ; *

৪৫ তুমি মাত্র সাবধানকারী তার কাছে যে ভয় করে।

৪৬ যেদিন তারা একে দেখবে তাদের মনে হবে যেন এক সন্ধ্যা বা প্রাতঃকাল ভিন্ন তারা (পৃথিবীতে) কাটায় নি।

* অর্থাৎ আল্লাহ্ বলছেন কেয়ামত কখন হবে সে বিষয়ে নবীকে কোনো জ্ঞান দেওয়া হয় নি।

'আবাসা

['আবাসা—সে ভ্রুকুটি করেছিল—৮০ সংখ্যক সূরা—প্রাথমিক মক্কীয়। একদিন হযরত কোরেশ প্রধানদের সঙ্গে কথা বলছিলেন—তাদের বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন ইসলাম বলতে কি বোঝায়। তখন একজন অন্ধ এসে তাঁকে ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। কোরেশ প্রধানদের তিনি যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে বোঝাচ্ছিলেন, সেজন্য অন্ধের এই বাধাদানে তিনি কিছু অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তার দিকে মনোযোগ দেবার প্রয়োজনও বোধ করেন নি। তখন অবতীর্ণ হয়েছিল এই সূরা।

মানুষের সত্যকার মূল্য তার সামাজিক পদমর্যাদার উপরে নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার ধর্মজীবন যাপনের আগ্রহের উপরে, একথা তো এতে বলা হয়েছেই, সেই সঙ্গে এই প্রমাণও এ-থেকে পাওয়া যাচ্ছে যে হযরত যে বাণী লাভ করেছিলেন তা ছিল তাঁর সাধারণ বুদ্ধিবিবেচনার অতীত কিছু।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ সে ভ্রুকুটি করেছিল ও ফিরে বসেছিল,

২ কেন না অন্ধ এসেছিল তার কাছে।

৩ আর কেমন করে তোমাকে জানানো যাবে যে সে নিজেকে পবিত্র করবে?

৪ অথবা সে সাবধান হতে পারে, সেইভাবে স্মরক বাণী তার কাজে আসতে পারে?

৫ আর যে ভাবে (তোমার থেকে) তার কোনো প্রয়োজন নেই,

৬ তাকে তুমি সম্ভ্রম দেখাচ্ছ,

৭ কিন্তু সে যদি নিজেকে বিশুদ্ধ না করে তবে সেজন্য তোমার কোনো জবাবদিহি নেই,

৮ কিন্তু যে তোমার কাছে আসে আগ্রহ নিয়ে,

৯ আর ভয় রাখে,

১০ তার থেকে তুমি নিজেকে সরিয়ে নেবে ?
১১ না—এ (কোর্‌আন) নিঃসন্দেহ সাবধান বাণী,
১২ অতএব যার ইচ্ছা সে এর সম্বন্ধে মনোযোগী হোক,
১৩ —মর্যাদাময় পৃষ্ঠায়,
১৪ —সুউন্নত সুপবিত্র—
১৫ লেখা লিপিকরদের হাতে,
১৬ (যারা) সম্মানিত পূতআত্মা।
১৭ মানুষ আত্মঘাতী —কত অকৃতজ্ঞ সে !
১৮ কোন জিনিস থেকে তার সৃষ্টি করেছেন তিনি ?
১৯ একটি বীজ থেকে, তাকে সৃষ্টি করেছেন ও সুসমঞ্জস করেছেন
২০ তার পর (ভূমিষ্ঠ হবার) পথ তার জন্য সোজা করেছেন,
২১ তার পর তার মৃত্যু বিধান করেন ও কবরে শায়িত করান।
২২ তার পর যখন তাঁর ইচ্ছা হবে তাকে পুনর্জীবিত করবেন।
২৩ না—(মানুষ) করে নি যা তাকে তিনি হুকুম করেছিলেন।
২৪ মানুষ তার খাদ্যের কথা ভাবুক :
২৫ আমি বারিবর্ষণ করি—বর্ষণ করি প্রচুর ধারায়,
২৬ তার পর আমি ফাটাই মাটি— ফাটিয়ে ছিন্নভিন্ন করি,
২৭ তার পর তাতে জন্মাই শস্য ;
২৮ আর আঙুর আর শাকসব্‌জি,
২৯ আর জলপাই আর খেজুর,
৩০ আর ঘন ডালপালার বাগান,
৩১ আর ফল আর তৃণ—
৩২ তোমাদের ও তোমাদের পশুদের জন্য এই খাদ্য।
৩৩ কিন্তু যখন সেই কর্ণ-বধির করা ধ্বনি আসবে—
৩৪ সেইদিন যেদিন মানুষ ছেড়ে পালাবে তার ভাইকে,
৩৫ তার মাকে ও তার বাপকে,
৩৬ আর তার স্ত্রীকে ও ছেলেদের,

৩৭ সেদিন প্রত্যেক লোক এত ব্যস্ত থাকবে নিজের ব্যাপার নিয়ে
যে (অপরদের সম্বন্ধে) হবে বেখেয়াল।

৩৮ সেইদিন অনেক মুখ হবে (প্রভাতের মতো) উজ্জ্বল,

৩৯ হাস্যময় ও উৎফুল্ল,

৪০ আর সেইদিন অন্য বহুমুখ—হবে ধূলিমাখা,

৪১ অন্ধকারে আবৃত।

৪২ এরা তারা যারা অবিশ্বাসী—দুর্বৃত্ত ।

আত্-তক্‌বির

[আত্-তক্‌বির—জড়ানো—৮১ সংখ্যক সূরা—প্রাথমিক মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ যখন সূর্য আবৃত হবে,

২ আর নক্ষত্ররা নিষ্প্রভ হবে,

৩ আর পাহাড়গুলো সঞ্চালিত হবে,

৪ আর যখন আসন্নপ্রসবা উষ্ট্রীদের পরিত্যাগ করা হবে,

৫ আর যখন বন্য পশুরা (হিংস্র ও অহিংস্র) একত্রিত হবে,

৬ আর যখন সমুদ্র সব উত্তাল হবে,

৭ আর যখন প্রাণগুলি দেহের সঙ্গে যুক্ত করা হবে,

৮ আর যখন জীবন্তপ্রোথিত কন্যাসন্তানকে জিজ্ঞাসা করা হবে :

৯ কোন্ অপরাধের জন্য তাকে মেরে ফেলা হয়েছিল ?

১০ আর যখন পৃষ্ঠাগুলো খুলে ধরা হবে,

১১ আর যখন আকাশের ঢাকা খুলে ফেলা হবে,

১২ আর যখন দোযখ জ্বালিয়ে তোলা হবে,

১৩ আর যখন বেহেশ্‌ত নিকটে আনা-হবে—

১৪ তখন প্রত্যেক প্রাণ জানবে কি সে তৈরি করেছে।

১৫ না—আমি সাক্ষী করি নক্ষত্রদের,

১৬ যারা চলে ও অস্ত যায়,

১৭ আর রাত্রিকে যখন তা বিগত হয়,

১৮ আর প্রভাতকে যখন তা শ্বাস গ্রহণ করে—

১৯ নিঃসন্দেহ এ হচ্ছে এক সম্মানিত বাণীবাহকের * বাণী—

২০ শক্তির অধিকারী, সিংহাসনের অধীশ্বরেব সামনে প্রতিষ্ঠিত,

২১ মান্য ও বিশ্বস্ত।

২২ আর তোমাদের সঙ্গী পাগল নন—

২৩ নিঃসন্দেহ তিনি তাকে † দেখেছিলেন স্পষ্ট আকাশ প্রান্তে.

২৪ আর যা গুপ্ত সে বিষয়ে তিনি কৃপণ নন,

২৫ আর এটি বিতাড়িত শয়তানেব বাণী নয়।

২৬ কোন্‌দিকে তাহলে তোমবা যাবে ?

২৭ এটি বিশ্বজগতের জন্য স্মারক ভিন্ন আর কিছু নয়—

২৮ তোমাদের মধ্যেকার তার জন্য যে সোজা পথে চলতে চায়—

২৯ আর তোমরা (তা) চাইবে না যদি বিশ্বজগতের পালয়িতা না চান।

---

* জিব্রিলের † জিব্রিলকে

আল্-ইন্‌ফিতার

[আল্-ইন্‌ফিতার—বিদীর্ণ হওয়া—৮২ সংখ্যক সূরা—প্রাথমিক মক্কীয়]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে,

২ আর যখন নক্ষত্রদল বিক্ষিপ্ত হবে,

৩ আর যখন সমুদ্র-সকল ঢেলে দেওয়া হবে,

৪ আর যখন কবরগুলো খুলে দেওয়া হবে—

৫ প্রত্যেক প্রাণ জানবে কি সে পূর্বে পাঠিয়েছে আর কি পেছনে রেখে এসেছে।

৬ হে মানুষ কিসে তোমাকে ভুলিয়েছে তোমার পরমসদয় পালয়িতার সম্বন্ধে—

৭ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তার পর আকার দিয়েছেন তারপর তোমাকে সুসমঞ্জস করেছেন ?

৮ যে রূপ দানে তাঁর ইচ্ছা সেই রূপে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

৯ না—তোমরা বিচারের দিনকে মিথ্যা বলেছ।

১০ নিঃসন্দেহ তোমাদের উপরে রক্ষকরা আছে—

১১ সম্মানিত লিপিকর—

১২ যারা জানে তোমরা যা কিছু করো।

১৩ নিঃসন্দেহ ধার্মিকরা থাকবে আনন্দে।

১৪ আর নিঃসন্দেহ পাপাচারীরা থাকবে দোযখে—

১৫ বিচারের দিন তারা এতে প্রবেশ করবে ;

১৬ আর কোনো উপায়ে পারবে না এর থেকে গরহাজির হতে,

১৭ আর কেমন করে তুমি বুঝবে বিচারের দিন কি ?

১৮ পুনরায় (বলছি) : কিসে তোমাকে বোঝানো যাবে বিচারের দিন কি ?

১৯ সেইদিন যেদিন কোনো প্রাণ অপর কোনো প্রাণের উপরে ক্ষমতা রাখবে না, আর (অক্ষুণ্ণ) হুকুম হবে আল্লাহ্‌র ।

আত্-তৎফিফ

[রাত্-তৎফিফ—ঠকানো—৮৩সংখ্যক স্থরা—প্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ হতভাগ্য তারা যারা ঠকায় ;

২ যারা মানুষদের কাছ থেকে নেয় পুরো মাপ

৩ কিন্তু অন্যকে মেপে দেবার সময় অথবা তাদের হয়ে মাপবার সময় তাদের ক্ষতি করে।

৪ এইসব লোক কি ভাবে না যে তাদেব পুনরায় তোলা হবে—

৫ এক ভয়ঙ্কর দিনে—

৬ যেদিন মানুষরা বিশ্বজগতের পালয়িতার সামনে দাঁড়াবে ?

৭ না—নিঃসন্দেহ বদলোকদের কর্মলিপি সিজ্জিনে।

৮ আর কেমন কবে তোমাকে জানানো যাবে সিজ্জিন কি ?

৯ একটি লিখিত বিবরণ।

১০ সেদিন আফসোস তাদের জন্য যাবা প্রত্যাখ্যান করেছে,

১১ যারা বিচারের দিনকে মিথ্যা ভেবেছে—

১২ যা কেউ মিথ্যা ভাবে না সীমালঙ্ঘনকারী পাপী যে সে ব্যতিরেকে।

১৩ যখন আমার প্রত্যাদেশ তার কাছে পড়া হয় সে বলে: সেকালের লোকদের গল্প এসব।

১৪ না—যা তারা ক'রে এসেছে তা তাদের মনের উপরে পড়েছে মরচের মতো।

১৫ না—সেদিন নিঃসন্দেহ তারা বঞ্চিত হবে তাদের পালয়িতার (করুণা) থেকে,

১৬ তার পর নিঃসন্দেহ তারা প্রবেশ করবে আগুনে।

১৭ তখন এই বলা হবে (তাদের) : এ তাই যা তোমরা অস্বীকার
করতে।

১৮ না—নিঃসন্দেহ ধার্মিকদের কার্যলিপি থাকবে ইল্লিয়িনে।

১৯ আহা কেমন করে তোমাকে বোঝানো যাবে ইল্লিয়িন কি ?

২০ লিখিত বিবরণ।

২১ যারা (আল্লাহ্‌র) নিকটে আকৃষ্ট হবে তারা তা দেখবে।

২২ নিঃসন্দেহ ধার্মিকরা পরমানন্দ লাভ করবে :

২৩ উঁচু আসনে বসে'—চেয়ে আছে—

২৪ তুমি তাদের মুখে দেখবে আনন্দের দীপ্তি।

২৫ তাদের পান করানো হবে বিশুদ্ধ মদিরা থেকে যা মোহর-মারা—

২৬ মোহর মৃগনাভির—আর তার জন্য আকাঙ্ক্ষীরা আকাঙ্ক্ষা
করুক—

২৭ আর তাতে মেশানো হবে তস্‌নিমের পানী—

২৮ এটি একটি প্রস্রবণ যা থেকে পান করে যাদের (আল্লাহ্‌র)
নৈকট্যে আনা হয়েছে তারা।

২৯ নিঃসন্দেহ যারা অপরাধী তারা উপহাস করতো যারা বিশ্বাস
করে তাদের।

৩০ আর পরস্পর চোখ ঠারতো যখন তাদের পাশ দিয়ে যেতো,

৩১ আর নিজেদের দলের মধ্যে গিয়ে খুব ঠাট্টা তামাশা করতো।

৩২ আর যখন তাদের দেখতো বলতো : সন্দেহ নেই এরা পথহারা।

৩৩ কিন্তু এদের জন্য তারা রক্ষক রূপে প্রেরিত হয় নি।

৩৪ আজ যারা বিশ্বাসী তারা হাসবে অবিশ্বাসীদের দশা দেখে—

৩৫ উঁচু আসনে—চেয়ে চেয়ে দেখছে।

৩৬ নিঃসন্দেহ অবিশ্বাসীরা যা করেছিল পেয়েছে তার প্রতিদান।

আল্‌-ইনশিকাক

[আল্‌-ইনশিকাক—বিদারণ—৮৪ সংখ্যক সূরা—প্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে,

২ আর উৎকর্ণ হবে তার পালয়িতার প্রতি ভয়ে,

৩ আর পৃথিবীকে করা হবে সমতল,

৪ আর বার করে দেবে যা তার মধ্যে আছে সব আর হবে শূন্য,

৫ আর হবে উৎকর্ণ তার পালয়িতার প্রতি ভয়ে।

৬ হে মানব, নিঃসন্দেহ তুমি তোমার পালয়িতার উদ্দেশ্যে যে কাজ
ক'রে যাচ্ছ তা (তাঁর সামনে) দেখবে।

৭ তখন যাকে দেওয়া হবে তার বই (কার্যলিপি) তার ডান হাতে,

৮ নিশ্চয় তার হিসাব হবে সহজ।

৯ আর সে ফিরে যাবে তার লোকদের মধ্যে আনন্দে,

১০ কিন্তু যাকে দেওয়া হবে তার বই তার পিঠের দিকে—

১১ সে নিশ্চয় চাইবে বিলয়,

১২ আর নিক্ষিপ্ত হবে জ্বলন্ত আগুনে।

১৩ নিঃসন্দেহ সে (এর পূর্বে) তার লোকদের মধ্যে ছিল
আনন্দিত।

১৪ সন্দেহ নেই সে ভেবেছিল সে কখনো ফিরে আসবে না (তার
পালয়িতার কাছে)।

১৫ না—কিন্তু তার পালয়িতা বরাবর তাকে দেখছিলেন।

১৬ কিন্তু না—আমি সাক্ষী করি সূর্যাস্তের রক্তিমা,

১৭ আর সাক্ষী করি রাত্রিকে যা কিছু সে আবৃত করে,

১৮ আর সাক্ষী করি চন্দ্রকে যখন সে পূর্ণাঙ্গতা পায়—
১৯ যে, তোমরা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে প্রবেশ করবে।
২০ কিন্তু কি তাদের হয়েছে যে তারা বিশ্বাস করে না ?
২১ আর যখন কোর্‌আন তাদের সামনে পাঠ করা হয় তারা সেজদা (নতি) করে না ?
২২ না—যারা অবিশ্বাস করে তারা অস্বীকার করবে।
২৩ আর আল্লাহ্‌ ভালো জানেন কি তারা লুকোচ্ছে।
২৪ অতএব জানাও তাদের এক কঠিন শাস্তির কথা,
২৫ তাদের ব্যতীত যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্মশীল—তাদের জন্য যে পুরস্কার তা হবে নিরবচ্ছিন্ন।

আল্-বুরুজ

[আল্ বুরুজ—নক্ষত্র—৮৫ সংখ্যক সূরা—প্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ ভাবো নক্ষত্রপূর্ণ আকাশের কথা,

২ আর সেই অঙ্গীকৃত দিনের কথা,

৩ আর সাক্ষ্যদাতার আর যাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হবে তাদের কথা।

৪ আত্মধ্বংসী হয়েছে খন্দকের মালিকরা।*

৫ ইন্ধন দিয়ে জ্বালানো খন্দক—

৬ যখন তারা বসেছিল তার পাশে,

৭ আর তারা নিজেরাই ছিল তার সাক্ষী বিশ্বাসীদের প্রতি যা তারা করেছিল।

৮ তাদের প্রতি তাদের আর কোনো অভিযোগ ছিল না এই ভিন্ন যে তারা বিশ্বাস করছিল শক্তিধর প্রসংশিত আল্লাহ্‌তে—

৯ অন্তরীক্ষের ও পৃথিবীর প্রভুত্ব যাঁর—আর আল্লাহ্ সবকিছুর সাক্ষী।

১০ সন্দেহ নেই যারা উৎপীড়ন করে বিশ্বাসবান পুরুষদের ও বিশ্বাসবতী নারীদের উপরে ও তার পরে অনুতপ্ত হয় না, নিঃসন্দেহ তারা শাস্তি পাবে জাহান্নামে, তারা শাস্তি পাবে আগুনে

১১ নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাস করবে ও সৎকর্মশীল হবে তারা লাভ করবে উদ্যান যার নিচে বয়ে যাচ্ছে বহু নদী—এ হচ্ছে

* প্রাচীনকালে এমন দেশে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসীদের উপরে এমন অত্যাচার হয়েছিল।

মহাসাফল্য।
১২ নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতার আক্রমণ কঠোর।
১৩ নিঃসন্দেহ তিনি সৃষ্টি করেন এবং পুনঃসৃষ্টি করেন,
১৪ আর তিনি ক্ষমাশীল ও প্রেমময়।
১৫ গৌরবান্বিত সিংহাসনের অধীশ্বর—
১৬ মহাবিধায়ক যা ইচ্ছা করেন তার।
১৭ তোমার কাছে কি সংবাদ পৌঁছেছে সৈন্যদলের ?
১৮ ফেরাউনের আর সামূদজাতির ?
১৯ না—যারা অবিশ্বাসী তারা অস্বীকার করার কাজেই আছে,
২০ আর আল্লাহ্ অদৃশ্যভাবে তাদের ঘেরাও করেন।
২১ না—এটি একটি গৌরবান্বিত কোর্‌আন—
২২ বিধৃত সুরক্ষিত ফলকে।

আত্-তারিক

আত্-তারিক—রাতের আগন্তুক—৮৬ সংখ্যক সূরা—প্রাথমিক মক্কীয়]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ ভাবো আকাশের ও রাতের আগন্তুকের কথা।

২ আর কেমন করে তোমাকে জানানো যাবে রাতের আগন্তুক কি ?

৩ —অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র (শুকতারা)।

৪ এমন কোনো প্রাণ নেই যার জন্য রক্ষক নেই।

৫ অতএব মানুষ ভাবুক কিসের থেকে তার সৃষ্টি,—

৬ সে সৃষ্ট বেগবান বারি থেকে,

৭ পৃষ্ঠ ও বক্ষোস্থি থেকে নির্গত,

৮ নিঃসন্দেহ তিনি সমর্থ তাকে (জীবনে) ফিরিয়ে আনতে।

৯ যেদিন লুকোনো সবকিছু বাইরে প্রকাশ পাবে,

১০ সেদিন তার না থাকবে শক্তি না থাকবে সহায়।

১১ ভাবো (পুনঃ পুনঃ-বর্ষণকারী) মেঘযুক্ত আকাশের কথা,

১২ আর পৃথিবীর কথা (যা) বিদীর্ণ (উদ্ভিদের দ্বারা,)

১৩ নিঃসন্দেহ এটি (কোর্‌আন) মীমাংসা-বাক্য—

১৪ আর এটি তামাশা নয়।

১৫ নিঃসন্দেহ তারা চক্রান্ত করছে তোমার বিরুদ্ধে)।

১৬ আর আমিও চক্রান্ত করছি।

১৭ অতএব অবিশ্বাসীদের অবসর দাও, কিছুকাল তাদের অবসর দাও।

আল্-আ'লা

[আল্-আ'লা—মহিমান্বিত—৮৭ সংখ্যক সূরা—প্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ কীর্তন করো তোমার পালয়িতার নাম—মহিমান্বিত তিনি ;
২ যিনি সৃষ্টি করেন ও পূর্ণাঙ্গতা দেন,
৩ আর নিয়মিত করেন ও পথপ্রদর্শন করেন ;
৪ যিনি শষ্প উদ্‌গত করেন—
৫ পরে তাকে শুষ্ক ধূলিবর্ণ করেন।
৬ আমি তোমাকে পড়াবো, তাতে তুমি ভুলবে না—
৭ আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ জানেন
যা ব্যক্ত আর যা গুপ্ত আছে।
৮ আর আমি তোমার পথকে বিঘ্নরহিত করবো—নির্বিঘ্নতার
দিকে।
৯ সেজন্য স্মরণ করিয়ে দাও, নিঃসন্দেহ স্মরণ করানোতে ফল
আছে—
১০ যে ভয় করে সে মনোযোগী হবে ;
১১ আর একান্ত ভাগ্যহীন যে সে এড়িয়ে যাবে ;—
১২ তাকে ফেলা হবে মহানলে ;
১৩ তাতে সে মরবেও না জীবিতও থাকবে না।
১৪ সে-ই সফলকাম যে নিজেকে পবিত্র করে,
১৫ আর কীর্তন করে তার পালয়িতার নাম ও উপাসনা করে।
১৬ না—তোমরা পক্ষপাতী ইহলোকের জীবনের,
১৭ কিন্তু পরলোক উৎকৃষ্টতর ও অধিকতর স্থায়ী।
১৮ নিঃসন্দেহ এইসব আছে পূর্বের ধর্মগ্রন্থে—
১৯ ইব্রাহিমের ও মূসার ধর্মগ্রন্থে ;

আল্-গাশিয়াহ্

[আল্-গাশিয়াহ্—বিহ্বলকর ঘটনা—৮৮ সংখ্যক সূরা—প্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ তোমার কাছে কি বিহ্বলকর ঘটনার সংবাদ পৌঁছেছে ?

২ সেইদিন (অনেক) মুখ হবে অবনত ;

৩ শ্রমরত ও অবসন্ন,

৪ জ্বলন্ত আগুনে ঝলসানো ;

৫ ফুটন্ত প্রস্রবণ থেকে পাচ্ছে পানীয়—

৬ অন্য ফল তাদের জন্য নেই বিস্বাদ কণ্টকফল ভিন্ন—

৭ তাতে পোষণও হবে না ক্ষুধাও মিটবে না।

৮ সেইদিন অন্যদের মুখ হবে শান্ত :

৯ আনন্দিত পূর্বে যে শ্রম করেছে সেজন্য ;--

১০ উঁচু উদ্যানে,

১১ তাতে শুনবে না বৃথা বাক্য ;

১২ সেখানে নহর বয়ে যাচ্ছে ;

১৩ সেখানে আছে উঁচু সিংহাসন,

১৪ আর পানপাত্র হাতের কাছে,

১৫ আর তাকিয়া সারি সারি,

১৬ আর গালিচা বিছানো।

১৭ তাহলে কি তারা ভাববে না উটের কথা—কেমন করে হোলো তার সৃষ্টি ?

১৮ আর আকাশ কেমন করে তাকে করা হোলো উন্নমিত,

১৯ আর পাহাড় কেমন করে তারা হোলো স্থাপিত,

২০ আর পৃথিবী, কেমন করে তা হোলো প্রসারিত?

২১ অতএব স্মরণ করিয়ে দাও, তোমার তো স্মরণ করাবারই কাজ।

২২ তুমি তাদের সম্বন্ধে অধ্যক্ষ নও।

২৩ কিন্তু যে কেউ বিমুখ হয় ও অবিশ্বাস করে,

২৪ আল্লাহ্ তাকে দেবেন কঠিনতম শাস্তি।

২৫ নিঃসন্দেহ আমার কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন ;

২৬ আর আমার কাছেই তাদের হিসাব-নিকাশ।

আল্-ফজ্র্

[আল্-ফজ্র—প্রভাত—৮৯ সংখ্যক সূরা—অতিপ্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ ভাবো প্রভাতের কথা,

২ আর দশরাত্রির কথা, *

৩ আর জোড় ও বিজোড়ের কথা,

৪ আর রাত্রির কথা যখন তা বিগত হয় ;

৫ নিঃসন্দেহ এতে আছে শপথ (সাক্ষ্য, ভাববার কথা) তাদের জন্য যারা চিন্তাশীল।

৬ ভাবো নি কি তোমার পালয়িতা কি করেছিলেন আদ্ জাতির প্রতি ?

৭ —এরমের প্রতি—তার ছিল বহুস্তম্ভযুক্ত গৃহ,

৮ তার মতো কিছু তৈরি হয় নি অন্য শহরে ?

৯ আর সামূদ-জাতির প্রতি—যারা উপত্যকায় পাথরের মধ্যে সুড়ঙ্গ করেছিল ?

১০ আর ফেরাউনের সঙ্গে—মহাশক্তিশালী—

১১ যারা নগরে নগরে বাড়াবাড়ি করেছিল,

১২ আর অনেক অনর্থ ঘটিয়েছিল সেসবে ?

১৩ সেইজন্য তোমার পালয়িতা তাদের উপরে পাতিত করেছিলেন তাঁর শাস্তির কশা ;

১৪ নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা নিরীক্ষণ করছেন।

১৫ আর মানুষকে যখন তার পালয়িতা পরীক্ষা করেন, দেন তাকে

* হজের সময়কার দশরাত্রি।

সম্মান, তার প্রতি বাদান্য হন, সে বলে : আমার্ পালয়িতা
আমাকে সম্মান দিয়েছেন।
১৬ কিন্তু যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন তার বাঁচবার উপকরণের
কমতি ঘটিয়ে সে বলে : আমার পালয়িতা আমাকে লাঞ্ছিত
করেছেন।
১৭ না—কিন্তু তোমরা তো অনাথকে সম্মান করো না ?
১৮ পরস্পরকে উৎসাহিত করো না নিঃস্বদের অন্ন দিতে ?
১৯ আর তোমরা উত্তরাধিকারের স্বত্ব গ্রাস করো কিছু মাত্র
বাছবিচার না ক'রে ;
২০ আর ধনসম্পত্তি ভালোবাস সীমাহীন ভালোবাসায়।
২১ না—যখন পৃথিবী হবে চূর্ণবিচূর্ণ ;
২২ আর তোমার পালয়িতা আসবেন ফেরেশ্‌তাদের নিয়ে—নানা
মর্যাদায় বিভক্ত তারা—
২৩ আর সেদিন দোযখকে আনা হবে নিকটে—সেদিন মানুষের
স্মরণ হবে, কিন্তু স্মরণ হয়েই বা হবে কি তার ?
২৪ সে বলবে : আহা, যদি পূর্বে আমার জীবনের জন্য (কিছু পাথেয়)
পাঠাতে পারতাম।
২৫ কিন্তু কেউ তেমন শাস্তি দেয় না যেমন শাস্তি তিনি দেবেন
সেদিন।
২৬ আর কেউ বাঁধে না যেমন করে তিনি তখন বাঁধবেন।
২৭ হে শান্তিপ্রাপ্ত প্রাণ,
২৮ প্রত্যাবর্তন করো তোমার পালয়িতার কাছে তাঁর প্রসাদ-লাভে
ধন্য হয়ে—তাঁকে প্রসন্ন করে ;
২৯ তার পর প্রবেশ করো আমার দাসদের দলে—
৩০ আর প্রবেশ করো আমার বেহেশ্‌তে।

আল্-বলদ

[আল্-বলদ—নগর—৯০ সংখ্যক সূরা—অতিপ্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ না—ভাবো এই নগরের কথা।

২ আর তুমি এই নগরের একজন বাসিন্দা (আর যখন এই নগরের উপরে তোমার অধিকার স্থাপিত হবে)।

৩ আর ভাবো জন্মদাতার (আরবদের জন্মদাতা ইব্রাহিমের) ও যারা জাত হয়েছে তাদের কথা।

৪ নিঃসন্দেহ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সংকটের মধ্যে দিন কাটাবার জন্য।

৫ ভাবে কি সে যে তার উপরে কারো শক্তি নেই ?

৬ সে বলে : আমি বহু বিত্ত অপব্যয় করেছি।

৭ সে কিভাবে কেউ তাকে দেখে না ?

৮ তাকে কি আমি দিই নি দুটি চোখ ?

৯ আর একটি জিহ্বা আর দুটি ঠোঁট ?

১০ আর চালিত করি নি তাকে দুই গিরিপথের সামনে !

১১ কিন্তু উঁচুর দিকের পথে চলতে সে চেষ্টা করে নি।

১২ আর কেমন ক'রে তোমাকে বোঝানো যাবে উঁচুর দিকের পথ কি ?

১৩ (তা হচ্ছে) দাসকে মুক্তি দেওয়া,

১৪ অথবা ক্ষুধার দিনে খাবার দেওয়া—

১৫ নিকটসম্বন্ধের অনাথকে,

১৬ অথবা ধুলায় লুটানো নিঃস্বকে,

১৭ আর তাদের দলের হতে যারা বিশ্বাসবান্ আর পরস্পরকে বলে
ধৈর্য অবলম্বনের কথা, বলে দয়া করার কথা।
১৮ এরা হচ্ছে ডানহাতের দিকের লোক।
১৯ আর যারা আমার প্রত্যাদেশ অস্বীকার করে তারা হচ্ছে বাঁ-
হাতের দিকের লোক।
২০ আগুন হবে তাদের উপরকার আচ্ছাদন।

আশ্‌শামস্‌

[আশ্‌শাম্‌স্‌—সূর্য—৯১ সংখ্যক সূরা—অতিপ্রাথমিক মক্কীয় ।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ ভাবো সূর্যের ও তার কিরণের কথা ।

২ আর চন্দ্রের কথা যখন সে তার (সূর্যের) অনুসরণ করে ।

৩ আর দিনের কথা যখন সে তাকে (সূর্যকে) প্রকাশ করে ।

৪ আর রাত্রির কথা যখন সে তাকে আবৃত করে ।

৫ আর আকাশের কথা আর যিনি তাকে তৈরি করেছেন ।

৬ আর পৃথিবীর কথা আর যিনি তাকে প্রসারিত করেছেন ।

৭ আর প্রাণের কথা আর যিনি তাকে পূর্ণাঙ্গতা দিয়েছেন ।

৮ আর তাকে প্রেরণা দিয়েছেন তার জন্য যা মন্দ সে সম্বন্ধে আর তার সীমারক্ষা সম্বন্ধে ।

৯ সে-ই সফলকাম হবে যে একে (প্রাণকে) বিশুদ্ধ করে ।

১০ আর সে ব্যর্থ হবে যে একে অপবিত্র করছে ।

১১ সামূদ জাতি তাদের অবাধ্যতায় (এই সত্যকে) মিথ্যা বলেছিল,

১২ যখন তাদের মধ্যে সব চাইতে হতভাগ্য (ব্যক্তি) অন্যায় করে বসলো ।

১৩ আল্লাহ্‌র প্রেরিতপুরুষ তাদের বলেছিলেন : আল্লাহ্‌র উষ্ট্রীকে বাধা দিও না, তাকে জলপান করতে দাও ।

১৪ কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছিল আর উষ্ট্রী হত্যা করেছিল । সে জন্য তাদের পালয়িতা তাদের পাপের ফলে তাদের ধ্বংস করলেন আর (মাটির সঙ্গে) তাদের সমতল করলেন ।

১৫ আর তিনি পরিণামের ভয় করেন না ।

আল্-লয়ল্

[আল্-লয়ল্—রাত্রি—৯২ সংখ্যক সূরা—অতি প্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে।

১ ভাবো রাত্রির কথা, যখন তা আবৃত করে ;

২ আর দিনের কথা, যখন তা ঝলমল করে ;

৩ আর তাঁর কথা, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন।

৪ নিঃসন্দেহ তোমাদের প্রয়াস বিচিত্রমুখী।

৫ যে দান করে আর সীমা রক্ষা করে,

৬ আর কল্যাণে নিষ্ঠাবান,

৭ নিঃসন্দেহ আমি তার জন্য সুগম করবো আরামের অবস্থা।

৮ কিন্তু যে কৃপণ আর নিজেকে জ্ঞান করে অনন্যনির্ভর,

৯ আর অবিশ্বাস করে যা ভালো তাতে,

১০ নিঃসন্দেহ আমি তার পথ সুগম করবো অনারামের দিকে।

১১ আর তার ধন-সম্পত্তি তার কাজে আসবে না যখন সে বিনাশে পতিত হবে।

১২ নিঃসন্দেহ আমার কাজ পথ দেখানো।

১৩ আর নিঃসন্দেহ আমারই শেষ আর সূচনা।

১৪ সে জন্য তোমাদের সাবধান করি জ্বলন্ত আগুন সম্বন্ধে :

১৫ তাতে প্রবেশ করবে না যে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য সে ব্যতীত—

১৬ যে (সত্য) অস্বীকার করে আর মুখ ফেরায়।

১৭ আর এর থেকে দূরে রাখা হবে তাকে যে উত্তম সীমারক্ষাকারী—

১৮ যে ধন-সম্পত্তি দান করে, ক'রে পবিত্র হয়।

১৯ আর কারো কাছে এমন অনুগ্রহ নেই যার জন্য সে প্রতিদান পেতে পারে

২০ তার মহিমান্বিত প্রতিপালকের আনন (সন্তোষ) কামনা ব্যতীত (আর কিছু),

২১ আর অচিরে সে সন্তুষ্ট হবে।

আদ্-দুহা

[আদ্-দুহা—পূর্বাহ্ণ—৯৩ সংখ্যক সূরা প্রাথমিক মক্কীয়। প্রথম প্রত্যাদেশ লাভের পরে হযরত দুই তিন বৎসর কোনো প্রত্যাদেশ পান নি। তাতে তাঁর বিপক্ষ দল বলেছিল যে আল্লাহ্ মোহম্মদকে ত্যাগ করেছে, তাকে সে ঘৃণা করে। সেই সময় অবতীর্ণ হয়েছিল সূরা।

এই সময় হযরতের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি; এতদিন তিনি ছিলেন মক্কার একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক কিন্তু এই কালে কেউ কেউ তাঁকে পাগল বলছিল—তুচ্ছ তাচ্ছিল্য তো করছিলই। এই সময়ে তিনি অন্তরে বাণী পেলেন : নিঃসন্দেহ শেষ তোমার জন্য হবে সূচনার চাইতে ভালো।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ ভাবো পূর্বাহ্ণের কথা।

২ আর রাত্রির কথা যখন তা অন্ধকারে আবৃত করে।

৩ তোমার পালয়িতা তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি—বিরূপও হন নি তিনি।

৪ নিঃসন্দেহ শেষ তোমার জন্য হবে সূচনার চাইতে ভালো।

৫ আর শীগ্‌গিরই তোমার পালয়িতা তোমাকে দেবেন—তাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে।

৬ তিনি কি তোমাকে পান নি অনাথ আর দেন নি কি আশ্রয়?

৭ আর পান নি কি তোমাকে দিশাহারা আর দেখান নি কি পথ?

৮ আর পান নি কি তোমাকে নিঃস্ব আর করেন নি কি তোমাকে ধনবান?

৯ অতএব যে অনাথ তার উপরে অকরুণ হয়ো না।

১০ আর যে প্রার্থী তাকে হাঁকিয়ে দিও না।

১১ আর তোমার পালয়িতার অনুগ্রহাবলীর কথা ঘোষণা করো।

আল্-ইন্শিরাহ্

[আল্-ইন্শিরাহ্—উন্মোচন—৯৪ সংখ্যক সূরা—প্রাথমিক মক্কীয়।

কথিত আছে জিব্রিল বালককালে হযরতের বুক চিরে তাঁর অন্তরাত্মা ধুয়ে দিয়েছিল। তবে এই উন্মোচন অন্তরের সম্প্রসারণের অর্থেও গ্রহণ করা যেতে পারে।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ তোমার জন্য তোমার বক্ষ উন্মোচিত করি নি কি ?

২ আর তোমার থেকে নামিয়ে দিই নি তোমার ভার—

৩ যা তোমার পিঠের উপরে চেপে বসেছিল ?

৪ আর বাড়াই নি কি তোমার খ্যাতি ?

৫ নিঃসন্দেহ কষ্টের সঙ্গে আসে আরাম ;

৬ নিঃসন্দেহ কষ্টের সঙ্গে আরাম ;

৭ সুতরাং যখন তুমি মুক্ত হয়েছ তখন শ্রম করে চলো ;

৮ আর তোমার পালয়িতার পানে (সন্তোষ সাধনে) একান্ত প্রয়াসী হও।

আত্-তীন্

আত্-তীন্—ডুমুর- ৯৫ সংখ্যক সূরা—অতিপ্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্-র নামে

১ ভাবো তীন্ ও যৈতুনের (ডুমুরের ও জলপাইয়ের অথবা জেরু-
জালেমের দুটি মন্দিরের) কথা ;

২ আর সিনাই পর্বতের কথা ;

৩ আর এই নিরাপদ নগরের কথা ;

৪ নিঃসন্দেহ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি শ্রেষ্ঠ আকৃতিতে ;

৫ তার পর তাকে পরিণত করি অধমতম অধমে—

৬ তারা ব্যতীত যারা বিশ্বাসবান ও সৎকর্মশীল—আর তাদের জন্য
পুরস্কার হবে অব্যাহত।

৭ অতএব এর পরে কে আর এই রায়কে মিথ্যা বলতে পারে
তোমার কাছে ?

৮ আল্লাহ্ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নন ?

আল্‌ অলক্‌

[আল্‌-অলক্‌—জমাট রক্ত—৯৬ সংখ্যক সূরা অতি প্রাথমিক মক্কীয়। এর প্রথম পাঁচ আয়াত হযরতের কাছে প্রথম প্রত্যাদেশ।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ পড়ো তোমার পালয়িতার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন,
২ সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে,
৩ পড়ো—আর তোমার পালয়িতা মহাসম্মানিত—
৪ যিনি শিখিয়েছেন লেখনীর যোগে,
৫ শিখিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।
৬ না—নিঃসন্দেহ মানুষ সীমালঙ্ঘনকারী,
৭ যেহেতু সে নিজেকে দেখে অভাব থেকে মুক্ত—
৮ নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতার কাছেই প্রত্যাবর্তন।
৯ দেখেছ তাকে যে নিবারণ করে
১০ দাসকে যখন সে উপাসনা করে?
১১ দেখেছ কি সে সৎপথে চলে কি না,
১২ অথবা সীমারক্ষার কথা বলে কি না?
১৩ দেখেছ কি তুমি সে (আল্লাহ্‌র নির্দেশ) অস্বীকার করে আর চলে যায়?
১৪ সে কি জানে না যে আল্লাহ্‌ দেখছেন?
১৫ না—যদি সে না থামে তবে আমি নিশ্চয় তার কপালের চুলের গোছা ধরবো—*
১৬ মিথ্যাবাদী পাপী কপাল—

* আবু জেহল্‌কে লক্ষ্য করে বলা

১৭ তাহলে ডাকুক সে তার পরিষদ—

১৮ আমি ডাকবো দোযখের প্রহরীদের।

১৯ না— শুনো না তার কথা, আর প্রণত হও, (সেজদা করো) ৫
(আল্লাহ্‌র) নিকটবর্তী হও।

আল্-কদ্‌র্

[আল্-কদ র্—মহিমা—৯৭ সংখ্যক সূরা—অতি প্রাথমিক মক্কীয়।

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ নিঃসন্দেহ আমি তা (কোর্‌আন) অবতীর্ণ করেছি শবেকদরে (মহিমান্বিত রজনীতে)

২ আর কেমন ক'রে তোমাদের বোঝানো যাবে শবেকদর —মহিমান্বিত রজনী কি ?

৩ সেই মহিমান্বিত রজনী মহত্তর হাজার মাসের চাইতে।

৪ ফেরেশ্‌তারা ও প্রেরণা সেই রাত্রে অবতীর্ণ হয় তাদের পালয়িতার আদেশে, সমস্ত নির্দেশ নিয়ে—

৫ শান্তি—তা উষার প্রকাশ পর্যন্ত।

আল্-বাইয়েনাহ্

[আল্-বাইয়েনাহ্—স্পষ্ট প্রমাণ—৯৮ সংখ্যক সূরা। কারো মতে এটি অত্যমক্কীয়, কারো মতে মদিনীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ গ্রন্থধারীদের মধ্যে থেকে যারা বিশ্বাস করে নি আর বহুদেববাদীরা (যারা বিশ্বাসী তাদের থেকে) বিচ্ছিন্ন হতে পারতো না যে পর্যন্ত না তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে।

২ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসা বাণীবাহক পাঠ করছেন পবিত্র পৃষ্ঠাসমূহ।

৩ তাতে আছে নির্ভুল বিধানসমূহ।

৪ আর যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল তারা বিচ্ছিন্ন হয় নি স্পষ্ট প্রমাণ না আসা পর্যন্ত।

৫ আর তাদের এ ভিন্ন আর কিছু বলা হয় নি যে তারা আল্লাহ্‌র উপাসনা করবে, ধর্ম রাখবে বিশুদ্ধ আল্লাহ্‌র জন্য, হবে স্বভাবত ন্যায়নিষ্ঠ, উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখবে, আর যাকাত দেবে। এইই সত্যধর্ম।

৬ নিঃসন্দেহ গ্রন্থের অনুবর্তীদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে নি আর বহুদেববাদীরা দোযখের আগুনে বসতি করবে – সৃষ্ট জীবদের মধ্যে তারা অধমতম।

৭ যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তারা নিঃসন্দেহ সৃষ্ট জীবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৮ তাদের পুরস্কার তাদের পালয়িতার কাছে : শাশ্বত উদ্যান—তার নিচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বহু নদী ; সেখানে তাদের চিরদিনের বাস—আল্লাহ্ সন্তুষ্ট তাদের উপরে, তারা সন্তুষ্ট আল্লাহ্‌তে—যে আপন পালয়িতার ভয় রাখে তার জন্য এই।

আয্‌-যিল্‌যাল

[আয্‌-যিল্‌যাল—ভূমিকম্প—৯৯ সংখ্যক সূরা—অতি প্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ যখন পৃথিবী তার (বিষম) কম্পনে কম্পিত হবে ;

২ আর পৃথিবী বার করে দেবে তার যত ভার ;

৩ আর মানুষ বলবে : এর কি হোলো ?

৪ সেইদিন বলবে সে তার সব কাহিনী ;

৫ যেহেতু তোমার পালয়িতা তাকে প্রেরণা দিয়েছেন।

৬ সেইদিন মানুষেরা বেরিয়ে পড়বে বিক্ষিপ্ত দলে, যেন তাদের কাজ তাদের দেখানো যেতে পারে ;

৭ কেউ অণুপরিমাণ ভালো করে থাকলে তা সে দেখবে,

৮ আর কেউ অণুপরিমাণ মন্দ করে থাকলে তাও সে দেখবে।

আল্-আদিয়াত

[আল্-আদিয়াত—আক্রমণকারী—১০০ সংখ্যক সূরা—অতিপ্রাথমিক মক্কীয়। এর প্রথম পাঁচ আয়াত সহজবোধ্য নয়। তার যে অনুবাদ দেওয়া গেল তাতে যোদ্ধাদের ও তাদের ঘোড়াদের পরাক্রমযুক্ত এক চিত্তাকর্ষক ছবি ফুটেছে। এমন পরাক্রমযুক্ত মানুষ তার স্রষ্টা সম্বন্ধে উদাসীন এই হয়ত বলা হয়েছে।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ ভাবো সশব্দ ধাবমানদের কথা,

২ যাদের (ক্ষুরের) আঘাতে আগুনের কণা ছিটকে পড়ে,

৩ যারা প্রভাতে আক্রমণ করতে ছোটে—

৪ এইভাবে ধূলি উড়িয়ে,

৫ (শত্রুর) মধ্যদেশ ভেদ করে।

৬ নিঃসন্দেহ মানুষ তার পালয়িতার প্রতি অকৃতজ্ঞ।

৭ সে নিজেই তার সাক্ষী—

৮ নিঃসন্দেহ সে ধন-কামনায় দুর্ধর্ষ।

৯ সে কি জানে না যখন কবরে যা আছে তা তোলা হবে,

১০ অন্তরে যা আছে তা প্রত্যক্ষ হবে ?

১১ নিঃসন্দেহ সেইদিন তাদের পালয়িতা তাদের সম্বন্ধে সব অবগত থাকবেন।

আল্‌-কারিআহ্‌

[আল্‌-কারিআহ্‌—বিপৎপাত—১০১ সংখ্যক সূরা—মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ বিপৎপাত।

২ কি সে বিপৎপাত?

৩ হায়, কি ভাবে তোমাকে বোঝানো যাবে সেই বিপৎপাত কি :

৪ সেইদিন মানুষরা হবে যেন বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল ;

৫ আর পাহাড়গুলো হবে যেন ধোনা পশম।

৬ (সেদিন) যার (সুকৃতির) পাল্লা ভারি হবে—

৭ তার হবে সুখের জীবন।

৮ কিন্তু যার পাল্লা হবে হাল্কা—

৯ তার মাতা—(বাসস্থান, লালনস্থান) হবে হাবিয়াহ্‌।

১০ হায় কি দিয়ে তোমাকে বোঝানো যাবে কি সে!

১১ জ্বলন্ত আগুন।

আত্-তাকাসুর

[আত্-তাকাসুর—ধনাকাঙ্ক্ষার আধিক্য—১০২ সংখ্যক সূরা—অতি প্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ (ধনমানের) বাহুল্য তোমাদের মতিভ্রম ঘটায়,

২ যে পর্যন্ত না তোমরা কবরে আসো।

৩ না—শীগগিরই তোমরা জানতে পারবে,

৪ না—কিন্তু শীগগিরই জানতে পারবে,

৫ না—যদি নিশ্চিতভাবে জানতে—

৬ কেন না তোমরা দোযখের আগুন দেখবে।

৭ হাঁ—দেখবে তোমরা নিঃসন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে।

৮ তার পর সেইদিন নিঃসন্দেহ তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে (আল্লাহ্‌র দেওয়া) সুখ সম্পদ সম্পর্কে।

আল্-আস্র্

[আল্-আস্র্—সময়—১০৩ সংখ্যক সূরা—অতিপ্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ ভাবো সময়ের কথা—

২ নিঃসন্দেহ মানুষ লোকসানে পড়েছে,

৩ তারা ব্যতীত যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে—আর পরস্পরকে বলে সত্য অবলম্বনের কথা, আর পরস্পরকে বলে ধৈর্য অবলম্বনের কথা।

আল্-হুমাযাহ্

[আল্-হুমাযাহ্—নিন্দুক—১০৪ সংখ্যক সূরা—প্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ আক্ষেপ প্রত্যেক নিন্দুকের ও কুৎসারটনাকারীর, জন্য,

২ যে ধন সঞ্চয় করেছে ও তার গণনা করে,

৩ সে ভাবে তার ধন তাকে অমর করবে।

৪ না—নিঃসন্দেহ সে নিক্ষিপ্ত হবে হোতামা দোযখে।

৫ আহা কিসে তোমাকে বোঝানো যাবে হোতামা দোযখ কি ?

৬ তা আল্লাহ্‌র আগুন—জ্বালানো—

৭ যা হৃদয়ের উপরে ওঠে ;

৮ নিঃসন্দেহ তা অবরুদ্ধ তাদের চারপাশে—

৯ স্তম্ভের সারিতে।

আল্‌-ফীল

[আল্‌-ফীল্‌—হস্তী—১০৫ সংখ্যক সূরা—অতিপ্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ তুমি কি দেখো নি তোমার পালয়িতা হস্তীর মালিকদের * প্রতি কেমন আচরণ করেছিলেন?

২ তাদের চক্রান্ত তিনি কি বিফল করেন নি?

৩ আর পাঠান নি কি তাদের বিরুদ্ধে পাখীর দল;

৪ যারা তাদের উপরে নিক্ষেপ করেছিল কাদা দিয়ে তৈরি (ছোট) পাথর †,

৫ আর করেছিল তাদের পশুতে খাওয়া শস্য ক্ষেতের মতো?

---

* খৃষ্টান রাজা আবরাহার কাবা আক্রমণের কথা বলা হোলো।

† পণ্ডিতেরা বলেছেন আবরাহার সৈন্যদলে বসন্ত দেখা দিয়েছিল

আল্-কোরায়শ

[আল্-কোরায়শ—কোরেশ গোত্র—১০৬ সংখ্যক স্থরা—অতিপ্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ কোরেশ্‌দের নিরাপত্তার জন্য—

২ শীতে ও গ্রীষ্মে বিদেশযাত্রায় তাদের নিরাপত্তা।

৩ অতএব তারা এই গৃহের পালয়িতার উপাসনা করুক ;

৪ যিনি তাদের ক্ষুধার খাদ্য দিয়েছেন, ভয়ে নিরাপত্তা দিয়েছেন।

আল্-মাউন্

[আল্-মাউন্—ছোটোখাটো সাহায্য—১০৭ সংখ্যক সূরা—প্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ যে ধর্মকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাকে দেখছ কি ?

২ সে সেই যে অনাথকে হাঁকিয়ে দেয়,

৩ আর দরিদ্রকে অন্ন দিতে দেয় না উৎসাহ।

৪ আফসোস সেই উপাসনাকারীদের জন্য,

৫ যারা তাদের উপাসনা সম্বন্ধে অমনঃসংযোগী,

৬ যারা (ভালো কিছু) করে লোককে দেখাবার জন্য,

৭ আর বন্ধ করে ছোটোখাটো সাহায্য।

আল্-কাওসর

[আল্ কাওসর—প্রাচুর্য—১০৮ সংখ্যক সূরা—মক্কায় অবতীর্ণ।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে প্রাচুর্য দিয়েছি।

২ অতএব তোমার পালয়িতার কাছে প্রার্থনা করো ও কোরবানি করো।

৩ নিঃসন্দেহ তোমার অপমানকারী সন্ততিহীন। *

* হযরতকে একজন বলেছিল আঁটকুড়ে—তার-ই উত্তর।

আল্‌-কাফিরুণ

[আল্‌-কাফিরুন—অবিশ্বাসিগণ—১০৯ সংখ্যক সূরা—মক্কায় অবতীর্ণ ।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ বলো : হে অবিশ্বাসিগণ,

২ আমি তার উপাসনা করি না যার উপাসনা তোমরা করো,

৩ তোমরাও তার উপাসনা ক'রো না যার উপাসনা আমি করি,

৪ আমি তার উপাসনা করবো না যার উপাসনা তোমরা করো,

৫ তোমরাও তার উপাসনা করবে না যার উপাসনা আমি করি।

৬ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আমার জন্য আমার ধর্ম।

আন্‌-নস্‌র্‌

[আন্‌ নস্‌র্‌—সাহায্য—১১০ সংখ্যক সূরা—কারো মতে মক্কায় কারো মতে মদিনায় অবতীর্ণ। *এটি* মক্কা-বিজয়ের পরে অবতীর্ণ হয়েছিল।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য আর বিজয়,

২ আর দেখছ লোকেরা দলে দলে প্রবেশ করছে আল্লাহ্‌র ধর্মে—

৩ তখন কীর্তন করো তোমার পালয়িতার প্রশংসা আর তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করো; নিঃসন্দেহ তিনি বার বার প্রত্যাবর্তনকারী (করুণাময়)।

আল্‌-লহব

[আল্‌-লহব—এর অন্য নাম মসদ্‌—১১১ সংখ্যক সূরা—প্রাথমিক মক্কীয়। হযরতের পিতৃব্য আবুলহব ও তার পত্নী হযরতের মতের ঘোর বিরোধী ছিল। তাঁর পিতৃব্য-পত্নী তাঁর পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখতো।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ ধ্বংস হোক আবুলহবের দুই হাত আর ধ্বংস হবে সে;

২ তার ধন ও উপার্জন কাজে আসবে না তার;

৩ অচিরে প্রবিষ্ট হবে সে লেলিহান শিখায়।

৪ আর তার স্ত্রী—ইন্ধনবহনকারিণী—

৫ তার ঘাড়ের উপরে কড়াপাকের খেজুরের বাকলের রশি।

আল্-ইখ্লাস

[আল্-ইখ্লাস—একত্ব—১১২ সংখ্যক সূরা। সাধারণতঃ **এটিকে** প্রাথমিক মক্কীয় জ্ঞান করা হয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ বলো : তিনি—আল্লাহ্—এক ,

২ আল্লাহ্ সবার নির্ভরস্থল,

৩ তিনি জন্মদান করেন না, জাতও নন,

৪ আর তাঁর তুল্য নয় কেউ।

আল্-ফলক্

[আল্-ফলক্—উষা—১১৩ সংখ্যক সূরা—কারো কারো মতে মক্কীয়, কারো কারো মতে মদিনীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ বলো : আমি শরণ নিই উষার পালয়িতার,
২ যা তিনি সৃষ্টি করেছেন তার অকল্যাণ থেকে,
৩ আর অন্ধকারের অকল্যাণ থেকে যখন অন্ধকার ঘনীভূত হয়,
৪ আর গ্রন্থিমধ্যে কুহককারিণীদের অকল্যাণ থেকে,
৫ আর বিদ্বেষকারীর অকল্যাণ থেকে যখন সে বিদ্বেষ করে।

* ইহুদী মেয়েরা নাকি হযরত সম্বন্ধে কিছু তুকতাক করেছিল—সেই সম্পর্কে বলা হয়েছে অনুমান করা হয়।

আন্-নাস্

[আন্-নাস—মানুষ—১১৪ সংখ্যক সূরা—কারো কারো মতে মক্কীয়, কারো কারো মতে মদিনীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ বলো : আমি শরণ নিই মানুষের পালয়িতার,

২ মানুষের প্রভুর,

মানুষের উপাস্যের,

৪ গুপ্ত মন্ত্রণাদাতার অকল্যাণ থেকে,

৫ —যে মানুষের মনের ভিতরে মন্ত্রণা দেয়—

৬ জিনের ও মানুষের।

নির্দেশিকা

(১৫ থেকে ৩০ খণ্ড পর্যন্ত)

অন্যায়ের প্রতিরোধ করো যা শ্রেষ্ঠ তাই দিয়ে—৯৪, ২৭৮,

অপব্যয়ীরা শয়তানের ভাই—৫,

অবশ্য পালনীয় নীতি—৫, ৬, ৬,

আইয়ুব—৬৮, ২৪৬,

আকাশ—ছিল ধূম—২৭৫,

আদ্—৭৯, ১১৪, ১২৭, ১৬৬, ২৭৬, ৪০৮,

আদম—সৃষ্টি—৯, তাঁর সন্তানদের সম্মান—১১, ২৪, ৫৬, ২৪৯,

আরবদের দেবতা—৪১৭,

আবু তালেব—১৫৫, ২৪২,

আবুবকর—১০০,

আমানত বহন—২০৩,

আয়েশা—১, ১০০,

আল্লাহ্—একমাত্র তাঁর বন্দনা করবে,—৪, তাঁর দাসদের উপরে শয়তানের অধিকার নেই—১০, তাঁর ভালো ভালো নাম (গুণাবলী)—১৬, কেউ তাঁর পুত্র নয় সবাই দাস—৪২, তাঁর জ্ঞানে সব-কিছু তিনি ধারণ করেন—৫৪, দৃঢ় নির্ভরতা—৭৭, যুদ্ধের অনুমতি—৭৮, তারা তাঁর পরিমাপ করে নি যোগ্য পরিমাপে —৮৩, তাঁর অভিমুখে সংগ্রাম করো যে সংগ্রাম তাঁর প্রাপ্য—৮৪, কখনো পুত্র গ্রহণ করেন নি—৯৩, মানুষের সঙ্গে কথা বলেন রূপকে—১০৩, জল থেকে সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেক জীবকে —১০৫, সৃষ্টি করেছেন জল থেকে —১১৬, উত্তরাধিকারী (সবের শেষে থাকেন)—১৫৬, তাঁর করণীয় হচ্ছে বিশ্বাসীদের সাহায্য করা—১৭৭, ভালো কাজে ব্যয়ের বহু প্রতিদান দেন—২১০, তাঁর ধারায় পাবে না কোনো পরিবর্তন—২১৯, বিরাম দেন নির্ধারিত কাল পর্যন্ত—২২০, লিখে রাখেন সব স্পষ্ট লেখায় ২২২, সবের মধ্যে যুগল সৃষ্টি করেছেন—২২৪, তাঁর দুই হাত দিয়ে সৃষ্টি করেন আদমকে—২৪৯, তিনিই রক্ষাকারী বন্ধু—২৮৩, রক্তসম্পর্কীয়দের মধ্যে প্রেম চান—২৮৫, তাঁর দাসদের থেকে গ্রহণ করেন অনুতাপ আর ক্ষমা করেন মন্দ কাজ—২৮৬, তাদের উত্তর দেন যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে—২৮৬, সৃষ্টি করেন নি খেলার জন্য—৩০৩, বাড়িয়ে দেন তাদের সুগতি যারা

পথে চলে—৩১৮, সব কিছু সৃষ্টি করেছেন পরিমাপ অনুসারে—৩৫৩, স্থাপন করেছেন ন্যায় অন্যায়ের মানদণ্ড—৩৫৪, জানেন সব—৩৭১, তৈরি করেছেন কান আর চোখ আর অন্তরাত্মা (অর্থাৎ এসবের সৎ ব্যবহার করতে)—৪০২

অবিশ্বাসীরা বলে—এই সংসারে আমাদের যে জীবন তা ভিন্ন আর কিছু নেই—৮৯, ৩০৮ যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তারা পথ থেকে বেঁকে যায়—৯২, তাদের কাজ যেন মরুভূমিতে মরীচিকা—১০৪, কামনাকে করেছে তার উপাস্য—১১৫, ২৬৭, তাদের কান, আর তাদের চোখ আর তাদের গাত্রচর্ম সাক্ষী দেবে তাদের বিরুদ্ধে—২৭৬, মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান নেই—৩০২,

ইউনুস—৬৮, ২৩৮, ২৬৬,

ইদরিস—৬৮,

ইব্রাহিম—৩৭, ৩৮, ৬৫, ৬৬, ৭৫, ৭৬, ৭৯, ১২৪, ১৬৩, ১৬৫, ১৯২, ২৩৫, ২৩৬, ২৪৭, ২৯২ ৩৩৭,

ইলিয়াস—২৩৭, ২৩৮,

ইসহাক—১৬৫,

ইসলাম—পূর্ববর্তী পয়গাম্বরদেরও ধর্ম —২৮৩,

ইসরাইলবংশীয়দের ছত্রভঙ্গতা—১৫,

ইসরাইল—৬৮,

ইয়াজুজ মাজুজ—২৯, ৩০, ৭০,

ইয়াকুব—১৬৫,

ইয়াহইয়া—(জন) ৩৪, ৬৯,

ঈসা—৩৩, ৩৬, ৬৯, ৯০, ১৯২, ২৯৬, ৩৮৪,

একাধিক উপাসক থাকলে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হোতো—৭,

কৃপণতা নিন্দনীয়—৫,

কবিরা—সাধারণতঃ তাই বলে যা তারা করে না—১৩৪,

কোর্‌আন—বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য —১২, আরবদের জন্য আরবী ভাষায়—২৭৯,

কারূন—১৫৮, ১৫৯, ১৬৬,

কেয়ামত—বই দেওয়া হবে হাতে—১১, ২৪, ২৬৪, নিকটবর্তী—২৮৪,

জাহান্নাম—ঘিরে আছে অবিশ্বাসীদের —১৬৯,

তালাক—১৯৯.

দাউদ—৬৭, ১৩৬, ২০৫, ২৪৩,

নারীর আচরণ (পুরুষদের প্রতি) —১৯৬,

নিকট আত্মীয়ের প্রাপ্য - ৫.

নূহ—২, ৪, ৩৯, ৬৭, ৭৯, ৮৭, ১১৪, ১২৬, ১২৭, ১৬৩, ১৯২, ২৩৪, ৩৩৯,

পরিখার যুদ্ধ—১৯০,

পিতামাতার প্রতি সদয় ব্যবহার—৪, ১৬২, ১৮১,

পর্দার ব্যবস্থা—১০১, ১৯০, ২০০, ২০১,

প্রত্যেক জাতির মধ্যে সতর্ককারী এসেছেন—২১৬,
প্রত্যেক প্রাণ মৃত্যু আস্বাদ করবে—১৬৯,
ফেরাউন—৪৭, ৪৯, ৫০, ৫১, ৮৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১৩৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৫২, ১৫৩, ১৬৬, ২৫৩, ২৯৫, ৩০২, ৩৩৮, ৪০৮, ৪২৩,
বদরের যুদ্ধ—ভবিষ্যৎ বাণী—১৭১
বলো যা সব চাইতে ভালো—৮,
বনিকোরেযা—১৯৫,
বিপর্যয়—মানুষের কর্মের ফলে—১৭৬,
বিবি যয়নাবের বিবাহ—১৯৭,
বিশ্বাসী—তাদের কাজকর্ম চলে নিজেদের মধ্যে পরামর্শক্রমে—২৮৭, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে, ৩২১, প্রকৃত বিশ্বাস আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করা ও রসুলে বিশ্বাস করা—৩৩০, বিশ্বাসীদের ধনসম্পদের একটি অংশে অধিকার আছে ভিক্ষুকদের ও বঞ্চিতদের—৩৩৭, বিশ্বাসী পুরুষ ও নারী যারা ভালো কাজ করে তারা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে—২৬৭,
মন্দকে প্রতিরোধ করো ভালোর দ্বারা—১৫৫, মন্দের প্রতিদান তার তুল্য মন্দ, কিন্তু ক্ষমা আরো ভালো—২৮৭,
মরিয়ম—৩৩, ৩৫, ৩৬, ৬৯, ৯০, ২৯৬,
মাদিয়ান—৭৯, ১৫০, ১৫৪, ১৬৬, ১৩১,
মানব সৃষ্টি—২৭১, মানুষের বিপত্তি তার কর্মের ফল—২৮৬,
মেরাজ—১, ৯
মোহম্মদ—(তারা বলে অনুসরণ করে এক জাদু করা লোককে)—৭, শয়তানের প্রলোভন—১১, অলৌকিকতা প্রদর্শনে অস্বীকৃতি—১৩, বিশ্ব জগতের জন্য এক করুণা—৭১, ৭২ ১৪৬, ১৫৩, ১৫৪, ১৬০, কোনো গ্রন্থ পাঠ করেন নি, লেখেনও নি, ১৬৮, ১৯২, উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত—১৯৪, পত্নীদের সাথে মনোমালিন্য—১৯৫, পয়গাম্বরদের শেষ—১৯৮, একটি প্রদীপ, যা আলো দেয়—১৯৯, স্ত্রী গ্রহণের সীমা নির্দেশ—২০০, তাঁর পত্নীদের পুনঃ বিবাহ নিষিদ্ধ—২০০, তোমাদের মতো একজন মানুষ মাত্র, যাতে প্রত্যাদিষ্ট হয় তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য—২৭৪, লোকদের উপকার অধ্যক্ষ নন—২৮২, পূর্বে জানতেন না গ্রন্থ কি আর বিশ্বাস কি—২৮৯, প্রথম প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি—৩৪৫, তাঁর ইঙ্গিতে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল—৩৪৯, ইঞ্জিলে উল্লেখ—৩৮৪, ৩৮৫,
মুসলমানদের বর্ণনা—৩২৭, শান্তি স্থাপনের পদ্ধতি—৩২৯, মুসলমান ও মোমিনের মধ্যে পার্থক্য—৩৩০
মূসা—২, ১৫, ২৬, ৪৫, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫২, ৫৩, ৬৪, ৭৯, ৮৯, ৯০, ১১৪,

১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১৩৫, ১৩৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৬৬, ১৮৯, ১৯২, ২০৩, ২৩৭, ২৬৫, ২৮০, ২৯৫, ৩০১, ৩১২, ৩৩৮, ৩৮৪
মূসার মাতার ওহি লাভ—১৪৮
যদি ভালো করো তবে ভালো করবে নিজের প্রতি—২, ৩,
যাকারিয়া—৩৩, ৬৯
যার জ্ঞান তোমাদের নেই তা অনুসরণ ক'রো না—৮
যাক্কুম গাছ—পাপীদের খাদ্য—৩০৩, ৯
যুলকারনায়েন—৩৯
যুলকি ফল—৬৮
রস—১১৪
রূহ (আত্মা বা প্রেরণা)—১৩
রক্ত সম্পর্কীয়েরা পরস্পরের বেশি নিকটবর্তী—১৯১
রুহুল আমীন (জিব্রিল)—১৩২,
লূত—৬৬, ৬৭, ৭৯, ১৩০, '৪২, ১৬৪, ১৬৫, ২৩৮
শয়তানের বাণী আরোপ—৮০, মানুষকে সাহায্য করতে অক্ষম—১১৩, ২৪৬
শোয়েব—১৩১, ১৬৬
শাশ্বত ধর্ম—১৭৫
সামূদ—৭৯, ১১৪, ১২৯, ১৪১, ১৬৬ ৪০৮
সালিহ্—১২৯, ১৪১
সোলায়মান—৬৭, ৬৮, ১৩৬, ১৩৮, ১৪০, ২০৬, ২৪৫
সূদ—বাড়বে না—১৭৬
হজ্—৭২, পশুর মাংস ও রক্ত আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছয় না—৭৮
হামান—১৪৭, ১৪৮, ১৫৩, ১৬৬,
হারুণ—৩৬, ৫৩, ৬৪, ৮৯ ১১৪, ১২০ ১২২, ১৫২, ২৩৭
হুদ্‌হুদ্—১৩৭
হুদ্—১২৭

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৬	২৬	আর আর	আর
৫৬	২৩	আজ্ঞর	অজ্ঞের
৬৪	২৪	পলেয়িতা	পালয়িতা
৯১		গ্রস্থ	গ্রন্থ
১১০	২১	লিখিয়েছ	লিখিয়েছে
১৫৮	১২	করেছিল	করেছিলে
১৬৮	২১	বিশ্বাস	অবিশ্বাস
১৭৪	১২	আদেশ	আদেশে
১৭৫	১৩	আরবি	আর বিভিন্ন
১৭৭	১৯	তারা	তাঁরা
২২৫	৬	তার	তারা
২৩১	২৫	তার	তারা
২৩৬	১২	য	যা
২৪৩	২৫	করতো	করতে
২৪৭	৩	হাত	হাতে
২৪৭	১৮	তবে	তাতে
২৪৮	১১	যারা	তারা
২৫৩	২৪	বা	যা
২৬০	২০	প্রত্যক্ষ	প্রত্যেক
২৭০	৭	যদি	যিনি
২৭৫	২১	আজ	আর
২৭৮	২০	কাজে	কাছে
২৮৫	১০	ভেগে	ভোগ
২৭৯	৯	সন্দেহ	নিঃসন্দেহ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৯৩	৪	পিতা পিতামহদের	এদের পিতা-পিতামহদের
৩১৮	২০	কাজে	কাছে
৩৪৬	১০	পিতাপিতামহরা	আল্লাহ্
৩৪৭	৯	মন্দ কাজের	তাদের মন্দ কাজের
		মন্দ করে	যারা মন্দ করে
৩৪৮	১৬	তিন	তিনি
৩৮১	২৫	জড়িয়ে	তাড়িয়ে
৩৮২	৭	কার করে	বার ক'রে
৩৮৩	১	অসি	আস্
৩৮৮	১১	সএল	সফল
৩৯১	১৪	পুকোও	লুকোও
৩৯১	১৬	তাদেব সংবাদ	৫ তাদেব সংবাদ
৩৯২	২০	কেউ	যে কেউ
৩৯৯	২০	তাঁতে	তাতে
৪০৬	১৫	কেয়ামতের দিনে পর্যন্ত	কেয়ামতের দিন পর্যন্ত